প্রথম প্রকাশ :
জ্যৈষ্ঠ—১৩৫৮

প্রকাশিকা :
শ্রীমতি আলোরাণী পাত্র
প্রগতি প্রকাশনী
২৮, পঞ্চানন ঘোষ লেন,
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ :
প্রদোষ কান্তি বর্মন

মুদ্রাকর :
শ্রীনিরঞ্জনকুমার ঘোষ
রঘুনাথ প্রিন্টার্স
১৫৩/এ, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড,
কলিকাতা-১

স্বর্গীয় যতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

ও

স্বর্গীয়া সুভাষিণী চট্টোপাধ্যায়ের

পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে—

আমাদের প্রকাশিত ও এজেন্সীপ্রাপ্ত বই

আকাশবাণী খ্যাত—বেলা দে'র

চাইনিজ অভিধান ১৫'০০ গৃহিণীর অভিধান ৩০'০০

উল বোনা অভিধান ৪০'০০

জেমস হেডলী চেজ

সমুদ্র সৈকতে খুন	...	...	১৬'০০
কামনা নিঃশ্বাসে বিষ	...	...	২০'০০
সর্ব্বনাশের নেশা	...	...	২৫'০০
হিমকুয়াশায় মৃত্যু	...	...	১৬'০০
নিশীথ তৃষ্ণা	...	...	১১'০০
সোনার হরিণ	...	...	২০'০০
নীল জ্যোৎস্নায় একা	...	...	১৬'০০
নেকড়ের থাবা	...	...	১৭'০০
শয়তানের প্রথম প্রহর	...	...	১৮'০০
নরকে শেষ বসন্ত	...	...	১৮'০০

অ্যালিস্টেয়ার ম্যাকলীন

দি ওয়ে টু ডাষ্টি ডেথ্	...	...	১২'০০
ব্রেক হার্ট পাস	...	...	১০'০০
রক্ত ঝরা দিনগুলি	...	...	১৫'০০

আগাথা ক্রিষ্টি

অদৃশ্য খুনী	...	...	১৮'০০
বিবশ শর্বরী	...	...	১৫'০০

নিক্ কার্টার

সাগর সহেলীর ফাঁস	...	...	১০'০০
বাঘিনীর চোখে ঘুম নেই	...	...	৮'০০
স্বর্ণ শিহরণ	...	...	১০'০০

ডেসমণ্ড ব্যাগলীর

ফ্লাই এ্যাওয়ে	...	...	১৮'০০
বাতাসে মরণ ফাঁদ	...	...	১৭'০০

এরিখ মারিয়া রেমার্ক

অল কোয়ায়েট অন্ দি ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট	...	১৮'০০

সিডনী শেলডন

নেকেড ফেস

রজার্স অফ্ রজার্স

॥ ১ ॥

কাইফেং শহরে তখন বসন্তকাল। উত্তর চীনের হোনাপ প্রদেশে তখন বিলম্বিত বসন্ত। শহরের উঁচু প্রাচীরের পেছনে এবং আঙিনার মধ্যে পীচ ফুল ফুটেছে—কৃষিক্ষেত্রে এবং সমতল ভূমিতে দুর্গ পরিখার চার ধারে যখন পীচ ফুল ফোটে তার অনেক আগেই এখানে ফুটেছে। কিন্তু এই আশ্রয়েও ইহুদীদের বার্ষিক পর্ব "পাস্-ওভারে"—ফুলের শুধু গোলাপী বোঁটাই ছিল।

এজরা বেন ইজরাইলের আঙিনার মধ্যে পীচ ফুল কয়েকদিন আগেই কেটে রাখা হয়েছে এবং ভোজের সময় ফোটান'র জন্য জোর চেষ্টা চলছে।

প্রতি বসন্তে চীনা ক্রীতদাসী পিয়নী বড় হলঘরের দেওয়ালে ডালে ফুল সাজায়; এটা পিয়নীর উপর ন্যস্ত কাজ। তার প্রভু এজরা এবং প্রভুপত্নী ম্যাডাম এজরা তার এই কাজের তদারকি করেন। এ-বছর বসন্ত বিলম্বিত এবং উত্তর-পশ্চিম বায়ু এখনও বইছে অথচ পিয়নী কি সুন্দর ডালে ফুল সাজিয়ে রেখেছে। হলঘরে ঢুকেই তারা এগুলি প্রত্যক্ষ করল এবং পিয়নীর ভূয়সী প্রশংসা করল।

"দেখ আমাদের ছোট পিয়নী কিরূপ ফুল দিয়ে উৎসব সাজিয়েছে।" এজরা ফুলের দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করে বলল, ম্যাডাম এজরা একটু থেমে বলল, "খুব ভাল হয়েছে বাছা, পিয়নী।"

পিয়নী কিন্তু নীরব, তার ছোট্ট হাত দুটি জোর করা রয়েছে হাতার উপর। ডেভিডের চোখ তার দিকে পড়তেই সে চোখ নামিয়ে নিল। তার হাসির সে কোন জবাব দিল না কিন্তু লীহ্-র মৃদু হাসির সে জবাব দিল। বুড়ো পুরোহিত কোন সঙ্কেত করল না, কারণ সে ছিল অন্ধ। তার ছেলে এ্যারন সঙ্গে ছিল কিন্তু পিয়নী তার দিকে তাকাল না। হলের মাঝখানে গোল টেবিলে তারা বসল এবং পিয়নী নীরব ভঙ্গীতে খাদ্য পরিবেশন পরিচালনা করতে লাগল। চারজন ভৃত্য তার নির্দেশ পালন করছে এবং বুড়ী ঝি ওয়াংমা চা পরিবেশন করছিল।

যতদূর তার মনে পড়ে পিয়নী এজরাদের বাড়ীতে প্রথম বসন্তে এই সান্ধ্য

ভোজ প্রত্যক্ষ করত। সে প্রতিটি ডিস এবং কাঁটা চামচ টেবিলের উপর রাখার নির্দেশ দিত এবং চাকরেরা তা মেনে চলত কারণ একমাত্র সেই জানত ঘরে কোথায় কি আছে এবং কোথায় কি রাখা হবে। ডিসগুলি সারা বছর এমনই পড়ে থাকে, কেবল এই ভোজের রাত্রে সেগুলি ব্যবহার করা হয়। রূপোর চামচ এবং চপ-কাঠি, বড় সাত ডালের মোম সবগুলি উপরে ঝোলান লণ্ঠনের আলোতে চিক্‌মিক্ করছিল। একটা বড় রূপোর ট্রে-র উপর সে প্রতীক বসিয়েছিল কিন্তু সে তার অর্থ বুঝত না। কিন্তু প্রতি বছর সে একটা ঝলসানো ডিম তৈরী করত, তার সঙ্গে থাকত তিক্ত শাক, আপেল, বাদাম এবং মদ। এগুলি সবই বিদেশী ধর্মের সংস্কার।

কিন্তু এই অজানা চীনা শহরে সবই অদ্ভুত লাগত। যদিও পিয়নী সব নিয়ম-কানুন জানত এবং প্রতি বসন্তে সে তা পালন করত। গাঁজানো রুটির টুক্‌রো ঘরময় খুঁজে বেড়ান। প্রভু এজরা আজ সকালে ইহা খুঁজে বেড়িয়েছেন, বরাবরের মতন। তিনি এখান থেকে সেখানে গিয়ে অনুসন্ধান করতেন এবং পিয়নীকে জিজ্ঞেসা করতেন, "এই সব? আর নেই?" আগে ম্যাডাম এজরা গাঁজানো রুটির টুক্‌রো লুকোতেন এবং মিস্টার এজরা খুঁজে বার করতেন। কিন্তু কয়েক বছর ধরে পিয়নীর উপর এই ভার দেওয়া হয়েছে। এখন ম্যাডাম এজরা টুকরোগুলি গণনা করে, যাতে গৃহস্বামী এজরা জানতে পারে যে, খোঁজা শেষ হয়েছে। এজরা অবশ্য কৌতুক করত আবার এমন ভাব দেখাত যে, চাকরদের সামনে তার লজ্জাও হচ্ছে। পিয়নী এবং ডেভিড যখন ছেলেমানুষ তারা এই গাঁজানো রুটি খোঁজা নিয়ে কত কৌতুক করত, নিষিদ্ধ রুটি এখানে ওখানে দেখিয়ে দিত, তখন কিন্তু পিয়নী জানত না যে, সে একজন ক্রীতদাসী।

এখন সে জানে, ভোজের কাছে সে সর্তক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। টেবিলের প্রত্যেক ব্যক্তি কোন না কোনরূপে তার কাছে পরিচিত। ডেভিডকে সে ভাল জানত কারণ, ডেভিডের জন্যই তাকে কিনে আনা হয়েছিল, একবার দুর্ভিক্ষের সময়। সেবারে পীত নদীর বন্যায় বাঁধ ভেঙ্গে নীচু জমি ভাসিয়ে দিয়ে গিয়েছিল যার ফলে দুর্ভিক্ষ হল। নিজের বিক্রীত হওয়ার কথা কিছুই তার মনে নেই। ডেভিডের মুখ ছাড়া আর কারোর মুখ সে চেষ্টা করেও মনে আনতে পারে না। সে-ই তার প্রথম স্মৃতি,—একটি প্রফুল্ল বালক, তার থেকে দু'বছরের বড়—অপেক্ষাকৃত উচ্চতর এবং অধিকতর শক্তিশালী। সুতরাং সে তার ওপরই নির্ভরশীল ছিল। সে-যুগে সে তার কাছেই তার সুখ-দুঃখের কথা বলত এবং এটা

এমন স্বভাবে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল যে, সে পরিত্যাগ করতে পারত না। যদিও জ্ঞান হওয়া থেকেই সে বুঝতে পারে যে, তার এই স্বভাব বদলানো দরকার। শৈশব অবস্থার পরেও দুই শিশুর মধ্যে ভাব থাকা ভাল নয়, তাছাড়া যখন একজন প্রভু ও আর একজন তার ক্রীতদাসী।

পিয়নীর কোন দুঃখ নেই। এই সদাশয় ইহুদী পরিবারে স্থান পেয়ে সে নিজের ভাগ্যকেই তারিফ করে। এজরা বেন ইজরায়েল—বাড়ীর মালিক—একজন প্রফুল্ল, সবল চেহারার ব্যবসায়ী। সে যদি তার সমস্ত দাঁড়ি কেটে ফেলত তাকে চৈনিকের মত দেখাত কারণ, তার মা ছিল চীনা-রমণী। ম্যাডাম এজরার এটা বড়ই দুঃখ। কাজেই কেউ একথা প্রকাশ করত না। সে এই ভেবে সান্ত্বনা পেত যে, তার ছেলে ডেভিডও তার মতই দেখতে, তার বাবার মত নয় এবং সে বলত, ডেভিড ম্যাডাম এজরার বাবার মতই হয়েছে এবং তাঁর নামেই সে ডেভিডের নাম রেখেছে।

সমস্ত লোক ম্যাডাম এজরাকে ভয় করত, কারণ অনেকের অনেক ব্যক্তিগত সুবিধা তার উপরে নির্ভর করত। হঠাৎ রাগের মাথায় সেগুলো নাকচ হয়ে যেতে পারে। তাব বয়স প্রায় পঞ্চাশ, লম্বা চওড়া এবং সুন্দরী ইহুদী রমণী বলে তার নাম ছিল। তার উঁচু নাক এবং রঙের জৌলুস খুব বেশী ছিল। তার সমস্ত তেজ থাকা সত্বেও তার কতকগুলি একঘেয়ে বিশ্বাস এবং স্বভাব ছিল যা সে ছাড়তে পারত না। যেমন, উৎসবের ভোজে সে পুরোহিত এবং তার দুই শিশু-সন্তান এ্যারন এবং লিহকে নিমন্ত্রণ করেছে। এ্যারনের বিবর্ণ মুখশ্রী এবং লুকোন স্বভাবের জন্য পিয়নী তাকে ঘৃণা করত। তাছাড়া এ্যারনের স্বভাবের দোষও ছিল। তার নিজের পরিবার এবং এজরার পরিবারের সকলেই তার দোষের কথা জানত। তবে বোধহয় কাইফেং-এর সাতটি বংশের আটটি পরিবারের ইহুদীরা সকলেই জানত না পুরোহিতের ছেলে কি করছে।

লিহ অবশ্য অন্য রকম ছিল। লিহ ভাল ছিল এবং দেখতেও সুন্দর ছিল। পিয়নী টেবিলের কাছ থেকে তাকে দেখছিল। সে পুরোপুরি সুন্দরী ছিল। আজকে মদের মত লাল রঙের পোশাকের সঙ্গে সোনালী বেল্টে তাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল। সে একটু বেশী লম্বা ছিল, তাছাড়া সে সবদিক থেকেই সুন্দরী ছিল। চীনারা লম্বা স্ত্রীলোক পছন্দ করে না, তা সত্ত্বেও তার ক্রীমের মত ফরসা চামড়া এবং কালো উজ্জ্বল চোখ, কুঞ্চিত চোখের পাতা এবং লাল ঠোঁট সকলকেই মুগ্ধ

করত। চীনা সৌন্দর্য্যের তুলনায় নাকটাও একটু বেশী উঁচু ছিল তবে তা ম্যাডাম এজরার মত তত উঁচু নয়।

লিহ শুধু সুন্দরীই ছিল না তার চেয়েও বেশী কিছু ছিল। তার একটা সাহস ছিল, একটা উচ্চ গুণ ছিল, যার জন্য পিয়নী না বুঝেও তাকে প্রশংসা করত। চীনারা তাকে বলত, "সে স্বর্গের মত ভাল।" তারা বলত যে, তার সততা তার মধ্য থেকেই উৎসারিত হত। ইহার অনেকটা হয়ত সে তার বাবা পুরোহিতের কাছ থেকে পেয়েছিল। তার বাবা খুব লম্বা এবং শক্ত কাঠামোর মানুষ। সে যেন সাধুতার উজ্জ্বল আলখাল্লা পরে থাকত। অনেক বছর আগে সে একটা চোখের অসুখে আক্রান্ত হয়, সেরূপ চোখের অসুখে অনেক চীনাই ভুগেছে কিন্তু সে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছে। চিকিৎসার অভাবে অন্ধত্ব তাকে গ্রাস করল। তিরিশ বছর বয়সের পরে মৃতা স্ত্রীর মুখও সে দেখতে পায়নি এবং লিহ ও এ্যারনকে সে শিশু অবস্থাতেই দেখেছে; কিন্তু মানুষের মুখ না দেখতে পেলেও সে ভগবানের মুখ দেখতে পেত। স্বাভাবিক সততা থেকে তাকে পুরোপুরি ঐশ্বরিক মনে হত। তাকে রক্তমাংসের মানুষ বলে মনে হত না। অন্ধ হওয়ার পর থেকেই তার চুলগুলো সব সাদা হয়ে যায়, তার সাদা শ্মশ্রু যুক্ত সুন্দর মুখ, টিকলো নাক এবং কোটরগত চোখ একটা নীরব গাম্ভীর্য প্রকাশ করত।

পিয়নী তাদের খাবার টেবিলের সবকিছু লক্ষ্য করত। পিয়নী দেখত, টেবিলের অপর প্রান্ত থেকে ডেভিড লিহ-র দিকে তাকিয়ে আছে। উচ্চতায় লিহ ডেভিডের সমান এবং পিয়নীর মতে ডেভিড অধিকতর সুন্দর। উনিশ বছর বয়সে ডেভিড-বেন এজরা তারুণ্যের পূর্ণতা অর্জন করেছে। তার ইহুদী সুলভ পোশাকে তাকে মানিয়েছে এটা পিয়নীকে স্বীকার করতে হল, যদিও সে ইহুদীদের পোশাক পছন্দ করে না। বরাবর সে চীনা আলখাল্লা পরে, কারণ, সে বলে, সেগুলি বেশী আরামদায়ক। কিন্তু আজ রাত্রে সে নীল এবং সোনালী পোশাক পরেছিল, এবং মাথায় ছিল নীল রেশমী ইহুদী টুপি, যা তার কুঞ্চিত কালো চুল ঢেকে দিয়েছিল। পিয়নী ডেভিডের দিকে না তাকিয়ে পারছিল না, এবং ডেভিডও তার দিকে তাকিয়ে হাসল। সঙ্গে সঙ্গে সে নত হয়ে বুড়ো চাকর ওল্ড কয়াংকে মদের জাগ আনতে বলল। পিয়নী বলল, "প্রভুর কাছে নিয়ে যাও।" সে বলল, "আমি জানি, তোমাকে আর বলতে হবে না, তুমি আমার বুড়ী স্ত্রীর মতই খারাপ লোক।"

যখন সে এইরূপ বলছিল, তখন তার স্ত্রী ওয়াংমা অন্য চাকরদের সঙ্গে নিয়ে

সেখানে এসে উপস্থিত হল। তাদের হাতে ছিল কলসী, গামলা, ও তোয়ালে—হাত ধোয়ার ও মোছার জন্য। কিন্তু এজরা মদ না খেয়ে কুশনের চেয়ার থেকে উঠে পুরোহিতের মদের গ্লাস পূর্ণ করে দিল। সে বলল, "মদ্য পান করে আমাদের আশীর্ব্বাদ করুণ বাবা।"

পূজারী দাঁড়িয়ে মদের গ্লাস তুলে আশীর্ব্বাদ করল। সকলেই দাঁড়িয়ে মদ্য পান করল। তারা যখন আবার বসল, তখন ওয়াংমা চাকরদের নিয়ে সকলের কাছে রুপোর গামলায় জল ভর্তি করে টেবিলে সকলের কাছে এগিয়ে দিল। সকলেই হাত ধুয়ে চাকরদের কাছ থেকে তোয়ালে নিয়ে হাত মুছলো। এসব কাজ চীন চাকরদের কাছে পরিচিত, তবু তাদের কাছে অদ্ভুত লাগে। তারা ঘরের মধ্যে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে, তাদের বড়ো চোখগুলো বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে তাকিয়ে থাকে। তাদের দৃষ্টিতে এজরা যেন পুরোপুরি স্বস্তি বোধ করে না।—আচার অনুষ্ঠান করতে করতে ইহাই তার মনে হয়। এজরা বলে, "ডেভিড বাছা, লিহ তোমার থেকে বয়সে অনেক ছোট, সে তোমাকে চারটে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবে।" লিহ লজ্জিতভাবে চারবার প্রশ্নগুলি মিষ্টিস্বরে বলল, কিন্তু তবু ছেলে মানুষী শোনাল। "আজকের রাত্রি অন্য রাত্রির চেয়ে কোথায় তফাৎ?" চার-বার সে এই প্রশ্ন করল? চারবার তার উত্তর এল টেবিল থেকে, পুরোহিতের কণ্ঠস্বর সবচেয়ে উচ্চতম গ্রামে শোনাল। "অন্য সব রাত্রিতে আমরা গাঁজানো রুটি খাই আর আজ মাত্র না গাঁজানো খাই।" "অন্য সব রাত্রে আমরা অন্য সব্জি খাই কিন্তু আজ রাত্রে কেবল তিক্ত সব্জি খাই।" "অন্য রাত্রে আমরা সব্জি একবারও ভিজাই না আজ দু'বার ভিজিয়ে নিই।" "অন্য সব রাত্রে আমরা সোজা হয়ে বসে খাই কিন্তু আজ রাত্রে হেলে বসে খাই।" যখন চারটে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা এবং তার উত্তর বলা শেষ হয়ে গেল তখন এজরা বলল, "বাবা আপনি এবারে আমাকে হাগাডাহ থেকে গল্প বলুন।" কিন্তু তখন ম্যাডাম এজরা তিরস্কারের সহিত বলল, "ওহে এজরা তুমিই তো আমাদের সংসারের কর্তা, কাজেই তোমারই তো গল্প বলা উচিত। আমার মনে হয় তুমি ইহা ভুলে গেছ, প্রতি বছর তোমাকে বলতে হবে না, যদি তুমি হিব্রু পড়তে পার তবে পড়ে আমাদের শোনাও।"

এজরা হেসে বলল, "পুরোহিতের সামনে আমি পড়তে সাহস পাচ্ছি না।" সুতরাং বুড়ো পুরোহিত প্রাচীন গল্প বলল, কি করে এক সময় তারা বিদেশে ক্রীতদাসরূপে বিক্রীত হয়েছিল এবং কিরূপে মোজেজ তাদের মুক্ত করতে উঠে

দাঁড়ালেন এবং তাঁর লোকদের বললেন গাঁজিয়ে যাওয়ার আগে রুটি তাড়াতাড়ি সেঁকে নিতে। তিনি দরজার কাছে একটা মেষ হত্যা করে দরজার খুঁটিতে রক্তের দাগ লাগিয়ে রাখতে বললেন এবং কি করে অনেক প্লেগের পরে শেষ প্লেগ তাদের শাসন কর্তার উপরে এলো এবং তাতে করে প্রত্যেক বংশের প্রথম ছেলে মারা গেল। অবশেষে সেই দেশের রাজা তাদের চলে যেতে দিলেন। এইভাবে এই দিনটাকে প্রতিবছর স্বাধীনতার দিন হিসাবে স্মরণ করা হয়।

"যতদিনে আমরা আমাদের নিজস্ব মাতৃভূমিতে ফিরে না যাই ততদিন আমরা এই উৎসব পালন করব"—পুরোহিত শির উর্দ্ধে তুলে এই কথা বলল।

ম্যাডাম এজরা চোখ মুছতে মুছতে চেঁচিয়ে বলল, "তা যেন শীঘ্র হয়।" লিহ গম্ভীরভাবে বলল, "তা যেন শীঘ্র হয়।

কিন্তু এজরা এবং ডেভিড নীরব রইল।

এই দীর্ঘ গল্পের সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে পিয়নী চাকরদের চারবার মদ ঢেলে দিতে বলেছে এবং সকলে চারবার করে স্বস্তিতে পান করেছে, পিয়নী জানে না, তবে সে জানে যে, চার বার অবশ্যই মদ ঢেলে দিতে হবে। পিয়নী "ইহুদী" কথাটার মানে জানত না, কোন চৈনিকও জানত না। চীনারা শুধু এইটুকু জানত যে, এই বিদেশী ব্যবসায়ীরা যারা এই শহরে খুব ধনীলোক, অনেক বছর আগে তারা তাদের মাতৃভূমি জুডা থেকে এদেশে এসেছে। পারস্য এবং ভারতবর্ষের মধ্য দিয়ে জলপথে এবং স্থলপথে তারা চীনদেশে এসে পৌছেছে। ইতিহাসে এইরূপ ছোট ছোট মানবগোষ্ঠী এক পুরুষের পর আর এক পুরুষ ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষ্যে বিদেশে বহুবার অভ্যুত্থান করেছে। কিন্তু প্রতিবারেই তারা হঠাৎ কয়েক শত'র একটি দলে এসে হাজির হত, সঙ্গে থাকত তাদের পরিবার ও পুরোহিত।

এজরার পূর্বপুরুষেরাও অনেকে কুড়ি বৎসর আগে এইরূপ সত্তরটি পরিবারের সঙ্গে ভারতবর্ষের মধ্য দিয়ে এদেশে এসেছিল। তাদের সঙ্গে ছিল সুতীর বস্ত্রাদি যা চীনাদের কাছে অমূল্য সম্পদ মনে হল। কারণ, তারা শুধু রেশমের কাপড় তৈরী করতে জানত। তদানীন্তন সম্রাটকে তারা সুতী বস্ত্র উপহার দিয়েছিল এবং তার অনুগ্রহলাভ করেছিল। সম্রাট তাহাদিগকে চীনা পারিবারিক নাম 'চাও' ব্যবহার করতে অনুমতি দিয়েছিল। এজরা তাই কাইফেং শহরে 'চাও' নামে পরিচিত।

চীনারা এই ভদ্র আক্রমণকে সহনশীলতার সহিত দেখত। এই ইহুদীরা

চতুর, উদ্যমশীল এবং খুব বুদ্ধিমান। অনেক সময় চীনা ধনীগণ তাদের ব্যবসা পরিচালনার জন্য ইহুদীদের নিযুক্ত করত। অনেক সময় তারা তাদের দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় কন্যাকে ইহুদীর সঙ্গে বিয়েও দিত। কিন্তু ইহুদীরা তাদের মেয়েকে চীনার সহিত বিয়ে দিত না। পুরোহিত বসে পড়লে ওয়াংমা বুড়ো ওয়াংকে চুপিচুপি বলল, "ও হেশালগম, তাড়াতাড়ি করো, ডিম নিয়ে এসো।" ওয়াংমা-ও এ বাড়ীর ক্রীতদাসী। সেও যখন যুবতী এবং সুন্দরী ছিল তাকেও পিয়নীর মত দেখাত। পিয়নীর উপর ঈর্ষা থাকলেও সে পরিবারের কাজে অনেক সময় এগিয়ে যায়। ওয়াংমার চেঁচামেচিতে দুটো চাকর নোনাজলে সিদ্ধ করা দুটো পাত্রে ডিম নিয়ে এলো। টেবিলের প্রত্যেকেই নীরবে একটা করে ডিম খেল। পুরোহিত বলল। "ইহা আমাদের হাসি ও কান্নার প্রতীক।" ডিম খাওয়া শেষ হলে এজরা হাততালি দিল এবং বলল, "এবারে ভোজ শুরু হোক।" ডিম খাওয়ার সময় ওয়াংমা বুড়ো ওয়াং এবং চাকরেরা বাইরে গিয়েছিল। তারা এখন সকল রকম মাছ, মুরগী এবং মাংসের ডিস নিয়ে এসে টেবিলে পরিবেশন করতে লাগল। চপকাঠি হাতে নিয়ে এজরা সকলকে শুরু করতে অনুরোধ জানাল এবং সে নিজেই পুরোহিত এবং লিহর পাত্রে সবচেয়ে ভাল জিনিসগুলি তুলে দিল।

সুতরাং এজরা এবং অন্য সকলে আকণ্ঠ পান ভোজন করল। এজরা সকলকে আরও খেতে বারে বারে অনুরোধ করতে লাগল। সকলের মধ্যে এ্যারন নীরবে পাংশু মুখে বসেছিল। যদিও সে প্রচুর খেয়েছিল এবং লিহ তাকে এজন্য তিরস্কার করছিল কিন্তু সে তার কথায় কর্ণপাত করল না। ডেভিড এটা লক্ষ্য করেও কিছু বলল না। ডেভিড নিজের প্লেট থেকে একটুকরো নরম মাংস লিহ-কে তুলে দিল। পিয়নী এটা লক্ষ্য করল। ভোজ স্বাভাবিকভাবে এগিয়ে চলেছে। এজরা, ম্যাডাম এজরা সকলেই খুশী। পুরোহিত এবং এ্যারন সন্তুষ্ট। ডেভিড এবং লিহ হেসে হেসে কৌতুক করছিল। ডেভিডের পিতামাতা এতে খুশী। পিয়নী ইহাও লক্ষ্য করল। কিন্তু পিয়নী কোন ভ্রূক্ষেপ করল না। সে চাকরদের বিদায় দিয়ে নিজেই মদ ঢেলে দিতে লাগল এবং অতিথিদের মিষ্টি এগিয়ে দিতে লাগল। ইতিমধ্যে পিয়নী ছুটে গিয়ে ডেভিডের বিছানা করে তাতে এমব্রয়ডারী করা মশারী খাটিয়ে রেখে এলো। কিন্তু ডেভিড শুতে যাওয়া পর্যন্ত সে সেখানে অপেক্ষা করল না। পিয়নী নিজের ঘরে ফিরে গিয়ে নিজের সরু বিছানায় শুয়ে বিনিদ্র রজনী যাপন করতে লাগল। ডেভিড আর লিহ-র হাসিমুখ এবং তাদের

কৌতুক তাকে পীড়া দিতে লাগল। পরের দিন সকালে পিয়নী খুব ভোরে উঠল, তখনও তার চোখের পাতায় যেন ডেভিড ও লিহ্-র হাসি মুখের স্মৃতি লেগে রয়েছে। সে ভাবল, "আমি কি বোকা!" সে হাত মুখ ধুয়ে পোষাক পরে বিনুনি বেঁধে নিজের ঘর পরিষ্কার করে পীচ ফুলের বাগানে গেল। বসন্তের নিস্তব্ধ সকাল! প্রভাত সূর্য তখনও ঘাসের আগায় শিশির বিন্দুর মধ্যে ঝলমল করছে। বাগানের মাঝখানে পাথরে বাঁধান পুল জলে পরিপূর্ণ। স্বচ্ছ জলে সোনালী মাছগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাগানের চারধারের নীচু বাড়ীগুলির লোকেরা তখনও অঘোরে ঘুমোচ্ছে। একটা ছোট কুকুর ডেকে উঠেছিল, পিয়নী তাকে আদর করে বলল, "চুপ করো, লোকেদের ঘুম ভাঙবে।" পিয়নীর আদরে সে চুপ করে গেল। পাখীরা তখনও গান করছে, বাগানের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে পিয়নী দাঁড়িয়ে রইল। এমন সৌন্দর্য সে যেন আগে আর দেখেনি। রাত্রির সমস্ত দুঃখ সে মুহূর্ত্তে ভুলে গেল। সে যেন আনন্দে আত্মহারা। সে একটা ফোটনোন্মুখ পীচ ফুলের ডাল কেটে নিল। তার কোট এবং পাজামার রং ফুলের রঙের সমতুল। এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে দাঁড়িয়ে থেকে সে নিজের সঙ্গে ফুলের সুষমা মেশাচ্ছিল। পিয়নীর বিনুনি বাঁধা কাল চুল, হালকা গোলাপী এবং নরম সবুজের মধ্যে ঝলমল করছে। তার লম্বা বিনুনি এক কানের উপর দিয়ে কপালকে ঘিরে রেখেছিল। তার বড় কালো চোখ এবং হাতীর দাঁতের মত ফর্সা চামড়া তার মুখাবয়বকে নিটোল বাঁকে এঁকে দিয়েছিল। তার রোগা চেহারা এবং বেঁটে গড়ন এবং গোল মুখ মানান সই ছিল। তার জীবন্ত কালো চোখের তারাগুলি অস্বাভাবিক রূপে বড় ছিল, শ্বেতাংশ স্বচ্ছ ছিল এবং তার মুখ ছিল ছোট, পূর্ণ এবং লাল। তার হাত দুটি মাথার উপরে ছড়ানো এবং তার জামার গোলাপী হাতা ঢোলা হয়ে হাত দুটিকে যেন জড়িয়ে ধরেছে। সে পীচ ফুলের ডালটি কাটা শেষ করতে না করতেই শুনতে পেল, পিয়নী বলে তাকে যেন কে ডাকছে, ফিরে তাকিয়ে দেখল, বাগানের অপর প্রান্ত থেকে ডেভিড তাকে ডাকছে। পিয়নীর সব ব্যথা মুহূর্ত্তে জুড়িয়ে গেল। তার মত ডেভিডকে কেউ জানে না। সে লম্বা, প্রায় সাবালক কিন্তু তার এই নতুন উচ্চতার আড়ালে সে সেই শিশুকেই দেখে, যাকে সে চেনে। তার উচ্চতা তার কাছে অপরিচিত, তেমনি তার কালো চোখ এবং কুঞ্চিত চুল। তার গায়ের চামড়া কালো, চীনাদের মত সোনালী ছোপ নেই। তার সুন্দর মুখ শিশু-সুলভ। ডেভিড বলল, "আমি ডাকলে সাড়া দিচ্ছ না কেন?" পিয়নী

ঠোঁটে আঙুল রেখে বলল, "আমি বাগানে এলে, তুমি আসবে না ছোট মনিব।" সে মৃদুস্বরে বলল, "তুমি আমাকে কোনদিন মনিব বলো না, কাল থেকে বলছ কেন?" পিয়নী পাঁচফুল নিয়ে ব্যস্ত হয়ে বলল, "গতকাল তোমার মা তোমাকে ছোট মনিব বলতে বলেছেন।" পিয়নীর কণ্ঠস্বর কম্পিত এবং লজ্জা জড়িত। কিন্তু তার কালো চোখ লম্বা চোখের পাতার মধ্যে দুষ্টুমির ভঙ্গীতে নৃত্য করছিল। "তোমার মা বলেছেন, আমরা এখন বড়ো হয়েছি।" অবশ্য গতকাল ম্যাডাম এজরা রাগের মাথায় পিয়নীকে বকেছিল। ভোজের প্রস্তুতির সময় পিয়নী জিজ্ঞেস করেছিল, "তাহলে ডেভিড কোথায় বসবে? ম্যাডাম এজরা চেঁচিয়ে বলল, "তুমি আমার ছেলেকে নাম ধরে ডাকতে সাহস পাও?" কিন্তু আমি তো বারবারই তাকে নাম ধরে ডাকি মহাশয়া,"—পিয়নী বলেছিল। ম্যাডাম বলল, "আজ থেকে জেনে রাখ তোমরা আর শিশু নও, তুমি ডেভিডকে ছোট মনিব বলবে, আর ডেভিড ঘরে থাকলে তুমি কখনও তার ঘরে ঢুকবে না।" পিয়নী চোখের জল গোপন করে বলল, "হ্যাঁ মহাশয়া।" পরে ম্যাডাম এজরা বলল, "তুমি বড়ো হয়েছ বলে আমি তোমায় দোষ দিচ্ছি না বাছা। আমি শুধু তোমায় শেখাচ্ছি। যা কিছু ঘটে সর্বদাই স্ত্রীলোকের দোষে ঘটে।" পিয়নী বলল, "হ্যাঁ মহাশয়া।"

ডেভিড বলল, "ওঃ, তুমি তো আমার মাকে জান, সে ঐ রকমই।" পিয়নী তার দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি দিল, "তুমি ঐ রকম আলখাল্লা পরলে সে রাগ করবে। গতকাল সে আমাকে বলেছে তোমাকে পরিষ্কার থাকতে সাহায্য করতে—ক্রীতদাসীর কর্তব্য করতে।" পিয়নী পাঁচফুল মাটিতে রেখে তার কাছে গেল, সে তরুণের মত হাসল। সে পিয়নীর হাতের আঙুলের মধ্যে নিজেকে সমর্পণ করল। সে এত লম্বা ছিল যে, সে পিয়নীকে বাড়ীর দিক থেকে আড়াল করে রাখল। জিজ্ঞেস করল, "তুমি কার ক্রীতদাসী?" পিয়নী চোখ তুলে বলল, "তোমার।" "এটা ঠিক বলা হল না, তুমি জান? তোমাকে কিনতে আমার কত লেগেছে? একশ ডলার এবং একটা স্যুট। তখন তুমি ছিলে আট বছরের একটা রোগা পুঁচকি। তোমার দাম হওয়া উচিত ছিল মাত্র সত্তর ডলার। তুমি এত কথার অবাধ্য যে, এখনও তোমার দাম কিছু বাড়েনি।" পিয়নী আদেশ করল, স্থির হও, তোমার বোতামটা খুলে গেছে, আমার সঙ্গে এসো আমি সেলাই করে দিচ্ছি।" "তোমার ঘরে যাব?" পিয়নী মাথা নাড়ল। "তোমার মা এটা বন্ধ করতে বলেছেন।" ডেভিড বলল, "তুমি আমার ঘরে এসো। ডেভিড সরু পথে পড়ে

যাচ্ছিল এবং পিয়নী নীচু হয়ে পীচফুল তুলছিল। দু'জনে জড়াজড়ি হল। সেই সময় ওয়াংমা চাতালে ঝাড়ু দিতে এসেছিল, সে পিয়নীকে বলল, "আমি তোমাদের দেখতে পেয়েছি।" পিয়নী বলল, "তাতে কি হয়েছে?" পিয়নী ফুল নিয়ে হলঘর সাজাতে লাগল, আজকে হলঘর চীনা পরিবারের ঘরের মত দেখাল। ভোজের গোল টেবিলগুলো সরিয়ে নেওয়া হয়েছে, এবং অন্যসব আসবাব পত্র চৈনিক রীতিতে যথাস্থানে রাখা হয়েছে। সমালোচকের দৃষ্টিতে অবশ্য ঘরটা এখনও পুরোপুরি চৈনিক ঘর হতে পারেনি। লম্বা দেওয়াল টেবিলের উপরে এখনও একটা বড়ো পর্দা ঝুলছে তাতে হিব্রু অক্ষর এমব্রয়ডারী করা, তার নীচে ছিল দুটো সাত ডালের পিতলের বাতিদান এবং ঘরের এক কোণে ছিল প্রাচীন ইহুদীদের প্রার্থনার বেদী। পিয়নী ওয়াংমাকে বলল, "যখন পীচফুল ফোটে তখন বসন্তকাল, ভগবানের কি করুণা ওয়াংমা, বিদেশী দুঃখের ভোজের পরে আমাদের বসন্ত উৎসব আসে।" একটা বড়ো আর্মচেয়ারের কিনারে বসে পিয়নী জিজ্ঞেস করল, ওয়াংমা এতদিন এবাড়ীতে কে ছিল, সে দুঃখ পেয়েছে? ওয়াংমা বলল, "তুমিই দুঃখ পাবে যদি আমাদের গৃহস্বামিনা এসো দেখেন যে, তুমি তাঁর চেয়ারে বসেছ। তিরিশবছর এখানে বাস করেও আমার এই ধৃষ্টতা হয়নি।" পিয়নী নরম হয়ে চেয়ার থেকে উঠে পড়ল এবং টেবিল থেকে তিলের পিঠা নিয়ে খেতে লাগল। ওয়াংমা বলল, "ওই পিঠেতে শূকরের চর্বির গন্ধ আছে। আমি তোমাকে বৌদ্ধদের দোকান থেকে কিনতে বলিনি?" পিয়নী বলল, "আমি কিনিনি, বুড়ো ওয়াং কিনেছে।" পিয়নী চা ঢেলে চা খেতে লাগল। ওয়াংমা বলল, "এই কাপে আমি কখনও চা খাইনি।" "হ্যাঁ, শূকরের চর্বির গন্ধই তো!" বলতে বলতে পিঠে খেতে লাগল। পিয়নী জিজ্ঞেস করল, "মনিবেরা শূকরের চর্বি পছন্দ করে না কেন? আমি তাদের সমস্ত কুসংস্কার জানি, কিন্তু তার অর্থ বুঝিনা।" ওয়াংমা বলল, "এটা তাদের ধর্ম, ধর্মের জন্য তারা অদ্ভুত জিনিস করে।" আর একটা কেক খেতে খেতে সে বলল, "আমার এক কাকি ছিল, তার স্বামী মরে যেতে সে বৌদ্ধ হল, সে মাংস খাওয়া ছেড়ে দিল এবং মাথা কামিয়ে ফেলে বাঁশের উপর শুয়ে থাকত। পরদিন সকালে তাকে সুখী এবং প্রফুল্লই দেখাত। কে জানে কেন সে এত ভাল থাকত!" পিয়নী ওয়াংমাকে চা ঢেলে দিল এবং বলল, "তুমি এ পাত্রে খেতে পার, তাতে কিছু দোষ হবে না; তাছাড়া মনিবেরা তো জানতে পারছে না।" ওয়াংমা বলল, কে জানে তুমি কি বলবে?" পিয়নী বলল, "আমি যা জানি, তা কখনও বলিনা।" ওয়াংমা বলল, "আমি অনেক কিছু জানি।"

পিয়নী জিজ্ঞেস করল, "কি জান?" ওয়াংমা বলল, "তুমি আর তোমাদের ছোট মনিব।" পিয়নী বলল, "আমি আর আমাদের ছোট মনিব। তুমি আর বড়ো মনিব যেরকম ছিলো সেরকম আমাদের ভেবো না।" ওয়াংমা তাকিয়ে রইল। তার ঘাড় লাল হয়ে উঠল, "তুমি একথা বলতে সাহস করছ?" সে চেঁচিয়ে বলল। পিয়নী বলল, "কেবল আমিই বলছি না।" ওয়াংমা চোখ নীচু করে বলল, "তোর মরে যাওয়া উচিত।" পিয়নী ওয়াংমার কাঁধে হাত দিয়ে বলল, "এই বাড়ীতে আমরা যদি একে অন্যের বন্ধু না হই তবে আমাদের বন্ধু কে হবে?" পিয়নী একটু থেমে বলল, "যদিও আমি একজন ভৃত্য মাত্র তবু তাতে কি। আমি তার প্রতি যত্ন নিই, তার সঙ্গে খেলি, সে অস্থির হলে গান করি, সে না ঘুমোলে বই পড়ে শুনাই, তার ক্ষুধা পেলে খাওয়াই, সর্ব রকমে তার ক্রীতদাসী।" ওয়াংমা কাছে এলো "তুমি জান কি ঘটবে?" পিয়নীকে দুঃখিত দেখাল। সে বলল, আমি জানি কিন্তু সে লিহকে নিয়ে কখনও সুখী হবে না। আর তাকে বিয়ে করতেই হবে যেমন তার বাবা আগে একজন তাদের লোককে বিয়ে করেছিল।" ওয়াংমা বলল, "খুব শিশু বয়স থেকে তাদের বাগদান পাকা হয়ে আছে বোধহয় তোমারও জন্মের আগে। পিয়নী বলল, "তুমি কি মনে করো আমি এসব জানি না? লিহ নিজেই তো আমাকে বলেছে। আমি, ডেভিড এবং লিহ যখন একসঙ্গে খেলতাম তখন এই সব কথা হত। লিহ-র বয়স আঠারো এবং ডেভিডের উনিশ।" ওয়াংমা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "এই তো সময়।" পিয়নী বলল, "চুপ।" তারা পায়ের শব্দ পেল, তাড়াতাড়ি তারা নিজেদের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। মিষ্টির বাক্স ঢাকা দিয়ে চায়ের পাত্র সরিয়ে রেখে ওয়াংমা ছোট ঝাড়ু দিয়ে মেঝে পরিষ্কার করতে লেগে গেল এবং পিয়নী রুমাল দিয়ে টেবিল এবং চেয়ারের হাতল মুছতে লাগল। ম্যাডাম এজরা বলল, "ওঃ তোমরা দুজনেই আছ। তোমাদের কাজ তাড়াতাড়ি সারো আমার ছেলের বাবা এক্ষুণি আসবে।" সে তার রূপোলি স্কার্ট দোলাতে দোলাতে বাগানের মুখোমুখি হয়ে একটা চেয়ারে বসল। ওয়াংমা চা ঢেলে দু-হাতে করে কাপটা ম্যাডাম এজরাকে তুলে দিল। ওয়াংমা বলল, "আমাদের প্রভু তো রোজ সেই পথিকের আশায় বসে থাকেন।" ম্যাডাম এজরা বলল, "হ্যাঁ সেই পথিক। সব ব্যাপারেই এই এক অজুহাত।" ওয়াংমা বলল, "আমরা সকলেই সেই পথিকের আশা করছি। এটা যেন দ্বিতীয় নববর্ষ। এই সঙ্গে বিদেশ থেকে অনেক খেলনা এসে যাবে।"

এই পথিক আর কেউ নয়। এজরার এক বিশ্বাসী অংশীদার। তার নাম

কাওলিয়ন। প্রতি বছর এজরা এই ব্যক্তির সাহায্যে উটের সাহায্যে স্থলপথে মাল আনিয়া থাকে। এবার কাওলিওনের আসতে অনেক দেরী হচ্ছে। এই জিনিস গুলির জন্য চীনা ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা ও বলে রেখেছে এজরা।

ম্যাডাম এজরা কিসের গন্ধ পেয়ে ওয়াংমাকে বলল, "মিষ্টির বাক্সটা খোল।" ওয়াংমা বাক্স খুলে পিয়নীর হাতে দিয়ে বলল, "এর থেকে শূকরের চর্বির গন্ধ আসছে আমরা দুজনেই খেয়ে দেখেছি। এ-সেই বুড়োটার কুঁড়েমির জন্য হয়েছে। বুড়োটা একটু হেঁটে যেতে চায় না। একটু হেঁটে গিয়ে বৌদ্ধদের দোকান থেকে কিনলে আর এই অশান্তি হয় না। আপনিই তো এই বুড়োটার সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়েছেন।" ম্যাডাম এজরা বলল, "মিষ্টি বাক্সে না রেখে ওগুলো নিয়ে যাও না।" পিয়নী বাক্সটা নিয়ে চলে গেল। দরজার বাইরে পর্দার আড়ালে বুড়ো ওয়াংকে সে দেখতে পেল। সেখানে সে তাকে পিঠের বাক্সটা দিল। পিয়নী বলল, "তুমিই যত সব অশান্তি ঘটাও। যাকগে, একটা পিঠে খেয়ে নাও। তুমিও তো মানুষ!" তারা মহানন্দে পিঠে খেতে লাগল এবং আলোচনা করতে লাগল কেন এই বিদেশীরা শূকরের মাংস এবং চর্বি খেতে চায় না। বুড়ো ওয়াং বলল, "এটা বোধহয় তাদের ধর্মের নিষেধ।" এমন সময় এজরা এসে ঘরে ঢুকল, পিয়নী তাকে দেখে মাথা নীচু করল। পিয়নীকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল আজ। "তোমাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে বাছা! তুমি কি নতুন পীচ ফুল কেটেছ?" পিয়নী বলল, "ফুলদানীতে রেখেছি।" এজরা বলল, "আমার ছেলে কোথায়?" পিয়নী বলল, "আমি তাকে আজ দেখিনি।" "তার মা আমাকে বলছে বিয়ের ব্যবস্থা করতে কিন্তু ছেলে রাজী হচ্ছে না, তাই না।" পিয়নী বলল, "আমি জানি না প্রভু।" "হ্যাঁ, না তুমি কি করে জানবে? তারা দুজন একসঙ্গে কথা বলে না?" পিয়নী বলল, "লিহ-র ষোল বছর বয়স হওয়ার পর থেকে আর বলে না।" এজরা বলল, "তাই নাকি?" পিয়নী স্মরণ করিয়ে দিল, মাত্র তো দুবছরের বড়ো। এজরা বলল, "সেকি কখনও লিহর কথা বলে?" পিয়নী বলল, "না, আমার কাছে তো বলে না।"

এজরা জিজ্ঞেস করল "চিঠি লেখে?" "না প্রভু।" এজরার চোখ পিঠের বাক্সের দিকে পড়ল। পিয়নী বুঝিয়ে বলল, যে বুড়ো ওয়াং, পিঠেগুলো এনেছে, তার থেকে শূকরের চর্বির গন্ধ আসছে। এজরা বলল, আমি অবশ্য তেমন গোঁড়া নই।" বলে একটা পিঠে নিয়ে তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেলল, বলল, "ভাল তো! কিন্তু

আমার বাড়ীতে এসব চলবে না।" সে তাড়াতাড়ি পিঠের বাক্সটা দিয়ে দিল। পিয়নী এবং ওয়াংমা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হাসল।

ম্যাডাম এজরা উত্যক্তভাবে বলল, "আমি অনেকক্ষণ তোমার জন্য অপেক্ষা করছি। এজরা শান্তভাবে বলল, "আমিও তো তোমার জন্য অপেক্ষা করছি।" এজরা চা পান করতে লাগল। তারপরে সে কাগজ থেকে তামাক বার করে পাইপের ভেতর পুরে ধরাল। দু-একবার টান দিয়ে ছাই ফেলে দিয়ে আবার নতুন তামাক দিয়ে পাইপ ধরাল। ম্যাডাম এজরা বলল, "আমি যদি বলি, সকালের এবং দুপুরের খাওয়ার মাঝখানে আমি এসে হাজির হব, আমি ঠিকই আসব।" এজরা অফুরন্ত মানবিক গুণ সম্পন্ন ব্যক্তি। তার শক্ত-সমর্থ চেহারা পুরুষোচিত। একখানা চীনা চেয়ার ভর্তি করে সে বসে আছে। চীনা আলখাল্লা তার পায়ের উপর পড়ে আছে, ব্রোকেডের তৈরী এই মূল্যবান পোশাকে তার সৌন্দর্য আরও খুলেছে। মাথায় সে অনুরূপ পাগড়ী জড়িয়ে ছিল। ম্যাডাম এজরার উপযুক্ত স্বামী সে। সে তাকে ভালও বাসে কিন্তু এজরাই তাকে বেশী চটায় এবং উদ্বিগ্ন করে। ম্যাডাম এজরা জিজ্ঞেস করল, "তুমি ডেভিডকে দেখেছ?" "আমি সকালে তাকে কোনদিনই দেখতে পাই না, তাছাড়া, আমি ঘুম থেকে উঠেই চায়ের ঘরে বসেছিলাম এবং কুংচেন-এর সঙ্গে সেখানে দেখা করব বলেছিলাম। কি চতুর ব্যবসায়ী। সে এবং আমি যুক্তভাবে ব্যবসা করি। আমাদের বিদেশী মালের ব্যবসা চলবে। তার দোকানের মাধ্যমে আমি হাতীর দাঁত, পোরসেলিন, ময়ূর, বাদ্য-যন্ত্র ইত্যাদি আমদানি করব। এজরা টেবিলে হেলান দিয়ে বলল, নাওমি, আমি তোমাকে একটা নতুন প্রস্তাব দেব।" ম্যাডাম এজরা বলল, কি?" "কুংচেনের একটি ষোল বছরের খুব সুন্দর মেয়ে আছে।" ম্যাডাম এজরা জিজ্ঞেস করল, "তুমি কি করে জানলে?" "আমি তাকে কাল হঠাৎ দেখে ফেলেছিলাম। আমাদের কথাবার্তার সময় সে সেখানে ছিল। সে অবশ্য একটু পরেই চলে গেল। কিন্তু কুং আমাকে বলল, যে ওটি তার মেয়ে।" ম্যাডাম এজরা বলল, "অর্থাৎ তুমি বলতে চাইছ যে, এই চীনা মেয়েটাকে আমি পুত্রবধূ করি।" "হ্যাঁ, দেখ, এর অনেক সুবিধা আছে, আমি বিদেশী মালের আমদানী কারক, আর সে বড় বড় শহরের দোকানের মালিক। তাছাড়া আমরা উভয়েই তো চীন দেশে থাকি।" "তুমি এইসব খারাপ জিনিস ছাড়া কিছুই করতে বলো না তা আমি জানি।" এজরা ভ্রু তুলে বলল, "এঃ, তুমি কি জান?" "ডেভিড লিহকে বিয়ে করবে?" ম্যাডাম এজরা বলল,

"নিশ্চয়ই করবে।" "কিন্তু নাওমি, আজকালকার যুগে তোমার বেশী জোর করা উচিত নয়।" ম্যাডাম এজরা বলল, "আমি নিশ্চয়ই জিদ করব এবং এই যুগেও করব।" "কিন্তু দেখো নাওমি, দুটো বোকা স্ত্রীলোক তাদের দোলনার ছেলে মেয়েদের নিয়ে সংসার গড়ছে।" ম্যাডাম এজরা বলল, "হ্যাঁ পবিত্র শপথ তো বটে। জিহোবার নামে শপথ, নিজেদের সৎ রাখার জন্য।" "সততার দিন চলে গেছে।"—এজরা বলল, "আমার নিজের মা চীনা মেয়ে ছিলেন।" ম্যাডাম এজরা চেঁচিয়ে উঠল, "তার কথা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিও না।" এজরা রাগে ধৈর্য হারিয়ে ফেলল, সে উঠে চলে যাচ্ছিল তখন ওয়াংমা তাকে জোর করে ধরে চেয়ারে বসিয়ে দিল। ওয়াংমা বলল, "প্রভু, প্রভু।" এজরা চেয়ারে বসে ওয়াংমার দেওয়া চা পান করতে লাগল। এজরা বলল, "নাওমি, চা পান করো।" পিয়নী তাড়াতাড়ি একটা রেশমী কাপড় দিয়ে এজরাকে হাওয়া করতে লাগল, এজরা শান্ত হল। এজরা বলল, "আমাদের উচিত ডেভিডকে ডেকে পাঠান, নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে কি হবে?" ম্যাডাম এজরা বলল, "আগে তুমি আমার কথায় রাজী হবে পরে ডেভিডকে ডাকব।" এজরা বলল, "হয়ত ডেভিড আমাদের একমত হতে সাহায্য করতে পারে।" ম্যাডাম এজরা বলল, "আমি এই চীনা মেয়েটার কথা তার কাছে বলব না।" "না-না তা বলব না সে বিষয়ে আমি প্রতিজ্ঞা করতে পারি। কিন্তু আমরা দেখব সে বিয়ের প্রস্তাবে কি জবাব দেয়!" "জবাব দেবার আবার কি আছে? এ তো ঠিক হয়েই আছে। আমি ডেভিডকে এ বিষয়ে স্বাধীনতা দেব না।" এজরা বলল, "পিয়নী আমার ছেলেকে ডেকে নিয়ে এসো।" "হ্যাঁ প্রভু বলে," পিয়নী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। "কিন্তু যে স্ত্রীলোককে ডেভিড ঘৃণা করে তাকে বিয়ে করতে ছেলেকে তুমি বাধ্য করতে পার না।" এজরা বলল। ম্যাডাম এজরা বলল, "তাকে ঘৃণা করবে কেন? কে তাকে ঘৃণা করতে পারে? সে সুন্দরী এবং সৎ।" এজরা বলল, নিশ্চয়ই। কিন্তু তাকে ছাড়া পুরোহিত কিভাবে থাকবে?" এজরা তার স্ত্রীকে একটা মিথ্যা কথা বলেছে। এজরা কুং-এর মেয়েটাকে দেখেনি, দেখেছে ডেভিড। ডেভিডকে এজরা চিঠি দিয়ে কুং-এর কাছে এমন সময়ে পাঠিয়েছে, যে সময়ে মেয়েরা সেজে-গুজে আঙিনায় ঘোরা-ফেরা করে। ডেভিড ফিরে এলে এজরা জিজ্ঞেস করেছিল, "কি খবর ডেভিড?" ডেভিড লজ্জিতভাবে চিঠিতে জবাব আছে বলে চিঠিটা টেবিলের ওপর রাখল। এজরা চোখ বুঁজে আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগল। তাদের রক্ত খাঁটি ছিল, কিন্তু তার বাবা এক স্বাস্থ্যবতী

সুন্দরী চীনা রমণীকে বিয়ে করেন এবং এজরা নিজে তাঁরই ছেলে। তার মা একজন ধনী লোকের স্ত্রী হয়েছিল, সে তার নিজের আচার-নিষ্ঠা কিছুই পরিবর্তন করেনি। ইজরায়েল বেন এ্যাব্রাহাম ভোজকে ঘৃণা করলেও একসময়ে বাড়ীতে অনুষ্ঠিত হত বলে স্বভাবের মত চালিয়ে যাচ্ছিলো। কিন্তু মারা যাওয়ার পরে এজরাকে নাওমি নামের এক ইহুদী মহিলার সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয়। সে সময় এজরা মেনে নিয়েছিল কারণ, নাওমি দেখতে খুব সুন্দরী ছিল। বিয়ের পরে তার চীনা মায়ের কাছে শেখা মানিয়ে নেওয়ার বুদ্ধিতে সে নাওমির সঙ্গে নির্ঝঞ্ঝাটে কাল কাটাতে লাগল। ম্যাডাম এজরা হঠাৎ বলে উঠল, "এজরা চোখ খোল, তোমাকে বোকার মতন দেখাচ্ছে।" "হ্যাঁ নিশ্চয়ই" বলে এজরা চোখ খুলল: ডেভিড এসে বলল, "বাবা মা, তোমরা আমাকে ডেকেছ?" এজরা বলল, "বসো বাছা বসো।" ডেভিড নীরবে বসে রইল। পিয়নী তাকে এক কাপ চা দিয়ে রেশমী কাপড় দিয়ে হাওয়া করতে লাগল। ম্যাডাম এজরা বলল, "ডেভিড সময় হয়েছে।" ডেভিড জিজ্ঞেস করল, কিসের সময় হয়েছে?" ম্যাডাম এজরা বলল, "লিহ-র বয়স আঠারো এবং তোমার বয়স উনিশ। আমি লিহ-র মাকে কথা দিয়েছিলাম যে তোমাদের বিয়ে দেব।" ডেভিড বলল, "তোমার কথার সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি?" ম্যাডাম এজরা স্মরণ করিয়ে দিল, তুমি সর্বদা জানতে।" ডেভিড বলল, "আমি এখন জানি না। তাছাড়া আমি লিহকে ভালবাসি না।" ম্যাডাম এজরা চীৎকার করে বলল, "ধিক তোমাকে, গতরাত্রে তুমি তার সঙ্গে যথেষ্ট বন্ধুত্ব দেখিয়েছ।" ডেভিড বলল, কিন্তু আজ সকালে আমার মনে হচ্ছে তার নাকটা বেশী লম্বা।" ম্যাডাম এজরা বলল, "সে ভাল মেয়ে, দেখতে সুন্দরী এবং আমাদের ধর্মে বিশ্বাসী। আমি মরে গেলে সেই আমার ঘরের আলো হয়ে থাকবে।" ডেভিড বলল, "কিন্তু তার নাক অত্যন্ত লম্বা।" মাকে চটানো তার স্বভাবের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেছে অবশ্য সে জানত যে, লিহ-র নাক সুন্দর। কিন্তু সে শিশুর মত ছাড়া পেতে চায়। সে বলল, "আমার এত অল্প বয়সে বিয়ে দিও না, মা।" ম্যাডাম এজরা অত্যন্ত হতাশ হয়ে পড়ল। তার চোখে জল আসছিল এবং ঠোঁট কাঁপছিল। সে বলল, "ডেভিড, তোমার মায়ের হৃদয় ভেঙ্গে দিও না। না, আমি তোমাকে মায়ের কথা ভাবতে বলছি না, তুমি তোমার জাতির কথা ভাব। তুমি এবং লিহ এক সঙ্গে ঘর বাঁধ, তোমাদের সন্তান জুডার রক্ত বহন করবে। এই অবিশ্বাসীর দেশে ধর্মের সন্তান বাস করবে। লিহ ভাল মেয়ে, ভাল স্ত্রী হবে। সর্বদা

তোমাকে ভালবাসবে, তোমার গৃহকে ভালবাসবে, তোমার সন্তানকে ভগবানের শিক্ষা দেবে। আমাদের নিজেদের দেশে যখন যাব—"ডেভিড বলল, "কিন্তু আমি তো যেতে চাই না, আমি দেশে জন্মেছি, এই বাড়ীতে জন্মেছি।" ম্যাডাম এজরা বলল, "মাকে এই কথা বলতে তোমার সাহস হয়, ডেভিড্? ভগবান যদি দেন, তবে আমরা যেন মৃত্যুর পূর্বেও আমাদের স্বদেশে যেতে পারি। আমি তুমি এবং তোমার বাবা এবং আমাদের বাড়ীর সকলে।" এজরা বলল, "আমি আমার ব্যবসা ছেড়ে তো যেতে পারি না নাওমি।" ম্যাডাম এজরা বলল, "আজ-কালের কথা নয়, ভগবান যখন সুদিন দেবেন তখন তুমিও যেতে চাইবে।"

ডেভিড বলল, "মা, আমি লিহ্-কে বিয়ে করতে পারি না। আমি অন্য একজনকে ভালবাসি।" ম্যাডাম এজরা বলল, "কে সে?" "আমি কুং-এর বাড়ীতে একজনকে দেখেছি।" "কবে দেখেছ?" "দু-দিন আগে," ডেভিড বলল। ম্যাডাম এজরা স্বামীর দিকে তাকিয়ে জ্বলে উঠল। এজরা বলল, "দেখ তুমিই আমাদের মিথ্যা কথা বলতে বাধ্য কর।" সে ছেলেকে বলল, "ডেভিড তুমি যে কথা আরম্ভ করেছ, তা শেষ করো।" ডেভিড বলল, "না আমি তার সঙ্গে কথা বলিনি। এজরা বলল, "তবে সে তোমাকে দেখেই হরিণীর মত পালিয়ে পালিয়ে গেল?" ডেভিড বিস্মিত হয়ে বলল, "বাবা, আপনি তাকে দেখেছেন?" "না বাছা, আমি তো সাধারণ ভাষা ব্যবহার করেছি, মেয়েদের ছুটে যাওয়াকে তো হরিণীর গতিভঙ্গীর সঙ্গেই তুলনা করা হয়।"

ম্যাডাম এজরা বলল, "আমি অত্যন্ত মর্মাহত।" এজরা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "আমি দুঃখিত নাওমি, আমি আর থকেতে পারছি না, কুংচেন আমার জন্য অপেক্ষা করছে, সে বেশীক্ষণ বসে থাকার পাত্র নয়।"

ডেভিডের চোখে জল, সে কিছু না বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। এজরা পিয়নীকে বলল, ডেভিডের সঙ্গে যাও।" ডেভিডের মনের কথা পিওনী কিছুই জানে না। ডেভিড কোথায় গিয়েছে? পিয়নী খুঁজে পাচ্ছে না। বারান্দা, আঙিনা, নিজের ঘর সব দেখেও কিন্তু ডেভিডকে পাওয়া গেল না। সে কোথায় পালাবে? তবে কি রাস্তায় চলে গিয়েছে? সে ছুটে সদর দরজার দিকে গেল। কিন্তু ডেভিডের চিহ্ন মাত্র নেই। হলঘরে এজরা এবং ম্যাডাম এজরা তখনও বসে আছে। ম্যাডাম এজরা রুমাল দিয়ে চোখ মুছ্ছিল। এজরা ওয়াংমাকে ম্যাডাম এজরার প্রতি দৃষ্টি দিতে বলে চলে গেল। সে চলে যেতেই ম্যাডাম

এজরা কেঁদে ফেলল। ওয়াংমা কাছে যেতেই সে অত্যন্ত চটে গিয়ে তাকে তাড়িয়ে দিল। সে ম্যাডাম এজরাকে বলেছিল, "আমাদের মেয়েদের এসব ব্যাপারে মাথা ঘামানো উচিত নয়, আমাদের খাওয়া ঘুমোনো এবং নিজেদের সুখ নিয়েই ব্যস্ত থাকা উচিত।" ইহাতে ম্যাডাম এজরা চটে গিয়ে ওয়াংমাকে "দূর হও" বলে তাড়িয়ে দিল। ওয়াংমা এক কাপ চা নিয়ে ঘরের বাইরে গিয়ে রোদে বসে পান করতে লাগল।

॥ ২ ॥

পিয়নী ডেভিডের দেখা পেয়ে জিজ্ঞেস করল, "আমাকে বলবে না?" কিন্তু ডেভিড আপন মনে ছুটোছুটি করতে লাগল। পিয়নী কিছুতেই তাকে ধরতে পারছে না। একবার সে তাকে কাছে পেয়ে বলল, "আমি তোমার সঙ্গে পেরে উঠছি না।" ডেভিড বলল, "আমি তোমার কাছে বাঁধা নই পিয়নী।" পিয়নী বলল, "না আমি তোমার কাছে বাঁধা। তুমি ঠিকই বলেছ, আমাকে তোমার কিছু বলার দরকার নেই।" ডেভিড বলল, "তুমি যদি জোর না করো তবে আমি তোমাকে সব বলব।" পিয়নী বলল, "হ্যাঁ, আমারই ভুল হচ্ছে, তোমাকে পীড়াপীড়ি করা আমার উচিত হয় নি, তুমি তো মুক্ত।" ডেভিড পিয়নীর কাঁধে হাত রাখল, পিয়নী তার হাত সরিয়ে দিয়ে ছুটে পালিয়ে গেল। এবারে পিয়নীর পালানোর পালা আর ডেভিডের তাকে ধরবার পালা। ছুটতে ছুটতে ডেভিড পিয়নীকে ধরে ফেলল। পিয়নী ছাড়াতে চেষ্টা করল কিন্তু পারল না। তখন কার যেন পায়ের শব্দ শুনে পিয়নী চেঁচিয়ে বলল, "ছোট মনিব, আপনি জীবন বিপন্ন করবেন না।" তখন ডেভিড তার হাত ছেড়ে দিল। কিন্তু অনেক দেরী হয়ে গিয়েছে। ম্যাডাম এজরা দেখে ফেলেছে। সে বলল, "পিয়নী, তুমি নিজেকে ভুলে গেছ।" পিয়নী বলল, "ছোট মনিব কুয়োর মধ্যে লাফিয়ে পড়তে যাচ্ছিলেন, আমি তাকে ধরে রেখেছি।" ডেভিড বলল, "মা, পিয়নী মিথ্যে কথা বলছে, আমরা শুধু খেলছিলাম।" ম্যাডাম এজরা খুশী না হয়ে বলল, "এখন তোমার পিয়নীর সঙ্গে খেলা বন্ধ করার সময় এসেছে।" ডেভিডকে তখন অত্যন্ত সুন্দর দেখাচ্ছিল, তাতে মায়ের মনে খুশীর জোয়ার বয়ে গেল। কিন্তু পিয়নীর সৌন্দর্যে সে ভীত না হয়ে পারল না। সে বলল, "পিয়নী, তুমি প্রস্তুত হয়ে নাও, আমার সঙ্গে পুরোহিতের বাড়ী যাবে, আর ডেভিড তুমি পড়তে বোস।" এই বলে সে চলে গেল।

ম্যাডাম এজরা নিজের ঘরে চলে যেতে ডেভিড নিজের কাঁধে একটা ঝাঁকুনি দিল। পিয়নী ডেভিডের হাত ধরে অনুনয়ের ভঙ্গীতে বলল, "তুমি আমাকে সব কথা বলবে?" ডেভিড হেসে ফেলল। পিয়নীও না হেসে পারল না। ডেভিড

বলল, "হ্যাঁ, সব কথা তোমাকে বলব। সেই মেয়েটার কথা তোমাকে না বলে পারব না।" ডেভিড চলে গেল, পিয়নীও ম্যাডাম এজরার সঙ্গে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে গেল।

পিয়নীর এই ছোট ঘরে তিনপুরুষ আগে এক উপপত্নী বাস করত, সে ছিল এজরার প্রপিতামহের উপপত্নী। ওয়াংমাও বিয়ের আগে এই ঘরে বাস করত। পিয়নী যখন খুব ছোট ছিল তখন এই ঘর খালি পড়েছিল। পিয়নীর যখন পনের বছর বয়স তখন তাকে এ ঘর দেওয়া হয়। ইহা একটি খুব ছোট সুন্দর ঘর। দেওয়ালগুলি চুনকাম করা, এবং মেঝের ধুসর টালিগুলি মেজে-ঘসে রূপোলি করা। পিয়নীর বিছানার উভয় দিকের দেওয়ালে সে দু'জোড়া কাগজের টুকরো টাঙিয়ে রেখেছিল—তাতে ছিল বসন্ত এবং গ্রীষ্মের ফুলের সজ্জা—শরতের উজ্জ্বল পাতা, এবং শীতের বরফসিক্ত পাইন গাছের পাতা। সে নিজেই ছবি এঁকে কাগজের টুকরো সাজিয়ে ছিল। সে অনেক বছর ডেভিড ও তার শিক্ষকের সঙ্গে থেকে থেকে লিখতে ও পড়তে শিখেছিল। পিয়নী অবশ্য ডেভিড ও তার শিক্ষককে চা খাওয়াত, ডেভিডের ব্রাস পরিষ্কার করে দিত এবং ডেভিডের কালি তৈরী করে দিত। সে শুনে শুনে যেটুকু লেখাপড়া শিখেছিল তা তার নিজের যোগ্যতায় আরও প্রসারিত হয়ে তার গৌরব বাড়াল। সে ডেভিডের মতই কবিতা বানাতে পারত। দেওয়ালে টাঙ্গানো কাগজের টুকরোয় সে কবিতা লিখে রেখেছিল। পিয়নী চারটি কবিতা লিখে রেখেছিল, প্রায়ই সে ঐগুলি পড়ত এবং ভাবত কি করে উহা আরও সুন্দর করা যায়।

পিয়নী ঘরে ঢুকে তাড়াতাড়ি পাজামা এবং কোট পরল, চুল থেকে পীচফুল তুলে নিল, সোনার ব্রেসলেট খুলে ফেলল। ছোট আয়নার দিকে তাকিয়ে চালের গুঁড়ো মুখে মাখাল, ঠোঁটে ঈষৎ লাল ক্রীম লাগিয়ে নিল। সে সর্ব্বদা লম্বা বিনুনীতে চুল বাঁধে—ইহা দ্বারা বোঝানো হয় যে, সে বাড়ীর মেয়ে নয়—ক্রীতদাসী। কিন্তু বাড়ীতে সে দু'টো বিনুনীকে জড়িয়ে একটা খোঁপা করে বাঁধে। এখন সে বিনুনী ঝুলিয়ে দিয়ে ভুরুর উপরে মোটা করে কাজল টেনে নিল।

পিয়নী প্রস্তুত হয়ে তাড়াতাড়ি ম্যাডাম এজরার ঘরের দিকে গেল। তখনও ওয়াংমা ম্যাডাম এজরাকে সাজিয়ে যাচ্ছে। তার পোশাক অত্যন্ত দামী এবং ম্যাডাম এজরার মতে সম্পূর্ণ ইহুদীয়। সে জানত না, পুরুষানুক্রমে চীনে বাস করার ফলে তাদের পোশাকের ধরণ-ধারণেও চৈনিক ভাবধারা প্রবেশ

করেছে। তার ঠাকুরমার আমলের শুদ্ধ ইহুদীর পোশাক যে আর অবিকৃত অবস্থায় নেই—তা সে বুঝলেও স্বীকার করে না।

বসন্তের জন্য ঝোলানো কাগজে পিয়নী লিখেছিল :

বসন্ত ফোটায় ফুল, পীচফুল গাছে,
জানে না, তুষার তাকে মারিবে কি পাছে!

গ্রীষ্মের কাগজে মিমোসা ডালের উপর লিখেছিল :

তপ্ত সূর্য্য জ্বলিছে পুড়িছে, আকাশে বজ্র দামামা,
সিকেড্যা গাহে নিশ্চিন্ত মনে, নাহিক গানের সীমা।

মেপল পাতায় লিখেছে :

নিঝুম অঙ্গনে জীর্ণ লাল পাতা ঝরে।
মম পায়ে পিষ্ট হয়ে শেষে তারা মরে॥

তুষার সিক্ত পাইন ডালের নীচে লিখেছে :

বরফ ঢাকিয়ে দেয়, জীবন্ত ও মৃত।
সবুজ পাইন ঢাকে, শুষ্ক ফুল যত॥

পিয়নী তৈরী হয়ে সদর দরজায় গিয়ে একটু কেশে মুখে হাসি ফুটিয়ে নিয়ে ম্যাডাম এজরার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল, কিন্তু গৃহস্বামিনী সেদিকে ফিরেও তাকাল না। আগে অবশ্য সে তার ঝি-চাকরদের প্রতি প্রসন্ন ছিল, কিন্তু কিছুদিন ধরে তার মন "পাস ওভার" উৎসবে অত্যন্ত ব্যস্ত ছিল, তাছাড়া পিয়নী ও ডেভিডের মধ্যে অন্তরঙ্গতাও তার রাগের কারণ হয়ে দাঁড়াল। আগে নজর দেয়-নি বলে সে নিজের উপরও বিরক্ত, এখন সকল বিরক্তি সে ঝেড়ে দিতে চায় পিয়নীর উপরে। পিয়নী এখন একজন স্ত্রীলোক এবং ডেভিড একজন পুরুষ—তাদের আর মেলামেশা যে শোভন নয়—একথা পিয়নী বোঝে না কেন? সত্য বটে যে, একদিন ডেভিডকে সঙ্গে দিতেই পিয়নীকে কেনা হয়েছিল—কিন্তু সে দিন তো আর নেই! এখন উহারা উভয়ই বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েছে!

গৃহস্বামিনীর ক্রোধ সে বুঝতে পারে এবং যতক্ষণে সে নিজে থেকে সহজ হয়ে কথা না বলে ততক্ষণ পিয়নীও নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে, কোন কথা বলে না, শুধু অপেক্ষা করে যায়। যখন একটা সোনার হেয়ারপিন ওয়াংমার হাত থেকে মাটিতে পড়ে গেল তখন একটা বেড়াল ছানার মত সে তাড়াতাড়ি সেটা কুড়িয়ে নিয়ে ম্যাডাম এজরাকে পরাতে গেল। কিন্তু হেয়ারপিন পরাতে গিয়ে কর্ত্রীর সহিত আয়নায় তার চোখাচোখি হতেই সে হেসে ফেলল। ম্যাডাম এজরা

ক্রীতদাসীর বিস্তৃত কালো চোখের দিকে নিবিষ্ট চিত্তে তাকিয়ে থেকে না হেসে পারল না। সে বলল, "তুমি অত্যন্ত দুষ্টু মেয়ে, তোমার উপর আমার খুব রাগ রয়েছে।" দুঃখিতভাবে পিয়্নী জিজ্ঞেস করল, "আঃ, কেন কর্ত্রী? একটু পরেই নিজের সরলতায় সে বলে চলল, "না না, আমাকে বলতে হবে না—আমি জানি। কিন্তু আপনি সম্পূর্ণ ভুল করেছেন কর্ত্রী।

এ বাড়ীতে আমার স্থান কোথায় আমি জানি। আমি শুধু আপনাদের সেবা করতে চাই। এ বাড়ী ছাড়া আমার আর স্থান কোথায়? আমি কি আপনাদের অবাধ্য হতে পারি?"

পিয়্নী এত সুন্দর, এত যুক্তিপটু, এত নতিশীলা যে, ম্যাডাম এজরা নরম না হয়ে পারে না। এটা সত্য যে, পিয়্নী তাদের উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভরশীলা তবু তার সকল আনুগত্য ও মাধুর্য্যের মধ্যেও একটা কঠিন এবং মিতব্যয়ী সত্ত্বা লুকিয়ে আছে যেটা যুক্তিবাদী। পিয়্নী কোন প্রলোভনেই নিজের স্বার্থ বিসর্জন দিতে নারাজ। পিয়্নী ও ডেভিডের মধ্যে যদি সত্যি সত্যিই যৌবনোচিত কোন দুর্ব্বলতা দেখা দিত, পিয়্নী সে দুর্বলতার কাছে কিছুতেই আত্মসমর্পণ করত না যদি সে জানত যে, এই দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেওয়ার অর্থ তার সব কিছু বিসর্জন দেওয়া। ম্যাডাম এজরা তো বলেই রেখেছে যে, যেদিন সে প্রমাণ পাবে যে, ডেভিড আর পিয়্নীর সম্পর্কে গর্হিত কিছু ঘটেছে সেইদিনই সে পিয়্নীকে এক কৃষকের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেবে। ক্রীতদাসীদের সাধারণ ভাগ্যই হল কৃষকের বৌ হওয়া। চীনাদের বাড়ীতে যে আশা থাকে এখানে সে আশাও নেই। ইহুদীরা উপপত্নী রাখে না—অন্তত ভাল ইহুদীরা রাখে না। এটা তাদের ঈশ্বর জেহোভার নিষেধ—একথা ম্যাডাম এজরা বহুবার ঘোষণা করেছে।

ম্যাডাম এজরার জবাব না পেয়ে পিয়্নী তার পিছনে পিছনে চলে গৃহস্বামিনীর পর্দাঢাকা সিডন গাড়ীর পেছনে উঠে বসে পড়ল। পর্দার সামনের দিকে যে ফাঁক ছিল তা দিয়ে সে রাস্তার কর্মব্যস্ততা লক্ষ্য করতে লাগল। রাস্তা যত বিস্তৃতই হোক, লোকে পরিপূর্ণ। চিরকাল সে যা দেখে এসেছে এ রাজপথ তার চেয়ে বিভিন্ন কিছু নয়। রাস্তার উভয় দিকে ইটের বা পাথরের বাড়ী দরজা খোলা অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। এগুলি নানারূপ জিনিসের দোকান। দোকানের পেছনে বাড়ী, যেখানে লোকেরা স্ত্রী-পুত্র নিয়ে সুখে বা নিরাপদে বাস করে। রাস্তা ঠাণ্ডা ও ছায়াছন্ন। দোকানীগণ আঙিনায় বাঁশের মাচাং-এর উপর মাদুর বিছিয়ে পসরা নিয়ে বসেছে। জল সরবরাহকারীরা কাঠের পাত্রে জল নিয়ে

ফিরছে, ভেজা পাথর শীতলতা বিতরণ করছে, শিশুরা ছোটাছুটি করছে, হামাগুড়ি দিচ্ছে। গৃহিণীরা বিক্রেতাদের সহিত দর কষাকষি করছে, জ্যান্ত মাছ বড় বড় গামলা থেকে তুলে নিচ্ছে এবং পুরুষেরা যথারীতি চায়ের দোকানে এবং ব্যবসা ক্ষেত্রে চলেছে। সর্বত্র জীবনের সাড়া, সৎ, সাধারণ জীবন, কিন্তু 'পিয়নী ভাবল তার এখানে কোন ভূমিকা নেই।

চোখে এই সব পরিচিত দৃশ্য দেখতে দেখতে, মন তার ঘুরে বেড়ায় কোন অনির্দেশ্যের পথে! সে তার নিজের চিন্তায় বিভোর হয়ে ভাবতে থাকে কি শান্তিতে এতকাল তার কেটেছে! নারীত্বকে সে ভয় করে, জীবনের এই স্বাভাবিক পরিবর্তনকে সে ভীতির চোখে দেখে। সে প্রভুর বাড়ীতে নিজেকে বাড়ীর মেয়ের মত ভাবত, কিন্তু সেদিন বিদেশী ভোজে সে জানতে পারল যে, সে এজরাদের বাড়ীর কেউ নয়। সে নিজের মায়ের মুখ বা পিতার কণ্ঠস্বর মনে করতে পারে না। একটা পথের শিশু, হয়ত তার বাড়ী থেকে চুরি হয়ে কোথাও বিক্রীত হয়েছিল, পরে আবার অন্য কেউ বিক্রয় করেছে। সে একদিন ম্যাডাম এজরাকে জিজ্ঞেস করেছিল, "কে আমাকে আপনাদের কাছে বিক্রয় করেছিল, কর্ত্রী?" ম্যাডাম এজরা বলেছিল, "শিশুদের এক ব্যবসায়ী।" "তার কাছে কি আমার মত অনেক শিশু ছিল?" ওয়াংমা বলল, "তার কাছে কুড়িটি মেয়ে এবং দুটি ছেলে ছিল।" পিয়নী বলল, "আমার অবাক লাগে মহাশয়, আপনারা ছোট মনিবের জন্য একটি ছেলে আনলেন না কেন? ম্যাডাম এজরা বলেছিল, "আমার ছেলের বাবা মেয়ে আনতে চাইলেন, বোধহয় অতবড় চোখ দেখে পিয়নীকে তার পছন্দ হয়েছিল। তুমি খুব রোগা ছিলে, ভয় না পাওয়া পর্য্যন্ত তুমি খেয়েই যেতে, আমার মনে পড়েছে।

লোকের ঠাসাঠাসি ভিড়ে গাড়ী চড়ে যেতে যেতে পিয়নী নিজের ভাগ্যের কথা ভাবছে। এজরাদের বাড়ীর বাইরে সে কাউকে চেনে না, একটা বন্ধুও তার নেই। এই রাস্তার লোকদের ন্যায় সকলেই তার অপরিচিত। তার চোখে জল এল। বন্ধু এবং পরিজনের জন্য সে কোথায় যেতে পারে? তাহলে যেখানে সে আছে সেখানেই কি সে পড়ে থাকবে এবং যে একটি মাত্র পরিবারকে সে চেনে তাকেই ধরে থাকবে?

সে কি একা? তার কি কেউ নেই? কিন্তু একথা সে কিছুতেই মানতে রাজি নয়। নির্মম সত্য তাকে কিছুতেই একথা মেনে নিতে দেয় না। সে এজরাদের বাড়ীতেই থাকতে চায়, কারণ ডেভিডকে সে ছেড়ে থাকতে পারে

না। ডেভিডকে ছোট মনিব বলতে যতই শেখানো হোক না কেন, তার অন্তরের অন্তঃস্থলে সে চিরদিন "ডেভিড"ই থাকবে। সে ভাবে, "আমি তাকে ভালবাসি। আমি কোথাও যাব না, আমাকে যত দুঃখই ভোগ করতে হয় হোক না।" নিজের কাছে এইরূপ স্বীকারোক্তির পরে তার মনে যেন শান্তি নেমে এল। সে এখন জানতে পারল, সে কি চায় এবং সে কি পাবে। শুধু তার জানতে বাকি রইল সে কি করে পাবে এবং রক্ষা করবে।

পুরোহিতের বাড়ী সিনাগগের পরে, প্লাকড সিনিউ রাস্তার উপরে। ইহুদীদের মাংস থেকে তন্তু তোলার উৎসবের নামানুসারে বহুদিন ধরে এই রাস্তার নাম প্লাকড সিনিউ চলে আসছে। চীনারা সিনাগগকে বিদেশী দেবতার মন্দির বলে— কিন্তু ইহুদীরা ইহাকে ঈশ্বরের মন্দির বলে। এক সময় পথিকেরা মন্দিরের মধ্য থেকে কান্নার শব্দ শুনতে পেতো কিন্তু সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে কান্নাও প্রায় থেমে যায়, তখন সপ্তাহে শুধু একদিন ধীরে ধীরে দীর্ঘস্থায়ী প্রার্থনার মন্ত্রোচ্চারণ শোনা যেত। কালক্রমে ইহাও দুর্বল হয়ে অশ্রুত হয়ে যায়। এখনও পথিকেরা ঐ রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় মন্দিরের ভারী দরজায় কান পেতে থাকে কিছু শুনতে পাওয়া যায় কিনা এই আশায়। বাড়ীটা আস্তে আস্তে ধ্বংস হতে চলেছে। প্রতি গ্রীষ্মের ঝড়ে কার্নিস এবং ছাদ খসে পড়ে, পাথর পড়ে গেলে ও আর বসানো হয় না।

সিনাগগের কাছে পুরোহিতের বাড়ীর অবস্থাও অনুরূপ। আঙিনায় পাথরে শেওলা জমেছে, তার উপর দিয়েই ম্যাডাম এজরা এবং পিয়নী হেঁটে চলেছে দরজায় সিডন গাড়ী রেখে। বুড়ো ওয়াংকে আগেই খবর দিতে পাঠানো হয়েছিল, এখন সে অতিথিশালার দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। সে বলল, "শিক্ষক (পুরোহিত) ঘুমিয়েছিলেন, তাঁর মেয়ে একাই রান্নাঘরে ছিল। সে তাড়াতাড়ি চুল বেঁধে, পোশাক পাল্টাতে গেছে। শীঘ্রই সে তার বাবাকে নিয়ে আসছে। আপনাকে সে বসতে বলেছে।"

ম্যাডাম এজরা মাথা নেড়ে অতিথিশালার দরজা দিয়ে ছোট ঘরটিতে— যদিও ইহার নাম হল—ঢুকে বসে পড়ে পিয়নীকে একটা ছোট টুল দেখিয়ে দিয়ে বসতে বলল। ঘরটি ছোট হলেও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং লিহ একটা জারে কয়েকটি সুগন্ধি পদ্মফুল রেখে দিয়েছে। এ বাড়ীতে চা পরিবেশন করা হয় না— ইহা চৈনিক রীতি।

পিয়নীকে বসতে বলে ম্যাডাম এজরা বুড়ো ওয়াংকে তার কাজে চলে যেতে বলল।

ম্যাডাম এজরা চুপ করে আছে বলে পিয়নীও চুপচাপ বসে আছে। পিয়নী জানে কি করে আরামে বসতে হয়। সে তার হাত দু'খানা কোলের উপর জোড়া করে রেখে কাঠের টুলে বসে আছে। তার মুখে কোন বিরক্ত বা ব্যস্ততা নেই। একটু পরে পায়ের শব্দ পেয়ে পিয়নী উঠে পড়ে ম্যাডাম এজরার চেয়ারের পেছনে গিয়ে দাঁড়াল এবং দরজার পর্দা সরিয়ে লিহ ও তার বাবা পুরোহিত এসে উপস্থিত হল।

ম্যাডাম এজরা বলল, "আমি এসে আপনার ঘুম ভাঙালাম, বাবা।" সে উঠে গিয়ে পুরোহিতের হাত স্পর্শ করল। পুরোহিত তার হাত ধরে এবং মাথা স্পর্শ করে আশীর্বাদ করল। লিহ বলল, "মাসীমা আপনি বসুন।" পরে ম্যাডাম এজরার সামনে একটা চেয়ারে বাবাকে বসিয়ে দিয়ে একটা খালি টুল টেনে পিয়নীর দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি, তুমি বস।" পিয়নী বলল, "আপনাকে ধন্যবাদ, আমি আমার কর্ত্রীর সেবার জন্য প্রস্তুত রয়েছি।" এর চেয়ে বড় পরিবর্তন কি হতে পারে! এই কিছুদিন আগেও লিহ, পিয়নী ও ডেভিড এক সঙ্গে খেলেছে কিন্তু বয়সের পরিবর্তন আজ তাদের পৃথক করে দিয়েছে। ডেভিড আজ ছোট মনিব, লিহ তার স্ত্রী হতে চলেছে এবং পিয়নী তাদের ক্রীতদাসী।

পুরোহিত বলল, "জান মা, আমার অনেক আগেই ওঠা উচিত ছিল, কিন্তু আমাদের "পাস ওভার" আমাকে অনেক দুঃখের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, তাই শুয়ে থেকেও ঘুমুতে পারি না—এই চোখ দেখতে না পেলেও কাঁদতে পারে।"

ম্যাডাম এজরা বলল, "আমরা সকলেই তো নির্বাসিত জীবনে একসঙ্গে কাঁদছি, বাবা। ম্যাডাম এজরা দু-একটি কথাবার্তার পর আসল কথা পাড়ল, "ডেভিডও লিহ-র এখন বিয়ে দেওয়া দরকার, তাদের বয়স হয়েছে।" পুরোহিত বলল, "লিহ-র তো মাত্র আঠেরো বছর বয়স, তাছাড়া সে চলে গেলে আমার কি উপায় হবে।" ম্যাডাম এজরা বলল, "তাই বলে চিরকাল তো আর মেয়েকে আপনি ধরে রাখতে পারবেন না, আপনার জন্য একজন লোকের ব্যবস্থা আমি করে দেব। এলির মেয়ে রাচেল লিহ-র মত আপনার কাছে থেকে সব কাজ করবে।" এমন সময় পুরোহিতের ছেলে এ্যাড়ন এসে ঘরে ঢুকল। পুরোহিত উল্লসিত হয়ে তার সঙ্গে কথা বলতে লাগল, কিন্তু তার কথাবার্তা, চালচলন কিছুই ম্যাডাম এজরার ভাল লাগল না। সে এক তরফা নিজের কাজ সেরে উঠে পড়ল। লিহ-কে

বলল, "তুমি কাল আমার ওখানে যাবে, আমার কাছে কিছুদিন থাকবে, কাল আমি সিডন গাড়ী পাঠিয়ে দেব।"

ম্যাডাম এজরা অসন্তুষ্ট হয়েই চলে এলো। বাড়ী ফিরে সে আর একখানা ছোট্ট ঘর সুন্দর করে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতে বলল। পিয়নী বলল, "লিহ একজন বিদেশী যুবতী, সে কি পছন্দ করবে আমি কি করে বুঝব?" ম্যাডাম এজরা বলল "অনুমান করতে চেষ্টা করো।" পিয়নী কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল পরে নিজের ঘরে চলে গিয়ে তাড়াতাড়ি বাইরের পোশাক বদল করে নরম জ্যাকেট এবং পাজামা পরল, সুগন্ধিত জলে হাত মুখ ধুলো এবং বেণী দুটোকে খোঁপা করে বাঁধল, সোনার কাঁটা দিয়ে খোঁপা ভাল করে এঁটে নিল। এক কানে একটা ইয়ার-রিং এবং অন্য কানে একটা ঝুলোনো দুল পরল। ঠোঁটে এবং গালে একটু সিঁদুরের ছোপ লাগিয়ে ঘাড়ে এবং মুখে মিহি-চালের গুঁড়ো মেখে নিয়ে গুপ্ত পথে ডেভিডের ঘরে গেল।

শতাধিক বছর আগে এই বাড়ি তৈরী হয়েছিল। এই বাড়ি ধনী চীনা পরিবারের জন্য তৈরী হয়েছিল। পুরুষানুক্রমে আঙিনা ও পথ তাদের প্রয়োজন মত তৈরী হয়েছিল। এ সকলের এখন অনেকগুলি বন্ধ এবং অব্যবহৃত। কিন্তু পিয়নী আর ডেভিডের কাছে এই অপরিচিত স্থানগুলো আর অপরিচিত নেই। তাদের কাছে ইহার সমস্ত অলি-গলি পরিচিত। এখানে কতগুলি এমন গোপন প্রকোষ্ঠ ছিল যেখানে লুকিয়ে থাকলে বাইরে থেকে কেউ কিছু টের পাবে না। পিয়নী এই গোপন অজ্ঞাত জগতের অধিশ্বরী। সে একা একা এই সব স্থানে ঘুরে বেড়াত এবং সেই গল্প গাঁথায় চৈনিক জীবনের যে ইতিহাস সে এখানে লুক্কায়িত মনে করত, সে তাদের মধ্যে যথেচ্ছ বিহার করে বেড়াত। তার খেলার সাথী ডেভিড সর্বদা তার সঙ্গে থাকত না। সে একা থাকলেও সে মনে করত, ডেভিড তার কাছেই আছে। কাজেই স্বপ্নের জগতে বিচরণ করতে তার কিছুমাত্র দ্বিধা ছিল না।

কিন্তু আজ সেই গোপন পথ দিয়ে চলতে সে যেন ভয় পেল। যদিও সে বরাবরই জানত যে, একদিন ডেভিডের বউ আসবে। কিন্তু সে বিশ্বাস করত না যে, বউ এসে তাকে ডেভিডের থেকে আলাদা করে দিতে পারবে। আজ যেন সে কিসের ছায়া দেখে ভূত দেখে ভয় পাওয়ার মত আঁতকে উঠছে। লিহ যদি আসে সে কি তাদের সম্পর্ককে ভাল চোখে দেখবে? সেই বিদেশিনী যুবতীর চোখে কি কিছু লুকানো থাকবে না? সে কি ডেভিডের দেহ ও মন

পুরোপুরি দখল করতে চাইবে না? সে তো ডেভিডকে নিজের রুচি মত গড়ে তুলতে চাইবে। সে তার পিতার দেব-দেবীকে পূজো করতে শেখাবে, ধর্মীয় আচার-নিষ্ঠাকে সম্মান দেখাতে শেখাবে এবং ডেভিডের হৃদয়ে নিজের একছত্র অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চাইবে। পিয়নী এখন লিহ-কে ভয় করতে আরম্ভ করল। কারণ, সে একজন স্ত্রীলোক এবং একটা পুরুষকে বশ করবার যথেষ্ট শক্তি এবং যোগ্যতা তার আছে। পিয়নীর চোখ জলে ভরে এলো, সে এক্ষুণি ডেভিডের কাছে যাবে এবং তাকে জয় করে নেবে। পুরাণো বন্ধনের সমস্ত রশি সে আবার শক্ত করে ধরবে। প্রয়োজন হয় ম্যাডাম এজরাকে অগ্রাহ্য করেও সে ডেভিডকে জয় করবে। এই সময় ডেভিড লাইব্রেরী ঘরে থাকে পিয়নী এখন সেখানেই যাবে। পিয়নী দেখল, ডেভিডের বই উল্টানো, সে বসে বসে কি লিখছে, পিয়নী দরজার কাছে যখন গেল, ডেভিড কি একটা কাগজ ভাঁজ করে রেখে দিয়ে কি দেখছে। সে পিয়নীকে দেখতে পায়নি কাজেই পিয়নী অপেক্ষা করে চলেছে, অনেকক্ষণ দেরী করলেও ডেভিডের ভ্রুক্ষেপ না হওয়াতে পিয়নী খিল খিল করে হেসে উঠল। ডেভিড ফিরে তাকাল, কিন্তু তার চোখ তখনও অনেক দূরে কি যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে। তখন পিয়নী কাছে গিয়ে নিজের রেশমী রুমাল দিয়ে ডেভিডের কালি মাখা ঠোঁট মুছে দিল। পিয়নী বলল, "দেখো কি কালি লাগিয়েছ ঠোঁটে।" সে তখনও অনেক দূরে। সে বলল, "আমাকে লিলির একটা ছন্দ বলো," পিয়নী সঙ্গে সঙ্গে বলল, "লিলি।" ডেভিড বলল, "লিলি তুমি" বলে লিখতে আরম্ভ করল। পিয়নী বলল, "কি লিখছ?" সে বলল, "কবিতা।" পিয়নী টেনে নিয়ে দেখতে লাগল, এই টানাটানিতে কাগজটা ছিঁড়ে দু' টুকরো হয়ে গেল। ডেভিড চেঁচিয়ে বলল, "এইবার নিয়ে পাঁচবার কবিতাটা নকল করলাম।" "কার জন্য লিখছ? তোমার শিক্ষকের জন্য?"

পিয়নী কবিতাটা পড়তে লাগল:

কিছুই না জেনে আসিনু বাগানে,
ফুলের গন্ধ মাঝে।
সব ফুল যেন ম্লান হয়ে গেল,
পদ্ম ফুলের কাছে॥

পিয়নী বলল, "লিলি কেন? তুমি তো বলেছিলে সে হরিণীর মত। একটিই মেয়ে কখনও হরিণী, কখনও পদ্মিনী?" না সে ঠিক পদ্মের মত নয়, সে খুব ছোট। আমি তাকে একটি সোনালী ফুলের সঙ্গে তুলনা করতে চেয়েছিলাম। পিয়নী

কাগজটা দুমড়ে ফেলল এবং বলল, "তোমার কবিতা লেখার দরকার নেই।" "তবে রে দুষ্টু মেয়ে!" বলে ডেভিড পিয়নীর হাত কামড়ে দিল এবং কাগজটা ছাড়িয়ে নিল। তারপরে কাগজটাতে সে হাত বুলিয়ে সোজা করল এবং পিয়নীকে জিজ্ঞেস করল, "কেন তুমি একথা বলছ?" পিয়নী বলল, "লিহ আসছে।" "কোথায়?" "এখানে।" তার চোখে ভয়ের হাতছানি। পিয়নী খুশি হয়ে বলল, "কালই আসছে এবং সে সত্যই খুব সুন্দরী। এত সুন্দর তাকে আমি আগে দেখিনি।" "কবিতাটা রেখে দিচ্ছ না কেন? পদ্মিনী বা পদ্ম কথাটা তাকে খুব মানাবে।" ডেভিড নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরে বলল, "সে আসছে কি জন্যে?" "তুমি জান—তুমি জান সে কি জন্য আসছে? সে তোমার সঙ্গে বিয়ে হতে আসছে।" ডেভিড বলল, "বিরক্ত করো না।" উঠে দাঁড়িয়ে পিয়নীর কব্জি দুটো ধরে বলল, "ঠিক করে বলো, মা কি কিছু বলেছে?" "আমি তোমার মায়ের সঙ্গে পুরোহিতের বাড়ী গিয়েছিলাম এবং প্রতিটি কথা শুনেছি। বিদেশী দেবতার মন্দিরটি সংস্কার করা হবে এবং লিহ এসে এখানে থাকবে।" ডেভিড বলল, "আমার মা যদি মনে করে?" পিয়নী বলল, "সে যা মনে করে তা করবে, তোমার থেকে তার শক্তি বেশী। সে তোমাকে দিয়ে লিহকে বিয়ে করাবে।" ডেভিড বলল, সে তা পারে না, আমি পারতে দেব না। আমার বাবা আমাকে সাহায্য করবেন। "তোমার বাবার অত শক্তি নেই।" "আমরা দুজনে মিলে···"

"তারাও দুজন। লিহ এবং তোমার মা তুমি এবং তোমার বাবার চেয়ে বেশী শক্তিশালিনী।" পিয়নী ডেভিডকে ভয় দেখাতে চাইল, ভয় পেয়ে যদি সে পিয়নীর সাহায্য চায় তবে সে সাহায্য করবে। ডেভিড বলল, "পিয়নী, তুমি আমাকে নিশ্চয়ই সাহায্য করবে?" পিয়নী বলল, "লিহ খুব সুন্দরী।" ডেভিড বলল, "পিয়নী তুমি জান যে, আমি অন্য একজনকে ভালবাসি।"

"কুংচেনের মেয়ে? কি নাম তার?" "আমি তার নামটাও জানি না।" পিয়নী বলল, "কিন্তু আমি জানি।" এখন ডেভিড তার নাগালের মধ্যে এসেছে। সে পিয়নীর হাত ছেড়ে দিল। পিয়নী আবার জিজ্ঞেস করল, "তার নাম কি?" পিয়নী বলল, "হ্যাঁ তুমি প্রায় ঠিকই বলেছিলে, অর্কিও কথাটাই তাকে ঠিক মানায়।" "তার নাম কুয়েলান।" ডেভিড বলল, "মূল্যবান অর্কিও, আঃ আমি খুব পছন্দ করি।" পিয়নী বলল, "যদি তোমার ইচ্ছে হয় কবিতাটা শেষ করো, আমি নিজে গিয়ে দিয়ে আসব।" "তাহলে শেষ লাইনটা মেলাতে আমাকে সাহায্য করো" ডেভিড বলল। পিয়নী বলল, "ফুলের আর দরকার নেই।"

ডেভিড বলল, "ফুল নয়, ফুল ছাড়া আর সে কি পছন্দ করবে ?" পিয়নী বলল, "আমি হলে রাত্রির হাওয়া অথবা সূর্যোদয়ের শিশির পছন্দ করতাম।" ডেভিড স্থির করল সূর্যোদয়ের শিশিরই ভাল। সে কাগজ নিয়ে বসল। পিয়নী বলল, "তোমার মা আমাকে যে কাজ করতে বলেছে, তাই করে আসি।" ডেভিড কিছু শুনতে পেল না, সে আপন মনে লিখতে লাগল। পিয়নী চলে গিয়ে লিহ্-র জন্য নির্দিষ্ট ঘর ঝেড়ে মুছে, বিছানা করে, দেওয়ালে কবিতা ও ছবি টাঙিয়ে দিল। পরে ফুল দিয়ে সাজিয়ে সুশ্রী করে তুলল। ঘর সাজিয়ে ফিরে এসে দেখল, ডেভিড কোথাও নেই। সর্বত্র তাকে খোঁজাখুজি করল, চেঁচিয়ে ডাকল, দেখল তার টেবিলে একখানি কাগজে একলাইন মাত্র লেখা রয়েছে, "পদ্মের কুঁড়ির মাঝে রয়েছে শিশির বিন্দু।" পিয়নী সব জায়গা খুঁজে না পেয়ে ডেভিডের খাতা-পত্র গুছিয়ে রাখল, দোয়াত বন্ধ করল এবং ড্রয়ার বন্ধ করে দিয়ে চিন্তিত মনে আর একবার এদিক-ওদিক ডেভিডকে খুঁজে বেড়াল। পরে ওই কবিতার লাইনের কাগজটা নিজের জামার মধ্যে লুকিয়ে নিয়ে নিজের ঘরে চলে এলো এবং সারা বিকেলটা সে এমব্রয়ডারী সেলাই করে কাটাল। কেউ তাকে এসে জিজ্ঞেস করল না, তার ক্ষুধা তৃষ্ণা পেয়েছে কিনা।

॥ ৩ ॥

ম্যাডাম এজরা চলে গেলে, আঙিনায় পুরোহিত ছেলে-মেয়েকে নিয়ে দাঁড়াল। লিহ্-র চোখে জল আসছিল কিন্তু পুরোহিতের সেটা দেখার শক্তি নেই কারণ সে অন্ধ। লিহ্-র ভাই এ্যাড়ন বলল, "তোর কি ভাগ্য দিদি। তুই এই গারদ থেকে মুক্তি পেলি।" পুরোহিতের শ্রুতিশক্তিও প্রখর ছিল না। সে জিজ্ঞেস করল, এ্যাড়ন কি বলল? এ্যাড়ন চেঁচিয়ে বলল, "আমি বললাম আমরা লিহ্কে হারাচ্ছি।" পুরোহিত বলল, "আঃ আমরা লিহ্কে ছাড়া থাকব কি করে?" লিহ্ বলল, "আমাকে তোমার কাছে থাকতে দাও বাবা।" পুরোহিত বলল, "না না আমি তা পারি না, ঈশ্বর আমাকে পরিচালনা করে, তিনিই তোমাকে এজরার ঘরে পাঠাচ্ছেন, তুমি যন্ত্রমাত্র। এসো আমাকে আমার ঘরে পৌঁছে দাও, আমি সেখানে তোমার জন্য প্রার্থনা করব।" পুরোহিত বলল, "আমার ছেলে মেয়েরা—" লিহ্ বলল, "বাবা এ্যাড়ন চলে গিয়েছে।" পুরোহিত বলল, "চলে গিয়েছে? কিন্তু এই এক মিনিট আগেও সে এখানে ছিল।" লিহ্ বলল, "তুমিই দেখ বাবা কেন আমি তোমাকে ছেড়ে যেতে চাই না। আমি যখন থাকব না এ্যাড়ন বাইরে বাইরে থাকবে আর তোমাকে সেই কাজের মেয়েটার সঙ্গে থাকতে হবে।" পুরোহিত বলল, "আমি জিহোবার কাছে এ্যাড়নকে ভাল করে দিতে বলব, এ্যাড়ন যদি ভাল না হয় আমি তাকে অভিশাপ দেব। যেমন আইজাক ইসায়ুলকে অভিশাপ দিয়েছিল। লিহ্ নিজের কাঁধে হাত রেখে দুঃখ করতে লাগল, "আমি কি করে বাবাকে ফেলে যাব?" পুরোহিত বলল, "আমি এখন তোমাদের পার্থিব পিতা নই, আমি এখন তোমাদের পুরোহিত। আমি তোমাদিগকে আদেশ করছি তোমরা জিহোবার ইচ্ছে পূর্ণ করো। লিহ্ তুমি এজরার ঘরে যাচ্ছ, তারা আমাদের লোক, আমাদেরই লোক, তারা আগে ভ্রান্ত দেব-দেবীর পূজা করত, আমি তাদেরকে সুপথে চালিত করেছি। আমি আবার তাদেরকে তাদের নিজের দেশে পৌঁছে দেব।" লিহ্ বলল, "বাবা আমি তোমার আদেশ পালন করব।" পুরোহিত চেয়ারে বসে পড়ল এবং বলল, "ঈশ্বরের ইচ্ছেই পূর্ণ হোক। যাও বাছা তুমি প্রস্তুত হয়ে নাও।" লিহ্

আর কোন কথা না বলে চলে গেল। লিহ স্নান করে, চুল বেঁধে পরিষ্কার কাপড়-চোপড় পরে এজরার বাড়ী যাবার জন্য প্রস্তুত হল। এমন সময় রাচেল কাজের স্ত্রীলোকটি একটা কাঠের বাক্সে তার জিনিসপত্র নিয়ে এসে হাজির হল। লিহ তাকে নিজের ঘরে নিয়ে গেল এবং বলল, "এখানেই তুমি থাকবে। পাশেই আমার বাবার ঘর, তুমি কিছু খেয়েছ?" রাচেল বলল, "হ্যাঁ"। এই কাল শক্ত সবল চেহারার স্ত্রীলোকটিকে দেখে লিহ-র খুব ভরসা হল। সে তাকে সংসারের সব কাজ বুঝিয়ে দিতে লাগল, তার বাবা কি খেতে ভালবাসে, তার জিনিস কিভাবে রাখতে বলে, কতবার তাকে গরম জল করে দিতে হবে, সিনাগগ কিভাবে পরিষ্কার করতে হবে, মখমলের পর্দা কি করে ঝেড়ে মুছে রাখতে হবে সব শেষে সে তার ভাই এ্যাড়নের কথা বলল, এ্যাড়ন দুষ্ট প্রকৃতির ছেলে সেটাও তাকে বুঝিয়ে বলল। লিহ বলল, "এজরাদের আমি চিনি। খুব ছোটবেলা সেখানে যেতাম, যখন আমার বাবা এবং ম্যাডাম এজরা দুজনেই সেখানে যেতে বলছেন তখন আর আমার বলার কিছুই নেই। রাচেল পরিহাস করে বলল, "ম্যাডাম এজরা মানুষের কথা বলে আর তোমার বাবা তো ভগবানের কথা বলে।" তারপরে রাচেল আবার গম্ভীর হয়ে যায় এবং বলে, "দেখো যাকে ভালবাসতে পার না তাকে বিয়ে করতে যেও না। এজরাদের বাড়ীতে তারা উপপত্নী রাখে না। চীনাদের বাড়ীতে বিয়ে কোন ঝকমারি ব্যাপার নয়, যদি তুমি তোমার স্বামীকে পছন্দ না করো তবে তার জন্য একজন উপপত্নী রেখে দিয়ে তুমি তোমার স্ত্রীর স্থান বজায় রাখতে পার। কিন্তু পছন্দ নয়, এমন লোকের বউ হওয়া কি বিরক্তিকর।" লিহ বলল, "কিন্তু ডেভিডকে কেউ অপছন্দ করতে পারে না।" রাচেল বলল, "আঃ, এই ব্যাপার। আচ্ছা পরে দেখবে আমি কি বলছি?"

সেই রাত্রিতে লিহ পিতার ঘরের কাছে ছোট বর্গাকৃতি ঘরে ঘুমোতে পারল না। আঙিনার অপর প্রান্তে এ্যাড়নের ঘর। সেদিন সন্ধ্যায় এ্যাড়ন খেতে আসেনি। দুপুর রাত্রির অনেক পরে তার ঘরে একটা মোমবাতি জ্বলতে দেখা গেল। লিহ বাইরে এসে দেখল, একটা ছায়ার মত এ্যাড়ন ঘুরে বেড়াচ্ছে। অন্য দিন হলে সে গিয়ে এ্যাড়নকে জিজ্ঞেস করত, সে কোথায় ছিল, তার খিদে পেয়েছে কিনা। কিন্তু আজ মনে হল, সে আর এই পরিবারের কেউ নয়। এ বাড়ীতে তার জীবন বন্ধ হয়ে গেছে এবং কাল থেকে আবার অন্য বাড়ীতে শুরু হবে। সে বার বার তার বাবার কথাগুলি ভাবতে লাগল। তার বাবা বলেছিল, "আমরা সকলেই ভগবানের হাতের যন্ত্রমাত্র।" তার মাকে তার

বিশেষ মনে পড়ে না। শুধু এইটুকু মনে পড়ে যে, জীবনের শেষ রাত্রিতে সে লিহকে বলেছিল, "লিহ তোমার বাবা এবং এ্যাড়নকে যত্ন করো।" সে কেঁদে বলেছিল "হ্যাঁ, মা।" তার মা শেষবার হাঁপাতে হাঁপাতে বলেছিল, "তুমি জেনো, তুমি ছাড়া ওদের আর কেউ নেই। সেই ছিল তার মায়ের শেষ কথা। লিহ জানে না সে কথার তখনই বা কি মানে ছিল আর এখনই বা কি মানে। সে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে নিজের মনকেই জিজ্ঞেস করে, নিজের জন্য ভাবলে আর অন্যের যত্ন কি করে করবে? তাই সে ডেভিডের কথা ভাবতে শুরু করে। তার অনেক আগেকার কথা মনে পড়ে। যখন ওয়াংমা মাসে একবার এসে তাকে ম্যাডাম এজরার কাছে নিয়ে যেত। তাকে অনেকরকম প্রশ্ন করত। অনেক মিষ্টি, ফল খেতে দিত এবং ডেভিডের সঙ্গে খেলা করতে বলত। সেই ডেভিডকে তার মনে আছে, যাকে সর্বদা সে দামী পোশাকে সজ্জিত দেখত। আরও অনেক শৈশবের স্মৃতি তার মনে আছে যা থেকে তার মনে হয় যে, এজরার বাড়ী তার কাছে ভালই লাগবে। কিন্তু সে ভাবল, সে মাঝে মাঝে বাড়ী এসে বাবাকে এবং ভাইকে দেখে যাবে। যদি ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয় ডেভিডকে সে বিয়ে করতে পারে তবে তো নিজেকে সে ধন্য মনে করবে। সে ডেভিডকে নতুন করে গড়ে তুলবে। ডেভিডের মধ্যে সে পিতার স্বপ্নকে সফল করতে চেষ্টা করবে। ডেভিডকে সে তার ধর্মীয় নেতা করে গড়ে তুলতে চেষ্টা করবে। কিন্তু এই চিন্তার ধার ঘেঁষে আরও একটি চৈনিক মেয়ের ছবি তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। সেও তাদের খেলার সাথী ছিল। তার বড় বাদামের মত চোখ এবং ছোট্ট লাল মুখ, তখন কিন্তু তার খুবই ভাল লাগত। সে তাকে এবং ডেভিডকে চা খাওয়াত, কেক খাওয়াত আরও নানা-রকম তাদের হুকুম তামিল করত। সেই ছোট্ট পিয়নী এখন বড়ো হয়েছে। তার ডাগর চোখের স্তিমিত দৃষ্টি এখন সকলকেই অভিভূত করে। সে চাহনীতে ক্রীতদাসীর হীনমন্যতার লেশমাত্র নেই। লিহ আগে জানত না যে, পিয়নী এজরাদের ক্রীতদাসী। এইসব চিন্তা করে লিহ ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়ল। র‍্যাচেলের তার ঘুম ভাঙাতে ইচ্ছে হল না। সে রান্নাঘরে গিয়ে স্টোভে গরম জল করে প্রাতরাশের ভাত রান্না করল এবং একটা পাত্রে তিনটে ডিম সিদ্ধ করল। সে লিহকে জাগাল না বটে, কিন্তু দরজায় কিসের সোরগোল শুনতে পেল। ওয়াংমা এসেছে একটা সিডন গাড়ী নিয়ে। তার সঙ্গে এসেছে দুজন চাকর। র‍্যাচেল বলল, "এসো বড়দি, ভেতরে এসো, কেউ এখনও ঘুম থেকে ওঠে নি।" ওয়াংমা যেন কোন বাড়ীর গিন্নীর মত এসে ঘরে ঢুকল। সে একটা গাঢ় নীল

কোট এবং বাড়ীতে তৈরী রেশমী পাজামা পরে এসেছিল। তার কানে ছিল সোনার কানপাশা এবং আঙুলে সোনার আংটি। তার কাল তৈলাক্ত চুল খোঁপা করে ঘাড়ের উপর বাঁধা; কাল জাল ঢাকা সেই খোঁপা খুব মসৃন এবং সুন্দর। কেউ ওঠেনি বলে সে রাচেলের সঙ্গে গল্প করতে শুরু করল। সে রাচেলকে চিনত এবং উভয়েই ম্যাডাম এজরাকে ভয় করত। রাচেল বলে, "পুরোহিত খুব বুড়ো, ছেলেটা তো মধ্যরাত্রির আগে বাড়ী ফেরে না, বেচারা লিহ একা একা কি আর করে—"

ওয়াংমা বলল, "লিহ-র কপাল ভাল তাই এজরার সংসারে পড়েছে।" রাচেল বলে, "তা তো সত্যি, আসুন চা খাওয়া যাক।" ওয়াংমা বলল, "আমি লিহ-কে জাগাব, আমাদের তাড়াতাড়ি যেতে হবে। কারণ, ক্যারাভ্যান এসে গেছে, বনিকযাত্রীর দল "তিনঘন্টার গ্রামে" পৌছে গেছে। রাচেল জিজ্ঞেস করল, "বনিকদল এসে গেছে? তোমাদের কি ভাগ্য বড়দি।" ওয়াংমা বলল, "তা একদিক থেকে বলতে পার।" লিহ চোখ খুলেই ওয়াংমার সুন্দর গোলাপী মুখ দেখতে পেল, সে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কি যেন স্বপ্ন দেখছিল, কিন্তু কেন? আমি তো এখনও বাড়ীতেই আছি।" ওয়াংমা বলল, "উঠে পড় লিহ, তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি।" লিহ উঠে বসে বলল, "ওঃ, আজকে বড্ড ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।" ওয়াংমা বলল, "কিছু মনে করতে হবে না, শুধু একটা জামা পরে চলে এসো। তোমার কিছু নিতে হবে না, তোমার জন্য নতুন পোশাক তৈরী হয়ে আছে।" লিহ উঠে স্নান করে এল এবং জামা কাপড় পরতে লাগল। তাকে বিদায় দেওয়ারও কেউ নেই। সে এ্যাড়নের ঘরে গেল, এ্যাড়ন তখনও ঘুমোচ্ছে, তার চোখে জল ভরে এলো, তার এই হতভাগ্য ভাইকে কে দেখবে? তার মধ্যে এমন কোন গুণ নেই যার দ্বারা সে অপরের ভালবাসা পেতে পারে। সে এ্যাড়নকে ডাকল। এ্যাড়ন বলল, "আমার ঘুম ভেঙ্গো না।" লিহ বলল, "আমি তো চলে যাচ্ছি, বাবাকে দেখিস, রাচেল থাকল।" এ্যাড়ন বলল, "তুমি কি আর আসবে না?" লিহ বলল, "তারা যদি আসতে দেয় মাঝে মাঝে আসব।" লিহ তার বাবার ঘরে চলে গেল এবং বলল, "তারা আমাকে নিতে এসেছে বাবা।" পুরোহিত বলল, "এত সকালে? আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি প্রস্তুত তো?" "হ্যাঁ, বাবা। রাচেলও প্রস্তুত হয়ে আছে, তোমরা এসে খেতে বসো।" পুরোহিত লিহ-র মাথায় হাত বুলিয়ে তাকে আশীর্বাদ করল। সে তার চোখের জল মুছিয়ে দিল। লিহ বলল, "তোমাদের আর সদর পর্যন্ত

আসতে হবে না বাবা, আমি তোমাদের ঘরেই রেখে যাচ্ছি। রাচেল দরজা পর্যন্ত যাবে।" সে সিডনে উঠে বসল এবং পর্দা ফেলে দিতেই তার মনে হল, সে যেন অনেক দূরে যাচ্ছে, সেখান থেকে আর ফিরতে পারবে না।

এজরার বাড়ীতে পিয়নী বাইরের আঙিনায় অপেক্ষা করছিল। ম্যাডাম এজরা তাকে এইরূপ আদেশ দিয়েছিল। পিয়নী ভাবল, "আমিও তাহলে বিদেশীর ঝি হয়ে গেলাম।" ওয়াংমা বলল, "তোমার মাথায় বুদ্ধি থাকলে, তুমি কি করবে না করবে কাউকে জিজ্ঞেস করবে না বা বলবে না।

এদিকে বনিক যাত্রীর দল এসে গেছে।" পিয়নী বলল, "বনিক যাত্রীর দল এসে গেছে?" ওয়াংমা বলল, "হ্যাঁ হ্যাঁ, কিন্তু লিহকে জানতে দেওয়ার প্রয়োজন নেই, আমাদের কর্ত্রীর এইরূপ আদেশ।" পিয়নী তাঁর লম্বা খোঁপা বাঁধা শেষ করল। বনিক যাত্রীদলের নামে তার খুব আনন্দ হয়েছিল। কিন্তু মুহূর্ত্তে সে সেকথা ভুলে গেল। ওয়াংমা কি বলে গেল, "আদেশ পালন করো এবং তোমার যা ইচ্ছে তাই করো। তুমি যদি চালাক হও দুজন একসঙ্গেই থাকো। এই অদ্ভুত কথার মানে কি?" পিয়নী ভাবতে লাগল। সে বিনুনী কানের উপর দিয়ে না দিয়ে পিছনে ঝুলিয়ে দিল। পিয়নী একটা হাল্কা নীল রংয়ের রেশমী কোট পরেছিল, তাকে খুব নম্র দেখাচ্ছিল।

সিডন গাড়ী এসে পৌছালে পিয়নী পর্দা খুলে লিহ-র দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলল। পিয়নী বলল, "স্বাগতম, মহাশয়। আপনি নিজে নিজেই চেয়ার থেকে নেমে আসতে পারবেন?" পিয়নী অবশ্য হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল কিন্তু লিহ তার সাহায্য ছাড়াই নেমে এলো। লিহ কোন কথাই বলল না কিন্তু পিয়নীর মৃদু হাসির উত্তর মৃদু হেসে দিয়েছিল। পিয়নী জিজ্ঞেস করল, "আপনি খেয়েছেন মহাশয়?" "হ্যাঁ আমি খেয়েছিলাম কিন্তু এখন আবার ক্ষুধা বোধ করছি।" পিয়নী বলল, "আপনাকে আপনার ঘরে বসিয়ে দিয়ে আমি আপনার জন্য খাবার নিয়ে আসব। পরে আপনাকে কয়েকটি ফুলও এনে দেব যা এখন তোলা যাবে না।"

সুতরাং দুটি যুবতী স্ত্রীলোক একসঙ্গে চলে গেল। যদিও তারা পরস্পর পরস্পরের সম্পর্ক সম্বন্ধে সচেতন ছিল। লিহর আসার খবর ম্যাডাম এজরাকে দিতে ওয়াংমা চলে গিয়েছিল। কাজেই লিহকে তার ঘরে পৌছে দেবার ভার পিয়নীর উপর পড়েছিল। "এই সমস্ত আঙিনাটাই কি আমার?" লিহ বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করল। ঘরগুলি খুব সুন্দর ছিল, আগের চেয়ে অনেক

সাজানো গোছান। লিহ-র মনে পড়ে ডেভিডের ঠাকুমার কথা। সন্ধ্যায় সে ঘরে বুড়ী মোম জ্বালিয়ে দিত। পিয়নী বলল, মাত্র দুটো তো ঘর। একটা তোমার শোবার ঘর আর একটা যখন তুমি একা থাকবে তখন তোমার বসবার ঘর।" সে লিহকে ঘরগুলো দেখিয়ে দিচ্ছিল তখন একটা লোক একটা বাক্স নিয়ে পেছন পেছন আসছিল। লোকটা চলে গেলে পিয়নী লিহকে ম্যাডাম একবার যৌবনের পোশাক-পরিচ্ছদ দেখাতে লাগল। ইহুদীর আলখাল্লা ও পোশাক। সোনায়, রূপোয় খচিত এবং মনিমুক্তো বসানো। পিয়নী বলল, "আজকে তুমি এই স্কারলেটটা পরো। কিন্তু আগে খেয়ে নাও তারপরে স্নান করে প্রসাধন করে অলঙ্কার পরবে। এই মনিমুক্তোগুলি তোমার কানের এবং বক্ষস্থলের জন্য এবং আমাদের গৃহস্বামিনী বলেন, তুমি এখানে লুকিয়ে থাকবে না, তুমি সর্বত্র ঘুরে ঘুরে বেড়াবে এবং সকলের সঙ্গে মিশবে।" লিহ্ বলল, "তিনি কি দয়াবতী।" তারপরে হঠাৎ লজ্জিত হয়ে বলল, "আমার একদিনেই এত স্বাধীন হওয়া উচিত নয়।" পিয়নী বলল, "কেন না? এখানে তো কেউ তোমাকে আঘাত করবে না," বলতে বলতে সে একটা বাক্স খুলল যার মধ্যে অনেক সোনা-রূপোর গয়না এবং মনিমুক্তা। পিয়নী বলল, "এইগুলি তোমার বিয়ের গয়না। আমাদের গৃহ-স্বামিনী ঠিক করেছেন, ছোট মনিবের সঙ্গে তোমার বিয়ে দেবেন।" লিহ বলল, "বিয়ে তৈরী করা যায় না।" পিয়নী জিজ্ঞেস করল, "তবে কি করা যায়? সব বিয়েই তো তৈরী করা হয়।" লিহ বলল, "আমাদের মধ্যে হয় না।" লিহকে অহঙ্কারী মনে হল। সে এই চীনা ক্রীতদাসীর সঙ্গে এইরূপ গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করতে পছন্দ করে না। সে মনে করে বিবাহ ভগবানের নির্দেশ। লিহ বলল, "তার চেয়ে তুমি আমাকে কিছু খাবার এনে দাও। তারপরে আমি নিজে স্নান করে পোশাক-পরিচ্ছদ পরতে পারব। তোমার বা ওয়াংমার সাহায্য আমার প্রয়োজন নেই।" পিয়নী এসব কথা শুনে বুঝতে পারল, লিহ-র মনে কি হচ্ছে। তখন সে বলল, "খুব ভাল মহাশয়া। এই কথা বলে পিয়নী ঘর থেকে চলে গেল। একটু পরে একটা ঝি এসে খাবার দিয়ে গেল। লিহ একা একা বসে খেল, পরে স্নান করে চুল বেঁধে স্কারলেট পোশাক পরল। কিন্তু সে কোন সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করল না বা সোনার গয়না পরল না। পিয়নী নিজের ঘরে চলে গিয়েছিল। সেখানে বসে বসে সে কাঁদতে লাগল। আয়নায় নিজের মুখ দেখে পিয়নী ভাবল, "লিহ কত সুন্দর আর আমি তার তুলনায় কত কুৎসিৎ, কত ছোট।" লিহ-র দীর্ঘ দেহ সৌষ্ঠবের কাছে সে যেন একটা ছোট পাখীর মত।

লিহ্ যেন এক রাজকন্যা আর পিয়নী যেন একটা শিশু। এই ইহুদী বালিকার সব কিছুই বড়। তার আশাও বোধ হয় সুউচ্চ আর পিয়নীর সবই ছোট, কিছুই বড় নয়। সে চেষ্টা করেও বড় হতে পারে না। যদিও তার বড় হওয়ার যথেষ্ট ইচ্ছে আছে। এই ক্ষুদ্র চৈনিক বালিকার ক্ষুদ্র দেহাবয়ব আয়নায় যদিও খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল, কিন্তু পিয়নীর তা ভাল লাগল না। পিয়নী ভাবল, তার এই পরিবারের বউ হওয়ার কোন যোগ্যতা নেই। এমন কি সে এই পরিবারের উপপত্নীও হতে পারে না। কারণ তাদের ধর্মে এটা বারণ আছে। কিন্তু একদিক থেকে তার উৎকর্ষতা আছে। ডেভিডকে তার চেয়ে ভাল কেউ জানে না। ডেভিড কি পছন্দ করে, কি খেতে ভালবাসে, কিভাবে থাকতে চায় সবই পিয়নী জানে। কিন্তু এই সবের কোন মূল্যই আজ নেই। কিছুক্ষণ আনমনে এইরূপ চিন্তা করে পিয়নী উঠে পোশাক পরিবর্তন করল এবং বাগান থেকে কতগুলি ফুল তুলে নিয়ে লিহ্‌র কাছে গেল। স্কারলেট পোশাকে লিহ্-র জৌলুস যেন আরও খুলেছে। সোনালী কোমর বন্ধ তার কোমরকে আরও সুন্দর করে তুলেছে। পিয়নী তাকে কতগুলো ফুল দিয়ে বলল, "তোমাকে কি সুন্দর দেখাচ্ছে, এই ফুলগুলো নাও এবং আমি গিয়ে আমাদের কর্ত্রীকে বলি যে, তুমি প্রস্তুত।" পিয়নী ছোট্ট পায়ে ছুটতে ছুটতে ম্যাডাম এজরার ঘরে গেল এবং কাশতে লাগল। ম্যাডাম এজরা বলল, "ভেতরে এসো।" ম্যাডাম এজরা সবে প্রাতঃরাশ শেষ করেছে এখন সে তদারকির কাজে বেরল। বাড়ীতে ঝি চাকরেরা ঠিকমত কাজ করে কিনা। বিশেষ করে রান্নাঘরে রাঁধুনীরা কি করছে। আগামীকাল উপাসনার দিন কাজেই তার জন্য সব প্রস্তুতি করে রাখতে হবে। আজ সকালে ওয়াংমা ম্যাডাম এজরাকে জানিয়েছে যে, বনিক যাত্রীর দল শীঘ্রই এসে পড়বে। উপাসনার আগের দিন এই খবর পেয়ে ম্যাডাম এজরা খুব আনন্দিত হল। একটু থেমে সে বলল, "লিহকে এই খবর দেওয়ার প্রয়োজন নেই।" "হ্যাঁ মহাশয়া" বলে ওয়াংমা চলে গেল। বনিক যাত্রীদল এসেছে শুনে ঝি চাকরেরা হয়ত কর্তব্যে অবহেলা করতে পারে তাই উপাসনার প্রস্তুতি কিছু বাকী না থাকে দেখার জন্য সে কেবল পা বাড়িয়েছে তখন পিয়নী গিয়ে উপস্থিত হল। পিয়নীকে দেখে ম্যাডাম এজরা বসে পড়ল এবং পিয়নীকে ডাকল। পিয়নী ঘরে ঢুকল।

এই ঘর বাড়ীর অন্যান্য ঘরের চেয়ে আলাদা। নানারকম বিদেশী আসবাব পত্রে সুসজ্জিত। বিদেশী সার্টিনের উপর বোনা নানারকম ছবি ও ছড়া, বিদেশী চেয়ার মোটা কুশনযুক্ত চীনাদের ছোট মনের উপকরণ এখানে কিছুই নেই।

এতবড় ঘরে পিয়নী যেন ছটফট করছিল। পিয়নী বলল, "কর্ত্রী, লিহ প্রস্তুত হয়ে বসে আছে।" ম্যাডাম এজরা জিজ্ঞেস করল, "আমার ছেলে কোথায়?" পিয়নী বলল, "আমি দেখে এসেছি সে এখনও ঘুমোচ্ছে।"

ম্যাডাম এজরা ডেভিডকে গতরাত্রে দেখেনি। এটা তার নিজেরই দোষ, কেন না সে সন্ধ্যায় ডেভিডের ঘরে যায়নি। পিয়নীও কোন খবর রাখেনি। ম্যাডাম এজরা বলল, "ওয়াংমাকে দিয়ে ডেভিডকে ডেকে পাঠাও।" পিয়নী বলল, "আমি তাকে দেখতে পাচ্ছি না মহাশয়, সে বোধহয় সিটি গেটের কাছে পর্যটক বনিক দলের জন্য অপেক্ষা করছে।" ম্যাডাম এজরা পিয়নীকে বলল, "লিহকে বল আমার ঘরে যেতে, আমি রান্নাঘর থেকে ঘুরে আসি।" পিয়নী ওয়াংমাকে দেখতে পেয়ে বলল, "লিহকে নিয়ে ম্যাডাম এজরার ঘরে যাও।" আর নিজে ডেভিডের ঘরে চলে গেল। কালকে সেই এক লাইনের কবিতাটা সে নিজের জামার মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিল। আজ সেটা বার করে তাতে আর তিন লাইন যোগ করে কাগজ কলম ডেভিডের ঘরে রেখে একটা গোপন দেরাজ থেকে মানি ব্যাগ বার করে নিয়ে পিয়নী চলল। মানি ব্যাগ এবং কবিতাটা জামার মধ্যে বুকের কাছে লুকিয়ে সে গুপ্ত পথে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। সে কুং পরিবারের বাড়ীতে এসে হাজির হল। পিয়নী ভেতরে ঢুকে গেল। কুং-এর বাড়ী ছিল কতগুলি আরামপ্রিয় লোকের বাসস্থান এবং কেহই বারোটার আগে ঘুম থেকে ওঠে না। চুমা ঝি কেবল উঠে নিজের ঘরে নড়া-চড়া করে চুল বাঁধছে। পিয়নী বলল, "বড়দি, তোমাদের ছোট মনিব কন্যার কাছে এই চিঠিটা দিতে চাই এবং তার জবাব নিয়ে যেতে চাই।" এই বাড়ীর সম্বন্ধে পিয়নীর কোন ধারণা ছিল না। একবার মাত্র সে এ বাড়ীতে এসেছিল। কাজেই সে কোন ঝি চাকরকে বিশ্বাস করে চিঠি দিয়ে আসতে পারল না। চুমা কবিতাটা দেখে বলল, "খুব সুন্দর।" এই মোটা স্ত্রীলোকটা বহুদিন ধরে এ বাড়ীর ঝি। সে বলল, "আমি কবিতাটা তাকে দিয়ে দেব।" পিয়নী কিন্তু কবিতাটা তাকে দিতে রাজী হল না। সে মানি ব্যাগ বার করে তার হাতে দিয়ে বলল, "এটা তুমি নাও।" সে বলল, "এই টাকা নিতে আমার লজ্জা হয়।" কিন্তু পিয়নী যখন আবার তুলে দিল তখন সে নিল। সে পিয়নীকে বলল, "আমি নিজেই চিঠিটা আমাদের মনিবকে দিয়ে দেব, তুমি পরে এসে খবর নিয়ে যেও।" পিয়নী ফিরে এসে সোজা ডেভিডের ঘরে চলে গেল, দেখল তখনও ডেভিড ঘুমোচ্ছে। পিয়নী "আমার ছোট মনিব, জাগো, আমার ছোট মনিব, জাগো"

বলে ডেভিডের মাথা ধরে নাড়তে লাগল। ডেভিড উঠে বসল তখন পিয়নী তাকে বলল, "চলো ছোট মনিব, তোমার মা তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।" ডেভিড জিজ্ঞেস করল, "কেন?" পিয়নী বলল, "লিহ্ এখানে এসেছে।" ডেভিড "না" বলে বিছানা থেকে লাফিয়ে পড়ে ঘরের অপর প্রান্তে গিয়ে হাত মুখ ধুতে লাগল। পিয়নী তাড়াতাড়ি তোয়ালে ও সাবান এনে দিল। তখনও ডেভিড বলছে সে মায়ের কথা শুনবে না। পিয়নী বলল, "তুমি মাকে একথা বলতে পাব না, তুমি বরং বল যে, বাবা আমাকে নিষেধ করেছে।" ডেভিড বলল, "পিয়নী তুমি ঠিক বলছ যে, বনিক যাত্রীর দল এসেছে?" পিয়নী বলল, "আমি ওয়াংমার কাছে শুনেছি। তুমি হাত মুখ ধুয়ে পোশাক পরো। আমি তোমার প্রাতঃরাশ এখানে পাঠিয়ে দিচ্ছি আর তোমার মাকে খবর দিচ্ছি।" সে গিয়ে ম্যাডাম এজরাকে বলল, "আর মহাশয় ওয়াংমা ছোট মনিবের ঘরে যাওয়ার আগেই সে উঠে বেরিয়ে গেছে বনিক যাত্রীদল দেখতে।" ম্যাডাম এজরা বলল, "প্রার্থনার আগের দিন এরূপ গোলমাল, আর লিহ্ কি করছে।" পিয়নী বলল, "তিনি আসছেন। আমার প্রতি কি আর কোন নতুন আদেশ আছে?" ম্যাডাম এজরা বলল, "না. তুমি তোমার কাজে যাও, আমি লিহর জন্য অপেক্ষা কবছি।" "আমি এখন গিয়ে হলঘরে ফুল সাজাব তার পরে ছোট মনিবকে দেখতে পেলে আপনাব আদেশ তাকে জানাব।" এই বলে পিয়নী চলে গেল। ওয়াংমা লিহর ঘরে গিয়ে দেখল। সে একা বসে সকালের খাবার খাচ্ছে। সে বলল, "তাড়াতাড়ি করতে হবে না, তুমি খাওয়া শেষ করে আমাদের কর্ত্রীর কাছে যাবে চলো।" ওয়াংমা লিহকে বলল, "আমাদের কর্ত্রী যখন তোমার বয়সী ছিলেন তখন তাঁকেও তোমারই মত দেখাত। আমাদের কর্ত্রীর সে দিনের কথা আমার এখনও মনে আছে। তিনি খুব সুন্দর, লম্বা দোহারা গড়নের ছিলেন। আমাদের মনিব এজরাও ছিলেন তেমনি। দু-জনে বেশ মানিয়েছিল। আমাদের ছোট মনিবও খুব সুন্দর এবং তাদেরও খুব ভালই মানাবে।" এই চীনা মহিলা এইরূপ লম্বা-চওড়া বর-কনে দেখতে অভ্যস্ত। কিন্তু চীনাদের মধ্যে বর-কনে সবই ছোট ছোট। ওয়াংমার মনে পড়ে যে, ভেতরে ভেতরে ম্যাডাম এজরা তাকে সন্দেহ করত কিন্তু ক্রীতদাসীকে মুখে কিছু বলত না। এখন আর তাদের সে বৈরীতা নেই। কারণ, ম্যাডাম এজরারই জয় হয়েছিল। ওয়াংমা জিজ্ঞেস করল, "তোমার খাওয়া শেষ হয়েছে?" লিহ্ বলল, "আমি আর খেতে পারব না। তারপরে ওয়াংমা লিহকে

একটা সোনার নেকলেশ পরিয়ে ম্যাডাম এজরার ঘরের দিকে চলল। ওয়াংমা লিহ-র হাত ধরে বুঝল খুব নরম এবং তার চামড়াও খুব মসৃণ। ওয়াংমা বলল, "আমি রোজ রাতে তোমার হাতে তেল মেখে দেব, তাতে আঙুল আরও সুন্দর হবে।" ম্যাডাম এজরা একখানা কাপড়ের উপর হিব্রু 'ভাষায় প্রার্থনা এমব্রয়ডারী করছিল, সে লিহকে বলল, "এসো মা ঘরে এসো, আমার কাছে এসে বোস।" লিহ এসে তার পাশে বসল। তার দিকে কতক্ষণ তাকিয়ে থেকে ম্যাডাম এজরা বলল, "তুমি দেখতে কি সুন্দর!" ম্যাডাম এজরা বলল, "সে ডেভিডের মত লম্বা নয়।" লিহ লজ্জিতভাবে বলল, "ডেভিড খুব লম্বা।" ম্যাডাম এজরা বলল, "ডেভিড এক্ষুণি তোমাকে অভ্যর্থনা করতে আসবে।" এই বলে সে আবার এমব্রয়ডারীতে মন দিল। একা লিহ ম্যাডাম এজরার কাছে কুঁড়ের মত বসে আছে। তার খুব অস্বস্তি লাগছিল। ম্যাডাম এজরা তাকে মেয়ে বানাতে চায় কিন্তু তার আশা কতদূর তা তো সে জানে না। কাজেই সে অপেক্ষা করে বসে আছে। নির্জন ঘরে একবার ম্যাডাম এজরা লিহ-র দিকে তাকাল এবং বলল, "তুমি জান লিহ কেন তুমি এখানে এসেছ?" লিহ বলল, "না মাসীমা, ঠিক জানি না।" তোমার বোধহয় মনে আছে যে, আমি তোমাকে বলেছিলাম যে, আমি তোমার মাকে কথা দিয়েছিলাম, "তোমাকে আমার পুত্রবধু করব তখন তুমি দোলনায় শুয়ে।" লিহ কোন কথা না বলে চুপ করে রইল। "ম্যাডাম এজরা আবার বলে চলল, আমি এখন চাইছি যে, ডেভিড আর তুমি বিয়ে করো, আমার ইচ্ছে তুমি আমার পুত্রবধু হয়ে আমার ঘর আলোকিত করো।" ম্যাডাম এজরা তার চেয়ারটা লিহর কাছে আরও সরিয়ে নিয়ে বলল, "বাছা, তুমি আমার সংসারের খবর যত জান কেউ তত জানে না, এই চীনা নগরীতে ক'জন বিশ্বাসী ও ধার্মিক লোক পাওয়া যায়!" লিহ বলল, "চীনারা আমাদের প্রতি দয়ালু।" ম্যাডাম এজরা বলল, "এজরাও এই কথা বলেন, কিন্তু দয়া আমার ভাল লাগে না। চীনারা আমাদের হত্যা করছে না, কিন্তু তাই বলে তারা আমাদের ধ্বংস করছে না—একথা বলতে পারি না। যখন আমার তোমার মত বয়স ছিল তখন দেখেছি সপ্তাহে একদিন সিনাগগ লোকে পরিপূর্ণ হত। কিন্তু আজ সেখানে কি আছে?" লিহ বলল, "কিন্তু সেটা তো চীনাদের দোষ নয়।" ম্যাডাম এজরা জোর দিয়ে বলল, "এটা চীনাদেরই দোষ। তারা ভান করে যে, তারা আমাদের ভালবাসে। তারা আমাদের ভোজে নিমন্ত্রণ করে, তারা আমাদের সঙ্গে ব্যবসা করে এবং বন্ধে

তাদের মধ্যে আর আমাদের মধ্যে কোন তফাৎ নেই কিন্তু দেখ লিহ তাদের মধ্যে আর আমাদের মধ্যে অনেক তফাৎ। আমরা প্রকৃত ভগবানের সন্তান, আর তারা অবিশ্বাসী। তারা মাটির পুতুল পূজো করে, তুমি চীনাদের মন্দির দেখেছ?" লিহ বলল, "হ্যাঁ দেখেছি।" ম্যাডাম এজরা বলল, "চীনারা আমাদের দয়া দেখায়, আমাদের কিনে নেবার জন্য তারা স্ত্রীলোক দিয়ে আমাদের পুরুষদের ধরে নিতে চায় এবং তারা ভান করে যে অন্য ধর্মের উপর তাদের কোন অবিশ্বাস নেই। তারা জিহোভাকেও পূজো করতে রাজী। আমি তোমাকে বলছি যে, ডেভিডকে তুমি এই কথা বোঝাবে।" লিহ বলল, "কিন্তু ডেভিড তো আমাকে জানে, আমি যদি আজ অন্যরকম কথা বলি সে ভাববে যে, আমি বদলে গেছি।" ম্যাডাম এজরা বলল, "এখন তোমরা বড় হয়েছ সেদিনের কথা তো তোমরা এখন ভুলে যাবে।" লিহ বলল, "আচ্ছা মাসীমা।" সে উঠে পড়ল। লিহ বলল, "আমি বুঝেছি মাসীমা, কিন্তু জানি না কি করে করব।" তার সুন্দর চোখে জল এলো। ম্যাডাম এজরা কর্কশভাবে বলল, "তাকে বুঝতে বাধ্য কর।" লিহ বলল, "কিন্তু মাসীমা, সে তো হেসেই উড়িয়ে দেবে, আমার যুক্তি তো সে মানবে না এবং তাকে বোঝানোর মত যোগ্যতাও নেই।" ম্যাডাম এজরা কি বলতে যাচ্ছিল এমন সময় সদর দরজায় চেঁচামেচি শোনা গেল। ওয়াংমা বলল, "কর্ত্রী, বোধহয় বনিকদল এসে পড়েছে।" ম্যাডাম এজরা তাড়াতাড়ি উঠে চলে গেল। লিহ একা একা বসে থেকে ঘরের এক কোণে গিয়ে প্রার্থনা করতে লাগল। এই বনিক দলের আগমন এই শহরে একটা উৎসবের মত। লম্বা লাইন করে উটের সারি পথের ধুলো উড়িয়ে চলেছে। তাদের পিঠের উপর নানারকম দ্রব্য সম্ভার, সমস্ত বাড়ীর দরজা খুলে লোকেরা ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে। বনিক দলের প্রথমে একটি সাদা উটের পিঠে কায়োলিয়েন এজরা পরিবারের বিশ্বস্ত বন্ধু। তার পিছনে সারিবদ্ধ উটের শ্রেণী, শহরবাসীর বিস্ময় উৎপাদন করে চলেছে। কায়োলিয়েনের পিছনে ছিল তরবারি এবং বন্দুক নিয়ে দেহরক্ষীর দল, তার পিছনে উটের সারির উপর দ্রব্য সম্ভার। সকলেই পথশ্রমে ক্লান্ত, সকলেই তুর্কীস্তান এবং গিরি পথের মধ্য দিয়ে আসতে হয়েছে—কিন্তু যাত্রার শেষে এসে সকলেই যেন আনন্দিত এবং উটেরাও আমিরী চালে মাথা নাড়ছে। সকলের শেষে এসেছে এজরা তার খচ্চরের গাড়ীতে চড়ে। শেষের দিকের রাস্তায় ক্যারাভ্যানের পথে লোক রাখা হয়েছিল, খবর সংগ্রহের জন্য। আজই খুব ভোরে এক সংবাদবাহক ছুটতে ছুটতে

এসে বনিক পর্য্যটক দলের খবর দিয়ে গিয়েছে—পর্যটক দল অতি দ্রুত আসছে এবং শীঘ্রই এসে পৌঁছাবে, সংবাদবাহক খচ্চর গাড়ীরও ব্যবস্থা করে রেখেছে। এছাড়া শহর থেকে দশ মাইল দূরে কায়োলিয়েনের সঙ্গে দেখা করেছে এবং তারা দু'জনে তাড়াতাড়ি প্রাতঃরাশ খেয়েছে এবং শহরের দিকে যাত্রা করেছে।

পরে চায়ের ঘরে এজরা তার বন্ধু কুংচেনের সঙ্গে দেখা করেছে।

কুংচেন বলল, "আপনার বন্ধু ও ক্যারাভ্যানের নিরাপদ প্রত্যাবর্ত্তনে আমি বড়ই আনন্দিত।"

এজরা বলল, "উটের পিঠে যথেষ্ট মূল্যবান দ্রব্যসম্ভার ছিল, আপনি সময়মত এসে দেখবেন, আপনাকে প্রথম পছন্দ করতে দেওয়া হবে, আপনার দোকানের প্রয়োজনীয় জিনিস নেওয়ার পরে বাকি জিনিস অন্য বনিকদের দেওয়া হবে।" সে আনন্দের সঙ্গে বলল, "কালই আসুন না, আমাদের সঙ্গে সাধারণ ভোজ করে জিনিসগুলি বাছাই করা যাবে। না না, আমি কি বলছি? কাল তো উপাসনার দিন, অন্য একদিন হবে।" কুংচেন বলল, "ঠিক আছে, ঠিক আছে—সেজন্য ব্যস্ত হতে হবে না।"

উটের সারি এজরার বাড়ীর কাছে যাওয়ার আগেই দেখা গেল, ডেভিড একটা উটের পাশে পাশে যাচ্ছে। চেয়ার বাহকের দল বলছে, "ছোট মনিব বাড়ীসুদ্ধ লোককে জাগিয়ে দেবে।"

একের পর এক উটগুলি সদর দরজায় হাঁটু গেড়ে বসে পড়ছে আর তাদের পিঠ থেকে মালপত্র নামানো হচ্ছে, আর ভেতরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। পরে উটদের আস্তাবলে ফিরিয়ে নেওয়া হচ্ছে এবং দরজায় তালা দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু রাস্তার লোকেদের এত উৎসাহ যে, তারা ভেতরে এসে বিদেশী মালপত্র দেখতে চায় কিন্তু দারোয়ান কিছুতেই তাদের ঢুকতে দেবে না। সে বলছে ফিরে যাও, তোমরা কি চোর না ডাকাত?"

কায়োলিনকে নিয়ে এজরা নিজের হলঘরের মধ্যে গেল, অপরদিকে ডেভিডও কায়োলিনের হাত ধরে এসেছিল। ডেভিড বলল, "বলুন কাকা, আমি সব কিছু জানতে চাই।" এজরা ও কায়োলিনের মধ্যে কোন রক্তের সম্পর্ক ছিল না, কিন্তু তারা ছেলেবেলা থেকে একসঙ্গে মানুষ হয়েছে। কায়োলিনের ঠাকুরদাদা ইহুদী ছিলেন। যদিও কায়োলিনের বাবা চীনা স্ত্রী গ্রহণ করেছিল, যে কায়োলিনের মা ছিল। কায়োলিন এজরার খুব উপকারে আসত ব্যবসার দিক থেকে, কারণ সে

চীনা ব্যবসায়ীদের নিয়ে আসত। কায়োলিন এমন একজন লোক যে, ইহুদীদের কাছে ইহুদী আবার চীনাদের কাছে চীনা। পথ পর্যটনে তাকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। তার স্বর খুব নীচু কিন্তু সে খুব সুন্দর করে কথা বলত। সে বলল, "আমার অনেক কিছু বলার আছে।"

সকলের আগে ছিল ম্যাডাম এজরা, যে গেটে দাঁড়িয়েছিল, কায়োলিন আগে তাকে অভিবাদন করল। ম্যাডাম এজরাও তাকে বলল, "আমরা আপনাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছি।"

কায়োলিন বলল, "ভগবান মঙ্গলময়।"

কায়োলিন জিজ্ঞেস করল, "কোথায় মালপত্র ছড়িয়ে রাখব ?"

ম্যাডাম এজরা বলল, "আমি এখানে চেয়ারে বসছি, আপনারা মালপত্র দেখান।" ইতিমধ্যে ডেভিড একটা মোড়ক খুলতে লাগল। কায়োলিন ধীরে ধীরে বলল, "ইহার মধ্যে একটা মূল্যবান জিনিস আছে।" ডেভিড খুলে ফেলতেই দেখা গেল একটা সোনার ঘড়ি। ডেভিড চেঁচিয়ে বলল, কে এরূপ ঘড়ি দেখেছে ?" ঘড়ির উপর কতগুলি সোনার তৈরী মোটা মোটা উলঙ্গ শিশু। এজরা বলল, "কে ইহা নেবে ? কায়োলিন গর্বিতভাবে বলল, "তোমার মনে আছে কি কুংচেন রাজপ্রাসাদের জন্য একটা উপহার আনতে বলেছিল ? উত্তর রাজধানীতে দোকান খোলার সময় সে এই উপহার দিতে চেয়েছিল। তার জন্যই আমি ইহা এনেছি।" এজরা খুশি হয়ে বলল, "এতে কুংচেনের সঙ্গে চুক্তি করতে আমার সুবিধা হবে।" ঘড়িটা বাক্সে বন্ধ করা হল এবং কায়োলিন বলল, "পরে যখন খোলা হবে তখন ময়ূর সিংহাসনের সামনে থাকবে।" ডেভিড এই সব দেখে কায়োলিনের সঙ্গে বিদেশে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করল। ওয়াংমা বলল, "একমাত্র ছেলে নাতি না হওয়া পর্যন্ত বাপ মাকে ছেড়ে যেতে পারে না।" এজরা ও ম্যাডাম এজরাও ডেভিডের বিদেশে যাওয়ার প্রস্তাবে ক্ষুণ্ণ হল। তারা তখন অন্যান্য মনোরম জিনিস দেখার জন্য উদ্বিগ্ন হল এবং কায়োলিন মোড়ক খুলে তাদেরকে নানারকম খেলনা, বাদ্যযন্ত্র, কার্পেট, গদি এবং লোমের পোশাক দেখাতে লাগল।

যখন সব জিনিস দেখানো হয়ে গেল তখন এজরা বাড়ীর সকলকে এবং ঝি চাকরদের একটা করে জিনিস উপহার দিতে চাইল। পিয়নীকে একটি সোনার চিরুণী সে দিয়ে দিল। সকলেই একটা করে জিনিস পেল। এজরা ডেভিডকে যে কোন একটা উপহার বেছে নিতে বলল কিন্তু সে বেছে আর কিছুই ঠিক

করতে পারছে না—তার কাছে সবই ভাল লাগে এবং সবই তার নিতে ইচ্ছা করে। সবশেষে সে বিদেশে যেতে চাইল যেখানে এইসব অমূল্য জিনিস তৈরী হয়। এতে এজরা ও তার স্ত্রী উভয়ই অত্যন্ত ভীত হল। অবশেষে এজরা অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে ডেভিডকে বলল, "বাবা তোমার ইচ্ছামত একটা জিনিস তুমি বেছে নাও।"

অবশেষে ডেভিড একটা তরবারি পছন্দ করল। কায়োলিন ডেভিডকে অনেক করে বোঝাল, অনেক ভয় দেখাল এবং শেষে বলল যে এই তরবারিটা অনেক অমঙ্গল বহন করছে, কায়োলিন এটাকে নষ্ট করে ফেলবে। কিন্তু কিছুতেই কেহ ডেভিডকে নিরস্ত করতে পারল না। কায়োলিন আরও কিছু বলবার পূর্বেই ডেভিড তরবারিটা হাতে নিয়ে বলল, "আমি এটাই পছন্দ করি।" এজরা বলল, রাখুক কিন্তু, "ডেভিড মনে রাখবে যে এটা অনেক সর্বনাশ ডেকে আনবে।" ডেভিড বলল, "হ্যাঁ বাবা, আমার চিরদিন মনে থাকবে।" এমন সময় লিহ এসে দাঁড়াল। ডেভিড লিহকে দেখে চেঁচিয়ে উঠে বলল, "লিহ!" লিহ বলল, যে, সে কায়োলিনের সব কথা শুনে অত্যন্ত ভয় পেয়ে চলে এসেছে। লিহ দেখল, "এ আর এক ডেভিড, তার হাতে গোলিয়ানের তরবারি।"

ওয়াংমার কথায় পিয়নী ছুটে গিয়ে পর্দা সরিয়ে দেখল, ডেভিড তরবারি হাতে দাঁড়িয়ে আছে, গুরুজনেরা সবাই দেখছে এবং তরবারিতে লিহ তার ঠোঁট ঘসে যাচ্ছে। পিয়নী ভাবে, "এ আবার কি প্রথা? এই কি তাদের বাগদানের বিদেশী রীতি?" না, না, এ হতে পারে না—এরূপ কোন প্রথা নেই। পিয়নী কথা বলতে পারল না, সে তাড়াতাড়ি পর্দা ফেলে দিয়ে ছুটে পালিয়ে গেল—তার কালো চোখ দু'টো ভয়ে অস্থির হয়ে উঠল।

॥ ৪ ॥

একা নিজের ঘরে পিয়নীই কাঁদল না। সে অবশ্য রেশমি কাপড় দিয়ে কয়েকবার চোখ মুছে ফেলল এবং ভাবল যে, এমন এক পরিবারে এসে পড়েছে যার গোপন জীবনের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। সে কোন দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল না, বা হা-হুতাশ করল না, সে শুধু চিন্তিত মুখে বসেছিল, এমন সময় ওয়াংমা এসে ঘরে ঢুকল।

এই দুই স্ত্রীলোকের সম্পর্ক বড়ই জটিল। তারা চীনা কিন্তু তাদের বাস করতে হয় এমন লোকের সঙ্গে তাদের বন্ধন আছে। তাদের একজন বুড়ো এখন আর সুন্দরী নয়, অপর জন যুবতী এবং সুন্দরী। একে অপরের সব কথা জানে, কিন্তু কেউ অপরকে বলা প্রয়োজন মনে করে না। পিয়নী জানে, ওয়াংমা যৌবনে কি ছিল এবং পিয়নী নিজে কি? কিন্তু তারা উভয়ে যে একই তা কিন্তু পিয়নী স্বীকার করে না। ওয়াংমা নিজের কথা পিয়নীকে বলে না। সে লিখতে ও পড়তে জানে না। যদিও তার বুদ্ধি কম ছিল না, কিন্তু তার অন্তর ছিল অতি সাধারণ। পিয়নী অনেক বই পড়েছে—লেখাপড়া ভালই জানে। এজরাই তাকে সে সুযোগ দিয়েছে। শিক্ষক যখন ডেভিডকে পড়াত তখন পিয়নী ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেখানে বসে থেকে সব শুনত এবং নিজের গুণে সব শিখত। সবচেয়ে বড় কথা যে, পিয়নী ডেভিডের মত মন পেয়েছে, কিন্তু ওয়াংমা এজরার মত মনের অধিকারিণী হতে পারেনি। পিয়নী ডেভিডকে কবিতা রচনা এবং সঙ্গীত চর্চায় উদ্বুদ্ধ করত। তারা গোপনে লাল প্রকোষ্ঠে গল্প পড়েছিল। যখন পিয়নী নায়িকার দুঃখে কাঁদত, ডেভিড তখন তাকে সান্ত্বনা দিত এবং পিয়নী তার কাঁধের উপর পড়ে থেকে শোক করত। এখনও পিয়নী ডেভিডের সব সমস্যার সমাধান করে চলেছে, হাসিমুখে এবং আনন্দের সঙ্গে। শুধু একটা কথা সে জানত না—সে তাকে জিজ্ঞেসা করেনি, কেন সে কবিতাটা শেষ করেনি।

পিয়নী ডেভিডকে অনেক কথাই বলত, কিন্তু সে এও জানত যে, কোন পুরুষ স্ত্রীলোকের সব কথা জানতে চায় না, কাজেই পিয়নীও ডেভিডকে সব কথা

বলত না। ডেভিডের হৃদয় নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল এবং পিয়নীর হৃদয়ও ডেভিডকে কেন্দ্র করেই ছিল। একটি প্রশ্ন সে কোনদিন ডেভিডকে জিজ্ঞেস করেনি, যার উত্তর সে নিজের কাছেও পায়নি। সে প্রশ্নটা এই, জীবন কি সুখের না দুঃখের? সে নিজের জীবনকে বা অন্যের জীবনকে শুধু জীবন ছাড়া আর কিছু দেখত না—সুখের কি দুঃখের বিচার করত না। যদি সে প্রথম প্রশ্নটার উত্তর পেত তবে পিয়নী ভাবত যে, সে নিজেকে নিজে চালাতে পারে। যদি জীবন সুখের হতে পারে বা হওয়া উচিত, যদি বেঁচে থাকা ভাল হয়, তবে যা কিছু তার, তাকে সে পেতে চেষ্টা করবে না কেন? কিন্তু যদি সব কিছু পাওয়া যায়, তখন জীবন সুখের হবে। কাজেই তার যা আছে, তাই নিয়েই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। এখানে এই পুরাণো প্রশ্নটাই তার কাছে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে, কিন্তু হৃদয়ের মধ্যে সে তার উত্তর খুঁজে পাচ্ছে না।

ওয়াংমা বলল, "আমি ভেবেছিলাম তুমি কাঁদবে" বলতে বলতে সে বসে পড়ল। পিয়নীর দিকে তাকিয়ে সে বলল, "আমাদের পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করা উচিত।"

পিয়নী চোখ তুলে বলল, "বড়দি"! ওয়াংমা বলল, "তোমার যা মনে আছে বল।"

পিয়নী বলল, "আমার মনে হয় আমি যদি একটা প্রশ্নের উত্তর দিতে পারতাম, তবে আমি জীবন গড়ে নিতে পারতাম।"

ওয়াংমা বলল, "আমাকে জিজ্ঞেস কর।"

পিয়নীর পক্ষে তা সম্ভব নয়। পিয়নী ওয়াংমার সঙ্গে শুধু চা, খাবার, ঘর পরিষ্কার, আঙিনা, ঘর ইত্যাদি নিয়ে কথা চলেছে কিন্তু পাছে ওয়াংমা হাসে এই ভয়ে মনের কথা কোনদিন খুলে বলেনি। কিন্তু তার হৃদয় একদম ভেঙ্গে যেতে উদ্যত, কারণ সে জানে না, ডেভিড লিহকে বিয়ে করলে তার অবস্থা কি হবে! পিয়নী বলল, "যদি না হাস, তবে বলতে পারি।" ওয়াংমা বলল, "হাসব না।"

পিয়নী বলল, "জীবন কি সুখের না দুঃখের?"

ওয়াংমা জিজ্ঞেস করল, "গোড়ায়?"

পিয়নী বলল, "হ্যাঁ, গোড়ায়?"

ওয়াংমা বলল, "জীবন দুঃখের।" তুমি যতদিন না বুঝবে যে, জীবন দুঃখের ততদিনে তোমার স্বপ্ন ভাঙাবে না, আমি কত স্বপ্ন দেখতাম, আমি কত আশা

করতাম, কিন্তু দেখলাম আমাদের কিছুই আশা করা উচিত নয়। এখন বুঝ জীবন কত দুঃখের এবং তুমি এই কথা জেনে মনকে অনুরূপ ভাবে তৈরী কর।"

পিয়নী বলল, "তোমাকে ধন্যবাদ, বড়দি।"

ওয়াংমা বলল, আমাদের যদি এই বাড়িতে থাকতে হয় তবে আমাদের চিন্তার বিষয়,—আমাদের ছোট মনিবের স্ত্রী কিরূপ হবে। পুরুষ যত ভালই হোক, তার স্ত্রীই হবে তার মালিক—শয্যার সঙ্গিনীই পুরুষের সব কিছু নির্ধারণ করে।

পিয়নী জিজ্ঞেস করল, "তুমি কি আমাদের কর্ত্রী ঠিক করেছ?"

ওয়াংমা বলল, "আমার পছন্দ এখানে থাকা বা চলে যাওয়া।"

পিয়নী বলল, "তুমি থেকে যাও।"

ওয়াংমা উঠে পড়ল, "এখন আমাদের কর্ত্রীর জন্য মিষ্টি নিয়ে যাওয়ার সময় হয়েছে।"

সে চলে গেলে পিয়নী বসে বসে ভাবতে লাগল, কর্ত্তব্য অপেক্ষা করে আছে. এমন সময় খোলা দরজা দিয়ে ছোট কুকুরটা এসে ঢুকল। পিয়নী বলল, "আমি তোমায় ভুলে গেছি।" পিয়নী কুকুরের সোনালী লোমগুলো ব্রাশ করে দিতে লাগল। পিয়নী ভাবে এই কুকুরটাও কত সুখী। সকলেই তাকে ভালবাসে। সংসারের সুখ-দুঃখে ছোট কুকুরের কিছু যায় আসে না। পিয়নী অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হয়ে বসেছিল। একটা পাখী অনবরত গেয়ে চলেছে। একটা ক্যাঙ্গারু ঝোপ থেকে বেরিয়ে এসে সামনের পা'দুটো তুলে নাচতে শুরু করেছে। পিয়নী ভাবে, এ বাড়ীর ক্ষুদ্র প্রাণীরাও কি সুখে আছে। সে মানুষ হয়ে কেন সুখী হতে পারে না? সে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে এবং হাত-মুখ ধুয়ে আয়নার কাছে দাঁড়িয়ে চুল বাঁধতে শুরু করে। আবার সে বিনুনি কানের ওপর দিয়ে তুলে হেয়ার পিন দিয়ে আটকে নেয়। তার অনেক কাজ আছে, আগামী কাল প্রার্থনার দিন, তাকে তার জন্য রূপোর বাতিদান এবং মদের পাত্র পরিষ্কার করতে হবে এবং রুটির টুকরো টেবিলে রাখতে হবে। তারপরে সে কাগজ কলম বার করে অসমাপ্ত কবিতাটা সমাপ্ত করল। সে কুং-এর বাড়ীতে যে কবিতাটা দিয়ে এসেছিল, তার উত্তরে এটা পাঠাতে হবে। কবিতাটাকে বুকের জামার মধ্যে লুকিয়ে রেখে সে যথারীতি কাজ করতে চলে গেল। হলঘরে পিয়নী গিয়ে দেখল যে, ম্যাডাম এজরা, এজরা এবং কায়োলিয়েন ডেভিড এবং লিহকে দেখছে। লিহ তরবারির ফলার উপর চুম্বন করছে। ম্যাডাম এজরার মতে লিহ তার

আত্মসমর্পণ করেছে। কায়োলিয়েন ভাবছে, যে ইহার দ্বারা লিহ্ তার আশা আকাঙ্খা এবং ভক্তি প্রকাশ করেছে। লিহ্ সত্যিই সুন্দরী এবং তার মধ্যে ইহুদী রমণী সুলভ সব গুণই আছে। কিন্তু ভগবানকে বেশী ভালবাসা উচিত নয়। মানুষের চেয়ে ভগবানকে বেশী ভালবাসা লিহ্-র পক্ষে কখনও উচিত হবে না।

এজরাই ছিল সবচেয়ে উদ্বিগ্ন ব্যক্তি। সে কেবল ভাবছিল হয়ত শেষ পর্যন্ত ডেভিড লিহ্-র কাছে আত্মসমর্পণ করে বসবে। তার ভয় ছিল যে, ডেভিড তার চেয়ে তার মায়ের মত বেশী গুণ সম্পন্ন। হয়ত ডেভিড লিহ্-র সঙ্গে যোগ দিয়ে তাকে এবং তার চীনা মাকে অবজ্ঞা করতে শিখবে। কাজেই সে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ছিল। এজরা চেঁচিয়ে বলল, "লিহ্ তুমি এখন ওঠে পড়, ওই নোংরা তরবারিটা সৈনিকদের হাতে ছিল।" এজরার কর্কশ স্বরে লিহ্ লজ্জা পেয়ে উঠে এলো। ম্যাডাম এজরা বলল, "লিহ্ ঠিকই করেছে, ঈশ্বর তাকে এইরূপ করতে বলেছে।" তখন ডেভিড বলল, "আমি তরবারিটা আমার ডেস্কের পেছনে ঝুলিয়ে রাখব, এটা একটা ঘর সাজানোর জিনিস হয়ে থাকবে। কায়োলিয়েন বলল, "খুব ভাল কথা, এ-যেন কোনদিন আর মানুষের জীবন নিতে না পারে।" এজরা বলল, তাড়াতাড়ি এখন কাজ সেরে ফেলা যাক।" এই বলে সে কায়োলিয়নের দিকে তাকাল। সে পিয়নীর সোনার চিরুণীটা নিল আর ম্যাডাম এজরাকে বলল, "আমি অত্যন্ত ক্ষুধার্ত, সন্ধ্যার খাবারের ব্যবস্থা করবে।" এই বলে এজরা ঘর ছেড়ে চলে গেল। কায়োলিয়েন বলল, "ও তরবারির আর ধার পরীক্ষা করতে হবে না, ও এমনিতেই একটা মানুষকে খুন করতে পারে।" ম্যাডাম এজরা শুধু ডেভিডের দিকে তাকিয়ে রইল, ডেভিড বলল, "আমিও চলে যাচ্ছি মা, আমার তরবারিটা ঝুলিয়ে রেখো।" লিহ্ বলল, "মাসীমা আমিও যাব কি?" ম্যাডাম এজরা বলল, "আচ্ছা যাও।"

সেদিন ডেভিড প্রথম বুঝতে পারল, তার মা কি চায়? সে সেই জাতিটার অংশ যে জাতি পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। তার মা তাকে এই ইহুদী জাতির প্রতিভূ বানিয়ে সমস্ত লোক থেকে আলাদা করে রাখতে চায়। যদি অন্য কোথাও ইহুদীদের ধ্বংস হয় তাহলে সে কি করতে পারে। সে তো এই দেশে নিশ্চিন্তে বেঁচে থাকতে পারে। ধর্মের এই সঙ্কীর্ণতা তাকে খুব আঘাত করত। যদি তার ধর্মের কেউ মারা যায় আবার কেউ নিশ্চয়ই জন্মাবে। মৃত্যুর বিরুদ্ধে জন্মই তো প্রতিশোধ নেওয়া।

এই প্রথম ডেভিড নিজেকে ছাড়িয়ে দুনিয়ার কথা ভাবতে আরম্ভ করল। সে নিজেকে বাঁচিয়ে অন্যকে বাঁচাতে চায়। তারপরে তার ভাবনা মাকে ছাড়িয়ে লিহ পর্যন্ত যায়। লিহকে কাল রাত্রে কি সুন্দর দেখেছে। লিহ তো তার রক্তের সম্বন্ধযুক্ত। তার মায়ের মতে সেও জেহোভার সন্তান। সে এখন গভীরভাবে অনুভব করল, সে আগে এই দেবতাকে অস্বীকার করে সে অবিশ্বাসী হয়েছিল। আগে ইহুদীরা মারা গেলে সে হাসত এবং কৌতুক করত। সে চীনা বন্ধুদের সঙ্গে মিশে চীনা চায়ের দোকানে জুয়ো খেলত এবং আমোদ-প্রমোদে কাল কাটাত! পরে সে কুংচেনকে দেখল এবং এখন কুইলানকে দেখল। তার ফুলের মত মুখ তার মনে পড়ল। তাকে সে জানল কারণ পিয়নীও ঠিক ঐ রকম ছোট এবং হাস্যোচ্ছল। সে এখন ঠিক করল যে, সে মায়ের সঙ্গে সিনাগগ-এ যাবে। এতে হয়ত মা খুশী হবে। প্রার্থনার দিন সকালে উঠে ডেভিড স্নান করে পোশাক পরল। বাগানের গাছে-গাছে ফুল ফুটে আছে, সকালের উজ্জ্বলতা এবং আনন্দ যেন চতুর্দিকে ছড়িয়ে আছে। ডেভিড ডাকল "পিয়নী!" কিন্তু কোন সাড়া পেল না। এখনও সিনাগগ-এ যাওয়ার সময় নয়।

ম্যাডাম এজরা আনন্দের আতিশয্যে সারারাত ঘুমোতে পারেনি। তার নিরানন্দের সংসারে আজ যেন আনন্দের বন্যা বইছে। তার মনে হল এ যেন জেহোভারই ইঙ্গিত। সে দিনই ক্যারাভ্যান এসেছে, সে দিনই লিহ এসেছে এবং লিহ জেহোভার আশীর্বাদ সঙ্গে করে এনেছে। যখন তার মন ভেঙে পড়েছিল, তখনই জেহোভার নানাভাবে তাকে সঞ্জীবিত করে তুলেছে। এজরা বলল, "নাওমি, ডেভিডকে জেহোভার রীতিনীতি শেখানো উচিত।" কথা শুনে ম্যাডাম এজরা আনন্দে অধীর হয়ে জেহোভার উদ্দেশ্যে প্রণিপাত করল। "তোমাকে ধন্যবাদ এজরা," ম্যাডাম এজরা বলল। কিন্তু তার মনের আনন্দ প্রকাশ করল না।

প্রার্থনা দিনের সকাল। ম্যাডাম এজরার কাছে মনে হল, তার কাছে নতুন প্রার্থনার দিন এসেছে। কারণ, সকলে এক সঙ্গে যাচ্ছে। তারা সকলে সমবেত হয়ে জেহোভার কাছে প্রার্থনা জানাল। প্রার্থনার দিন সকালে ম্যাডাম এজরা লিহ-র ঘরের সামনে এসে উপস্থিত হল। লিহ রাত্রিতে ভালই ঘুমিয়েছিল। তার মনে আনন্দ ছিল। সে ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ করেছে। সে যখন হলঘরে উপস্থিত হল তখন ডেভিডের চিত্ত চঞ্চল হয়ে উঠল এবং তার হৃদয় ঈশ্বরের ক্রোধে লাল হয়ে উঠেছিল। সে যখন পর্দা সরিয়ে ভিতরে তাকাল, সে দেখল

যে, ডেভিড হাঁটু গেড়ে যেন বেদীর সামনে প্রার্থনা করছে, তার হাঁটুর নীচে রূপোলী তরবারি। সে যখন তার দিকে তাকাল ঈশ্বর যেন লিহ-র মুখে কথা যোগাল এবং সে তা বলল। সে রাত্রে সে যখন জেগেছিল, তার চোখ তার দিকে নিবদ্ধ এবং ঘুমের মধ্যে হেসে আবার ঘুমিয়ে পড়েছিল।

আজ সে টোরা থেকে কয়েকটা ছড়া আবৃত্তি করল। তার মনে পড়ল তার বাবা কেমন আছে, এ্যাড়ন ভাল হয়েছে কিনা, রাচেল সবকিছু নির্ব্বাহ করতে পারছে কিনা। তারপরে সে ভাবল, ম্যাডাম এজরা তাদের হয়ত একসঙ্গে নিয়ে আসবে। গতরাত্রে সন্ধ্যার ভোজের সময় সে নীরব ছিল—সেটা খুব স্বাভাবিক ছিল—সেও নীরব ছিল। যাহাই ঘটুক না কেন, সে আর ভয় পায় না—ঈশ্বর তার সহায় আছেন।

ম্যাডাম এজরা বলল, "ঈশ্বরের কাছে মাথা নোয়াও, তাঁকে ধন্যবাদ দাও।" সে নিজেও মাথা নোয়াল এবং প্রার্থনা করল এবং কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। যখন সে মাথা তুলল সে লিহ্‌কে দেখতে পেল।

সে ধীরে ধীরে বলল, "আমরা জেহোভার আশীর্ব্বাদ পেয়েছি। এখন তাঁর নির্দ্দেশে আমরা জীবন পথে চলব, তিনি যেভাবে চালাবেন আমরা সেইভাবেই চলব। আমি আবার পুরুতকে বলব, ডেভিডকে টোরা শেখাতে। পুরুত আমাদের বাড়ী আসবে এবং আমরা সকলে একসঙ্গে মিলব।"

লিহ্‌ জিজ্ঞেস করল, "এ্যাড়নও আসবে কি?

ম্যাডাম এজরা বলল, "হ্যাঁ সেও আসবে। তারা সবাই পশ্চিমের দিকে থাকবে।"

লিহ জিজ্ঞেস করল, "আমি কি তাদের সঙ্গে থাকব?" ম্যাডাম এজরা বলল, "না, তুমি এখানে থাকবে।" সে মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে সবকিছু ব্যবস্থা করে ফেলল। ম্যাডাম এজরার মনে হল এত তাড়াতাড়ি সে যে ব্যবস্থা করতে পেরেছে, এটাও জেহোভার ইচ্ছা। তার মনে হল, ঈশ্বর তাকে যে পথে চালাচ্ছেন সে সেই পথেই চলছে। ম্যাডাম এজরা বলল, "প্রার্থনার পূর্ব্বে আমি তোমার বাবাকে বলব, তুমি ডেভিডকে বলবে। না, আমি ডেভিডকে নিজেই বলব, পরে তুমি এবং ডেভিড কথা বলবে। গতকাল গতকাল ছিল এবং আজ আজই।"

ডেভিড যখন সিনাগগ-এ তখন পিয়নী কুং-এর চুমার সঙ্গে কথা বলছিল। প্রার্থনার পূর্ব্বে সন্ধ্যার খাওয়া বিস্ময়কর হয়েছিল। এমন কি এজরাও চুপ করে

খেয়ে গিয়েছিল। ডেভিড এবং লিং অল্প খেয়েছিল। একমাত্র ম্যাডাম এক্সরাই খুব খেয়েছিল। পিয়নী ঘর ছেড়ে চলে এসেছিল, এসে নিজের কবিতা নিয়ে ব্যস্ত ছিল। পিয়নী বলল, "আমাকে মাফ করুন।" এই বলে সে কথা শুরু করল। চুমা বলল, "তুমি কি অন্যায় করেছ যে তোমাকে মাফ করব।" পিয়নী বলল, "আমার গতকাল আসার কথা ছিল কিন্তু আসতে পারিনি।" পিয়নী আবার বলল, "আমাদের ছোট মনিব শুধু আপনার ছোট দিদিমনির কথাই বলে তাই আমি কবিতা দিয়ে গেছি।" কিন্তু এখন তারা আবার পুরোহিতের মেয়েকে ঘরে এনেছে এবং আমাদের ছোট মনিব তার ভালবাসার কথা ভুলে গেছে। চুমা বলল, "তারা যা করে করুক, তুমি এসে যে ক্ষতি করেছিলে এখন সেটুকু শুধরে যাও," এই বলে সে পিয়নীকে একটা ঘরে ঢুকিয়ে দিল। কুং-এর বাড়ী এক্সরার বাড়ীর চেয়ে অনেক বেশী বড় ছিল। কুয়েলিয়ান কুংচেন-এর পিয়নী যখন কুয়েলিয়ানের ঘরে এলো, সে তখন খেলছিল। তৃতীয় কন্যা। পিয়নীর মনে হল সে সবচেয়ে সুন্দরীকে দেখছে, ডেভিডের কাছে সে যা শুনেছিল এর রূপ তার চেয়েও অনেক বেশী। চুমা একদম ছোট বোনটাকে সরিয়ে দিল। কুয়েলিয়ান জিজ্ঞেস করল, "নার্স তুমি লিলিকে তাড়িয়ে দিলে কেন?" চুমা কোন কথা না বলে জিজ্ঞেস করল, "আমি যে তোমাকে কাল চিঠিটা দিয়েছি সেটা কি করেছ?" এই যে বলে সে বুকের জামার মধ্যে থেকে চিঠিটা দিল।" চুমা পিয়নীর দিকে তাকিয়ে বলল, "দেখলে তুমি কি ক্ষতি করেছ?" চুমা বলল, "ওটা আমাকে দিয়ে দাও, ওটা আমি ফেলে দেব। ওটার কোন দাম নেই।" পিয়নীর হঠাৎ মনে হল যে, এই মেয়েটার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে পারলে ডেভিডকে সহজে জয় করা যাবে। তার মনে হল কুয়েলিয়ান একটা বেড়ালছানার মত ছোট এবং ভীত। সে চুমাকে দেখেও ভয়ে কাঁপতে থাকে। সে কাগজটা হাতের মধ্যে চেপে ধরে বলল, "এটা আমি তোমাকে ফেলে দিতে দেব না?" পিয়নী বলল, "নিজেকে কষ্ট দিও না, আমি সেদিন যে কবিতা দিয়ে গিয়েছিলাম তার উত্তরের জন্য এসেছি।" চুমাকে সে বলল, "আপনি ক্রুদ্ধ হবেন না, দেখি আমি কি করে আমার দোষ কাটাতে পারি।" পিয়নী বলল, "তুমি কি জবাব লিখেছ?" না লিখে থাকলে আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারি।" কুয়েলিয়ান বলল, "তুমি লিখতে পার?" পিয়নী হেসে বলল, "হ্যাঁ লিখতে পারি, তুমি যা লিখতে চাও যদি বলো আমি লিখে নিতে পারি।" "কুয়েলিয়ান চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।" চুমা বলল, "আমাদের দিদিমনি কখনও

পুরুষের কাছে চিঠি লিখতে পারে না।" পিয়নী বলল, আমাদের মনিবকে তোমার মোটেই ভয় করা উচিত নয়, সে ভয়ানক দয়ালু এবং কখনও কাউকে আঘাত করে না। আমি ছেলেবেলা থেকে তার ক্রীতদাসী। সে কখনও আমাকে মারেনি এবং অন্যকেও মারতে দেয়নি।" কুয়েলিয়ান বলল, "রেগে গেলেও না?" পিয়নী বলল, "সে কখনও রাগেই না।" তারপরে পিয়নী নিজের জামার মধ্য থেকে নতুন কবিতাটা বার করে সুন্দর করে কুয়েলিয়ানের কাছে পড়তে লাগল :—

পদ্মের বৃন্তের মাঝে শিশিরের কণা,
প্রভাতে সূর্য্যের কর করে তারে সোনা।
তুলে নিয়ে যায় তারে মেঘের উপরে,
আপনার রাণী করে আকাশ-কান্তারে।

কুয়েলিয়ান আনন্দিত হয়ে বলল, "আমাকে দাও।" তার ছোট মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হল। সে বলল, "আঃ আমি যদি এরূপ লিখতে পারতাম।" পিয়নী বলল, "আমি এটা তোমাকে দিয়ে দিতে পারি যেন তুমিই লিখেছ, কিন্তু একটা সর্ত আছে যে, তুমি কোনদিন বলতে পারবে না যে, তুমি এটা লেখনি।" পিয়নী বলল, "তুমি টুকে নাও। তোমার নিজের হাতের লেখায় এটা টুকে নাও।" কুয়েলিয়ান বলল, "চুমা আমার কাগজ এবং কালি নিয়ে এসো।" কুয়েলিয়ান পদ্য লিখে পিয়নীর হাতে দিয়ে তাকে বিদায় দিল। পিয়নীও নমস্কার করে চলে গেল।

কিন্তু পিয়নী যে পথে এসেছিল সেই পথে চলে গেলে কুয়েলিয়ান এবং চুমা ছাড়া কেউ তাকে দেখতে পেত না। কিন্তু পিয়নী সে পথে গেল না। তার ইচ্ছে হল যে, সে বাড়ীটা ঘুরে দেখবে এবং পদ্মদিঘি ও কেন্দ্রের হলঘর সব দেখবে। সুতরাং সে একটা ঘোরা-পথে কেন্দ্রস্থ হল দেখে সুন্দর বাগানের মধ্যে নেমে গেল। সবুজ টালি বাঁধান এই বাগানের কেন্দ্রে পদ্মদিঘি। দেওয়ালের চারিদিকে পীচফুল ফুটে রয়েছে এবং পদ্মদীঘির জলে পদ্মপাতা ও ফুল ভেসে রয়েছে, ফার্ন গাছের মত বাঁশ গাছ দীঘির ধারে ধারে দাঁড়িয়ে আছে, তাতে পাখীরা কিচির-মিচির করছে। পিয়নী যেন সব কিছু ভুলে গেল, সে নেমে গিয়ে পদ্মদীঘির জলের দিকে তাকাল। স্বচ্ছ জলে সোনালী ও রূপালী মাছ খেলা করছিল। পিয়নী যখন এই সব দেখছিল তখন কে যেন তাকে জিজ্ঞেস করল, "ছোট বোন, তুমি কোথা থেকে এসেছ?" পিয়নী তাকিয়ে দেখল কুংচেন এই বাড়ীর মালিক

দাঁড়িয়ে আছে। এখন তো তাকে বলতে হবে কেন সে এসেছে। পিয়নী মৃদু হেসে বলল, "আমি এজরাদের বাড়ী থেকে এসেছি এমব্রয়ডারীর একটা প্যাটার্ন নিতে, কিন্তু এই পদ্মদীঘির নাম অনেক শুনেছি তাই দেখার লোভ সামলাতে পারলাম না। আমাকে মাফ করবেন মহাশয়।" কিন্তু তাকে দেখে কুংচেনের এত ভাল লাগল যে, সে কিছুই বলতে পারল না। সে বলল, "মাফ করার কি আছে তোমার যতক্ষণ খুশী পদ্মদীঘি দেখ এবং বাগানে বেড়াও। আমি রোজ এই সময় খাওয়ার পরে মাছ দেখতে আসি।" কুংচেন পাইপ টানতে টানতে বলল, "পাখীই হল বাগানের এবং বাঁশ ঝোপের প্রধান আকর্ষণ। আমি নিশ্চল হয়ে বসে থাকি, পাখীরা ভাবে আমি একটা পাথর, তাই তারা আমার গায়ের উপর এসে বসে। পিয়নী বলল, "কি আনন্দদায়ক!" পিয়নী কুংচেনের সঙ্গে কথা বলতে বলতে খুব আনন্দ বোধ করল। তার সরলতা, বুদ্ধির প্রখরতা, পিয়নীকে এমন অভিভূত করল যে, সে তাকে বিশ্বাস করে ফেলল। সে বলল, "মহাশয়, আপনাকে আমি সত্য কথা বলিনি।" তার ছোট চোখ হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে বলল, "আমি জানি, তুমি সত্য কথা বলোনি। আচ্ছা এখন বল।" সে তার দিকে তাকিয়ে আবার হাসল, কুংচেন বলল, "এখন আমাকে বল, হাজার হোক তুমি এবং আমি দুজনেই চীনা তাই না?" কিন্তু পিয়নী সোজাসুজি সত্যি কথা বলতে পারল না। সে কুংচেনকে জিজ্ঞেস করল, "মহাশয়, আপনারা কি বিদেশীদের ঘৃণা করেন?" সে বলল, "ঘৃণা করব কেন? অন্য লোককে ঘৃণা করার অর্থ নিজের শরীরের মধ্যে পোকা ঢোকানো। অপরের প্রতি বিদ্বেষ নিজের শরীরকে নষ্ট করে।" পিয়নী বলল, "আমি আর একটা প্রশ্ন করব। আপনি কি আপনার মেয়েকে কোন বিদেশীর ঘরে বিয়ে দেবেন?" কুংচেন বলল, "কেন দেব না?" পাইপে আরও দুটো টান দিয়ে ছাই ফেলে আবার নতুন করে পাইপ ধরাল সে, বলল, "এই তো তোমাদের ছোট মনিব যে, সে তো খুব ভাল ছেলে এবং তোমাদের বড় মনিবের সাথে আমার ব্যবসা তো ভালই চলছে। আমার তৃতীয় কন্যা বিবাহযোগ্যা হয়েছে, যদি তাকে এজরার বাড়ীতে পাঠান যায় মন্দ কি? আমাদের ব্যবসার স্বার্থে এজরার সঙ্গে আমার সম্পর্ক খুব ভালই। মেয়ের বিয়ে দিলে সম্পর্ক আরও মজবুত হবে। কিন্তু মেয়েকে বিসর্জন দিয়ে আমি ব্যবসার সুবিধা করতে রাজী নই। বিদেশীরা যখন প্রথমে আসে তখন তারা বিদেশী থাকে কিন্তু তাদের সঙ্গে সম্পর্ক পাতালে তারা স্বদেশবাসী হয়ে যায়।" পিয়নী কুংচেনের প্রশংসা

না করে পারল না। সে গুণী-জ্ঞানীর মত কথা বলছে। তখন পিয়নী তাকে বলল, "আপনার তৃতীয়া কন্যাকে আমার ছোট মনিব দেখেছে এবং সেই থেকে সে খেতেও পারছে না, ঘুমোতেও পারছে না।" পিয়নী বলল, "আপনার মেয়ে ছোট মনিবকে একটা কবিতা লিখে দিয়েছে।" কুংচেন বিস্মিত হল। সে বলল, "আগে তার মাস্টার যখন তাকে কবিতা লিখতে শেখাত সে বলেছিল, আপনার এই মেয়ের মন প্রজাপ্রতির মত, কাজেই এর দ্বারা কবিতা লেখা হবে না।" তখন পিয়নী বলল, "আমি অবশ্য আপনার মেয়েকে সাহায্য করেছি, তখন সে কবিতা লিখতে পেরেছে।" কুংচেন তখন হেসে ফেলে বলল, "তোমার কাছে কবিতাটা আছে?" পিয়নী কবিতাটা দেখাল এবং পড়ে শোনাল। কুংচেন শুনে বলল, "খুব সুন্দর হয়েছে।" পিয়নী কবিতাটা নিয়ে চলে গেল। পিয়নী খুব আনন্দিত হয়ে বাড়ী ফিরল। এজরা এবং ডেভিডও সিনাগগ থেকে ফিরে এসেছে। পিয়নী তাড়াতাড়ি হাত-পা ধুয়ে খাদ্য এবং মদ পরিবেশনের নির্দেশ দিতে লাগল। হলঘরে লিহ ঘোষণা করল যে, প্রার্থনা শেষ হয়েছে। পিয়নী ছুটে মোম এবং লণ্ঠন ধরিয়ে দিল এবং নতুন একটি সুখী দিনের ঘোষণায় পিয়নী খুব আনন্দিত হল। উপাসনার দিন শেষ হয়েছে, অর্থাৎ বিদেশী দেবতার সাপ্তাহিক উপাসনার দিন শেষ হয়েছে। এই দিনে সে একবারও ডেভিডের সঙ্গে কথা বলেনি। সে শুধু অপেক্ষা করে আছে।

পিয়নী চলে যাওয়ার পরে কুংচেন একা অনেকক্ষণ বাগানে বসেছিল। অভ্যাসবশতঃ সে নিজের প্রধান দোকানে বহুক্ষণ ধরে কাজ করত, খুব সকাল সকাল দোকানে গিয়ে অনেক দেরিতে বাড়ী ফিরত। তার নিজের হাতের মধ্যেই তার সৌভাগ্য গড়ে উঠেছে এবং সে এখন ধনী লোক। সে তার সম্পদ ভোগ করত কিন্তু সে অসাধু ছিল না। যখন এই অর্থ আয়ের ব্যবসায়ে তার মন খুব ক্লান্ত হত তখন সে দোকানের কাছেও যেত না এবং সমস্তদিন এখানেই বসে থাকত। তার নিজস্ব বাগানে সে বসে থাকত এবং তার অলস মন যেখানে খুশী ঘুরে বেড়াত।

ঠিক এমনি একদিনে তার সঙ্গে পিয়নীর দেখা হল এবং পিয়নী চলে গেলে সে একটা পোরসেলিনের বসার জায়গায় বসে মাছ দেখতে লাগল। যখন সে এখানে বসে থাকত কেউ তাকে বিরক্ত করত না। অনেকবার অনেকে গেটের কাছে এসে ইতস্ততঃ করে ফিরে যেত। তার ভিড়ের গৃহস্থালীতে কুংচেনের অনেক চিন্তা ও দায়িত্ব ছিল এবং এখানেই শান্তির কেন্দ্র ছিল। কিন্তু সে সব

প্রতিকূল অবস্থার সহিত খাপ খাওয়াতে পারত এবং সে নিজেকে খুব সুখী লোক মনে করত। তার কাছে সুখ অপ্রাপ্য ছিল না। পৃথিবীতে সে সম্পদ চেয়েছিল, সম্মান চেয়েছিল, স্ত্রীলোকের মধ্যে তৃপ্তি খুঁজেছিল এবং যথেষ্ট ছেলে-মেয়ে পেয়েছিল। কাজেই একজন বা দু'জন মরে গেলেও সে গ্রাহ্য করত না। তার সব কিছুই ছিল।

ভগবানের কাছে সে কিছু প্রার্থনা করেনি। সে কোন দেবতায় বিশ্বাস করত না, কাজেই মৃত্যুর পরে সে তাদের নিশ্চয়ই দেখা পাবে। অমরত্বেও তার বিশ্বাস ছিল না, যদিই বা আত্মা অমর হয়ে থাকে, তবে সে পরবর্ত্তী জীবনকেই বর্ত্তমানের মত গ্রহণ করবে কারণ সে বিশ্বাস করত যে, সৎলোকের দেবতা বা অপদেবতা থেকে ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই। একদিন এজরা তাকে জিজ্ঞেস করেছিল তার ভগবানে বিশ্বাস আছে কিনা? উত্তরে সে বলেছিল, "তিনি যদি থেকেই থাকেন, যেমন তুমি বলছ, তাহলে তিনিই আমাকে যে জিনিস আমি দেখিনি তাতে বিশ্বাস করতে বারণ করবেন।"

ভাল কাজ করা, ন্যায়ে বিশ্বাস, আনন্দদায়ক জীবনে সকলের সমান অধিকার —ইহা কুংচেন বিশ্বাস করত এবং এজন্য যা করা দরকার সে করত।

এখন এই বাগানে একলা থেকে সে অনেকক্ষণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগ করল, সকালের সৌন্দর্য্য, মাছের উল্লসিত নৃত্য এবং দীঘির স্বচ্ছতা, সবকিছুতেই তার মন যেন বিশ্রাম উপভোগ করল। কিন্তু তবু তার মনে যেন একটা দৈন্য দেখা দিল—তার তৃতীয়া কন্যার বিবাহের জন্য মন যেন তার চঞ্চল হয়ে উঠল। যদি সত্যিই এজরার ছেলে—একমাত্র ছেলে, তার মেয়েকে বিয়ে করতে রাজী থাকে তবে আর দেরি করা উচিত হবে না।

সর্মপ্রথমে তাকে দেখতে হবে যে, ছেলে এই বিবাহে রাজী কিনা। পিতার পক্ষে মেয়েকে অন্য ধর্মের লোকের ঘরে বিবাহ দেওয়া কি কঠিন। ইতিহাস বেত্তা হয়ে সে জানত যে সব রক্তকেই এক রক্তে পরিণত করা যায় এবং সেটাই ঠিক। সব সত্ত্বেও সে স্নেহময় পিতা ছিল, তাই এই মেয়েটার জন্য তার চিন্তা বিন্দুমাত্র কম ছিল না।

যখন সে এই সব ভাবছিল, তখন দীঘির মধ্যে একটা সুন্দর জিনিস ঘটল। দু'একদিন আগে শ্যামদেশীয় মাছের এক স্ত্রী-জাতীয় মাছের ডিম পাড়ার সময় হয়েছে। তখন সে পুরুষ-জাতীয় একটা মাছকে আনতে বলছে এবং সেই পুরুষ মাছটাকে দেখতে পেয়ে স্ত্রী-মাছটা কাছে এসে জলের উপর বুদ্বুদ ছাড়ল। সে

স্ত্রীটার কাছে গেল। পুরুষ মাছটা তখন তার শরীরকে বাঁকিয়ে তার আলিঙ্গনের মধ্যে স্ত্রী-মাছটাকে ধরে ফেলল। কিছুক্ষণ এইরূপ করার পর স্ত্রীটা বেরিয়ে এল, এবং স্ত্রী-মাছটা ডিম ছাড়তে লাগল। পুরুষটা ডিমগুলোকে মুখে করে বুদ্বুদের মধ্যে রেখে দেয়। এইভাবে স্ত্রী-মাছটা পুরুষটার সঙ্গে মিলিত হতে হতে সব ডিম ছাড়া হয়ে গেল, স্ত্রী-মাছটা পালিয়ে গেল—কিন্তু পুরুষটা ছাড়বার পাত্র নয়—সে পিছে ধাওয়া করে তাকে জোর করতে থাকে। ফলে কুংচেনেব মনে দুঃখ হয়, সে হাত দিয়ে স্ত্রী-মাছটাকে পোরসেলিন গামলার মধ্যে তুলে দেয়—পুরুষ মাছ তাকে দেখতে না পেয়ে এদিকে-ওদিকে খুঁজছে। কুংচেন হেসে বলল—"রাগ করোনা ক্ষুদে লোক,তোমার মত তার অনেক আছে।"

সে আবার বসে পড়ল এবং বিভক্ত প্রাণীবা যে যার পথে চলে গেল। কিন্তু এই ক্ষুদ্র খেলা তার মনের মধ্যে কাজ করতে লাগল। তার পিয়নীর সুন্দর মুখ মনে পড়ল এবং এজরার বাড়ীতে এই সুন্দরীর স্থান কিরূপ তা সে ভাবতে লাগল। কুংচেনের চতুর্থ কন্যা লিলির ব্যাপাব হলেও সে কিন্তু এত ভাবত না। লিলি তার এক উপপত্নীর মেয়ে যাকে সে ভালবেসেছিল। সে অনেক স্ত্রী-লোকের সংসর্গে এসেছিল কিন্তু প্রথম যৌবনে তার পিতামাতা যার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিল তাকে নিয়েই সংসার করেছে—সে অবশ্য সুখী হয়নি, কিন্তু সে তাকে ৪ পুত্র এবং ৩ কন্যা উপহার দিয়েছে। পরে হঠাৎ সে এক বালিকার প্রেমে পড়ে এবং তার স্ত্রীর অনুমতি নিয়ে তাকে বাড়ীতে নিয়ে আসে—এখন তার মনে হচ্ছে যে, তার গার্হস্থ্য জীবন এখন পূর্ণ।

এক বছর আগে সে আবিষ্কার করল যে, এই মেয়েটার সহিত তার প্রধান চাকরের ভালবাসা হয়েছে। সে ভাবল যে, উভয়কেই সে শাস্তি দিবে, কিন্তু স্ত্রীলোকের ভালবাসা বা ভৃত্যের আনুগত্য ফিরে পাওয়া যায় না। তাই সে দু'জনকে একসঙ্গে ডেকে চলে যেতে বলল, সে তাদের নিজেদের সংসার করতে চলে যেতে বলল, অবশ্য সে তাদের তাড়িয়ে দিলেও টাকাকড়ি দিল। তার মেয়েকে কিন্তু কুংচেন রেখে দিল। মাছের প্রেম কুংচেনের প্রাণে আবার প্রেমের সাড়া জাগাল—বিয়ের সঙ্গে প্রেমের কোন সম্পর্ক নেই। যদি এজরার ছেলে তার মেয়েকে বিয়ে করতে চায় এবং এজরার কোন আপত্তি না থাকে তবে তার দেরি করার কোন ইচ্ছা নেই। কিন্তু মেয়ের বিয়ে দেওয়ার পরে এজরার সঙ্গে ব্যবসা করা বেদনাদায়ক হবে। অবশ্য মেয়ের বিয়ে হলে তাদের সম্পর্ক খুব ভাল হবে। সব ব্যবসারই একটা মানবিক দিক আছে। মানবিক দিক

যত ভাল হবে সম্পর্ক ততই মজবুত হবে। কুংচেন নিজের চেয়ে এজরাকে বেশী বিশ্বাস করত না। তাকে সাধু লোক বলেও ভাবত না। যেখানে বেশী টাকার কারবার সেখানে কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে না পারাই ভাল।

কুংচেন ভাবে, পিয়নীর মত মেয়েকে খেলার সাথীরূপে পেলে তার মেয়ে সুখীই হবে। সে মেয়ের মায়ের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলবে।

এইরূপ চিন্তা করে কুংচেন স্ত্রীর ঘরের দিকে গেল এবং দরজায় দাঁড়িয়ে হাততালি দিল। তাকে দেখে চাকরানী এসে তাকে অভ্যর্থনা করে ধরে নিয়ে গেল।

ঘরে ঢুকে কুংচেন দেখল তার মধ্যবয়সী স্ত্রী একটা উইকার চেয়ারে বসে আছে তার কাছে একটা কচ্ছপের মত বেড়াল একটা ইঁদুরকে মারছে যাকে সে ধরেছে। স্ত্রী হেসে কুংচেনকে অভ্যর্থনা করল। স্ত্রী বলল, দেখ বেড়ালটা কি চতুর। আজ সে দু'টো ইঁদুর ধরেছে।

কুংচেন বলল, "আমি ভাবতাম তুমি বৌদ্ধ।"

স্ত্রী বলল, "আমি ইঁদুর মারি না।"

কুংচেন—তুমি তো বেড়াল নও।

স্ত্রী—না, তা ঠিক।

কুংচেন—বেড়াল তো বৌদ্ধ নয়।

কুংচেন বলল, আমি আমাদের তৃতীয়া কন্যার বিষয়ে তোমার পরামর্শ নিতে এসেছি। "ঐ দুষ্টু মেয়েটার কথা বলছি—সে এমব্রয়ডারি শিখবে না চুমা তার হয়ে সব করে দিচ্ছে?"

কুংচেন বলল, সে যখন আমার মেয়ে তখন এজন্য দোষ আমারই—আমায় মাপ কর!

ম্যাডাম কুং বুঝতে পারল যে, স্বামী তার সাথে পরিহাস করছে—তাই সে চুপ করে হাসতে লাগল।

এজরার নামে ম্যাডাম কুং নাসিকা কুঞ্চিত করল। বলল, কিন্তু তারা তো বিদেশী।

কুংচেন—তুমি তাদের দেখেছ?

ম্যাডাম কুং—তাদের সম্বন্ধে শুনেছি। তাদের উঁচু নাক এবং বড় চোখ আছে। আমি পছন্দ করি না যে, আমার নাতির বড় নাক এবং বড় চোখ হোক।

কুংচেন—কিন্তু পরের পুরুষে ঠিক চীনা হয়ে যাবে।

ম্যাডাম—কিন্তু বিদেশীরা নাকি ভয়ানক দুর্দান্ত।

কুংচেন—দুর্দান্ত ?

ম্যাডাম—তাদের ধর্মীয় জ্ঞান আছে। তারা এটা ওটা খায় না এবং প্রত্যহ প্রার্থনা করে। তাদের দৃশ্যমান কোন দেবতা নেই, কিন্তু তারা বলে যে, আমাদের দেবতা মিথ্যা। এইগুলি খুব অসন্তোষজনক। আমাদের মেয়ের হয়ত এক অদ্ভুত দেবতাকে উপাসনা করতে হবে।

কুংচেন—তৃতীয়া যা করবে না, তা কেউ তাকে দিয়ে করাতে পারবে না।

ম্যাডাম কুং—লোকেই তো মেয়েকে পছন্দ করে, কেন আমরা বিদেশীর কাছে যাব ?

ইতিমধ্যে বেড়ালটা ইঁদুরটাকে খেয়ে ফেলেছে, কেবল মাথাটা বাকি আছে।

কুংচেন—সকল মানুষেরই নাক, কান, চক্ষু প্রভৃতি সব ইন্দ্রিয় এবং পাকস্থলী, হৃদয় প্রভৃতি শারীরিক যন্ত্র আছে।

ম্যাডাম কুং—আমি শুনেছি, যে বিদেশীরা পাকস্থলী খুলে তার গর্ভে ছেলেমেয়েদের রেখে দেয়।

কুংচেন—ইহা সত্য নয়।

ম্যাডাম কুং—তুমি কি করে জানলে ?

কুংচেন—আমি এবং আমার বন্ধু এজরা আমরা একই স্নানাগার ব্যবহার করি। সে দেখতে ঠিক আমারই মত—তবে তার সারা দেহে লোম আছে।

ম্যাডাম কুং—এই লোমের অর্থ কি জান ? এর মানে এই বিদেশীরা আমাদের চেয়ে বাঁদরদের বেশী কাছাকাছি। ধর যদি তোমার মেয়ে লোমশ পুরুষকে পছন্দ না করে, তখন কি হবে ?

অনেকক্ষণ আলোচনার পরে কুংচেন বলল, "আচ্ছা প্রস্তাব এলে গ্রহণ করব।" ম্যাডাম কুং অনিচ্ছা সত্ত্বেও মাথা নাড়ল। কুংচেন একবার ভাবল যে, মেয়েকে জিজ্ঞেস করবে কিন্তু পরে ভাবল, এত তাড়াতাড়ি কেন ? পরে আলোচনা করা যাবে।

সে সোজা সদর দরজার দিকে চলে গেল, গেটে তার খচ্চরের গাড়ী সর্বদাই প্রস্তুত হয়ে থাকে। গেট্ম্যান হাঁক দিতেই গাড়ী এসে দাঁড়াল এবং সে উঠে পড়ল। কুংচেন বলল, "কাউন্টিং হাউস চলো।"

প্রার্থনার দিন সিনাগগে ম্যাডাম এজরা পূজো করতে করতে পরিকল্পনা করছিল। তার ব্যস্ত মন এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছিল। ইচ্ছা করেই সে

এজরাকে বলেনি যে, সে পুরুতকে কিছুদিন তার বাড়ীতে অতিথি হিসাবে নিমন্ত্রণ করবে। কতদিন থাকবে? কে জানে? হয়ত এক সপ্তাহ বা একমাস। যে পর্য্যন্ত না ডেভিড লিহকে বিয়ে করতে রাজী হয়? সে এজরাকে বললে সে বলত যে, ডেভিডকে জোর করা হবে না। তবু এটা জোর নয়—এটা ঈশ্বরেরই ইচ্ছা।

ঈশ্বরের ইচ্ছার কথাটাই তার মনকে শান্তিতে পূর্ণ করে। সিনাগগ একটা শান্তির স্থান। এখানে ধ্বংস পরিস্ফুট নয়, পর্দাগুলি ছিঁড়ে গিয়েছে তবু তা পূর্ণই আছে। যে স্ত্রীলোকেরা উহা মেরামত করে তাদের ধন্যবাদ। ইহুদীদের অধিকাংশই গরীব, তাদের বাড়ী সিনাগগের চতুর্দিকে ছড়ানো। অনেক সময় ম্যাডাম এজরা নিজেকে অপরাধী মনে করে, কারণ সে অন্য গরীব ইহুদীদের সঙ্গে দারিদ্র্য সমানভাগে ভোগ করে না।

ইহুদীরা কোথায় গিয়েছে? তাদের সংখ্যা দিন-দিনই কমে যাচ্ছে। এক পুরুষের চেয়ে পরবর্ত্তী পুরুষের সংখ্যা কম। গরীব ইহুদীরা ঈশ্বরের চেয়ে টাকাকে বেশী পছন্দ করতে পারে কিন্তু তার সেরূপ কোন অসুবিধা নেই। প্রার্থনা শেষে ম্যাডাম এজরা পুরোহিতের বাড়ী গেল, তার পরিকল্পনা পাকা হয়ে গেলে সে এজরাকে বলবে। সিনাগগে একটা কাঠের পার্টিশনের একধারে পুরুষ অন্যধারে স্ত্রীলোক। তার কাছে আছে লিহ, ডেভিড তার বাবার কাছে। সে ইচ্ছা করলে এখানে থেকেও যেতে পারে। সে ওয়াংমাকে দিয়ে লিহকে বাড়ী পাঠিয়ে দিয়ে নিজে পুরোহিতের বাড়ী গেল। সে মনে বড়ই শান্তি পেল যখন সে দেখল যে, তার ইচ্ছা পূর্ণ হতে কোন বাধা নেই। সে পুরোহিতকে মোজেস-এর চেয়ারের পাশে দেখতে পেল, যার উপরে পবিত্র টোরা রাখা হয়েছে। পুরোহিত স্মৃতি থেকে পাতার পর পাতা আবৃত্তি করে যাচ্ছে, অবশ্য তার ভুল হলে এ্যাড়ন তাকে সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে।

কিন্তু পুরোহিত কিছুতে এজরার বাড়ী যেতে রাজী হল না। সে বলল যে, ডেভিড বরং তার বাড়ী গিয়ে টোরা শিখে আসবে। ম্যাডাম এজরা অনেক অনুনয় বিনয় করল এবং অবশেষে বলল যে, ডেভিড নানা অজুহাতে পুরোহিতের বাড়ী যাওয়া এড়িয়ে যাবে এবং তার আর টোরা শেখা হবে না। এখন তার মত হয়েছিল—এ মত বদলাতে কতক্ষণ।

অবশেষে পুরোহিত বলল যে, সে ঈশ্বরের দাস, তাঁকে জিজ্ঞেস করে পরে সে বলবে।

"তবু আমি চিরকাল তোমার বাড়ী থাকতে পারব না," পুরোহিত বলল। ম্যাডাম এজরা বলল, "ডেভিডের সঙ্গে লিহ'র বিয়ে হয়ে গেলে আর অসুবিধা থাকবে না।"

পুরোহিত বিস্মিত হয়ে বলল, "সে কি লিহকে বিয়ে করতে চাইছে না?" ম্যাডাম এজরা বলল, "নিশ্চয়ই চাইছে, কিন্তু বিয়ে না হওয়া পর্য্যন্ত আমি নিশ্চিত হতে পারছি না। আজকালকার ছেলেমেয়েদের কোন বিশ্বাস নেই, তাছাড়া চীনা মেয়েরা মোটেই ভাল নয়।"

পুরোহিত বলল, "ডেভিড কি অন্য মেয়েদের দিকে তাকায়?

ম্যাডাম এজরা বলল, "বিয়ে হয়ে গেলে আর কোন ভাবনা থাকবে না।" পুরোহিত বলল, "তবে এক্ষুণি বিয়ে করছে না কেন?"

ম্যাডাম এজরাকে বিদায় দিয়ে পুরোহিত সিনাগগে গেল। সেখানে সে নাক ডাকার শব্দ শুনে বলল, কে এখানে ঘুমুচ্ছে রে?"

"আমি মাষ্টারমশাই," বুড়ো ইলি বলল। সে রাচেলের স্বামী, যার কাজ সিনাগগ পরিষ্কার রাখা।

"তুমি এখানে ঘুমুবে না, অবশ্য প্রার্থনা অনেক আগে শেষ হয়েছে"—পুরোহিত বলল।

পুরোহিত ইলিকে ডেকে বলল, "বল, রূপোর বাসন কি হয়েছে? এ সীসা ও দস্তার পাত্র কোত্থেকে এল?" "আমার ছেলে কি এই মন্দির থেকে রূপোর পাত্র বিক্রী করে দিয়েছে? কিন্তু আমাকে জানাওনি কেন?" ইলি বলল, "আপনি এখন বুড়ো হয়েছেন, আপনার এখন আনন্দে থাকা উচিত, আপনি এখন খেয়ে-দেয়ে রোদে বসে থাকবেন। ওসব কথা আপনাকে বললে আপনার মন খারাপ হবে—তাই বলিনি।"

পুরোহিত বলল, "তুমি তো চীনাদের মতই কথা বলছ।"

ইলি চলে গেলে পুরোহিত জেহোভার কাছে মনের কথা জিজ্ঞেস করল এবং তাঁর আদেশ পেয়ে সে এজরাদের বাড়ী যেতে রাজী হল, অবশ্য এ্যাড্রনকে সে কোন কথা বলল না। ইলিকে সে নিজের বাড়ীর তদারকি কাজে নিযুক্ত করে গেল।

পিয়নী তিন দিন ধরে কুয়েলানের কবিতাটা ডেভিডকে দেওয়ার সুযোগ খুঁজছে, কিন্তু সুযোগ আর হয়ে উঠছে না। প্রার্থনার পরের দিন সে তার পিতার সহিত অনেকক্ষণ কাউন্টিং হাউসে কাটিয়েছে। অধিক রাত্রে বাড়ী ফিরে সে

স্ত্রীলোকদের এড়িয়ে নিজের ঘরে বসে পড়াশুনা করছিল। পিয়নী সুযোগের অপেক্ষায় আছে কারণ সে জানে যে ইচ্ছার বিরুদ্ধে ডেভিডকে আশ্রমিক অবস্থা থেকে ফিরিয়ে আনা যাবে না। তারপরে যখন সুযোগ প্রায় সন্নিকটে তখন পুরোহিতের ছেলে এ্যাড়নকে নিয়ে এজরার পাশের মহলে এসে উপস্থিত হল। এখন সত্যি-সত্যিই সে ডেভিড থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছে। যদিও সে যথারীতি ডেভিডের সেবা করে যাচ্ছে কিন্তু তা অতি সংগোপনে। সে যেন এখন আর পিয়নীকে দেখতেই পায় না, তাই পিয়নীও অত্যন্ত বিমর্ষ। ডেভিড সারা সকাল পুরোহিতের সঙ্গে কাটায় এবং এ্যাড়নকেও বুড়ো তাদের কাছে বসিয়ে রাখে। পিয়নী এই ঘরে এসে চা ইত্যাদি দিয়ে যায় কিন্তু কখনো ডেভিডের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ হয় না। কারণ ডেভিড বইয়ের মধ্যেই ডুবে আছে। এ্যাড়ন এ বাড়ীতে অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে থাকে, তার ধারণা যে ম্যাডাম এজরা সবকিছুই দেখছে, তাই তার বিদ্রোহী হওয়ারও সুযোগ কম।

ম্যাডাম এজরার ভয়, এ্যাড়ন ডেভিডকে বাগিয়ে দেবে তাই সে লিহকে ওখানে থাকতে বলেছে, তাতেও যদি সুবিধা না হয় তবে সে নিজে থাকবে।

পিয়নী যখন দেখল যে, রোজ লিহ ডেভিডের পাশে বসে থাকে, তখন সে বুঝল যে, সুযোগের আর সম্ভাবনা নেই। একদিন রাত্রে সে ডেভিডের ঘরে গরম চা দিতে গিয়ে কাশল, ডেভিড বাইরে এসে জিজ্ঞেস করল সে কি চায়? সে উপরের আলখাল্লা খুলে ফেলেছিল, সে শুধু রেশমী কোট ও পাজামা পরেছিল। তার চোখ পরিষ্কার এবং গাল লাল—তাকে দেখে পিয়নীর হৃদয় ভালবাসায় গলে গেল।

"আমি তোমার জন্য চা এনেছি"—পিয়নী বলল।

ডেভিড বলল, "আমাকে বলার কি আছে? বরাবরের মত রেখে যাচ্ছ না কেন?"

পিয়নী ঘরে গিয়ে চা রেখে নিজের বক্ষস্থলের জামার মধ্য থেকে কবিতাটা বার করে ডেভিডের হাতে দিয়ে বলল, "আমি অনেকদিন থেকে তোমাকে দেওয়ার সুযোগ খুঁজছি কিন্তু তুমি এত ব্যস্ত যে সুযোগ আর হয়ে উঠছে না।"

কবিতাটা পড়ে ডেভিড জিজ্ঞেস করল, "সে নিজে লিখেছে?" পিয়নী বলল, "আমি তো তাকে নিজের কলম দিয়ে লিখতে দেখলাম।"

"তুমি নিজে দেখলে?" ডেভিড জিজ্ঞেস করল।

পিয়নী মাথা নাড়ল।

ডেভিড জিজ্ঞেস করে, "দেখতে কেমন ?" পিয়নী বলল, "তার কথা আর না বলাই ভাল, সে এত শান্ত, সরল ও ভাল যে, তার ক্ষতি করা উচিত নয়, তাকে ভুমড়ানো মোটেই শোভনীয় নয়।"

ডেভিড বলল, "তুমি কি বল আমি বুঝি না।"

পিয়নী বলল, "তোমার কথা শুনে সে তোমাকে ভালোবাসতে চেয়েছিল কিন্তু যখন সে জানবে ?"

ডেভিড—"জানবে কি ?" পিয়নী নিজের মাথায় হাত দিয়ে ক্রোধে চুপ করে রইল। ডেভিড বলল, "পিয়নী, আমি তোমাকে আদেশ করছি তুমি সব খুলে বল, কপট স্ত্রী-লোককে আমি ঘৃণা করি।" ইহাতে পিয়নীও ক্রুদ্ধ হয়ে বলল, "সে তোমাকে ভালবাসতে চেয়েছিল, কিন্তু এখন আর তার উচিত নয় তোমাকে ভালবাসা।"

ডেভিড বলল, "তুমি এসব কথা বলছ কেন, তুমি আমাকে তার কাছ থেকে আলাদা করতে চাইছ কেন ?"

ডেভিড নিজের অবস্থার কথা জানত, সে অনেক সময় লিহর প্রতি আকৃষ্ট হয়, অনেক সময় তাকে ভাল লাগে, টোরা মুখস্থ করার সময় তার ভক্তিমতীরূপ তাকে আকৃষ্ট করে—কিন্তু সে ভাবে যে, তার বিয়ে অন্য লোকের বিয়ের মত নয়।

পিয়নী বলে, "আমি তোমার কথা ভাবছি না, আমি শুধু তার কথাই ভাবছি।" ডেভিড রেগে গিয়ে বলল, "আগে তো আমার কথাই ভাবতে।"

পিয়নী বলল, "আর বেশী ভেবে লাভ কি ?" পিয়নীর স্বর শুনে ডেভিড চমকে উঠল। বলল, "তোমার কি হয়েছে পিয়নী ?" পিয়নী বলল, "আমার কিছুই হয়নি, যদি কিছু হয়ে থাকে তো তোমার হয়েছে।"

ডেভিড বলল, "আমি তো আগের মতই আছি।"

পিয়নী বলল, "এখন নেই।"

ডেভিড টেবিলের অপরপ্রান্ত থেকে পিয়নীকে ধরে ফেলল। পিয়নী ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করল কিন্তু পারল না। সে চেঁচিয়ে বলল, "আমাকে ছেড়ে দাও।"

ডেভিড বলল, "আগে বল সে দেখতে কেমন, তবে ছাড়ব।"

অনেকক্ষণ কোন সাড়াশব্দ নেই, ডেভিড পিয়নীর হাত ধরে রেখেছে, ছাড়াতে অনেক চেষ্টা করেও পারল না। তখন সে আস্তে আস্তে বলল, "সে ফার্ন সবুজ রঙের পোশাক পরেছিল, তার মুখ খুব সুন্দর।"

ডেভিড—কি রকম সুন্দর ?

পিয়নী—তার মুখ খুব ছোট। তার নীচের ঠোঁট উপরের চেয়ে একটু পুরু—ডালিমের মত লাল—এমন সুন্দর দাঁত—একটি ছোট জিভ—যখন সে কবিতা লিখছিল আমি তার জিভ দেখতে পেয়েছিলাম—ঠিক বেড়ালছানার মত।

ডেভিড—আর কি?

পিয়নী—তার চোখ খুব কালো—আকার ঠিক খোবানির মত—চোখের ভ্রু উইলো পাতার ন্যায়—তার মুখমণ্ডল গালের চেয়ে বেশী লম্বা—ছোট কান—তার চুলে একটা গোলাপ ছিল।

ডেভিড—বলে যাও।

পিয়নী—আমি টের পেলাম যে, তার নিঃশ্বাসে ফুলের গন্ধ—তার ছোট হাত দু'টি আমার চেয়েও ছোট।

ডেভিড তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল "তোমার হাত খুব ছোট বুঝি?"

পিয়নী বলল, "তাকে ভালবাসতে দিও না।" ডেভিড তার হাত ছেড়ে দিয়ে বলল, "তুমি কি করে জানলে যে সে আমার কথা ভাবে।"

পিয়নী উঠে বলল, "আমি জানি।"

ডেভিড—আমাকে বল।

পিয়নী—তা আমি বলতে পারি না, তবে আমি অনুভব করি।

ডেভিড বলল—আমি নিজে একবার তাকে দেখব?

পিয়নী হাসি লুকিয়ে বলল, "না।"

সে টেবিলে ঘুঁষি মেরে বলল, "হ্যাঁ।"

পয়নী বলল, তুমি ভারী দুষ্টু!"

"আমি তাকে না দেখে কি করে ঠিক করব কি আমার করা উচিত?"

পিয়নী বলল, "আমি যদি দেখা করিয়ে দিতে পারি তবে তুমি আর তাকে কবিতা লিখবে না বা তাকে বিরক্ত করবে না এইরূপে প্রতিজ্ঞা করতে পার কি?"

ডেভিড—আমি এইটুকু প্রতিজ্ঞা করতে পারি যে, আমি তাকে দেখার পরে ঠিক করব আমি আর চিঠি লিখব কিনা।

পিয়নী বলল, আচ্ছা, তবে আমাদের মধ্যে এই প্রতিজ্ঞা হয়ে থাকল। পরে সে খুশী হয়ে চলে গেল।

এজরার ঘরে যা কিছুই ঘটুক না কেন এজরা কিন্তু নির্লিপ্ত। কায়োলিনের গল্পে সে অভিভূত হলেও নির্বিকার থাকল। তার স্ত্রীই তার বিবেক—ঘরের সব কিছু সে-ই দেখছে। কিন্তু যেখানে ব্যবসার কথা সেখানে সে স্পষ্ট সব কিছু

সে-ই দেখতে পায় এবং সব সমস্যার সমাধান করতে পারে। কিন্তু বাড়ীর ব্যাপারে তার যেন ভয়, তার মনে হয় তার স্ত্রীই বোধ হয় সব কিছু ঠিকমত করতে পারে কাজেই সে কোন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে চায় না। যেখানে ঈশ্বরের কথা আসে এজরা সেখানে অথৈ জলে পড়ে যায়। নাওমি তাকে ইহুদী পিতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তার সর্বদা দুঃখিত মুখশ্রী তার মনে পড়ে। যখন এজরা শিশু ছিল, তখন সে পিতার অপ্রসন্নতার জন্য নিজেকে দোষী করত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে এজন্য দায়ী ছিল না, যদি কিছু দোষ থেকে থাকে তা তার মায়ের জন্য। কারণ সে ছিল চীনা রমণী, আর বাবা ছিল ইহুদী। কিন্তু তার মায়ের কোন নালিশ ছিল না—তার কোন শোক বা দুঃখ ছিল না।

তার মায়ের মৃত্যুর পর সব দোষ তার উপর এসে পড়ে এবং এইজন্যই সে পিতার ইচ্ছানুসারে নাওমিকে বিয়ে করতে রাজী হয়। প্রথম প্রথম সে তার সুন্দরী স্ত্রীকে খুশী করতে চেষ্টা করত কিন্তু যখন দেখল যে, সে কিছুতেই খুশী হয় না, তখন সে পূর্বের মত নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকল এবং আবার সে প্রফুল্ল হল। এজরার ঘরে যা কিছু হয় সে তা দেখতে পায় এবং বাকি সব সে তার চীনা চাকরদের কাছ থেকে শুনতে পায়। ওয়াংমা এজরাকে সব কিছু বলে দেয় কিন্তু সব জেনেও এজরা কিছু বলে না। এ্যাড়ন যদি ইহুদীদের নেতা হয় ডেভিডেরও একটা স্থান থাকবে। বুড়ো লোকটা চোখে দেখতে পায় না। কয়েকদিন ডেভিডকে শিক্ষা দিয়ে সে একদিন ডেভিডকে ডেকে বলল, "আমার কাছে এস বাবা, আমি তোমার মুখ দেখি।

ডেভিড কাছে এল। পুরুত তাকে বলল, ঈশ্বরের কাছে হাঁটু গেড়ে বসার মত বস। ডেভিড সেইরূপ করলে, পুরুত তার সর্বাঙ্গে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। ডেভিডের মনে হল যেন একটা আলো তার সর্বাঙ্গে খেলা করছে, আস্তে আস্তে পুরুত তার সর্বাঙ্গে স্পর্শ করে পরে তার মাথার শিরদেশে হাত দিল এবং বলল, "তুমি আমার চেয়েও লম্বা, তাই তুমি আমার উপযুক্ত পুত্র, আহা, তুমি যদি প্রকৃতই আমার ছেলে হতে তবে আমি প্রভুর কতই প্রশংসা করতাম।"

ডেভিড তখন দেখল যে সেই কুৎসিৎ ছেলেটা তখন অদ্ভুতভাবে তাদের দিকে তাকিয়ে আছে।

পুরুত জিজ্ঞেস করল, "সেই লোকটা কি এখনও তোমার শিক্ষক আছে।" ডেভিড ইতস্তত করে বলল, আপনার আসার পরে মা তাকে ছাড়িয়ে দিয়েছে।

ম্যাডাম এজরা কাউকে কিছু না বলেই এসব করেছে এবং ডেভিড পুরুতকে বলতে পারছে না যে সে এখনও তার শিক্ষকের সঙ্গে দেখা করে। ওয়াংমা এজরাকে বলেছিল যে, ছোট মনিব এখনও তার শিক্ষকের সঙ্গে তার নিজের বাড়ীতে বৈকালে দেখা করে। ওয়াংমা রোজ একপাত্র ভাতের মাড় নিয়ে রাত্রে এজরার কাছে যায় এবং এজরা আস্তে আস্তে তা খায় আর ওয়াংমার সঙ্গে গল্প করে, সে সব শুনতে পায়। এজরা বলল, "আমাদের দেবতা অত্যন্ত ঈর্ষাপরায়ন দেবতা, তাই ডেভিড দার্শনিক পণ্ডিতের কাছে যা শিখেছে আমার পুরুত তা নষ্ট করে দিতে পারে।" ওয়াংমা বলে "কিন্তু তাই বলে তোমার ভাল ছেলেটাকে তো তুমি নষ্ট হতে দিতে পারো না।"

এজরা স্ত্রীর কাছে যে জিনিস পায়নি ওয়াংমা তাকে সর্ব্বান্তকরণে তা দিয়েছে এবং যখন তারা যুবক যুবতী ছিল তখন থেকেই, ওয়াংমা তার স্বভাব-চরিত্র জানে এবং তার প্রশংসা করে। তাকে সাহস দিয়ে সে সুখী করে। ওয়াংমা জিজ্ঞেস করে "তুমি আর কুংচেনের সঙ্গে ব্যবসা কর না কেন?" ক্যারাভ্যান আসার পরে থেকে তোমার তো মালের অভাব নেই, এখন ঘরে বসে থাক কেন? ঘরের ভার স্ত্রীলোক আর পুরুষের উপর ছেড়ে দাও। কুংচেন ভাববে তোমার কি হয়েছে? সে নতুন মাল নিয়ে দোকান সাজাতে ইচ্ছুক।

এজরা বলল, "তুমি ঠিকই বলেছ। আমি কাল সকালে কাউন্টিং হাউস-এ যাব। ডেভিড তার পূর্বের শিক্ষকের কাছে যাচ্ছে যাক না—তাতে কোন ক্ষতি নেই।

পরদিন সকালে ওয়াংমার উৎসাহে উৎসাহিত হয়ে এজরা কাজে বেরিয়ে গেল এবং সে ভাবল যে, সে কুংচেনকে ডিনারে নিমন্ত্রণ করবে।

কাজের লোকদের মধ্যে ঘোরাঘুরি করতে করতে এজরার মনে হল, তাদের পৈত্রিক বাসভূমি একটা অনুর্বর মরুভূমি ছাড়া কিছুই নয়। প্যালেস্টাইন একটা ছোট শুকনো স্থান, এখানে বহুদিন বেদে এবং পৌত্তলিকদের বাস ছিল। আমরা ফিরে গেলে আমাদের পিতৃভূমি কি আমাদিগকে ফিরিয়ে নেবে? আমাদের কি যাওয়া উচিত যদি আমাদের পিতৃভূমি আমাদের সাদরে অভ্যর্থনা জানায়?

এজরা কুংচেনের দোকানে যাচ্ছে এ খবর আগেই পাঠিয়েছে, তাই চীনা ব্যবসায়ীরা প্রস্তুত হয়ে আছে। সে তার কাউন্টিং হাউসের বড় ঘরে বসে আছে,

ওটাই তার ব্যবসার স্থান। ঘরখানা নানারূপ দামী জিনিসে সজ্জিত। পালিশ করা টালি দিয়ে মেঝেটা সাজানো, দামী ব্লাকউড দিয়ে চেয়ার টেবিল সব সজ্জিত। এজরা ঘরে ঢুকতেই কুংচেন উঠে দাঁড়িয়ে তাকে সম্মান দেখাল এবং স্বদেশী কায়দায় নমস্কার জানাল।

এজরা বলল, আমার বাবা এমন এক সম্প্রদায়ের লোক, যার সম্বন্ধে আমার ভাল ধারণা নেই। আমাদের মধ্যে কয়েকজন মিশরে ক্রীতদাসরূপে বাস করত।

"কেন?" কুংচেন জিজ্ঞেস করল।

বোধহয় তারা জেহোভার অপ্রীতিভাজন হয়েছিল।

কুংচেন—জেহোভা কে?

এজরা—ইহুদীদের দেবতা। আমরা বাবা তাঁকে বিশ্বস্রষ্টা রূপে কল্পনা করতেন।

ইহুদীদের মতে জেহোভাই একমাত্র দেবতা—প্রকৃত এবং সত্য ঈশ্বর; আমাদের একজন ত্রাণকর্ত্তা মেজেশ ক্রীতদাসত্ব থেকে আমাদের লোকেদের মুক্তি দিল। কুংচেনের কাছে সব কিছু খুলে বলতে এজরার দ্বিধা হচ্ছিল তাই সে মোটামুটি বলে দিল।

কুংচেন বলল, "কিন্তু এসব ইতিহাসে আমাদের প্রয়োজন কি?" এজরা বলল, "না, কোন প্রয়োজন নেই তবে, কায়োলিন একটা বড় মারাত্মক খবর নিয়ে এসেছে—পর্বতের ওধারে নাকি আমাদের লোকদের হত্যা করা হচ্ছে।" "শুধু শুধু কেন তারা আপনাদের লোকদের হত্যা করছে?" "জানি না। কারণটা কায়োলিনের কাছ থেকে জানতে হবে। আপনার আজ রাত্রে আমার বাড়ীতে ভোজের নিমন্ত্রণ রইল, কায়োলিনও থাকবে।"

কুংচেন—আপনাকে ধন্যবাদ মিঃ এজরা।

এজরা—স্টোন ব্রিজে ভোজ হবে।

কুংচেন—সব চেয়ে ভাল জায়গা!

সেদিন সন্ধ্যায় এজরা, কুংচেন এবং কায়োলিন, স্টোন ব্রিজে টি হাউসে মিলিত হল। খালের উপর চাঁদ উঠেছিল, যদিও খালের জল নোংরা ছিল। কিন্তু চাঁদের আলো তাকে নির্মল করে তুলল। টি হাউস এত অতিথি পরিপূর্ণ ছিল যে, সেখানে বসে কথা বলা সম্ভব ছিল না। কুংচেন তখন টি হাউসের মালিকের হাতে কিছু টাকা গুঁজে দিয়ে ভাল ঘরটা খালি করে নিল এবং সেখানে

এজরা, কুংচেন এবং কায়োলিন খালের ধারের ঘরে বসে কথাবার্তা বলতে লাগল এবং সঙ্গে সঙ্গে খাবার ডিসগুলি টেবিলে পরিবেশন করা হল। মদ্যপান করতে করতে এবং খাবার খেতে খেতে তারা গান শুনতে লাগল। কায়োলিন বলল, "আমি আপনাদের বলতে পারি না কেন শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ইহুদীদের এরূপ হত্যা করা হয়।

ডং আনওয়ের ভাষা অত্যন্ত অদ্ভুত।

কুংচেন জিজ্ঞেস করল, "এর কারণ কি?"

কায়োলিন বলল, "আমরা ব্যবসা করি। আমরা জ্ঞানী লোক নই আমরা ঈশ্বর বিশ্বাসী লোক এই মাত্র।"

ভোজ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বালিকাদের গানও শেষ হল। বালিকারা জিজ্ঞেস করছিল তাদের আর প্রয়োজন আছে কিনা? কুংচেন মাথা নেড়ে বলল, "না না কোন প্রয়োজন নেই—আমরা বুড়ো লোক, আমরা আমাদের স্ত্রীদের কাছে ফিরে যাব।"

বালিকারা বকশিষ নিয়ে চলে গেল এবং কুংচেন ও এজরাও চলে গেল।

কুংচেন কিন্তু সারারাত ঘুমুতে পারল না। সে ঠিক করেছে যে, সে তার তৃতীয় কন্যাকে এজরার ঘরে দেবে না। একদিন প্রাতঃরাশের পরে কুং তার মেয়েকে ডেকে পাঠাল, মেয়ে বলল চুল বেঁধেই সে যাচ্ছে।

চুমার সঙ্গে মেয়ে এসে হাজির হলে একথা সেকথার পরে কুংচেন আসল কথাটা পাড়ল। বিয়ের কথায় মেয়ে অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, পরে বলল, "আমার সব কিছুতেই সাহস হয়।" কুংচেন বলল, "কিন্তু আমি তো তোমাকে বিদেশীর ঘরে বিয়ে দিচ্ছি না।" কুয়োলিন বলল, "আমি বিদেশীকেই বিয়ে করব।"

চুমা বলল, "চুপ চুপ।" কুংচেন তার পাইপ ধরাল এবং বলল, "তুমি রাগের মাথায় এইসব বলছ কিন্তু তুমি ভাল করে চিন্তা করলে আর ওঘরে বিয়ে করতে চাইবে না। তারা অদ্ভুত লোক—ঠিক আমাদের মত নয়। তারা নিরানন্দ লোক এবং তারা এক নিষ্ঠুর দেবতাকে পুজো করে। কুয়েলিন বলল, "আমি তাতে ভীত নই।" বহুক্ষণ নীরব থেকে কুংচেন বলল, আমি তোমায় আদেশ করছি, এই ব্যাপারে তুমি আমার বাধ্য হও।" আমি আগে যুবকটিকে দেখি

তার পরে তোমাকে বলব আমার ইচ্ছা কি এবং চুমার দিকে ফিরে বলল, "দেখ চুমা, তুমি যদি মেয়েকে আমার অবাধ্য হতে উৎসাহ দাও তবে তোমাকে এ বাড়ী থেকে বিতাড়িত করব, আর কোনদিন জীবদ্দশায় এখানে আসতে পারবে না।"

চুমা কাঁপতে লাগল, "আমি তার সঙ্গে দিনরাত থাকব"—সে প্রতিজ্ঞা করল এবং কুয়েলিনের হাত ধরে চলে গেল।

॥ ৬ ॥

এজরার বাড়ীতে পুরুত অন্ধ উল্লাসে দিন কাটাচ্ছে। যদিও সে ইহা স্বীকার করবে না তবু ইহা সত্য যে, বাড়ীর শান্ত পরিবেশ, অপর্য্যাপ্ত খাদ্য, যথেষ্ট স্থান এবং মহলের নির্জ্জনতা তাকে যথেষ্ট আরাম দিয়েছিল এবং পারিপার্শ্বিকতা তার কাছে আরও আনন্দদায়ক ছিল। সে সেখানে থাকার জন্য ম্যাডাম এজরার দৃষ্টি ছিল যে, প্রার্থনার প্রতিটি অনুষ্ঠান এবং ভোজ নিয়মিতভাবে প্রতিপালিত হয়। সে আরও খোঁজ নিত যে ডেভিড পুরুতের কাছে থাকলে টোরার সব নির্দেশ সুষ্ঠভাবে প্রতিপালিত হচ্ছে কিনা। যদিও পুরুষানুক্রমে এই পৌত্তলিক দেশে থাকার ফলে সে নিজেও টোরা সম্বন্ধে অজ্ঞ হয়ে গিয়েছে। এইরূপে পাস-ওভার এবং পিউরিমের অনুষ্ঠান চীনাদের বসন্তোৎসবের সঙ্গে মিশে গিয়েছে এবং প্রথম ফলের ভোজ গ্রীষ্মের চাঁদের ভোজের সঙ্গে মিশে গিয়েছে এবং পাপের অনুশোচনার প্রথম পবিত্র দশদিন অনেক সময় জম কিপ্পুরের সঙ্গে অমাবস্যার ভোজের বছরের সঙ্গে মিশে গিয়েছে, ডেভিডও সহজেই অনুশোচনার আনন্দ থেকে রেহাই পেয়েছে।

পুরুত ম্যাডাম এজরার প্রতিটি প্রশ্ন যত্ন এবং উৎসাহের সহিত জবাব দেয়। মানুষের দৃষ্টির বাইরে নিজের আশা আকাঙ্ক্ষা দিয়ে সে সব জিনিস দেখত। কাজেই দিনের পর দিন তার মনে হত যে, সে ডেভিডকে নিয়ে ভগবানের কাছেই বিচরণ করছে—টোরার অর্থ বিশ্লেষণ করতে করতেও তার ইহাই মনে হয়েছে। সে সত্যই অনুভব করত যে একটা জীবন্ত সত্ত্বা যেন তার কাছে কাছে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সে সম্বন্ধে তার কোন বাস্তব অভিজ্ঞতা নেই। এটা সেই ঈশ্বরের আত্মা ছাড়া আর কি হতে পারে? সে যখন ডেভিড লিহ্ এবং এ্যাড়নকে টোরা ব্যাখ্যা করে শোনাত তখন তার কি অসুবিধা হত? পুরুত অন্ধত্বে অভ্যস্ত থাকায় তার বোধশক্তি অন্যভাবে কাজ করত। কাজেই এই তিনজন যখন ঘরের মধ্যে তার কাছে থাকত না তখন সে যে ঘরে বসে থাকত উহা শান্তিতে পূর্ণ থাকত, আবার তারা এলেই শান্তি বিঘ্নিত হত। সে বলত যে, তার কথায় বা জেহোভার মধ্যে শান্তি নিহিত নেই। "আমাদের জেহোভার সামনে নিদ্রা বা

বিশ্রাম থাকতে পারে না।" ডেভিডকেও সে একথা বলেছে "আমরা একটা অস্থির জাতি। আমাদের নিয়তিই দুনিয়াকে অস্থির করে রাখা যে পর্যন্ত না সকলে জানতে পারে যে, জেহোভাই একমাত্র ঈশ্বর বা সত্য ঈশ্বর। একটু থেমে সে শির উর্দ্ধে তুলে বলে, ওহে ইজরাইল, তুমি শোন, আমাদের প্রভুই ঈশ্বর, ঈশ্বর এক।

শেমার পরিচিত কথা অন্ধ বৃদ্ধের মুখ থেকে বেরিয়ে ডেভিডের আত্মাকে যেন ঘিরে থাকে। সে অনেক সময় স্বর্গ এবং মর্ত্তের মধ্যে বিভক্ত হয়ে যায়। তার আত্মা দুইভাগে বিভক্ত হয়। পুরুতের পক্ষে জবাব দেওয়া সম্ভব নয়; সে শুধু শুনতে পারে এবং শুনে শুনে নিজের মধ্যে লোকদের বিশ্বাসের অর্থ অনুধাবন করে। সে এখন ইহা বুঝতে আরম্ভ করেছে, যা তার মা বাস্তবভাবে ভোজের সযত্ন অনুষ্ঠান দ্বারা এবং পূজার দিনের নিয়মনিষ্ঠার দ্বারা পালন করেছে। সে চীনা নাম চায়োনিতে অস্বীকার করেছিল যেখানে সকল ইহুদীরাই চীনা নামে অভিহিত হয়েছিল। এই সকলই পুরুতের জলন্ত আত্মার বহিঃপ্রকাশ। তারা বিশ্বাস করত যে, তাদের জাতিই বিশেষ জাতি এবং ঈশ্বর তাদের আলাদা করে পাঠিয়েছে জগতে তাদের কোন বিশেষ ইচ্ছা পূরণের জন্য। তাদের জাতির প্রতি তার মায়ের এবং তার নিজের একটা পবিত্র দায়িত্ব আছে—মানুষের আত্মাকে ঈশ্বরমুখী করার পবিত্র দায়িত্ব—এটাই তার বিশ্বাস।

কিন্তু ডেভিড, লিহ এবং এ্যাড়নের মধ্যে একটা সংঘাত উপস্থিত হল। পুরুত ভাবল, ডেভিডের জ্ঞান হয়েছে। সে নিজের ছেলে এ্যাড়নকেও এর সঙ্গে যোগ করেছিল। প্রথম প্রথম সে এ্যাড়নকে জিজ্ঞেস করত যদি সে ঘরে থাকত কিন্তু এখন সে আর জিজ্ঞেস করে না।

একদিন ঘরে একলা পেয়ে এ্যাড়ন লিহকে বলল, "তুমি আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছ। তুমি ডেভিডকে আমার বদলে পুরুত করতে চাও। যখন আমার বাবা মারা যাবে তখন ডেভিড ইহুদীদের প্রধান হবে। কিন্তু তুমিই আসল প্রধান হবে কারণ তুমি ডেভিডকে শাসন করবে যেমন স্ত্রী এজরা পুং এজরাকে শাসন করে।"

কিন্তু লিহ অন্তরে এত নরম ছিল এবং এত পবিত্র ছিল যে ভাইয়ের এই দুষ্টবুদ্ধির জবাব দিতে পারল না। টোরা শেখার সময়ও সে লিহকে দোষারোপ করত, লিহর চোখ জলে ভরে উঠত, কিন্তু তবু সে কোন কথা বলত না।

ডেভিড এ্যাড়নের কথায় ভ্রূক্ষেপ করত না, কিন্তু এ্যাড়ন ডেভিডের অহঙ্কারের

জন্য তাকে ঘৃণা করত। এ্যাড্রন অভিনব উপায়ে তার দিদিকে বিরক্ত করত এতে অতিষ্ঠ হয়ে একদিন ডেভিড লিহকে জিজ্ঞেস করল, এ্যাড্রন যখন তার বোকা মুখ দেখায় তখন লিহ কাঁদে কেন?

লিহ বলল, "কারণ আমি জানি সে কি ভাবে।" তারা রোদের মধ্যে দাঁড়াল এবং ডেভিড দেখল যে, লিহর সুন্দর শাদা চামড়া কি মসৃণ এবং তার কালো চুল কি চকচক করছিল। সেই পীচফুলের বাগানের পরে লিহকে সে আর কখনও ভালবাসার চেষ্টা করেনি। তার ভালবাসার দৃষ্টি ডেভিডের উপর যেন পড়ল। সে জিজ্ঞেস করল, "এ্যাড্রন কি ভাবে?" লিহ বলল, "তা তোমাকে বলতে আমার লজ্জা করে।" কিন্তু ডেভিড আর পীড়াপীড়ি করল না।

পুরুত এখন ডেভিডকে নিয়েই ব্যস্ত। সে রাত্রে প্রার্থনা করে কাটায়, প্রভুকে কাতরোক্তি করে বলে ডেভিডকে গ্রহণ করতে। ডেভিডকে টোবা ভাল করে বোঝায় কিন্তু তাকে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে সাহস হয় না। ডেভিডকে তার জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হয়, "ডেভিড আমার পরে তুমি পুরুত হবে?" কিন্তু যে পর্য্যন্ত সে প্রভুর বাণী শুনতে না পায় সে পর্য্যন্ত সে কিছুই করতে পারছে না। তার মনে হয় ডেভিডের সঙ্গে কথা বলতে সে যেন তার ছেলে ও মেয়ে থেকে আলাদা হয়ে যায়। গ্রীষ্মের শেষের দিকে একদিন পুরুতের মনে হল, সে প্রভুর আদেশ না পেলে সে আর চলতে পারে না। ইহা অষ্টম মাস, ঝড়ের মাস এবং প্রভাত শান্ত এবং গরম ছিল। বুড়ো লোকটা অস্থির হয়ে উঠল, তার বুড়ো হাড় কাঁপতে লাগল এবং তার রক্ত তন্ত্রীর ভিতর দিয়ে এত দ্রুত চলাচল করতে লাগল যে, সে অত্যন্ত নিরানন্দ বোধ করল।

তার প্রভু কথা বলছে না কেন? সে তার কথা শোনবার জন্য মাথা তুলল, কিন্তু বাতাস নিস্তব্ধ ছিল। ভীত হয়ে সে বাতাসকে ঠাণ্ডা করতে চেষ্টা করল। সে ডেভিডকে বলল, "এস বাবা আমরা হেঁটে সিনাগগে যাই।" ডেভিড বলল, "আপনি যেমন ভাল বোঝেন বাবা তেমনই করুন।"

সিনাগগ খুব দূরে ছিল না। সিনাগগের চারধারে ইহুদীদের ঘর ছিল। ঐ রাস্তাটার নাম চীনারা বলত প্লাক্‌ড্‌ সিনিউ। ডেভিডের কাছেও রাস্তা খুব চেনা ছিল কিন্তু তবু তার মনে হল সে যেন এই প্রথম এখানে প্রবেশ করছে। আগে সে মায়ের আদেশে এখানে এসেছে যেন অন্যমনস্কভাবে কিন্তু আজ সে ঈশ্বরের সহিত মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াতে চায়। সে সমাধান আজ করবেই। সে আজ ঈশ্বরের আদেশ নিয়ে ইহুদীদের প্রতিভূ হতে চাইছে—তাই সে জেহোভার

নির্দেশ পাওয়ার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র। পুরুত জিজ্ঞেস করল, "তুমি টুপি পরেছ, ডেভিড ?"

ডেভিড বলল, "হ্যাঁ।"

পুরুত—আমি জানি।

পরে সে ডেভিডের মাথায় হাত দিয়ে টুপিটা অনুভব করল। ডেভিড জিজ্ঞেস করল, "আপনি আমাকে অবিশ্বাস করেন ?"

পুরুত—না না, কখনো না।

মন্দির জনশূন্য ছিল কিন্তু মনে হল ইহা ঈশ্বরের সান্নিধ্যে পূর্ণ ছিল। প্রধান খিলানের উপর লেখা ছিল, "পবিত্রতা এবং শান্তির মন্দির।" সত্যিই যেন এটা সেইরূপই ছিল। তারা ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে লাগল। পুরুত শাস্ত্র আওড়াচ্ছিল এবং ডেভিড একটা পাথরের কাছে দাঁড়িয়ে পড়ল। ডেভিড হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, অনেকগুলি লেখা হিব্রুর বদলে চীনা অক্ষরে লেখা কেন ? পুরুত দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল, "আমাদের লোকেরা প্রভুর ভাষা ভুলে গেছে। আমি মরে গেলে, একজনও থাকবে না যে, জেহোভার একটি শব্দও পড়তে পারবে।"

ডেভিড উচ্চস্বরে পড়তে লাগল, "গোষ্ঠী পিতা এ্যাব্রাহাম, যে ইজরায়েলে ধর্মপ্রতিষ্ঠা করেছিল সে পাঙ্কু আদমের উনবিংশতিতম পুরুষ।" পুরুত বলল, "পাঙ্কু প্রথম চীনা পুরুষ, তবু যারা এই লেখা লিখেছিল তারা আদমের সঙ্গে তার নাম জুড়ে দিয়েছিল।" ডেভিড হেসে পড়তে আরম্ভ করল, "স্বর্গ ও মর্ত্তের সৃষ্টির সময় থেকে গোষ্ঠী পিতাগণ যে প্রথা পেয়েছিলেন তা হস্তান্তর করলেন। তারা কোন মূর্ত্তি তৈরী করতেন না, কোন আত্মা বা ভূতকে তোষামোদ করতেন না এবং কোন কুসংস্কারে বিশ্বাস করতেন না। পরিবর্ত্তে তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, আত্মা বা ভূত মানুষকে সাহায্য করতে পারে না, মূর্ত্তি তাদের রক্ষা করতে পারে না এবং কুসংস্কার অকেজো। কাজেই এ্যাব্রাহাম কেবল ঈশ্বরকেই আরাধনা করতেন।"

বুড়ো পুরুত বলল, পীতনদীর বন্যায় দু'বার সিনাগগকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছে কিন্তু সেই বড় পাথরটা থেকে গিয়েছে, আমাদের ঈশ্বরের ইচ্ছা নয় যে, আমাদের নাম লোপ পেয়ে যাক্।"

তারা ধীরে ধীরে চলছিল। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল। ডেভিড দেখল কালো

মেঘের ধারে রূপালি পর্দা দেওয়া মেঘ দেওয়ালের উপর জমেছে। "বৃষ্টি হবে এবং সর্বত্র শৈত্য নেমে আসবে।"

পুরুত কোন ভ্রূক্ষেপ না করে বলল, "এই পবিত্রতার মধ্যে চলে এস, আমি তোমার হাতে পবিত্র টোরা সমর্পণ করতে চাই।" তারা সিনাগগের অভ্যন্তরস্থ প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করল যেখানে খিলানের উপর লেখা রয়েছে, "হে মহান, শক্তিমান, ভয়ঙ্কর ঈশ্বর, সকল দেবতার দেবতা ও সকল প্রভুর প্রভু তোমার আশীর্বাদে আমাদিগকে ধন্য কর।" পুরুতের উক্ত বাক্যটি বলার সঙ্গে সঙ্গে ঘরময় যেন নিনাদিত হল, পরে পুরুত পর্দা সরিয়ে টোরা বার করল, অগ্নিশিখার রক্তের মলাটযুক্ত এই টোরা। পুরুত বলল, মোজেসের পবিত্র বই এগুলি—বারটি বই আছে—প্রতিটি এক একটি জাতির জন্য—আর ত্রয়োদশটি মোজেস-এর নিজের জন্য।

পরে পুরুত ত্রয়োদশ বাক্সটি খুলল—ইহা লম্বা একটা পিপার মত—এই বাক্সটাকে পুরুত মোজেস-এর চেয়ারের উপব রেখে ডেভিডকে হাত দিয়ে বইখানা বার করতে বলল, ডেভিড বই বার করল—ইহা লম্বা কাগজেব মোড়কের ন্যায়। পুরুত জিজ্ঞেস করল, "ডেভিড তুমি ইহা পড়তে পার ?" ডেভিড বলল, "না।" পুরুত বলল, "আমি তোমাকে শিখিয়ে দেব—ইহা হিব্রু। তুমি আমাদের লোকদের মোজেস-এর বিধান বলবে—তুমিই হবে দ্বিতীয় মোজেস।"

হঠাৎ ডেভিডের চোখে একটা লেখা পড়ল। "পূজার অর্থ ভগবানকে সম্মান করা, ধর্মনিষ্ঠা পূর্বপুরুষদের অনুসরণ কিন্তু মানুষের মন পূজা এবং ধর্মনিষ্ঠার পূর্বেও ছিল।" এই শেষ শব্দের দুষ্টামিতে ডেভিডের আত্মায় নাড়া দিল এবং এই পবিত্র স্থানে সে যেন উচ্চহাসি শুনতে পেল। ডেভিডও হাসি চাপতে পারল না। তাতে পুরুত অসন্তুষ্ট হয়ে বলল, "তুমি হাসছ কেন ?" ডেভিড বলল, "বাবা, একটা লেখা দেখে আমার হাসি পাচ্ছে।" পুরুত বলল, টোরা ফিরিয়ে দাও।" ডেভিড বলল, "আমাকে ক্ষমা করুন।" পুরুত বলল, "ভগবান তোমাকে ক্ষমা করবেন।" পুরুত টোরা নিয়ে ভাল করে বেঁধে আবার বাক্সের মধ্যে তুলে রাখল। ডেভিডকে বলল, "আমাকে একটু একলা থাকতে দাও, আমি প্রার্থনা করব।"

ডেভিড জিজ্ঞেস করল, "আমি আপনার জন্য অপেক্ষা করব না ?" পুরুত বলল, "আমি একলাই যেতে পারব।" তার স্বর এত কর্কশ ছিল যে, ডেভিড আর অপেক্ষা না করে তাড়াতাড়ি চলে গেল।

কুংচেন জিজ্ঞেস করল, "আমার দাদা, তোমার বাবা কোথায় ?"

ডেভিড—আমি সকাল থেকে বাবাকে দেখিনি, আমি পুরুতের সঙ্গে সিনাগগে গিয়াছিলাম।

কুংচেন—তুমি পূজো করছিলে?

ডেভিড—পুরুত আমাকে শিক্ষা দিচ্ছিল।

কুংচেন—আমি তোমাকে সিনাগগে খুঁজছিলাম, কিন্তু ভেতরে যাওয়া নিষেধ বলে আমি তোমাকে দেখতে পাইনি।

ডেভিড—না ভিতরে যাওয়াতে নিষেধ নেই তো, আপনি ইচ্ছা করলেই যেতে পারতেন, এখন আসুন না। কুংচেন ভিতরে গেল এবং যেতে যেতে পড়তে লাগল:

"স্বর্গ, মর্ত্য, রাজা, পিতামাতা এবং শিক্ষককে সম্মান করার অর্থ যুক্তি এবং ধর্মের পথে চলা।"

ঈশ্বর কি করেছেন তা ভাবলে তাঁকে সম্মান না করে এবং তাঁর কাজের জন্য বিস্ময় না করে পারা যায় না।

"আমাদের অমর ঈশ্বরকে পূজো করার সময় দেহ ও মনে পবিত্র হতে হবে।"

কুংচেন এই নীতি উপদেশগুলির খুব প্রশংসা করল এবং বলল আমাদের আর তোমাদের মধ্যে প্রভেদ কোথায়? সে আবার পড়তে আরম্ভ করল:

"এ্যাব্রাহামের সময় থেকে (যখন আমাদের ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হল) এবং তারপরে আমরা—ইহুদীরা চীনদেশে আমাদের ঈশ্বরের জ্ঞান ছড়িয়ে দিয়েছি এবং তার পরিবর্তে আমরা দার্শনিকের, বুদ্ধের এবং তারও জ্ঞান আহরণ করেছি।

কুংচেন মাথা নেড়ে সায় দিল। আবার পড়তে লাগল:

"মহাশূন্যতার আগে আমরা যে সুগন্ধি ধুনা পুড়িয়েছিলাম তার নাম ও আকার সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছিলাম।"

পাশাপাশি ডেভিড আর চীনা ধনপতি সিনাগগের মধ্যে হাঁটছিল। কুংচেনের মনে হল, এরূপ ঘরে মেয়ের বিয়ে দিতে কোন আপত্তি থাকা উচিত নয়, কারণ এদের শিক্ষা-দীক্ষা আছে। অনুরূপভাবে ডেভিডেরও কুংচেনকে খুব ভালই লাগছিল।

চলতে চলতে কুংচেন যা দেখতে পাচ্ছে তারই প্রশংসা করে যাচ্ছে, পাথরের স্মৃতিসৌধ, স্মারক খিলান, আঙ্গিনার উপরে পদ্মের আকারের পাথরের পাত্র, স্নানাগার, কসাইখানা সব কিছুরই প্রশংসা করে শেষের দু'টির বিষয় ডেভিডকে জিজ্ঞেস করল। ডেভিড বলল, "প্রার্থনার আগে পবিত্র হয়ে প্রার্থনা করতে

হয়—তাই স্নানাগার।" কুংচেন সানন্দে সায় দিল। কিন্তু ডেভিড যখন তাকে বলল যে পশু বলির পরে তার তন্ত্রী তুলে ফেলতে হয় তখন কুং বলল যে জীবন নেওয়া পূজোর অঙ্গ হওয়া উচিত নয়। জ্যাকরের গল্প শুনেও সে অবিশ্বাসীর মতই হেসে উঠল। এই সময় ডেভিড মনে মনে উদ্বিগ্ন হল। সে ভাবল, "পুরুত যদি জানতে পারে যে, আমি এক চীনা ভদ্রোলোককে নিয়ে ওখানে আবার গিয়েছি, তাহলে সে হয়ত আরও ক্রুদ্ধ হবে।" ডেভিড সব স্থান ঘুরে শেষকালে সবচেয়ে পবিত্র স্থানে গিয়ে দেখল যে, সেখানে তখনও পুরুত বসে প্রার্থনা করছে। কুংচেন তাকে দেখে ডেভিডের দিকে তাকাল। ডেভিড চুপি চুপি বলল, "বুড়ো শিক্ষক।"

ডেভিড আবার বলল, "প্রার্থনা করছে।" তারা চলে যাওয়ার উদ্যোগ করছে এমন সময় পুরুত ডাকল, "ডেভিড তুমি আবার ফিরে এসেছ?" কিন্তু ডেভিডের সঙ্গে কুংচেনের উপস্থিতিতে পুরুত অত্যন্ত রেগে গিয়ে ডেভিডকে তিরস্কার করতে লাগল। তখন কুং বলল, "দেখুন, ওর দোষ নেই আমিই এখানে আসতে চেয়েছি, দোষ আমারই।" পুরুত বলল, "তুমি আদমের সন্তান, আর ডেভিড ঈশ্বরের সন্তান কাজেই দোষ ডেভিডেরই।"

কুংচেন—আমি কোন আদমের সন্তান নই, কারণ আদম বলে আমাদের কোন পূর্ব পুরুষ ছিল না। তাছাড়া কেউ নিজেকে বা নিজের জাতিকে ঈশ্বরের সন্তান বলে জাহির করে তাও আমি পছন্দ করি না। বরং তারা বলতে পারে যে তারা তাদের দেবতার সন্তান। দেবতা তো অনেক আছে!

পুরুত—ঈশ্বর একজন মাত্র এবং তার নাম জেহোভা।

কুংচেন—মুসলমানেরা যেমন বলে ঈশ্বর এক তার নাম আল্লা। সে কি তোমাদের ঈশ্বর?

পুরুত—আমাদের জেহোভা ছাড়া আর কোন ঈশ্বর নেই।

কুংচেন—এই বুড়ো শিক্ষক উন্মাদ। তার উপর করুণা হওয়া উচিত।

পুরুত—এই পৃথিবীর বাইরেও আমরা জানতে পারি, এই জন্যই ঈশ্বর আমাদের জাতিকে বলেছেন সকলকে তাঁর নাম বলে দিতে এবং তাঁকে চিনিয়ে দিতে।

কুংচেন—ঈশ্বর যদি থেকেই থাকেন তবে তিনি কোন ব্যক্তি বিশেষকে বা জাতি বিশেষকে কোন কাজের ভার দিয়ে অন্য ব্যক্তি বা জাতির উপর খবরদারি করতে দিতে পারেন না। আকাশের নীচে আমরা সকলেই এক পরিবারভুক্ত।

পুরুত আর কুংচেনের ঝগড়ার মধ্যে ডেভিড চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল, কারুর কোন কথাতেই সে কথা বলে নি। অবশেষে কুংচেন বলল, "বুড়োর যদি প্রার্থনা করে শান্তি হয় হোক না—আমি কোন ঈশ্বর মানিনা তাই আমার কিছু করার প্রয়োজনও নেই।" কুংচেন চলে যাওয়ার সময় ডেভিড বলল, "আমাকে মাপ করবেন।" কুংচেন বলল, "আমি রাগ করিনি, কাজেই মাপ করার কথাই ওঠে না।"

সেই গ্রীষ্মের ঘর্মাক্ত সকালে পিয়নী দেখতে পেল যে, ডেভিড পুরুতের সঙ্গে বেরিয়ে যাচ্ছে। পিয়নী ছুটে গেল দেখতে যে, লিহও তাদের সঙ্গে যাচ্ছে কিনা। কিন্তু লিহ বসে বসে এমব্রয়ডারি করছিল, তাই পিয়নী ফিরে এল। কেউ তাকে দেখতে পায়নি। অনেক বেলায় সেদিন ডেভিড বাড়ী ফিরল, তখনও পিয়নী তাকে জিজ্ঞেস করতে গেল যে তার কিছু দরকার আছে কি না, কিন্তু ডেভিড তাকে ফিরিয়ে দিল। বলল, সে একা থাকতে চায়।

এ বাড়ীতে সকলেই একা থাকতে চায়, পিয়নী ক্রোধের সঙ্গে ভাবে। ডেভিডকে কবিতাটা দিয়ে দেওয়ার পর থেকে সে কেমন একটা অস্বস্তি অনুভব করছে, ডেভিডও কোন কথা তাকে বলেনি। সে তাকে ডাকেনি বা নতুন কবিতাও লেখেনি। পিয়নী জানল যে, কুয়েলিয়ান যে কবিতাটা লিখেছে তা ডেভিডের ড্রয়ারের মধ্যে আছে। প্রতিদিন ডেভিড বেরিয়ে গেলে পিয়নী ড্রয়ার খুলে দেখতে পায় যে কবিতাটা সেখানেই আছে কাগজ চাপা দেওয়া। পিয়নী শুধু অপেক্ষা করে চলেছে। পিয়নী হার্ট অথবা মাংসপেশীর ব্যথা দূর করতে সিদ্ধহস্ত ইহা সে ওয়াংমার কাছ থেকে শিখেছিল। সে ম্যাডাম এজরা এবং ডেভিডকে গা-হাত-পা টিপে যন্ত্রণা দূর করে দিয়েছিল। সেদিন এজরা পিয়নীকে ডেকে পাঠাল তার মাথা ও পা টিপে দিতে। এর পূর্বে পিয়নী কোন-দিন এই শক্ত সবল প্রভুর কোথাও কোন ব্যথার সন্ধান পায়নি। সেদিন পিয়নী গিয়ে দেখল যে, তার প্রভু যন্ত্রণায় অত্যন্ত অস্থির। পিয়নী তার কাজ সুরু করে দিতেই এজরা চোখ বুজল। পিয়নী এজরার কপালের শিরাগুলি চেপে চেপে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক করে দিতেই এজরা বলে উঠল, "এ জাদু তুমি কোথায় শিখলে?" পিয়নী বলল, "ওয়াংমা আমাকে কিছু শিখিয়েছে এবং বাকিটা আমি নিজেই চেষ্টা করে আয়ত্ব করেছি।" "তুমি কি করে জানলে?" এজরা জিজ্ঞেস করল।

"আমিও মাঝে মাঝে দুঃখ ভোগ করি"—পিয়নী বলল।

"এই বাড়ীতে আমরা সকলেই তোমার প্রতি দয়ালু"—এজরা বলল।

পিয়নী—আপনি দয়ালু সন্দেহ নেই, কিন্তু আমি তো এই বাড়ীর কেউ নই; আপনাদের রক্তও আমার শরীরে নেই।

এজরা—কিন্তু আমি তোমাকে কিনে এনেছি।

পিয়নী—আপনি আমার জন্য টাকা খরচ করেছেন এবং আমাকে কিনেছেন। কিন্তু একটা লোককে পুরোপুরি কেনা যায় কি? আমাকে কিনেও কি আপনি আমাকে আপনার করতে পেরেছেন?

তারপরে পিয়নী এজরার পা টিপে দিল। এইরূপ সেবাযত্নে এজরা সুস্থ হয়ে উঠে বসল এবং বলল, "কিন্তু তা সত্ত্বেও তুমি আমার মেয়ের মতই।" আমাদের রীতি অনুসারে আমার মেয়ে যা করতে পারে তুমিও তা করছ এবং ভারতবর্ষেও এই রীতি। একবার আমি যখন ক্যারাভ্যানের সঙ্গে ভারতের মধ্যে দিয়া যাচ্ছিলাম আমি এইরূপ পদসেবা দ্বারা যন্ত্রণা দূর করার চেষ্টা প্রত্যক্ষ করলাম।

পিয়নী বলল, "পা শরীরের ভার বয়, মাথা মনের ভার বয় এবং হৃদয় সাহসের বোঝা বয়। কাজেই আমাদের লোক কি বলে তাতে কিছু যায় আসে না। তারা কি বলবে? বলতে পারে এটা বিদেশী রীতি—এই পর্যন্ত। আপনি জানেন, আমাদের লোক কিরূপ দয়ালু। তারা সবকিছুই মেনে নেয়।"

এজরা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে। পিয়নী জিজ্ঞেস করে, "প্রভু আপনি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন কেন?"

এজরা বলল, "কারণ আমি জানি না, কোনটা ঠিক।"

পিয়নী হেসে বলল, "আপনি সর্বদা ন্যায়-অন্যায়ের কথা বলছেন।" পায়ের তলায় হাত বুলোতে বুলোতে পিয়নী বলে, "যাতে সুখ পাওয়া যায় তাই ন্যায়, আর যাতে দুঃখ হয় তা-ই অন্যায়।"

"তুমি একথা বলতে পার যেহেতু তুমি স্বর্গ, মর্ত্য কিছুই জান না"—এজরা বলল।

পিয়নী বলল, "আমি পৃথিবীতে বাস করি তাই ইহাকেই চিনি।"

এজরা বলল, "কিন্তু আমরা তো স্বর্গের লোক।"

পিয়নী এজরাকে জুতো পরিয়ে দিতে দিতে বলল, "আমরা স্বর্গ-মর্ত্যের কথা বলতে বলতে অন্য কথা ভাবছি।"

এজরা—কিসের কথা?

পিয়নী—আমরা ডেভিডের কথা ভাবছি।

এজরা—তুমিও তার কথা ভাব?

পিয়নী—আমি সর্বদা তার কথা ভাবি, কিন্তু প্রভু, জানি এটা আমার পক্ষে বোকার মত ব্যবহার কিন্তু আমি তাকে ভালবাসি।

এজরা—নিশ্চয়ই তুমি তাকে ভালবাস। তোমরা একসঙ্গে ভাই বোনের মত বড় হয়েছ।

পিয়নী—কিন্তু আমরা ভাই বোন নই এবং আমি সেভাবে তাকে ভালবাসি না।

এজরা উদ্বিগ্ন হল। তার মনে এই ভাবনা এল যে, সে ডেভিডের সেবাযত্ন করতে পারে না যদি তাকে ভাল না বাসে। ওয়াংমার প্রতি নিজের দুর্বলতার কথা তার মনে পড়ে। সে-কথা ভাবতে অবশ্য এখন তার লজ্জা হয়, কারণ সে তো ঝি-ই রয়ে গিয়েছে। কিন্তু যখন তার বয়স ষোল এবং ওয়াংমার বয়সও অনুরূপ, তার মনে পড়ে যে, ওয়াংমা এত সুন্দরী ও সুগঠিতা ছিল যে, সে বাবাকেও বলতে সাহসী হয়েছিল যে, তার আর কোন স্ত্রীলোকে দরকার নেই। তার ঠোঁট, নাক, গায়ের চামড়া এবং শরীরের দৈর্ঘ্য পিয়নীর চেয়ে অনেক সুন্দর ও ভাল ছিল। তার নাম ছিল ফ্লোরে অব জেড। এই নামটা মনে পড়তেই অনেক পুরাণো জিনিস যেন তার মনের মধ্যে নড়ে ওঠে। এজরার বাবা বলেছিল, "কিন্তু বালিকাটি তো ক্রীতদাসী? আমার ছেলে তো কোন দাসীকে বিয়ে করতে পারে না।" এজরা বলেছিল, "আমার স্ত্রী হলে সে আর দাসী থাকবে না।" তার বাবা গম্ভীরভাবে বলেছিল, "এক দাসী কি আমার ব্যবসার চেয়ে বড় হল? তোমার স্ত্রী হবে নাওমি, জুডা বেন আইজাকের মেয়ে—বোকামি করোনা।" এজরার চমক ভাঙল। নাওমি ইহুদীদের মধ্যে খুব সুন্দরী যুবতী বলে পরিচিতা ছিল। তাছাড়া, জুডা বেন আইজাক সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি। গত শতাব্দীতে বন্যার পরে সিনাগগের পুনর্গঠনে আইজাক অনেক অর্থ ব্যয় করেছে। ব্যবসার প্রয়োজনে সে চীনা পদবী "শিহ" গ্রহণ করেছে।

এজরা পিয়নীকে বলল, "তোমার ভালবাসা তোমার মধ্যেই রেখে দাও বাছা, বাড়ীতে কোন গোলমাল সৃষ্টি কোরো না। এক সময়ে একটা জিনিস ভাল।" এই প্রসঙ্গে সে তার নিজের জীবনের কথাও উল্লেখ করল। পিয়নীর কাছে অবশ্য সে উপপত্নী কথাটা ব্যবহার করল না, কারণ ম্যাডাম এজরা কখনো তার ছেলেকে উপপত্নী গ্রহণ করতে দেবে না। কিন্তু এ-সকল কথার অর্থ বোঝে।

সে বলল, "কিন্তু শিহকে বিয়ে করলে ডেভিডও সুখী হবে না।" এজরা

কাঁধে নাড়া দিয়ে এবং হাত ছুঁড়ে বলল, "তুমি আবার আমার মাথাব্যথা ধরাবে, চলে যাও এবং আমাকে একা থাকতে দাও।" পিয়নী মনে মনে অত্যন্ত দুঃখিত হয় এবং তার মনে হয়, এজরা আর তার প্রতি তেমন সদয় নেই যেমন আগে ছিল। তাই যখন পিয়নী এজরাকে নমস্কার করে চলে যাচ্ছিল তখন সে তাকে বলল, "দেখ পিয়নী ক্যারাভ্যান তোমার জন্য কি একটা উপহার এনেছিল, বাড়ীর ডামাডোলে ওটা দিতে ভুলে গিয়েছি, বাক্সটা খুলে দেখ কি আছে ?" পিয়নী বাক্স খুলে দেখল যে, একটা সোনার চিরুণী। সে চোখ দু'টো বিস্ফারিত করে জিজ্ঞেস করল, "আমার জন্য ?" এজরা বলল, "হ্যাঁ, তোমার জন্য, তুমি চুলে পর।" পিয়নী হতাশ হয়ে বলল, "আয়না ছাড়া কি করে পরব ?" এজরা হেসে বলল, "আচ্ছা, নিয়ে যাও এবং সুখী হও।"

পিয়নী বলল, "আপনাকে ধন্যবাদ বুড়ো মনিব, অনেক অনেক ধন্যবাদ।" এজরা বলল "আমাকে ধন্যবাদ দিতে হবে না বরং তুমি খুশী হলেই আমি খুশী হব, আমি সকলকে খুশী দেখতে চাই, তোমার মুখে হাসি দেখলে আমার বড় আনন্দ হয়।"

পিয়নী চলে গেলে এজরা অত্যন্ত অস্থিরভাবে ভাবতে লাগল, "আমি কি বোকা! কেন আমি কুংচেনের তৃতীয়া কন্যার সহিত ডেভিডের বিয়ে নিয়ে ঠাট্টা করতে গিয়েছিলাম ? ব্যবসার চুক্তির মধ্যে ছেলেমেয়েদের টানা কেন ? তোমার বাড়ী এবং আমার বাড়ী নিয়ে কথাই বা বলতে গেলাম কেন ?"

কুংচেন কিন্তু কোন কথা বলেনি, শুধু মাথা নেড়েছিল। এজরা শুধু সুখ খোঁজে, শুধু নিজের সুখের জন্য ব্যস্ত হয়, কিন্তু এক এক সময় এমন এক একটা ব্যাপার সে করে ফেলে যাতে সব কিছু কেমন যেন গোলমাল হয়ে যায়—অথচ কারুর কোন লাভ হয় না। পুরুত যে তার বাড়ী এসে দিনযাপন করছে এতে তার ভীষণ আপত্তি। পুরুত লোকটা খারাপ না হলেও কেবল পুরানো ব্যাপার নিয়ে ব্যস্ত থাকে, টোরা ছাড়া সে আর কিছু জানে না। কিন্তু এই টোরাই সংসারে অনেক অশান্তি অনেক অনর্থ টেনে আনে। সর্বদা অতীত নিয়ে চিন্তা করা কারুরই ভাল লাগে না, তার নিজের তো নয়ই। কাজেই এই পুরুতকে সর্বদা এড়িয়ে যাওয়াই আত্মরক্ষার পথ বলে এজরার মনে হয় এবং সে করেও তাই।

এজরা লিহর কথা ভাবল। লিহ খুব সুন্দরী, এমন কি নাওমি এই বয়সে যেরূপ ছিল তার চেয়েও অনেক সুন্দরী, কাজেই ডেভিড লিহকে বিয়ে করলে

অসুখী হবে না। বাড়ীতে লিহকে এজরা বেশী দেখেনি বা তার সঙ্গে কথাবার্ত্তাও সে বড় একটা বলেনি। সে লিহকে বাগানে বেড়াতে দেখল। এজরা লক্ষ্য করল যে, লিহ একটা ফল ছিঁড়েছে—এ সময় পীচ ফুল খুব ভাল—নাওমিও বালিকা বয়সে এইরূপ করত। পরে সে ডেভিডের সঙ্গে দেখা করবে ঠিক করল—আজ যত কাজই থাক সে ডেভিডের ঘরে অবশ্যই যাবে। পিয়নীর কথাও এজরার মনে আসে—পিয়নী তার কাছে বলেছে যে, সে ডেভিডকে ভালবাসে। কিন্তু ডেভিড কি পিয়নীর অন্তরের কথা জানে?

পিয়নী সোজা পীচ বাগানে চলে গেল। তার প্রভু তাকে যে কথা বলেছে তার পরে আর তার চোখে ঘুম আসবে না। তবে কি ইহা স্থির হয়ে গেছে যে, ডেভিড লিহকেই বিয়ে করবে? যদি তাই হয়, তবে ডেভিড বিষণ্ণ কেন? পিতা যদি রাজী হয়ে থাকে তবে আর কেউ নেই, যাকে বোঝানো দরকার। তবে তো ম্যাডাম এজরারই জয় হল!

সে নিজের হৃদয়ে একটা ব্যথা অনুভব করল। যখন লিহ গৃহকর্ত্রী হবে তখন কি সে পিয়নীকে এ বাড়ীতে থাকতে দেবে? জীবদ্দশায় হয়ত ম্যাডাম এজরাই কর্তৃত্ব করবে কিন্তু প্রকৃত রাণী থাকবে লিহ-ই। ডেভিড হয়ত তার মাকে হুকুম করবে এবং সে তা শুনবেও। কারণ ম্যাডাম এজরার একটাই কথা ছিল যে, ডেভিড তার মায়ের আদেশ মত লিহকে বিয়ে করবে। এই আদেশ যথাযথ প্রতিপালিত হলে ম্যাডাম এজরার আর কোন বিষয়ে কোন আপত্তি থাকবে না।

পিয়নী কাতরভাবে বলছে, "ওঃ, মা আমার প্রতি দয়া কর, আমি আর পারছি না!" সে তার মায়ের উদ্দেশ্যে কাতরোক্তি করছে—যে মাকে সে কোন-দিন দেখে নি—যার কোন স্মৃতি স্মরণ করতে পারে না। পিয়নী ভাবে যে মা তাকে বিক্রী করেছে। সে কি তার কোন ডাকে সাড়া দেবে? সে জীবিত কি মৃত পিয়নী তাও জানে না—সে শুধু জানে মা একজন তার নিশ্চয়ই ছিল। পিয়নী বুঝতে পারে, এ দুনিয়ায় তার আপন বলতে কেউ নেই। সে নিজেই নিজের আপন—এছাড়া তার আর কেউ নেই। তাই সে নিজেই নিজের কাছে প্রার্থনা করে—পিয়নী আমায় রক্ষা কর, আমায় দয়া কর। পরে সে পীচ গাছের বাগানে গেল, সেখানে সে লিহকে দেখতে পেল একটা গাছের ডালের উপর বসে আছে। সে একটা লম্বা সাদা গাউন পরেছিল, কোমরে একটা সোনার বেল্ট বাঁধা। তার খোলা কালো চুলে একটা সোনার ফিতা

ঝুলছে, চাঁদের আলো তার উপরে পড়েছে এবং পিয়নী লক্ষ্য করল যে, সৌন্দর্য্যের চমৎকারীত্বে সে লিহর কাছেও ঘেঁসতে পারে না।

পিয়নী শিশুর মত বলল, "আপনি এখানে কেন মহাশয়া ?"

লিহ বলল, "আমি ঘুমুতে পারছি না।" পিয়নী বলল, "চাঁদ আমাকেও জাগিয়ে দিয়েছে।" সে লিহর কাছে গেল এবং গাছের ফাঁক দিয়ে চাঁদের দিকে তাকাল।

তারপরে সে তর্জনি দিয়ে লিহকে দেখাল, "দেখুন চাঁদের মধ্যে বুড়ো চাং উঠেছে।"

লিহ তাকিয়ে বলল, "বুড়ো চাং ?"

"সে চাঁদের মধ্যে থাকে এবং সে মিষ্টি স্বপ্ন দেখায়," পিয়নী বলল। "সে আরও বলল, "যে স্বপ্ন ইচ্ছা কর তার কাছে বললেই সে দেখাবে।"

লিহ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "একমাত্র ঈশ্বর আমার স্বপ্ন সফল করতে পারেন।"

পিয়নী হেসে বলল, "তাহলে আমরা দেখব কে বেশী শক্তিশালী, আপনার ঈশ্বর না বুড়ো চাং ?"

পিয়নী হাঁটু গেড়ে বসে মাথা নীচু করে চেঁচিয়ে বলল,

"ওহে বুড়ো চাং আমার স্বপ্ন সফল করে দাও।" যখন সে উঠল, লিহ তার দিকে গম্ভীর ভাবে তাকাল। পিয়নী বলল, "আমরা কি পরস্পর পরস্পরকে আমাদের স্বপ্নের কথা বলতে পারি ?"

লিহ বলল, "আমি আমার স্বপ্নের কথা কাউকে বলতে পারি না, সফল হলে সকলকে বলতে পারব।" পিয়নীর ইচ্ছা হল, সে চেঁচিয়ে বলে, "তোমার স্বপ্ন তো ডেভিডের স্ত্রী হওয়া ?" যদিও ঈর্ষা বশতঃ তার সব কথা লিহকে বলতে ইচ্ছে হচ্ছিল কিন্তু সে কিছুই বলল না। সেও যে ডেভিডকে ভালবাসে এবং সেও যে ডেভিডকে বিয়ে করতে পারলে খুশী হয় একথাও পিয়নীর লিহকে বলতে ইচ্ছে হচ্ছিল, কিন্তু বলে কিছু লাভ নেই বরং উভয়ের মধ্যে শত্রুতা বৃদ্ধি পাবে। কাজেই সে চুপ করেই রইল।

লিহ ও পিয়নী পরস্পর পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিল, কিন্তু পিয়নী লক্ষ্য করল যে, লিহ পীচ গাছের নীচে এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করছে।

সেদিন সকালে ডেভিড সিনাগগ থেকে একা একা ফিরে এসে কিছুক্ষণ কাঁদল, পরে এদিক ওদিক তাকাল। নিকটে কেহই ছিল না এবং কেউ তার কান্নাও শুনল না। সে তখনও দুঃখিত ছিল। সে নতুন কোন জিনিসে জড়িয়ে পড়েনি,

তাই সে স্বস্তি বোধ করছে। ঈশ্বর তার সাথে কথা বলেনি। সে যেমন ছিল তেমনই আছে। সে কাউকেই দেখতে চায়নি—চীনাদেরও নয় পুরুতকেও নয়। সে শুধু একলা থাকতে চেয়েছিল। সে টুপিটা ভাঁজ করে আলখাল্লার মধ্যে রেখে দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। তার মন অত্যন্ত অবিন্যস্ত, সে ঘুরে ঘুরে বুঝতে পারল যে, তার মন ধীরে ধীরে শান্ত হচ্ছে। সে কনফুসিয়াসের মন্দিরের আঙ্গিনায় গেল, যেখানে জাদুকর থেকে নর্তকীরও স্থান আছে—এই সব জিনিস আগে তাকে আনন্দ দিত, কিন্তু আজ কিছুতেই কিছু ভাল লাগছে না। যত ফেরিওয়ালা নানারূপ খাবার নিয়ে বসে আছে—তার খিদে নেই তবু কিছু কিনল, পরে সব ভিখারীদের মধ্যে বিলিয়ে দিল। কোন বন্ধু সে চায় না, বন্ধু তার ভাল লাগে না, সে একলা থাকতে চায়।

এরূপ অন্যমনস্ক ভাবে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ তার কুয়েলিনের কথা মনে পড়ল। কুয়েলিন তার বাবার দোকানে থাকতে পারে, কিন্তু তার বাবার তখন দোকানে থাকার কথা নয় কারণ সে খুব ভোরে দোকানে যায় এবং সকাল সকাল ফেরে, আর কুয়েলিন বেলা বারটার আগে ঘুম থেকে ওঠে না তাই সে অনেক বেলা পর্যন্ত দোকানে থাকে। ডেভিড ঘরে ঢুকতেই কেরানীগণ তাকে নত হয়ে নমস্কার করল। ডেভিড কুয়েলিনের কথা বলতেই একজন তাকে ঘরের শেষে একটা শীতল কক্ষে নিয়ে গেল। ডেভিডকে দেখেই কুয়েলিন উঠে পড়ল এবং অত্যন্ত শঙ্কিত হল। কারণ ডেভিড কোনদিন দোকানে আসে না, এলেও একলা আসে না তাই প্রথমেই কুয়েলিন জিজ্ঞেস করল, "তোমার বাবার কি কোন অসুখ করেছে? আমি তাঁকে মাত্র এক ঘণ্টা আগে দেখেছি।"

ডেভিড বলল, "আমি বাবাকে আজ দেখিনি, আমি আপনার সঙ্গে কথা বলতে এসেছি, কাকা।"

কুয়েলিন বলল, "বস।"

ডেভিড—কাকা, আপনার কাছ থেকে যেদিন শোনলাম যে, আমাদের ইহুদীরা অন্য দেশে মারা যাচ্ছে, আমার বড়ই দুঃখ হল। আমার মনে হয় আমারও এ বিষয়ে কিছু করার আছে। আমার এভাবে আরামে কাল কাটান উচিত নয়।

কুয়েলিন—তোমার কি মনে হয় তোমার দুঃখ ভোগ করা উচিত?

ডেভিড—অবশ্য শুধু দুঃখ করে কোন লাভ নেই, কিছু কাজ করা প্রয়োজন।

কায়োলিন—পুরুত তোমাকে পড়াচ্ছে এবং তোমার মা তোমাকে বলেছে যে লিহকে বিয়ে করতে হবে, তাই না ?

ডেভিড—এইরূপই ব্যবস্থা যখন হচ্ছিল তখনই আপনার কাছে ইহুদী হত্যার কথা শুনলাম। আপনার দুঃসংবাদে আমার মনে হচ্ছে যে, আমার পুরুতের কথা এবং মায়ের কথা মেনে চলা উচিত।

কায়োলিন—এই আদেশ পালনের দ্বারা তুমি কি ইহুদী হত্যার প্রায়শ্চিত্ত করতে চাও ?

ডেভিড না না, আমি শুধু নিজেকে শান্ত রাখতে চাই।

কায়োলিন—তাহলে, তোমার পুরুতের কথা শোনা উচিত এবং মায়ের কথা শুনে লিহকে বিয়ে করা উচিত।

ডেভিড—আমি এ দু'টোর একটাও করতে চাইছি কিনা জানি না। তবে আমি পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসতে চাই অর্থাৎ ঐ দুঃসংবাদ শোনার পূর্বের অবস্থায় ফিরে যেতে চাই।

কায়োলিন—সত্য জেনে কে রেহাই পেতে পারে ?

ডেভিড— সত্য কি ?

কায়োলিন—তুমি নিজে জানবে যে তুমি কি হবে ? তোমার মা তার নিজের দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্ত জগতকে দেখছে।

ডেভিড—কিন্তু সে তো কেবল পুরুতের কাছ থেকে আমাকে টোরা শিখতে বলে।

কায়োলিন—তাহলে তুমিও ইহার সঙ্কীর্ণ জানালা দিয়ে সমগ্র জগতকে এবং মনুষ্যত্বকে দেখবে।

ডেভিড—আপনিও তো একজন ইহুদী ?

কায়োলিন—মিশ্রিত ইহুদী। আমি যখন পাশ্চাত্য দেশের রাজপথে মৃতদেহ দেখি তখন আমার মেরুদণ্ড শিথিল হয়ে যায়—কিন্তু ইহুদীদের মৃতদেহ বলে নয়, মৃতদেহ বলে। কেন লোক এভাবে মারা যাবে ? যারা মারা যাচ্ছে তারা নিজেদের ঈশ্বরের প্রিয় পুত্র বলে জাহির করে, অন্য মানুষ থেকে নিজেদের আলাদা করে ফেলে, তাই বিপদের দিনে কেউ সাহায্যার্থে এগিয়ে আসে না।

ডেভিড—আমরা কি ঈশ্বরের প্রিয় পাত্র নই ?

কায়োলিন—আমরা ছাড়া আর কে এ-কথা বলে ?

ডেভিড—কিন্তু টোরা তো···

কায়োলিন—টোরা তো ইহুদীদেরই লেখা, যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে তিক্ততার সহিত তারা লিখেছে।

কায়োলিন—আমরা একটা অহঙ্কারী জাতি. আমরা আমাদের দেশ হারিয়েছি। সেই হৃতদেশে ফেরার আশাতেই আমরা নিজেদের সতেজ করে রাখতে পারি। আমাদের দেশই ঈশ্বর এবং জাতি। দুঃখে, বেদনায়, অভাবে আমরা একতাকে হারিয়েছি এবং আমাদের পুরুতেরা পুরুষানুক্রমে আমাদের তাহাই শিখিয়ে চলেছে।

ডেভিড—এ-ছাড়া আর কিছু নয় ?

কায়োলিন—এই জন্যই অনেকে প্রাণ বলি দিতে রাজী হয়।

ডেভিড—আপনিও কি রাজী ?

কায়োলিন—না।

ডেভিড চুপ করে বসে রইল। শিশুকাল থেকে যা সে দেখে এসেছে, বিশ্বাস করে এসেছে সব যেন চোখের সামনে নস্যাৎ হয়ে গেল। প্রার্থনা দিনের সন্ধ্যায় মায়ের প্রদীপ জ্বালানো, আলোর উৎসব হনুখা, পিউরিম এবং আরও অনেক স্মৃতি তার চোখের সামনে বিবর্ণ হয়ে গেল। সে কায়োলিনকে জিজ্ঞেস করল, "তাহলে আমরা যা, তা কি ভুলে যাওয়া উচিত ?"

কায়োলিন—না। কিন্তু আমাদের অতীতকে ভুলে যাওয়া উচিত এবং নিজেদের আর পৃথক করে রাখা উচিত নয়। আমাদের বর্তমান নিয়ে বেঁচে থাকতে হবে এবং আমাদের সকল মানব জাতির মধ্যে নিজেদের আত্মার শক্তি ঢেলে দেওয়া উচিত। আমি জানি না, আমি অন্যায় করলাম কিনা। তবে আমি যা সত্য বলে জানি, তাই বললাম।

ডেভিড—আমি আপনার কাছে সত্যের সন্ধান করছিলাম এবং আপনি সে সন্ধান দিয়েছেন। আপনাকে ধন্যবাদ।

পিয়নী লিহকে বাগানে ছেড়ে দিয়ে দেখতে গেল যে, ডেভিড এসেছে। ডেভিড পিয়নীকে বলল, "আমি খেয়েছি।" পরে সে পিয়নীকে টুপিটা রেখে দিতে বলল।

পিয়নী বলল, "আমি তোমার জন্য আর কিছু করতে পারি কি ?"

ডেভিড বলল, "কিছুই করতে হবে না, শুধু চলে যাও। না ডাকা পর্য্যন্ত আসবে না।"

অগত্যা পিয়নী নিজের সঙ্কীর্ণ ঘরে চলে গেল। সে চাঁদের কাছে এবং বুড়ো

চাং-এর কাছে সুস্বপ্নের জন্য প্রার্থনা করে শুয়ে পড়ল এবং অল্প সময়ের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল।

এজরা ডেভিডের ঘরের কাছে এসে ঘরের মধ্যে উঁকি মেরে দেখল যে, ঘরে বাতি জ্বলছে এবং ডেভিড পাংশু মুখে কি যেন আকাশ পাতাল ভেবে চলেছে। এজরার অত্যন্ত ভয় হল। সে ভাবল, ডেভিড তার একমাত্র সন্তান—তার জীবনের ভবিষ্যৎ এবং ব্যবসার ভবিষ্যৎ। যদি ডেভিড মারা যায় তবে তো তার সমস্ত জীবন অন্ধকার হয়ে যাবে। সে আর স্থির থাকতে পারল না। ভল্লুকের মত ডেভিডের ঘরে ঢুকে পড়ল। তার মাথায় টুপি নেই, পায়ে জুতো নেই—ছেঁড়া জামা-কাপড়। ডেভিড তাকে দেখে বিস্মিত হল।

এজরা বলল, "এরূপ চাঁদনীরাতে আমি ঘুমুতে পারছি না। আমি বুড়ো ওয়াংকে পাঠিয়ে জানব যে, কুংচেন জেগে আছে কিনা। যদি সেও নিদ্রাহীন থেকে থাকে, তবে আমি তাকে এবং তার ছেলেকে হ্রদে নিমন্ত্রণ করে আনব। আমি তাকে একটা ভোজে আপ্যায়িত করব কথা দিয়েছিলাম—আমি সেই ঋণ শোধ করব। বুড়ো ওয়াং একটা নৌকা ভাড়া করবে এবং আমরা মদ, খাবার এবং গায়িকাদের জন্য অর্ডার দেব। এস—তুমি—আমি—"

সে ডেভিডের হাতধরে টানতে লাগল। কিন্তু ডেভিড ইতস্ততঃ করায় সে তার হাত জড়িয়ে ধরে বলল, "এস বাবা, তোমার বয়স কম, তোমার দুঃখ করার অনেক সময় আছে, এখন স্ফূর্তি কর, যখন বুড়ো হবে তখন দুঃখ করবে।"

পিতার হৃদ্যতাপূর্ণ আহ্বান, তার তপ্ত আলিঙ্গন, তার মধুর কণ্ঠস্বর ডেভিডের হৃদয় গলিয়ে দিল, সে তার পিতার বক্ষে ঝাঁপিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। এজরা নিজের ছেলেকে বক্ষে চেপে ধরল, তার চোখেও জল এসেছিল কিন্তু তা ছিল ক্রোধের অশ্রু এবং ক্রোধে দাঁত কটমট করতে লাগল।

"যন্ত্রণা দেয়। তারা সকলকে যন্ত্রণা দেয়, এখন শিশুদেরও ধরেছে। আমি তোমাকে যন্ত্রণা দিতে দোবো না। যুবক হওয়া কোন পাপ নয়। তাছাড়া, আমরা ঈশ্বরকে জানব কি করে? এই বুড়ো পুরুতেরা……"

তার ক্রুদ্ধ গর্জন শুনে কান্নার মধ্যেও ডেভিডের হাসি পেল। এজরা তাকে ধরে ফেলে তার দিকে তাকাল। "ইহা ভাল, বাছা। বোধহয় ঈশ্বর হাসি পছন্দ করেন। এস, তোমার সবচেয়ে ভাল পোষাক পর এবং আমরা চলে যাই। গেটে আমার সঙ্গে দেখা করো। আমি আর কাউকে জাগাব না, শুধু বুড়ো ওয়াংকে জাগাব, আর কেউ জানবে না।" সে এতক্ষণে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

ডেভিড তার শোবার ঘরে গেল। তার মন এখন হাল্কা, আনন্দে ভরপুর। তার আর পাপ নেই। সে একটা বড় পোষাক পরল, চুল পেছন দিকে উল্টে আঁচড়াল। নীল চীনা রেশমি পোষাক ঝলমল করছিল, ইহাতে লাল রেশমি ফিতা জড়ানো ছিল। সে পায়ে সাদা মোজা এবং কালো মখমলের জুতো পরেছিল। কয়েক মিনিটের মধ্যে প্রস্তুত হয়ে সে গেটে পিতার সহিত মিলিত হল। এজরা অত্যন্ত স্নেহ ও আনন্দের সহিত পুত্রের দিকে তাকাল।

এজরা হঠাৎ বলে উঠল, "আমি আব্রাহাম নই, হে আমার পুত্র! তোমাকে আমি বসর্জন দিতে পারব না।" ডেভিডের কাঁধে হাত দিয়ে এজরা চাঁদের আলোয় গেট পেরিয়ে বাগান ছাড়িয়ে রাস্তায় নেমে পড়ল। তারা পায়ে হেঁটে হ্রদের দিকে এগিয়ে চলল। এই নিঝুম রাতে প্রায় সব লোকই বিছানায় নিদ্রাচ্ছন্ন, কেবল এক যুবক আর এক বৃদ্ধ চাঁদের আলোর সদ্ব্যবহার করতে বেরিয়েছে। গ্রীষ্ম প্রায় শেষ হয়েছে, শরৎ আগত প্রায়, পুকুরে যে, পদ্মফুল ফুটেছে সেও শীঘ্রই মরে যাবে। দু'হাতে আনন্দ লুটবার এই তো সময়!

এজরা ও ডেভিড হ্রদের ধারে এসে উপস্থিত হল। কুংচেনও তার দুই ছেলেকে নিয়ে এসেছিল। ছোট ছেলেটা বেশী সুন্দর এবং সে ডেভিডকে কুয়েলিনের কথা স্মরণ করিয়ে দিল। দুই ভাই ডেভিডের সঙ্গে নৌকায় উঠে মাঝিদের সঙ্গে বচসা আরম্ভ করল, দুই বয়স্ক ব্যক্তি—এজরা এবং কুংচেন তীরে দাঁড়িয়ে।

কুংচেন বলল, "আমরা উভয়ে একই মনের মানুষ। আমি আমার এক চাকরকে আপনার কাছে পাঠাচ্ছিলাম এই উদ্দেশ্যেই, কিন্তু আপনার লোকের সঙ্গে তার দেখা হতেই সে ফিরে এল।"

এজরা বলল, "আমার ছেলে অনেক রাত ধরে পড়াশুনা করছে—কাজেই বইয়ের ক্লান্তি ভোলা দরকার।" তার পরে কুং ও এজরা মদ্যপান করে আরও একটু চাঙ্গা হয়ে নানা কথা আলোচনা করতে লাগল, কিন্তু দিনের বেলা যে তার সাথে ডেভিডের দেখা হয়েছে সে কথা সে বলল না।

মাঝি জিজ্ঞেস করল, "আপনাদের ভোজ কোথায় হবে?" কুংচেন বলল, "নৌকোয় খাবার আনলে দোষ কি?"

তখন মাঝি দাঁড় টেনে দ্য হাইজ অব দ্য গোল্ডেন বার্ড রেস্তোরাঁর কাছে গেল। ডেভিডের কাছে রাত্রি কোনদিন এত রমণীয় মনে হয় নি। ডেভিড চিৎ হয়ে নৌকোর উপর শুয়েছিল—আকাশের দিকে তাকিয়ে সে দেখছিল

চাঁদের অফুরন্ত রূপ মাধুরী। হঠাৎ কাৎ হয়ে সে একটা পদ্মবীজের আবরণ ছিঁড়ল। উহাকে খুলে উহার সবুজ চামড়া ছাড়িয়ে সে মাখনের মত সাদা শাঁস খেল, উহা খেতে নাকি তার খুব মিষ্টি লাগে। মাঝি থেমে পদ্মবীজের খোসাটা পদ্মপাতার নীচে ঢুকিয়ে রাখল। সে বলল, "পদ্মের বীজ ছিঁড়তে দেখলেই হ্রদের পুলিশ জরিমানা করবে। ছোট মনিব—যত ইচ্ছা পদ্মের বীজ খাও, কিন্তু আমার হাতে অল্পকিছু রৌপ্য মুদ্রা দিও যা দিয়ে আমি পুলিশকে খুশী করতে পারি।"

সকলেই হেসে উঠল, ডেভিড আবার চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল। সে আর কিছু ভাবতে রাজী নয়, সে শুধু আনন্দ করতে চায়—সে শুধু বেঁচে থেকে জীবনকে উপভোগ করতে চায়।

এতক্ষণে নৌকো রেস্তোরাঁর কাছে এল, কুং-এর ছেলে দু'টো খাদ্যের মেনু নিয়ে বাকবিতণ্ডা সুরু করল। কুং-এর বড় ছেলেটা বলল, "কাঁকড়া নিশ্চয়ই নেওয়া হবে।" দ্বিতীয় ছেলে বলল, "তেলে ভাজা, বাষ্পে সিদ্ধ নয়।"

মাঝি উপদেশ দিল, কাঁকড়া খেতে ভাল মন্দ লাগবে।" কুংচেন চাঁদোয়ার মধ্য থেকে বলল, "বাষ্পে সিদ্ধ করা কাঁকড়াই ভাল, ঐ মাংসের গন্ধ খুব ভাল।" অনেক বাকবিতণ্ডার পর মেনু ঠিক হল এবং কুং-এর দ্বিতীয় পুত্র বলল, "খাদ্যের সঙ্গে তিনটি গায়িকা-মেয়েও পাঠিয়ে দিও।" পরে সে ধূর্তের মত পিতার দিকে বলল, "তিনজনেই হবে তো বাবা?"

এজরা এই দৃশ্য অনেক কুড়ি বছর দেখেছে কিন্তু আজ রাতে তার অর্থ আরও সুদূর প্রসারী হল। এই নগরীতে এত সুখ, কিন্তু কেন পুরুতেরা অনন্ত দুঃখ দেখতে পায় এবং তাদের লোকদের দেখতে বলে? তবে সকলে একরকম সুখ ভোগ করতে পায় না—একথা সত্য। কিন্তু তাই বলে যুবকদের দুঃখ-মুখী করে তোলা পুরুতের মোটেই উচিত নয়। সে দুঃখ ভোগ করে, দুঃখ দেখে যদি আনন্দ পায়, পাক না—কিন্তু আমার ছেলেকে সে কেন উহা দেখাতে চায়? তার এই স্পর্ধা আমার কিছুতেই বরদাস্ত হবে না—আমি তাকে কিছুতেই আমার ছেলেকে দুঃখী করতে দেব না। হঠাৎ কুংচেন বলে উঠল, "আমি আপনার মধ্যে এক প্রকার জ্বর দেখতে পাচ্ছি।"

এজরা সরলভাবে বলল, "আমি সুখের পরিকল্পনা করছি। ইহা সকলের পক্ষে সম্ভব?"

গরীবের পক্ষে সুখ অসম্ভব। দারিদ্র বাইরের বাধা ইহা, মানুষকে সুখী হতে

দেয় না। আর যে অন্যকে জড়িয়ে সুখী হতে চায় সেও সুখী হতে পারে না। কাজেই ভালবাসাই ভেতরের বাধা—যে মানুষকে সুখী হতে দেয় না।

অনেকে মানুষকে ভালবাসে কাজেই তারা সেই ভালবাসার শিকার আবার অনেকে ঈশ্বরকে ভালবাসে এবং তারা সেই ঐশ্বরিক প্রেমের শিকার। কাজেই আমরা মুক্ত, আমরা কোন কিছুর শিকার নই।

তিনটি গায়িকা সেজেগুজে বাদ্যযন্ত্র নিয়ে নেমে এল এবং তাদের পেছনে খাবারের বাস্কেট নিয়ে একদল পরিবেশনকারী এসে হাজির হল। মাঝির স্ত্রী নৌকোয় টেবিল সাজিয়ে দিল। তারপরে মাঝি নৌকোটাকে লেকের মাঝখানে নিয়ে গেল। এখন কুংচেন সকলকে খেতে বসতে অনুরোধ করল। গায়িকা তিনজন চাঁদের দিকে পিঠ রেখে এবং ভোজনকারীদের দিকে তাকিয়ে তাদের বাদ্যযন্ত্র বাজাতে এবং সেই সুরঝঙ্কারের সহিত তাল রেখে গান করতে আরম্ভ করল। গায়িকারা যেন চাঁদনী রাতের সৌন্দর্য্যের অংশ বিশেষ। তাদের রমণীয় দৈহিক সৌন্দর্য্য কণ্ঠে অপূর্ব সুর মূর্ছনা, তার সঙ্গে সহযোগীতা করছে উৎকৃষ্ট খাদ্যের সুস্বাদ—সবকিছু মিলিয়ে মর্তলোকে স্বর্গের নন্দনকাননের আবহাওয়া যেন। ডেভিড আনন্দে বিভোর, আত্মহারা। পুরুতের সঙ্গে বসবাসের ফলে তার মনে যে পাষাণ-ভার জমেছিল আজ তা হাল্কা হয়ে গিয়েছে। তার মন যেন উর্দ্ধলোকে বিচরণ করছে তাই সে হঠাৎ মর্তে নেমে আসতে পারছিল না। কিন্তু আজ রাত্রে পৃথিবীই মায়াবিনী—স্বর্গ শান্ত।

॥ ৭ ॥

পুরুত সেদিন আর এজরার বাড়ীতে ফিরল না। সে যখন দেখল যে, সে সিনাগগে একলা আছে এবং ডেভিড চলে গেছে তখন সে নিজের বাড়ীতে ফিরে গেল। তার পায়ের শব্দে রাচেল অবাক হয়ে রান্নাঘর থেকে ছুটে এল। সে বলল, "কি হল বুড়ো শিক্ষক?" পুরুত বলল, "আমাকে একলা থাকতে দাও। ম্যাডাম এজরার কাছে খবর পাঠাও যে, আমি আর ফিরে যাব না, এবং আমার ছেলেকে চলে আসতে বলবে।" রাচেল জিজ্ঞেস করল, "আর লিহ্?" পুরুত বলল, "সে যেখানে আছে সেখানেই তাকে থাকতে দাও।"

রাচেল বুড়োর দিকে তাকিয়ে দেখল যে, সে অন্তরে বাহিরে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছে। তার মুখ অত্যন্ত ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, তার হাত কাঁপছে এবং লাঠিটা ধরে রাখতে পারছে না, হাত থেকে পড়ে পড়ে যাচ্ছে। এইসব দেখে তার অত্যন্ত ভয় হল। সে তার জামার আস্তিন ধরে তাকে ঘরে পৌঁছে দিল এবং বলল, "আমি চলে যাওয়ার আগে আপনাকে এক পাত্র গরম জোয়ারের ঝোল দিয়ে যাব, উহা খেয়ে বিশ্রাম করবেন।"

সে নিজের ঘরে এসে অত্যন্ত খুশী হল এবং বলল, "আমি ধনীর হলঘরে সুখী ছিলাম না।"

রাচেল বলল, "দুঃখ না পেলে আপনার সুখ হয় না। শুয়ে পড়ুন এবং বিশ্রাম করুন।"

পুরুত চেঁচিয়ে উঠে বলল, "আমার বিছানা তুমি কি করেছ?"

রাচেল বলল, "আমি আপনার বিছানার মাদুরের নীচে আর একটা অতিরিক্ত লেপ পেতে দিয়েছি, কারণ আপনার বুড়ো হাড় অত পাতলা বিছানা সহ্য করতে পারবে না।"

কিন্তু পুরুত পূর্বের ন্যায় চেঁচিয়ে বলল, "ওহে স্ত্রীলোক, তুমি ইহা নিয়ে যাও, আমার ওতে প্রয়োজন নেই।"

পরের দিন সকালে রাচেল ম্যাডাম এজরাকে খবর দিতে গিয়ে দেখল যে, সে মাছ নিয়ে রাঁধুনীদের সঙ্গে ঝগড়া করছে, রাচেলের কথা সে কানেই নিচ্ছে না। অবশেষে অনেকক্ষণ পরে ম্যাডাম এজরা বলল, "কাল তো সব ভালই ছিল, বুড়ো আমার বাড়ী ছেড়ে গেল কেন?" রাচেল বলল, "মহাশয়া, আমি

ভেবেছিলাম, আপনি সবই জানতেন। আমি এর কিছুই বলতে পারব না, কাল রাত্রে শিক্ষক সিনাগগ থেকে বাড়ী চলে গেল।" ম্যাডাম এজরা রেগে পিয়নীকে বলল, "যাও লিহকে ডেকে নিয়ে এস।" পিয়নী লিহর দরজায় গিয়ে কাশতে লাগল এবং যখন লিহ তাকে ভেতরে ডাকল তখন সে ভেতরে গিয়ে লিহকে সব কথা বলল। লিহকে খবর দিয়ে পিয়নী ম্যাডাম এজরার ঘরের পাশে একটা ক্যাসিয়া গাছের আড়ালে লুকিয়ে ম্যাডাম এজরার সব কথা শুনতে লাগল। ম্যাডাম এজরা লিহকে দোষ দিয়ে বলছে যে, সেই ডেভিডের সঙ্গে ঝগড়া করেছে যার ফলে বুড়ো পুরুত নিজের বাড়ী চলে গেছে। পিয়নীর মনে খুব আনন্দ হল —লিহ ও ডেভিডের বিয়ের কথা পাকা হয়নি। বুড়ো পুরুত বাড়ী চলে গেছে। পিয়নী গিয়ে ডেভিডকে ডেকে ঘুম থেকে জাগাল। ডেভিড আধঘুমো অবস্থায় পিয়নীর ঘাড় ধরে ফেলল এবং বলল, "কেন তুমি আমার ঘুম ভাঙিয়েছ?"

পিয়নী বলল, "দুপুর হয়ে গেছে, আমি তোমাকে আশ্চর্যজনক একটা কথা বলতে এসেছি।"

ডেভিড জিজ্ঞেস করল, "সেটা কি?" কিন্তু পিয়নী ইচ্ছা করেই দেরি করতে লাগল। সে বলল, "তোমার চোখে সূর্য্য জ্বলছে, সেখানে কালো রঙ নেই কেন —তার নীচে সোনালি আছে বলে?"

ডেভিড বলল, "এইটা কি আশ্চর্য্যকর খবর?" বলে সে এত জোরে হাসতে আরম্ভ করল যে, নিজের হাসিতে নিজেরই ঘুম ভেঙ্গে গেল।

পিয়নী—সূর্য্য তোমার মুখের মধ্যে কিরণ দিচ্ছে এবং ইহা ডালিমের মত মিষ্ট।

ডেভিড—এইজন্য তুমি আমাকে জাগিয়েছ?

সে এখন সম্পূর্ণ জাগ্রত অবস্থায় উঠে বসল।

পিয়নী—না, শোন ডেভিড, আমি বলছি।

পিয়নী চট করে ডেভিডের হাত ধরে নিজের বুকের মধ্যে রাখল এবং বলল, "ডেভিড দুপুরে সে বৌদ্ধ মঠে পূজো দিতে যাচ্ছে, সে অত্যন্ত পীড়িত।" পিয়নীর মনে হল ডেভিডের হাত উত্তেজনায় প্রসারিত হচ্ছে। সে বলল, "কই, তুমি তো আমাকে বলনি?" পিয়নী বলল, "আমি তোমাকে বলতে চাইনি, সে আবার ভাল হয়েছে। ডেভিড, তুমি তোমার জন্য তাকে দেখতে পার।" ডেভিডের দৃষ্টি তার দিকে নিবদ্ধ হল। সে বলল, "তুমি যদি এখন ওঠ আমি তোমাকে কিছু খাবার এনে দিতে পারি এবং তুমি মন্দিরের পাশের দরজা দিয়ে গিয়ে তার সঙ্গে

দক্ষিণ মন্দিরে রূপোর কোয়ানিনে দেখা করতে পার।" সে লজ্জিতভাবে বলল, "সে জানবে যে, আমি তার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি।" পিয়নী হাসল। সে দুষ্টুমি করে বলল, "তাহলে সেটা তাকে কি করে খুশী করবে?" সে তার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াল এবং পায়ের আঙুল স্পর্শ করে আঙুল ঠোঁটে ঠেকাল। "আমি গরম খাদ্য নিয়ে ফিরে আসছি।"

পিয়নী নিজের মানিব্যাগটা দেখে নিয়ে ছুটে কুংচেনের বাড়ী চলে গেল। সেখানে সে চুমাকে দেখল যে, সে দুপুরের খাবার খেতে বসেছে। সে ভাতের সঙ্গে মাংস মেখে খেতে খেতে পিয়নীর কথা শুনছিল। পিয়নী এক নিঃশ্বাসে বলল যে, সে রূপোলী কোয়ানীনে তার সঙ্গে দেখা করবে। চুমা জিজ্ঞেস করল, "কিন্তু তার মা যদি নিষেধ করে?" "তোমাদের ছোট দিদিমনিকে বোলো সে যেন কান্নাকাটি করে বলে যে, তার বুকে ব্যথা হয়েছে এবং সে প্রার্থনা করবে, তবে তাকে অবশ্যই যেতে দেবে।" সে চুমাকে নিজের ব্যাগ থেকে সব টাকা দিয়ে দিল এবং তাকে নিজের সোনার দুল দিয়ে তার জেড ইয়ারিং নিয়ে নিল। সে বলল, "আমি তোমাকে এগুলি দিলাম।" চুমা মাথা নেড়ে পাত্রটা টেবিলের উপর রেখে দিল এবং পিয়নী বাড়ীতে পালিয়ে গেল। পিয়নী বাড়ী এসে রান্না-ঘর থেকে ডেভিডের জন্য ভাতের লেই নিল এবং একজন চাকর মাংস ও লবণ ইত্যাদি নিয়ে ডেভিডের প্রাতরাশের ব্যবস্থা করল। পিয়নীর মনে হল, ডেভিড বরাবরের চেয়ে বেশী সময় বসে পোষাক পরেছে এবং এটা সত্য।

পিয়নী ডাকল, "ছোট মনিব।" ডেভিড জিজ্ঞেস করল, "আমি লাল অথবা নীল পোষাক পরব?" পিয়নী বলল, "মদের ন্যায় লাল পোষাক পরুন।"

ডেভিড খেতে খেতে ভাবল, "লিহ্ এখানে আছে, পুরুত ওখানেই, মায়ের মনোভাব আগের চেয়েও কড়া—এমতাবস্থায় আমি কি করব ভেবে পাচ্ছিনা, আমার সময়ের দরকার—মনস্থির করার জন্যও সময়ের প্রয়োজন। গতকালের লোকের আনন্দ আমাকে অনেক সুস্থ করেছে, আমার মনের ক্ষতকে সারিয়ে তুলেছে—আজ আমি সম্পূর্ণ সুস্থ এবং সতেজ—কিন্তু কুয়েলিনকে আমার দেখতে ইচ্ছে হয়, বাড়ীর প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে আমাকে শক্তি ও সাহস দিতে পারে, আমার মনস্থির করার পক্ষে সহজ হতে পারে।" খাওয়া শেষ করে ডেভিড হাত মুখ ধুয়ে নিল, ভাল করে চুল আঁচড়াল। ইতিমধ্যে পিয়নী তাড়া দিচ্ছে, "সে হয়ত বলে যাবে, আজ দেখা না হলে এমন সুযোগ আবার কবে আসবে তার ঠিক নেই, হয়ত নাও আসতে পারে।"

পিয়নী ভালবেসেই এত সব করল, কিন্তু পরে যা ঘটল তাতে তার ঘৃণা হওয়া বিচিত্র নয়।

রাচেল ম্যাডাম এজরার সঙ্গে কথা বলে পুরুত এখানে যে ঘর ব্যবহার করত সে ঘরে গিয়ে দেখল যে, এ্যাড়ন তখনও ঘুমুচ্ছে। রাচেল তাকে ডেকে বলল যে, তার বাবা এক্ষুণি তাকে ডেকে পাঠিয়েছে। এ্যাড়ন বাবার আদেশের কথা শুনে জিজ্ঞেস করল লিহও তাদের সঙ্গে যাচ্ছে কিনা।

রাচেল বলল, "না, আজ নয়।" ইহাতে এ্যাড়ন অত্যন্ত রেগে গিয়ে বিড় বিড় করতে লাগল এবং রাচেলকে গালাগালি দিয়ে তাড়িয়ে দিল। রাচেলও রেগে গিয়ে বলল যে, সে তার জন্য রান্না করতে পারবে না।

এ্যাড়নকে একলা ফেলে রাচেল চলে গেল। এ্যাড়ন তখন বসে বসে দুঃখ করতে করতে অবশেষে কেঁদে ফেলল।

এই বাড়ী ছেড়ে যেতে তার ইচ্ছা হচ্ছিল না, কারণ এখানে সে খুব ভাল খাবার পেত এবং কোন চাকর তার কথায় অবাধ্য হতে সাহস করত না। এখন আবার তাকে তার সঙ্কীর্ণ জীবনে ফিরে যেতে হবে, এতেই এ্যাড়নের যত রাগ। সে তার বাবাকেও ভালবাসত না লিহকেও ভালবাসত না। কিন্তু সে তাদের ভয় করত, কারণ তারা ভাল এবং সে ভাল নয়।

কিছুক্ষণ পরে এ্যাড়ন উঠে পোষাক পরে প্রাতঃরাশের সন্ধানে হলঘরের দিকে যাচ্ছিল। হঠাৎ আঙ্গিনায় মাছের গামলার কাছে সে পিয়নীকে দেখতে পেল, কিন্তু পিয়নী এ্যাড়নকে দেখতে পায় নি। সকালের সূর্য্যোলোকে পিয়নীকে অপূর্ব সুন্দরী দেখাচ্ছিল। তার কালো চুল চকচক করছিল এবং তার গোলাপী গাল অপূর্ব দেখাচ্ছিল। সে হাল্কা হলদে রঙের রেশমী কোট ও পাজামা পরে ছিল এবং সে চুলে একটা গার্ডেনিয়া ফুল গুঁজেছিল। সে ডানে বামে তাকাচ্ছিল, কেউই কাছাকাছি ছিল না। সে মাথা নীচু করে মুচকি হেসে পথ চলছিল। হঠাৎ সে তার উপস্থিতি অনুভব করল, তার যেন মনে হল, একটা সাপ তার পায়ের কাছে এসেছে। কিছু বুঝতে পারার আগেই এ্যাড়ন পিয়নীকে জড়িয়ে ধরে তার ঠোঁটে ঠোঁট লাগিয়ে চুম্বন করল। জীবনে কোন মুখ তার মুখে এরূপ চুম্বন করেনি, সে এ্যাড়নের কামুক উষ্ণতা অনুভব করে অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে যেন অজ্ঞান হয়ে পড়ল। তার মাথা ঘুরে গেল এবং সে চেঁচিয়ে উঠল—কিন্তু সে এত ক্ষীণ হয়ে পড়েছিল যে চীৎকারের শব্দ বেশী দূর গেল না। এখন সে বুকের কাছে এ্যাড়নের হাতের স্পর্শ অনুভব করল। ইহাতে পিয়নীর অসুস্থতা

হঠাৎ যেন কেটে গেল এবং সে ক্রুদ্ধা ফণিনীর মত এ্যাড়নের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে আঁচড়ে চুল ছিঁড়ে ঘুসি মেরে কাবু করে ফেলল। পিয়নী নিজের সমস্ত শক্তি দিয়ে এ্যাড়নের মুখে কিল ঘুসি মারতে লাগল। পিয়নী তার কান ছিঁড়ল, চুল ছিঁড়ল এবং যখন সে ছুটে পালাতে গেল তখন লাথি মেরে ফেলে দিল। সে তাকে যৎপরোনাস্তি নাজেহাল ও অপদস্থ করে এক হাতে চুল ধরে অন্য হাতে নাকে মুখে ঘুসি মারতে মারতে অত্যন্ত অসুস্থ করে ফেলল। কিন্তু লজ্জায় সে কারুর কাছে প্রকাশ করল না। এ্যাড়নকে সে বলল, "আবার যদি তুই আমাকে ছুঁতে সাহস করিস্, তবে তোকে তরবারি দিয়ে কেটে ফেলব, খরগোসের বাচ্চা, তুইও তোর পূর্ব পুরুষ-ঘুঘুদের মত মরবি।"

ডেভিড ক্যারাভ্যান থেকে যে তরবারিটা পছন্দ করে নিয়েছে তার ধার খুব বেশী এবং সেই তরবারিটা ডেভিডের ঘরে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। সে সময় এ্যাড়নের বিশ্বাস হল যে, পিয়নী যা বলেছে তা সে করে ছাড়বে। তৎক্ষণাৎ তার দুর্বল চিত্তে নানা ভয় এসে ভিড় করল, তার পিতার ভয়, টোবার ভয় এবং নিজের অন্যায় কাজের ভয়। পিয়নী তার দিকে একটা ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেই সে পালিয়ে গেল। পিয়নী তখন নিজের ঘরে চলে গেল এবং স্নান করে আপাদমস্তক ভাল করে পরিষ্কার করল। পরে পোশাক সম্পূর্ণ পাল্টে নিয়ে চুল বাঁধল। সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করে সে তার সকল সোনার অলঙ্কার পরল।

তার গণ্ডস্থল তখনও ক্রোধে লাল যখন এক দু'ঘণ্টা পরে ডেভিড ফিরে এল। ডেভিড যখন তার দিকে তাকাল, তখনই সে বুঝতে পারল যে, সে কুয়েলিনকে দেখে এসেছে। সে খুশী হয়েই ফিরেছে। ডেভিডের দিকে তাকিয়ে পিয়নীর মনে হল, প্রেমাসম্পদকে মানুষ কতই না সুন্দর করে দেখে! কিন্তু তার গোপন প্রেমের কথা মনে আসতেই সে যেন অস্বস্তি অনুভব করল।

পিয়নী বলল, "আমাকে সব বল।"

ডেভিড—কি?

পিয়নী—তুমি তাকে দেখেছ?

ডেভিড—তুমি কি আমাকে বলোনি যে, সে সেখানে যাবে?

পিয়নী—সে কি সেখানে ছিল?

ডেভিড—ধর, সে যদি না গিয়ে থাকে?

ডেভিডের বিস্ময়ে পিয়নী হঠাৎ কেঁদে ফেলল। ইহাতে বিব্রত হয়ে ডেভিড জিজ্ঞেস করল, "তোমার কি হয়েছে?"

সে মাথা নাড়ল, কোন কথা বলতে পারল না।

সে আরও কাছে এল এবং বলল, "কেউ তোমাকে আঘাত করেছে?"

তবু সে মাথা নাড়ল এবং জামার আস্তিন দিয়ে চোখ মুছতে লাগল।

ডেভিড জিজ্ঞেস করল, "আমার মা কি তোমাকে কিছু বলেছে?"

"না না, সে—সে—আমি তার নাম বলতে পারছি না।"

সে বুক ভাঙা কান্নার স্বরে বলল, "একটা লোক!"

"পুরুতের ছেলে!"

ডেভিড এক সেকেণ্ড তার দিকে তাকিয়ে রইল, তারপরে দরজার দিকে সম্পূর্ণ এগিয়ে গেল আঙ্গিনায় যাওয়ার জন্য। কিন্তু পিয়নী তার পিছু পিছু ছুটে গেল। সে বলল, "তুমি যে একথা জান তা তাকে জানতে দিও না, এটা আমার কাছে বড়ই লজ্জার কথা।" ডেভিড জিজ্ঞেস করল, "সে কি করেছে?"

পিয়নী—আমি তোমাকে সে কথা বলতে পারছি না।

ডেভিড আবার জিজ্ঞেস করতেই লজ্জায় তার গাল লাল হয়ে গেল, সে কাঁদতে কাঁদতে বলল, "আমি তাকে মেরেছি।" পাছে ডেভিড আরও কিছু খারাপ ভাবে তাই পিয়নী বলল, "আমি তার চুল ধরে তার মুখে মেরেছি।" ডেভিডের অত্যন্ত আনন্দ হোল, সে বলল, "আঃ, আমি যদি দেখতে পেতাম! আচ্ছা, আমি গিয়ে দেখে আসি মারের দাগ দেখতে পাওয়া যায় কিনা!" পিয়নী বলল, "না, যেয়ো না, আমাকে বিশ্বাস কর আমি যা বলছি সব সত্যি। সে আমার মুখে মুখ রেখেছিল—"

"তার মাকে অভিশাপ!" ডেভিড হঠাৎ বলে উঠল। পিয়নী তার ছোট তর্জনীটা ঠোঁটের উপর রাখল এবং জলভরা চোখে বলল, "আমি অপবিত্র হয়ে গেছি!" ডেভিড তাকে সান্ত্বনা না দিয়ে পারে কি করে? সে তার হাত পিয়নীর কাঁধের উপর রাখল এবং তার লাল নরম ঠোঁটের দিকে তাকাল। পিয়নী নিজের ঠোঁট থেকে আঙুল সরিয়ে নিয়ে ডেভিডকে বলল, "আমার ঠোঁট স্পর্শ কর এবং ইহাকে পবিত্র করে দাও।"

পিয়নী ডেভিডের দিকে একটু ঝুঁকে গেল এবং সেও অভিনয়ের ভঙ্গিতে মাথা নিচু করে এগিয়ে এসে পিয়নীর ঠোঁটের উপর নিজের ঠোঁট রাখল। ইতিপূর্বে সে কোনদিন কোন স্ত্রীলোকের মুখে চুম্বন করে নি। জীবনে প্রথম সে তার চিরপরিচিতা ছোট্ট পিয়নীকে চুম্বন করল। কিন্তু হঠাৎ তার ঠোঁট মিষ্টি এবং অদ্ভুত হয়ে গেল।

পিয়নী পেছনে সরে এল এবং তার স্বর দ্রুত এবং পরিষ্কার শোনাল। "তোমাকে ধন্যবাদ ডেভিড," পিয়নী বলল, "এখন আমি সব ভুলে যেতে পারি।" "ছোট মনিব, এখন বল, তোমার কুংচেনের তৃতীয়া কন্যার সঙ্গে দেখা হয়েছে কিনা?" এত দ্রুত তার পরিবর্তন হল যে, সে ভেবে পাচ্ছিল না, কি করে সব তাকে বোঝাবে। সব যেন নিজের মধ্যে গুলিয়ে যাচ্ছে। পিয়নী যে তার মধ্যে নতুন উদ্দীপনা সঞ্চার করেছিল, তা যেন সে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিল। কিছু বুঝতে না পেরে সে আবার মন্দিরের কথা ভাবতে লাগল এবং যা কিছু ঘটেছিল বা সে দেখেছিল সব সে পিয়নীকে সংক্ষেপে বলল।

পিয়নী—তুমি তাকে দেখেছ?

ডেভিড—হ্যাঁ, আমি তাকে দেখেছি, কিন্তু আগে তাকে আমি কিরূপ দেখেছিলাম ভুলে গিয়েছি।

পিয়নী—সে অত্যন্ত ছোট।

ডেভিড—খুব ছোট্ট একটা জিনিস, তোমার চেয়েও বড় নয়, তবে আমি স্ত্রীলোকই পছন্দ করি।

পিয়নী—তার চোখ আমার মতই বড়।

পিয়নীর প্রধান সৌন্দর্য্য তার চোখ। তার চোখের আকার ঠিক খোবানির মত। চোখের পাতা, সোজা, নরম এবং লম্বা তার কনীনিকা, সম্পূর্ণ কালো নয়, গাঢ় বাদামী। এই চোখের দিকে তাকিয়ে ডেভিড কুয়েলিনের চোখ মনে করতে পারল এবং যেহেতু সে তার খুব কাছেই ছিল সে বলল, "এমন সুন্দর চোখ আমি জীবনে দেখিনি। পিয়নী হাসি এবং অশ্রু চাপা দিতে মুখে রুমাল তুলে নিল। সে জিজ্ঞেস করল, "তুমি তার সঙ্গে কথা বলেছ?"

ডেভিড বলল, "হ্যাঁ, যখন সে আমার পাশ দিয়ে ভেতরের মন্দিরে গেল তখন সে আমাকে দেখেছে।"

"তুমি কিছু বললে?" পিয়নী জিজ্ঞেস করল।

"আমি তাকে দেখতে এসেছি বলে সে যেন আমায় ক্ষমা করে।" এইটুকু বলে ডেভিড অত্যন্ত গম্ভীরভাবে বলল, "পিয়নী, তুমি জান যে আমি সাধারণ লোকের মত বিয়ে করতে পারি না। আমি যদি লিহর বদলে তাকে নির্বাচন করি, তবে মা, পুরুত এবং বোধহয় বাবাও আঘাত পাবেন।"

পিয়নী শুধরে নিল, "তোমার বাবা শুধু তোমার কথাই ভাবেন।"

ডেভিড বলল, "আঃ, আমাদের জাতির মধ্যে স্ত্রীলোকের শক্তি পুরুষের চেয়ে

বেশী, তাই আমি ভেবে পাচ্ছি না, মা কি করবেন।" পিয়নী জিজ্ঞেস করল, "লিহ্ অন্তজনের কথা জানে কি?"

ডেভিড বলল, "না, তবে তাকে অনুতপ্ত মনে হয়, আমি তাকে ভাবতে যুক্তি দেখিয়েছি।"

পিয়নী এতক্ষণ ডেভিডের কাছে দাঁড়িয়েছিল, এখন তার সম্মুখে টেবিলের অপরধারে বসল। পিয়নী ভীত সন্ত্রস্তভাবে জিজ্ঞেস করল, তুমি লিহকে জানতে দিয়েছ যে, তুমি তাকে ভালবাস?" তারপরে আবার নিজে নিজেই বলল, "তাই বা কি করে হবে—তোমরা ত পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে কথাই বল না, আর পড়ার সময় শিক্ষক ত মাঝখানে থাকে, কথাই বা কি করে বলবে!"

ডেভিড অত্যন্ত লজ্জিতভাবে বলল, "একবার মাত্র পীচ ফুলের বাগানে তার সাথে দেখা হয়েছিল!"

"পীচ ফুলের বাগানে?" "তুমি কি করছিলে?"—পিয়নী জিজ্ঞেস করল। "এটা ক্যারাভান আসার পরের দিনের কথা—তখন আমরা সবাই কোন না কোন কারণে খুব উত্তেজিত।" ডেভিড অনেকক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে টেবিলে ঘুসি মেরে ভাবল, হয়ত সত্যি হতে পারে, বলল "যদি মা—।" সে আবার টেবিলে ঘুসি মারল। পিয়নী তাড়াতাড়ি তার সারানো ফ্যানটা নিয়ে চলে গেল, ডেভিড চেয়ারে হেলান দিল, তার চোখে ভীষণ উত্তেজনা, "আমি আমার মাকে বলব—।" পিয়নী কিন্তু বাঁকানো ফ্যানের মধ্য দিয়ে ডেভিডকে দেখতে লাগল, সে ফ্যানটাকে নাকের কাছে ধরেছিল কারণ সে চন্দন কাঠের গন্ধ খুব ভালবাসে। সে বলল, "তোমার মাকে কিছু বলার প্রয়োজন নেই, আমাকে বল না, আমি তোমার বাবাকে গিয়ে বলি তুমি কি অনুভব কর। এস আমি তোমার বিয়ের ঘটক হই।" পিয়নী বলল, "কিছুই বলবে না, যা বলা হয় না তা কখনো না বলা থাকে না, কেবল কথায় প্রকাশ করলেই কড়াকড়ি এসে যায় এবং দেখবে সে অত্যন্ত তিক্ততার সহিত তোমার বিরুদ্ধে যাবে।" ডেভিড বলল, "লিহ্ তিক্ত হবে?" "আঃ এইখানেই তো তুমি ভুল করছ! এইটাইত আমাকে আঘাত করে। সে খুব ভাল। তার নিজের জন্য—মায়ের জন্য নয়, আমি সর্বান্তঃকরণে তাকে ভালবাসতে পারতাম।" আমি তাকে ভালবাসতে পারতাম —সে যদি কেবল মাত্র একজন স্ত্রীলোক হত—কিন্তু সে অনেক বেশী।" সে পিয়নীকে নেহাৎ ছেলেমানুষ মনে করে, সে ভাবে, পিয়নী তার কথার অর্থ বোঝে না। কিন্তু পিয়নী সব কিছুই বোঝে এবং বোঝে বলেই সে চুপ করে

থাকে। লিহ্ একজন স্ত্রীলোকের চেয়ে বেশী। সে একটা জাতি, একটা কৃষ্টি এবং একটা অতীত—তাকে বিয়ে করার অর্থ আর সব কিছুর মধ্যে জড়িয়ে পড়া এবং সে ফিরে যাবে সেই অতীত যুগে। সে আর কোনদিন মুক্ত হতে পারবে না—সে প্রাচীনত্বের অংশ বিশেষ হয়ে পড়বে এবং তাকে তাদের সেই অতীত দুঃখবাহী প্রাণীর মত বিচরণ করতে হবে। কিন্তু পিয়নী তাকে এসব কথা বলেনি। তার পরিবর্তে সে পা নাচাল এবং হাততালি দিয়ে ছেলেমানুষির ভান করল। সে বলল, "আমি তোমার বাবাকে বলব।" ডেভিডের তরুণ মুখ বেদনায় কালো হয়ে গেল, সে একটু মুচকি হেসে বলল, "আমার বাবা আমার জন্য কি করবে?" "তাঁকেও এইরূপ ধরা হয়েছিল, যেমন আমাকে এখন ধরা হচ্ছে।" পিয়নী বলল, "আঃ, কিন্তু তাকে রক্ষা করার কেউ ছিল না। তার যৌবনে কোন অর্কিড ফুল ছিল না। সেই ছোট জিনিসটির কথা ভাব যে, তোমার কথা ভেবে বসে আছে। তুমি কি জান যে, সে তোমার কথা ভাবে? আঃ, হ্যাঁ, তুমি তা ভাব। তা হলে আমাকে তোমার বাবাকে বলতে দাও।" তার নরম সুর শুনে সে শেষ পর্য্যন্ত মাথা নাড়ল এবং পিয়নী তাড়াতাড়ি চলে গেল, পাছে ডেভিড আবার মত বদলে তাকে পেছন থেকে আরম্ভ করে। পিয়নী সোজা এজরার ঘরে চলে গেল এবং সে তাকে তার বাঁড চেয়ারের উপর নিদ্রিত দেখতে পেল। তার হাত পা ছড়ানো এবং পাকস্থলীর উপর একটা পাখা পড়ে আছে। সে নাকের শব্দ করছিল, কাজেই তাকে জাগানোর জন্য পিয়নী কিছু করতে পারল না। সে কাশল, গান করল এবং আস্তে আস্তে ডাকল। পিয়নী সুললিত কণ্ঠে বলল, "আমি দেখলাম, বুড়ো মনিব, যে দুষ্টুটা আপনার দাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়েছে, কিন্তু আপনাকে জাগাতে আমার ভয় হল।"

এজরা বিস্মিত হয়ে বলল, "এরূপ আমার পূর্বে কখনো হয় নি।" এজরা উঠে বসল, হাত পায়ে মোচড় দিল এবং মাথায় ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, "এর কি কোন অর্থ আছে?" আমি নিশ্চয়ই কোন জ্যোতিষীকে জিজ্ঞেস করব।" "ইহার অর্থ সৌভাগ্য, মনিব পিয়নী বলল। ঝিঁ ঝিঁ পোকা নিরাপদ ধনী গৃহেই আসে"—সে বলল। টেবিলে রাখা পাত্র থেকে সে এক পাত্র চা ঢালল এবং দু'হাত দিয়ে ধরে এজরাকে দিল, তার পরে মেঝেতে পড়ে থাকা হাত-পাখাটা কুড়িয়ে নিয়ে সে তাকে হাওয়া করতে লাগল। যখন সে একটু সুস্থ হল, তখন সে তার আর্জি পেশ করল।

"মনিব, আমি আমার একটা দোষ স্বীকার করতে এসেছি।" সে বলল।

এজরা বলল, "আরও একটা ?" সে তার কপাল, রগড়াল, হাত মটকাল এবং মৃদু হাসল।

"আমার ছোট মনিব—আপনার ছেলে মহাশয়—" বলে সে থেমে গেল। এজরা সঙ্গে সঙ্গে ভীত হয়ে পড়ল। তাকে খুব সুখী দেখাচ্ছিল। এটা কি সম্ভব যে, ডেভিড এত বোকা হয়েছে যে, সে তার ভালবাসার প্রতিদান দিতে চাইছে ? এতে বাড়ীতে মহা গণ্ডগোল উপস্থিত হবে। একটা ক্রীতদাসী ! ম্যাডাম এজরা কি করবে ?

পিয়নী তার চোখে আতঙ্কের ছায়া দেখতে পেল এবং একটু হাসতে চেষ্টা করল। সে জানত যে, এজরা কি ভাবছে এবং তার হৃদয় আন্দোলিত হচ্ছিল। এই সদাশয় মনিব যাকে সে পিতা ছাড়া কিছুই জানে না, সেও তাকে একটা সাধারণ ভৃত্য ছাড়া বেশী কিছু মনে করে না, তাদেরে এরা শুধু প্রয়োজনের সামগ্রী মনে করে, নিজেদের সুখ সুবিধার জন্য এদের প্রয়োজন আছে—এর বেশী কিছু নয়। পিয়নী মিষ্টি স্বরে বলল, "ভয় পাবেন না, আমাকে আপনার ছেলে ভালবাসে না।" একথা সে জেনেশুনেই বলেছে। এটা সম্ভব যে, ডেভিড তাকে ভালবাসতে পাবে। তার হৃদয় লিহকে অস্বীকার করেছে এবং কুয়েলিনের সঙ্গেও তার তেমন মেলামেশা হয়নি, বা তাকেও সে অন্তর থেকে গ্রহণ করে নি, এই মধ্যবর্ত্তী সময়ে সে পিয়নীকে ভালবাসলেও বাসতে পারত। কিন্তু সে অত্যন্ত জ্ঞানী। সে জানত যে, এ পরিবারে তাকে কোনদিন স্ত্রীর অধিকার দেওয়া হবে না এবং যদি দেওয়াও হয়, তবে ডেভিডের জীবনে কোন শান্তি থাকবে না। পিয়নী ডেভিডকে এত ভালবাসত যে, সে তাকে দুঃখী দেখতে চায় নি। এই বাড়ীর বধূ হওয়া তার ভাগ্যে নেই এটা সে ভাল করেই জানত। সে যেন একটি ছোট ইঁদুর যে, গর্ত্ত থেকে বেরিয়ে এসে রৌদ্রে একা একা নৃত্য করে। কাজেই সেও নিজের আনন্দ নিজেই উপভোগ করবে এই বিশাল আশ্রয়ের মধ্যে।

এজরা অত্যন্ত কর্কশভাবে বলল, "তবে কাকে আমার ছেলে ভালবাসে ?" পিয়নী মাথা তুলল এবং শিশুর মত সরলতার সহিত বলল, "কুং-এর তৃতীয় কন্যাকে সে এখনও ভালবাসে।" এজরা অন্যদিকে দৃষ্টি ফেরাল। কোন জবাব দিল না। সে বসে বসে দাড়িতে হাত বুলোতে লাগল, এটা ওটা ভাবতে লাগল কিন্তু কোথাও কোন আলোর সন্ধান পেল না। তার নিজের মধ্যেও এই ইচ্ছা ছিল। ছেলে নিজের সুখের জন্য যাকে পছন্দ তাকে বিয়ে করবে। আমি

নাওমিকে নিয়ে সুখী হই নি? হাঁ, সে সুখী হয়েছে। যখন তাদের বিয়ে হয়েছিল তখন সে যদি নাওমিকে ভালবাসতে না পারত, তবে কোন স্ত্রীলোককেই সে ভালবাসতে পারত না। না, সে জেডের ফুলকে তত ভালবাসতে পারত না যদি তার সঙ্গে নিজের পিতার প্রতি আনুগত্য দেখানো মিশে না থাকত। যদি ডেভিড পিয়নীকে বিয়ে করতে চাইত তবে সেও নিজের পিতার মত ছেলেকে গালি দিত, নিষেধ করত এবং শেষে সম্পত্তি ও ব্যবসা হাতছাড়া হওয়ার ভয় দেখাত। কিন্তু সেই বিখ্যাত ধনী ব্যবসায়ী কুং-এর মেয়েকে তো আর অবজ্ঞা করা যায় না। ধর্ম বিশ্বাস ছাড়া সে সব দিক থেকেই ডেভিডের সমকক্ষ হতে পারে। অনেক ইহুদী তো চীনা মেয়ে বিয়ে করেছে কিন্তু তাই বলে তারা তো ধর্ম ত্যাগ করেনি। সে ব্যাপারটা নাওমিকে বলবে।

এজরা ছিল এক ধরণের মানুষ যে যখন যেটা ভাবে তখনই সেটা সম্পন্ন করতে চায়। সে পিয়নীর কথা ভুলে গিয়ে ছেলের মায়ের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল, পিয়নী সেখানেই দাঁড়িয়ে হাঁ করে ভাবতে লাগল সে কাজটা কতদুর এগিয়ে দিয়েছে। সে কিছুদুর তার সঙ্গে গিয়ে দারুচিনি গাছটার পেছনে থেমে গেল। এজরা স্ত্রীর ঘরের কাছে এসে তাকে একটু উত্তপ্ত দেখতে পেল, সে ভাবল, বোধহয় সাংসারিক ব্যাপারে তার মেজাজ ভাল নেই। ম্যাডাম এজরা তার গৃহস্থালীর ব্যাপার পরিচালনায় খুব বিচক্ষণ—একটা ডিম চুরি যাওয়া বা একটা ডিস ভাঙ্গাকেও সে সহজভাবে নিত না। এজরা যখন ঘরে ঢুকল তখন সে উদাসভাবে তাকিয়ে আছে। সে জিজ্ঞেস করল, "তুমি আজ দোকানে যাওনি?" মৃদু হেসে ঘরে ঢুকে তার বিপরীত দিকে চেয়ারে বসতে বসতে সে বলল, "না, কাল অনেক রাত্রে ফিরেছি, তাই আর যাওয়া হয়নি।" কুংচেন আমাকে চাঁদ দেখতে নিমন্ত্রণ করেছিল, সে তার দুই ছেলেকে নিয়ে এসেছিল এবং ডেভিডও আমার সঙ্গে ছিল।" তোমাকে কিরূপ দেখাচ্ছে। তুমি ত সাল্‌ফারের মত হল্‌দে হয়ে গিয়েছ।" "না না, আমি বেশ ভালই আছি।" ম্যাডাম এজরা বলে চলল, "সে কি কথা! ঝাপসা দৃষ্টি, চুলগুলি কাকের বাসার মত—ডেভিডও কি বেশী মদ খেয়েছিল নাকি?"

এজরা বলল, "আমি তাকে আজ সকালে দেখিনি।"

একথা সেকথার পর এজরা সুরু করল, "আচ্ছা নাওমি, ছেলেকে নিজেকেই স্থির করতে দাও না।" সে ক্রুদ্ধ হয়ে বলল, "তুমি কি বলতে চাও আমি বুঝতে পারি না। এজরা বলে চলল, "সে লিহকে ভালবাসে না, যদি তাকে বিয়ে করে

তবে তোমাকে খুশী করার জন্য, তাতে উভয়ের কেউই সুখী হবে না।" ম্যাডাম এজরার সুন্দর মুখ লাল হয়ে উঠল। সে বলল, "ডেভিড স্ত্রীলোকের কিছুই জানে না, তোমাকে যখন বিয়ে করি তখন তুমি যেমন বোকা ছিলে, ডেভিডও সেইরূপই।" এজরা আস্তে আস্তে বলল, আমি আরও অনেক বোকা ছিলাম, আমি তোমার হাতে কাদার মত ছিলাম, প্রিয়ে।" তার রাগ পড়ছে না, সে বলল, "লিহ্ তাকে ভালবাসে।"

এজরা বলল, "তাহলে তার প্রতি আমার করুণা হয়।" "কেন? তোমার করুণা হবে কেন?" এজরার মুখের ভাব লক্ষ্য করার জন্য ম্যাডাম ফিরে তাকাল।

এজরা বলল, "আমি প্রকৃতপক্ষে আর কাউকেই ভালবাসিনি।" তাদের দৃষ্টি বিনিময় হল। অনেকবছর আগে এই ঘরে বসেই গর্বিতা সুন্দরী ম্যাডাম এজরা, নিজের ধর্ম বিশ্বাসে অনন্যা, একদিন এজরাকে এক ক্রীতদাসীর ঘরে লুকিয়ে ঢোকার জন্য তিরস্কার করেছিল। দু'জনেই অবশ্য বলবে যে তারা সে কথা ভুলে গেছে, কিন্তু কেহই ভোলেনি। ম্যাডাম এজরা বলল, "তুমি পিয়নীকে সন্দেহ করছ?" এজরা মাথা নাড়ল, "না, আমি ক্রীতদাসীর কথা বলছি না, আম কুংচেনের মেয়ের কথা বলছি।" ম্যাডাম এজিরা উঠে পড়ল, অনেকদিন আগে সে একবার যেমন উঠেছিল। বলল, "না, কিছুতেই তা আমি হতে দেব না। তুমি আবার তার কথা বলছ কেন?" কিন্তু এজরা এখন আর সেই প্রেমিক এজরা নেই। সে অনেক শক্ত সবল হয়েছে। এতদিন তার সঙ্গে বাস করায় এবং অবশেষে বাধ্য হয়ে ভালবাসায় সে এখন স্ত্রীর মতই চতুর হয়েছে। সে ধীরে ধীরে কিন্তু নিষ্ঠুরভাবে বলল, "আঃ, নাওমি, জীবন যে তোমার দয়ার উপর নির্ভর করে বসে নেই, এ কথা বোঝার বুদ্ধি তোমার কবে হবে?" এই কথা বলেই সে স্থান ত্যাগ করল। পিয়নী দারু গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে যা শুনেছে তাই নিয়ে ভাবছে। তার কি ডেভিডের কাছে গিয়ে তাকে বলা উচিত? কিন্তু এই বুড়ো-বুড়ীর পুরানো ঝগড়া ছাড়া সে আর কি-ই বা শুনেছে যে ডেভিডকে ঘটা করে বলবে? তার বরং অপেক্ষা করা উচিত। আগে ঝগড়া মিটে যাক, পরে ঈশ্বরের যা ইচ্ছে তা-ই হবে। সে তাড়াতাড়ি গাছের পেছন থেকে নিজের ঘরে চলে গেল।

ম্যাডাম এজরা লিহ্‌কে হতাশা সমুদ্রে নিক্ষেপ করেছে। যদিও সে এরূপ করতে চায়নি কিন্তু নিজেই ম্যাডাম এজরার রাগ দেখে মনে মনে অত্যন্ত ভীত

হল। যদি সে এই ভদ্রমহিলার স্নেহছায়া থেকে বঞ্চিত হয় তবে তার কি উপায় হবে! এ বাড়ীতে একমাত্র ম্যাডাম এজরাই তাকে ভালবাসত। সে ছিল তার মায়ের বন্ধু, লিহ কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না কি করে সে ম্যাডাম এজরার মনোরঞ্জন করবে। সে যদি আশ্রয়চ্যুত হয় তবে ত তাকে বাবার কাছে চলে যেতে হবে। সেখানে তার কিভাবে দিন কাটবে? তার বাবা আর কতদিনই বা বেঁচে থাকবে, তারপরে তার অবস্থা কি হবে? এ্যাড়ন ত তার অপদার্থ ভাই, সে নিজের ভালই বোঝে না,দিদির আর সে কি উপকারে আসবে! ম্যাডাম এজরার কথায় সে কোন জবাব দেয়নি বরং মাথা নত করে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। ম্যাডাম এজরা যখন চেঁচিয়ে বলল, "চলে যাও, আমি তোমার মুখ দেখতে চাইনা" তখন লিহ আস্তে আস্তে চলে গেল, কিন্তু কোথায় যাচ্ছে জানে না। ম্যাডাম এজরার বিরুদ্ধে তার কোন রাগ নেই। সে তার মনোবেদনা বুঝত, ম্যাডাম এজরাও যে হতাশ হয়ে পড়েছে তাও সে বোঝে। এই ইতরশালাই তাকে নিষ্ঠুর করেছে। মাডাম এজরা ডেভিডকে সকলের চেয়ে বেশী ভালবাসত। সে বোধহয় তার ঈশ্বরকেও তত ভালবাসতো না এবং এই জন্যই সে তার ছেলেকে স্বধর্মীয় লোকদের মধ্যে রাখতে চেয়েছিল। এই পৌত্তলিকদের দেশে ডেভিড যদি স্বধর্মে না থাকে তবে সে তার কোন কাজেই লাগবে না। তার স্বপ্ন ছিল যে, ডেভিড একদিন নেতা হবে এবং ইহুদীদের আবার স্বদেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। এই সকল কথাই লিহ জানত এবং এই জন্যই সে ম্যাডাম এজরার উপর রাগ করতে পারত না।

না, এটা ম্যাডাম এজরার দোষ নয়, এটা তারই দোষ। সেই তো ডেভিডকে হাত করতে পারে নি। ডেভিড তাকে ভালবাসে না কেন? সে ডেভিডকে ভালবাসতে তো চেষ্টা করেছে। সে টোরাও তো পড়েছে কিন্তু টোরার পাঠ নিতে নিতে সে কেবল ডেভিডের কথাই ভেবেছে। সে ডেভিডের কথা ভাবত এবং তাকে নিয়ে স্বপ্ন গড়ত কিন্তু ডেভিড তো কোন দিন তার দিকে একবার তাকিয়েও দেখে নি। লিহ তাদের জেহেভার কাছে প্রার্থনা করেছে। তাদের দেবতা—তাদের প্রকৃত ঈশ্বরের কাছে আগে সে অনেক প্রার্থনা করেছে, আবার ও সে করবে স্থির করে রেখেছিল। কাজেই বারান্দা দিয়ে চলতে চলতে তার যেন মনে হল, তার ঈশ্বর তাকে ডেভিডের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করতে নির্দেশ দিচ্ছে। সে ছেলে বেলা থেকেই ডেভিডকে ভালবাসত। তার কাছে এটা বড়ই আনন্দের যে, সে ডেভিডের স্ত্রী হবে।

ডেভিড বড় হওয়ার পর থেকে তার বাবার মহলে থাকত, সেখানে লিহ মাত্র কয়েকদিন গিয়েছে। স্ত্রীলোকদের পুরুষের মহলে যাওয়া নিষেধ ছিল কেবল ঝি চাকরাণীরা যেতে পারত। লিহ সেই নিষিদ্ধ পথে চলতে আরম্ভ করল। এই সময় ঝি চাকরাণীরা দুপুরের খাবার তৈরীতে ব্যস্ত থাকে, তাই কেউ লক্ষ্য করল না। কাজেই সে সকলের অজ্ঞাতসারে ডেভিডের ঘরের সামনে এসে উপস্থিত হল।

পিয়নী চলে যাওয়ার পরে ডেভিড টেবিলে বসেছিল। একবার সে উঠে গিয়ে একটা বই আনল, কিন্তু সে উহা পড়ল না। সে কুয়েলিনকে দেখে কয়েকটা পদ্য লিখেছিল কিন্তু ডেভিড নির্বাচন করতে পারে নি। সেগুলি নিছক প্রেমের কবিতা নয়, তার মধ্যে পুরুষের প্রেম ও কর্ত্তব্যের ইঙ্গিত ছিল। তবু সে বই পড়ার আগে কয়েকবার চিন্তা করল পুরুষের প্রেম ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে। এই সুন্দরী চীনা বালিকাকে বিয়ে করলে হয়ত সে কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হবে, তার স্ব-ধর্মীয় লোকেরা হয়ত তাই ভাববে, কিন্তু সে তাহলে বৃহত্তর মনুষ্য সমাজে মিশতে পারবে। যদি সে দূরে সরে থাকে তবে সে মুষ্টিমেয় কয়েকজনের ধর্মবিশ্বাসে আঁকড়ে পড়ে থাকবে, তাদের মতে সে হয়ত কর্ত্তব্যনিষ্ঠ বলে পরিচিত হতে পারবে। কিন্তু সেই সমুদ্রে মিশে গেলে সে কি হারিয়ে যাবে? কিছুই তো হারায় না, সে পুরুষানুক্রমে যা দেখে আসছে তাতে তার এই ধারণাই হয়েছে যে, দুনিয়ার কিছুই হারায় না। সমুদ্র শুধু গভীর থেকে গভীরতর হয় কিন্তু কিছুই বিনষ্ট হয় না, হারায় না। যখন ডেভিড এই সমস্যাসঙ্কুল পরিবেশে হাবুডুবু খাচ্ছে তখন লিহ এসে দরজার কাছে দাঁড়াল। ডেভিড তাকে দেখে অত্যন্ত বিস্মিত হল।

ডেভিড বলল, "তুমি কি আমাকে খুঁজছ?" যে মুহূর্ত্তে লিহ তাকে দেখল তখনই তার মন পরিষ্কার হয়ে গেল। আর তাদের মধ্যে কোন অস্পষ্টতা থাকতে পারে না, আত্মা আত্মার সহিত মিলিত হবেই। লিহ বলল, "হ্যাঁ, তোমার মা আজ সকালে আমাকে ডেকে তোমার জন্য আমাকে গালাগালি দিলেন।" ডেভিড বলল, "সেটা তার অন্যায়।" কিন্তু সে বুঝে উঠতে পারল না, ঠিক এই সময় তার আসার কারণ কি? এটা কি ঈশ্বরেরই নির্দেশ? ঈশ্বরই কি তাকে এই সঙ্কটজনক মুহূর্ত্তে পাঠিয়েছে? সে ঘরে ঢুকে যেখানে পিয়নী কিছুক্ষণ আগে বসেছিল সেখানে বসল। সে দেখল যে, লিহ কাঁদছে। তার চোখ বড় এবং পরিষ্কার, সে এত সুন্দর তবু ডেভিড তাকে ভালবাসতে পারছে না

কেন? ডেভিডের কি হৃদয় মন বলে কিছুই নেই? তার হৃদয় যেন থেমে গেল। সে আর কাউকে ভালবাসতে পারে না, অন্ততঃ লিহকে উপেক্ষা করে আর কাউকে ভালবাসা কি উচিত? তার মনের মধ্যে সিনাগগের শিলালিপি ভেসে উঠল।

"পূজা মানে ঈশ্বরকে সম্মান দেখানো এবং ন্যায়-নিষ্ঠা পূর্বপুরুষদের অনুসরণ। কিন্তু মানুষের মন পূজা এবং ন্যায়-নিষ্ঠা পূর্বেও ছিল।" এই প্রাচীন কথা তার মনে সাহসের সঞ্চার করল এবং ইহা সে ঈশ্বর ও মানুষের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে সাহসী হল। সে সোজাসুজি বলে দিলে, "মায়ের বিরক্তি সহ্য করবে না। সে আমাকেও যথেষ্ট বিরক্ত করে। আমি যখন বালক তখন থেকে আমার মনে হচ্ছে যে, আমি তাকে কিছুতেই খুশী করতে পারব না। আমি কখনও খুব ভাল ছিলাম না," এই বলে সে হাসতে লাগল। তার মনে হল লিহ এত ভাল এত উৎসাহপরায়ণ। লিহ বলল, "তোমার মা ঠিকই বলেছে। এটা আমারই দোষ—তোমারও কিছু দোষ আছে, ডেভিড।"

"আমি কি কোন অন্যায় করেছি?" ডেভিড হাল্কাভাবে বলল। তার মনে এখন মুক্ত হওয়ার প্রবল আকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধে সংগ্রাম। লিহ বলল, "তোমার মায়ের মত লোক এবং আমার বাবার মত লোক না থাকলে আমাদের জাতি কবে দুনিয়া থেকে লোপ পেয়ে যেত। আমরা প্রকৃত দেবতার সন্ধান পেতাম না। তারাই আমাদের আলাদা করে রেখেছে এবং একটা স্বকীয়তা প্রদান করেছে।"

ডেভিডের চোখ লিহর জোড়া করা হাতের দিকে পড়ল। সে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল তারপরে খুব আস্তে আস্তে বলল, "কিন্তু এটাও সত্য যে তাদেরই জন্য আমরা অন্য লোকেদের বিপক্ষে চলে যাচ্ছি। লিহ একথার অর্থ বুঝল না। ডেভিড বলল, "অন্যের পক্ষে ইহা বিশ্বাস করা শক্ত যে, আমরাই অন্য সকল লোকদের চেয়ে উৎকৃষ্ট। কিন্তু আমরা কিসে ভাল? আমরা ভাল ব্যবসায়ী. আমরা ধনী হচ্ছি, আমরা চতুর, আমরা গান করতে পারি, ছবি আঁকতে পারি, কাপড় বুনতে পারি এবং আমরা যখন ভাল করি তখন আমরা লোকের বিরাগভাজন হই এবং তারা আমাদের হত্যা করে। কেন? আমি নিজেকে শুধু এই প্রশ্নই জিজ্ঞেস করি এবং সমাধান খুঁজি।"

লিহ একথা বরদাস্ত করতে পারল না। "লোকেরা আমাদের ঘৃণা করে, কারণ তারা আমাদের ঈর্ষা করে। তারা ঈশ্বরকে জানতে চায় না। তারা

শয়তান এবং তারা ভাল হতে চায় না।" ডেভিড মাথা নাড়ল, আমরা বলি তারা খারাপ আর আমরা ভাল।" লিহ এই কথায় খুব আঘাত পেল, "ডেভিড তুমি কি করে টোরার উপদেশের ভুল অর্থ করলে? আমার বাবা কি তোমাকে বলেনি? আমরা ভাল শুধু এই কথাই বলা হয় নি। ঈশ্বর আমাদের নির্বাচন করে তাঁর ইচ্ছা আমাদের জানিয়েছেন। টোরা শুধু এই কথাই বলে। আমরা যদি ঘরে যাই তাহলে কারা সততাকে জীইয়ে রাখবে? তবে কি পৃথিবী শয়তানের রাজত্বে পরিণত হবে?" এই কথার জবাবে ডেভিড জোর দিয়ে বলল, "আমি কোন খারাপ পুরুষ বা স্ত্রী জানি না।" সে অত্যন্ত রেগে গেল এবং বলল আমার যদি কোন খারাপ লোকের নাম করতে হয় তো আমি তোমার ভাই এ্যাড়নের নাম করব।

এই বলে সে হৃদয়ে আঘাত করল। "তুমি—তুমি এই কথা বলতে পারলে, ডেভিড? তোমার এজন্য লজ্জিত হওয়া উচিত।" ডেভিড বলল, "যেহেতু সে তোমার ভাই?" লিহ বলল, "না—কারণ সে আমাদেরই একজন।" ডেভিড কর্কশভাবে হাসল এবং বলল, "তাহলে এতে প্রমাণ হচ্ছে আমি কি বলতে চাইছি। তোমার মধ্যে ন্যায়পরায়ণতা নেই, আমার মায়ের মধ্যেও নেই।

আমার কাছে সৎ লোক সৎ লোকই। সে ইহুদী হোক, আর না হোক।

লিহ জিজ্ঞেস করল, "এ্যাড়ন কি করেছে?" সে অত্যন্ত উত্তপ্তভাবে বলল, "সে কি করেছে তা আমি তোমাকে বলতে পারি না। তোমার কানে সেটা ভাল লাগবে না।" এই বলে সে বাঁশঝাড়ের দিকে তাকিয়ে রইল। লিহ বলল, "আমার ভাইয়ের সব কথাই আমি জানতে পারি।" তাহলে শোন, সে এক স্ত্রীলোকের সঙ্গে অভদ্র ব্যবহার করেছে।"

সে কোন কথা বলতে পারল না। বুদ্ধি দিয়ে সে আর জবাব খুঁজে পেল না। সে ডেভিডের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হল। সে জিজ্ঞেস করল, "কোন স্ত্রীলোক?" ডেভিড বলল, "আমি তোমাকে বলব না।" এমন সময় বাচ্চা কুকুরটা এসে ঘরে ঢুকল। লিহ জানত যে কুকুরটা সর্বদা পিয়নীর সঙ্গেই আসে। সে বলল, আমি জানি কোন স্ত্রীলোক। খুব সম্ভব পিয়নী।" ডেভিড কুকুরটাকে মনে মনে গালি দিতে লাগল। সে বলল, "হ্যাঁ পিয়নী।" "একটা বাড়ীর ক্রীতদাসী আর একজন এই বাড়ীর অতিথি।" উভয়ে উভয়ের দিকে কটমট করে তাকাচ্ছিল। কেহই নতি স্বীকার করবে না। লিহ চীৎকার করে বলল, "যদি অন্য স্ত্রীলোক হত, তুমি গ্রাহ্য করতে না।" তার এখন একটা মাত্রই

আকাঙ্ক্ষা হল সর্বশক্তি দিয়ে ডেভিডকে আঘাত করা এবং যে কথায় সবচেয়ে বেশী আঘাত লাগবে এইরূপ কথা সে খুঁজতে আরম্ভ করল। সে চেঁচিয়ে বলল, "আমি জানি, কেন তুমি আমায় চাওনা। পিয়নী তোমাকে খারাপ করে নষ্ট করে দিয়েছে। তুমি এখন মেরুদণ্ডহীন, পিয়নী তোমার আত্মাও চুরি করে নিয়েছে।" চেষ্টা করেও লিহ্ কান্না থামাতে পারল না, কেঁদেই ফেলল; এবং মনে মনে নিজেকে ঘৃণা করতে লাগল। হঠাৎ ডেভিডের রাগ কমে গেল। এই সুন্দরীর কান্না-কাটিতে তার অন্তর গলে গেল। সে বলল, "আমি পিয়নীকে ভালবাসি না, আমি এমন একজনকে ভালবাসি, যাকে তুমি দেখ নি।"

লিহর কান্না থেমে গেল। সে ডেভিডের দিকে তাকিয়ে রইল। তার ঠোঁট কাঁপছে, দৃষ্টি উদাস মন ভারাক্রান্ত। কথাটা যতই সে ভাবছে ততই তার মনে হচ্ছে যে তার শরী'রে যেন বিষ ঢুকে গিয়ে রক্তের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। তার মন যেন অন্ধকার হয়ে গেল। সে লাফিয়ে উঠে তরবারিটা নামিয়ে এনে টেবিলের উপর রাখল। তরবারির বাঁকানো ফলাটা ডেভিডের মাথায় আঘাত করল। সে মাথায় হাত দিয়ে রক্ত পড়া বুঝতে পারল, তার চোখ জ্বলে উঠল এবং সে পড়ে গেল। লিহ এক দৃষ্টে ডেভিডের দিকে তাকিয়ে রইল, তরবারিটা তখনও তার হাতের মধ্যে।

ছোট্ট কুকুরটা এতক্ষণ সবকিছু লক্ষ্য করে যাচ্ছিল, এখন প্রভুর রক্ত দেখে সে নিজের জিভের আগা দিয়ে রক্তের আস্বাদ করে মাথা তুলে চীৎকার আরম্ভ করল। কুকুরের চীৎকারে লিহর হাত থেকে তরবারিটা পড়ে গেল। সে নিজের পোষাকের আস্তিন দিয়ে ডেভিডের রক্ত মোছাতে মোছাতে বলল, "হায়, ভগবান! এ কি করে হল? আমি এখন কি করি?" সে ওখানে বসে বিলাপ করতে আরম্ভ করল। এদিকে ছোট কুকুরটা সমানে চীৎকার করেই চলেছে। পিয়নী কুকুরটার স্বর চিনত, তাকে না দেখলেই সে উহাকে খুঁজতে বেরোত। আঙিনা থেকে কুকুরের ডাক শুনে সে ডাক লক্ষ্য করে ডেভিডের ঘরে এসে উপস্থিত হল। খোলা দরজা দিয়ে পিয়নী দেখল যে, লিহ হাঁটু গেড়ে বসে বসে কাঁদছে এবং তার পাশে তরবারিটা পড়ে আছে। "হায় ঈশ্বর—সে কি করে নিজেকে নিজে আহত করল?" পিয়নী ভীত চীৎকার করে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। তখন লিহ উঠে পড়ল এবং তার সকল রক্ত তার মুখে এসে হাজির হল। সে বলল, "আমি ইহা করেছি।" তার স্বর গলায় আটকে যাচ্ছিল। "তুমি" বলে পিয়নী ভীত-সন্ত্রস্তভাবে লিহর দিকে তাকাল। সে বলল, "ওকে

বছানায় তুলে নিতে আমাকে সাহায্য কর এবং পরে গিয়ে ওর মাকে খবর দাও।" পিয়নী লিহকে আদেশ করে যাচ্ছে যেন সেই বাড়ীর বউ এবং লিহ তাদের ক্রীতদাস। দু'জনে ধরাধরি করে ডেভিডকে বিছানায় শুইয়ে দিল, ডেভিডের বালিশ রক্তে ভিজে গেল। লিহ চেঁচিয়ে বলল, "সে মরে গেছে।" পিয়নী, "না না সে মরেনি, তুমি ওকে আমার কাছে রেখে দিয়ে ওর মাকে খবর দাও।" লিহ কেঁদে ফেলল। সে বলল, "আমি পারব না, আমি পারব না।" পিয়নী ফিরে তাকিয়ে বলল, "আমি চলে গেলে সে যদি মরে যায়?" এ প্রশ্নের কি জবাব হবে? লিহ কাঁদতে কাঁদতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল এবং একটু থেমে সে ভাবতে লাগল, তরবারিটা ত এখনও পড়ে আছে। ইহা কুকুরটার পাশে মেঝেতে পড়ে আছে। কুকুরটা যেন সাক্ষীর মত উহাকে পাহারা দিয়ে যাচ্ছে। লিহ তরবারির পাশে দাঁড়াল, সে কুকুরের ডাক শুনতে পেল, সে আবার অপেক্ষা করল। পরবর্ত্তী মুহুর্ত্তে সে আবার কিসের শব্দ শুনতে পেল, সে দরজার পর্দার আড়ালে গিয়ে পড়ে গেল। লিহর ঘাড়ের অর্দ্ধেক রক্ত তার চুল ভিজে নদী বয়ে যাচ্ছে। তরবারিটা তার পাশে পড়ে আছে এবং ছোট কুকুরটা এক নাগাড়ে ডেকে চলেছে। পিয়নী বলল, "চুপ, ছোট কুকুর চুপ।"

লিহ অত্যন্ত রক্তক্ষরণের ফলে অজ্ঞান হয়ে পড়ল, এ ঘর থেকে পিয়নী লিহর পায়ের শব্দ না পেয়ে উদ্বিগ্ন মনে চলে এসে এইসব ব্যাপার দেখে অত্যন্ত ভীত হয়ে ওয়াংমার কাছে ছুটে গেল। কিন্তু সে ওয়াংমাকে দেখতে পেল না। সে দেখল যে, বুড়ো ওয়াং রোদে বসে পাকা তরমুজের অপূর্ব শৈত্য অনুভব করছে। পিয়নীকে দেখে প্রথমে সে একটু বিব্রত হল, কারণ পাছে পিয়নী তরমুজটা দেখে ফেলে এই ভয়ে সে শঙ্কিত ছিল। কিন্তু পিয়নীর তখন অন্যদিকে মন দেওয়ার সময় নেই, সে জিজ্ঞেস করল, "ওয়াংমা কোথায়?" "ওধারে বাঁশঝাড়ের নীচে ঘুমুচ্ছে।" সে ওয়াংমাকে ডেকে তুলে বলল যে, ইহুদী মেয়েটা ছোট মনিবের সঙ্গে ঝগড়া করেছে এবং ছোট মনিবকে তরবারি দিয়ে আঘাত করেছে, পরে নিজের গলায় মেরে দু'জনেই মরে গেছে। ওয়াংমা চেঁচিয়ে উঠল, "দু'জনই মরে গেছে?"

"না—শুধু সেই মেয়েটা।"

"বয়স্ক লোকেরা কেউ কি জানে না?"

"তুমি বলবে না আমিই বলে আসব?"

ওয়াংমা বলল, "তুমি গিয়ে তাদের বলে এস।"

সুতরাং পিয়নী ম্যাডাম এজরার কাছে আগে গেল। তাকেই আগে বলা দরকার, কিন্তু সে যখন দরজার দিকে আসছিল, এজরাও ছিল কাজে দু'জনকেই বলতে হবে। তার মুখ দেখে তারা ভয়ে চেঁচিয়ে উঠল, "তোমার কি হয়েছে?" পিয়নী কিছু বলতে পারল না, সে কেবল এজরা ও ম্যাডাম এজরাকে বলল, "আসুন, আপনারা দু'জনেই এসে দেখুন কি ব্যাপার হয়েছে!" সে কাঁদতে কাঁদতে যেখান থেকে এসেছিল সেখানেই চলে গেল, তারা দু'জনে একে অন্যের দিকে একবার তাকিয়ে পিয়নীর পিছন পিছন ছুটতে আরম্ভ করল।

পিয়নী বলল, না ডেভিডের কিছু হয় নি, ঐ মেয়েটা তরবারি নিয়ে নিজে নিজের গলা কেটেছে। বুড়ো ওয়াং এবং ওয়াংমা দু'জনে ধরাধরি করে লিহকে সেই ঘরে নিয়ে গেল যেখানে বসে পুরুত ডেভিডকে টোরা শেখাচ্ছিল। ওয়াংমা লিহকে শুইয়ে দিয়ে একটা পর্দা ছিঁড়ে তাকে ঢেকে দিল এবং সে যে ঘরে বসে গলা কেটেছিল সে ঘরের মেঝে জল দিয়ে ধুইয়ে পরিষ্কার করে দিল। ডেভিডের মাথায় পিয়নী আগেই তার কাঁচুলি ছিঁড়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিয়েছিল, এখন সে শুধু কষ্টে শ্বাস নিচ্ছিল।

ম্যাডাম এজরা ভয়ে পাগল হয়ে গিয়েছিল এবং কেবল নাম ধরে ডাকাডাকি করছিল, সাড়া না পেয়ে সে শুধু পিয়নীকে গালি দিচ্ছিল। এজরা বলল, "নাওমি ডাক্তার ডেকে পাঠাও।" ম্যাডাম এজরা চেঁচিয়ে বলল, "কেন আমাকে বলনি যে সে নিজে নিজেকে আঘাত করেছে?" পিয়নীর কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে সে তাকে গালি দিতে লাগল। অবশেষে এজরা এসে তাকে ছাড়িয়ে নিয়ে গেল। পিয়নী কিন্তু ম্যাডাম এজরাকে দোষ দিল না, কারণ সে বুঝেছিল যে, সে দুঃখে-শোকে পাগল হয়ে গিয়েছে, তার রাগ কমে গেলে সে আবার প্রকৃতিস্থ হবে এবং সব বুঝতে পারবে। এজরা বুড়ো ওয়াংকে একটা ডাক্তার ডাকতে বলল এবং ওয়াংমাকে বলল লতাগুল্ম সংগ্রহ করে আনতে। কাজে পিয়নীই একা একা সব ব্যাপার এজরা এবং ম্যাডাম এজরাকে বোঝাতে লাগল। পিয়নী অবশ্য দু'এক কথায় সব বুঝিয়ে দিতে পারল। এজরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত বলল, "কিন্তু তারা ঝগড়া করছিল কেন?" পিয়নী বলল, "আমি জানি না।" "আমি শুধু ডেভিডের কথাই ভাবছিলাম এবং আমি যখন তাকে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিচ্ছিলাম তখন লিহ নিজের গলায় তরবারির আঘাত করল।" ম্যাডাম এজরা ডুকরে কেঁদে উঠল, "কি সাংঘাতিক মেয়ে, যদি আমার ছেলেকেই মেরে ফেলত তবে কি হত!" এজরা বলল, "লিহ খারাপ মেয়ে ছিল না, হয়ত এমন কিছু হয়েছে

যাতে তার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল—এখন আর আমাদের ত জানবার কোন উপায় নেই আসল ব্যাপার কি?" ম্যাডাম এজরার কান্না হঠাৎ থেমে গেল। সে বলল, "আমি তাকে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারব না।" এজরা বলল, "যদি ডেভিড বেঁচে যায় তবু নয়?" সে বলল, সে ত তাকে হত্যা করতে চেষ্টা করেছিল। এমন সময় ডেভিড নড়েচড়ে চোখ খুলল। সে চোখ খুলে এর-ওর দিকে তাকাতে লাগল। সে আস্তে আস্তে বলল, "লিহ?" ম্যাডাম এজরা বলল, "চুপ।" কিন্তু সে কিছুই বলল না, তার স্বর কেঁপে কেঁপে যাচ্ছিল। ম্যাডাম এজরা আবার জোরে চেঁচিয়ে উঠে বলল, "চুপ।" এজরা কাছে এসে ডেভিডের হাত ধরে কি বলল। ওয়াংমা চা নিয়ে এল এবং পিয়নী চামচে করে ডেভিডকে খাওয়াতে লাগল। ডাক্তার এসে রোগী দেখল, তার নাড়ী পরীক্ষা করল এবং বলল, কিছুদিন সাবধানে রাখবেন। তার শুধু শরীরেই আঘাত লাগেনি তার মনেও আঘাত লেগেছে। ম্যাডাম এজরা জিজ্ঞেস করল, "আমরা কি করব?" "সব কিছুতে তাকে নিজের ইচ্ছেমত চলতে দেবেন—অন্ততঃ কিছুদিন এইরূপ করুন"—ডাক্তার বলল।

॥ ৮ ॥

ডেভিডের ঘুম ভাঙ্গল, সে বিছানার শুয়ে রইল। তখনও অন্ধকার, শুধু বিনের তেলের একটা প্রদীপ মশারির বাইরে জ্বলছিল মাত্র? কিন্তু সূর্যের আলো কেন?

সে আস্তে আস্তে ডাকল, "লিহ!" পিয়নী বাইরে বসেছিল। সে একটা টুলের উপর অস্বস্তিকর ভাবে বসেছিল, যাতে ঝিমিয়ে না পড়ে। ডেভিডের শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ ঠিকমত শুনতে পাওয়ার জন্য সে এইভাবে বসেছিল। সে পা টিপে টিপে বিছানার কাছে গেল, মশারি তুলল এবং ঝুঁকে পড়ে ডেভিডকে জিজ্ঞেস করল।

সে আবার বলল, "লিহ!" পিয়নী বলল, "লিহ ঘুমুচ্ছে।" সে তার রেশমী রুমাল নিয়ে মুখ এবং ঠোঁট মুছল। সে বলল, "আমি খুব দুর্বল বোধ করছি।" সে বলল, "তোমার খাদ্যের প্রয়োজন, শুয়ে থাক।" সে টেবিলের উপর একটা কাঠ কয়লার উনানের কাছে গেল এবং একটা পাত্র থেকে ভাতের ঝোল এবং লাল চিনি একটা পাত্রে মিশিয়ে বিছানার কাছে গিয়ে সস্নেহে ডেভিডকে বলল, "আমি তোমাকে খাওয়াব।" সে ভয় পাচ্ছিল, পাছে ডেভিড তাকে জিজ্ঞেস করে সে কি করে বিছানায় এসে শুয়েছে। কিন্তু ডেভিড জিজ্ঞেস করে নি। সে ধীরে ধীরে পান করছিল গরম মিষ্টি মিশ্রণ। লাল চিনি রক্ত তৈরীতে সাহায্য করবে। তার অনেক রক্তপাত হয়েছে। এজন্যই সে এত দুর্বল হয়ে পড়েছে। তার মাথায় খুব যন্ত্রণা হচ্ছিল, তার এখন মনে পড়ল, কেন তার এরূপ হয়েছে। লিহ তাকে তরবারি দিয়ে মাথায় আঘাত করেছিল। সে তার মধুর সৌন্দর্য্য দেখছিল, তার হাতে তরবারিটা ধরা ছিল। সে যতদিন বেঁচে থাকবে তার মনে থাকবে। কিছুতেই সে একটি কথাও ভুলবে না। সে ঘুমুচ্ছে! "আমার মাথা আমায় আঘাত করছে"—সে বলল। আবার টেবিলের কাছে গিয়ে পিয়নী বলল, আমি তোমাকে একটু আফিং দেব। পিয়নী আফিং-এর পিলটি উত্তপ্ত করে নরম করে ডেভিডের ঠোঁটে মাখিয়ে দিল। সে বলল, "ছোট মনিব, ইহার মধ্যে নিশ্বাস লও।" বার বার নিশ্বাস টানার ফলে তার মস্তিষ্কের রন্ধ্রগুলি বন্ধ হয়ে গেল। ব্যথা আস্তে আস্তে কমে গেল এবং স্বস্তি

পেয়ে সে দেখল পিয়নীর মুখের চতুর্দিকে আলোর রশ্মি। সে বলতে লাগল—কিরূপ দয়ালু—কিরূপ দয়ালু। পিয়নী ডেভিডের ঠোঁটে হাত দিয়ে তাকে শান্ত করল। সে পরিষ্কার করে বলল, "আমি তোমাকে ভালবাসি। আমি তোমাকে কোনদিন আঘাত করতে পারতাম না—আমি তোমাকে ভালবাসি। তুমি আমার কথা শুনছ?" সে আনন্দদায়ক নিদ্রালুতার মধ্যে ঢুলছিল, কাজেই মৃদু হাসল, কোন জবাব দিতে পারল না। সে মখমলের পেলবতার মধ্যে ডুবে গেল, সুগন্ধি আঘ্রাণ করল, গান শুনল, বার বার পিয়নীর মুখ দেখতে পেল—প্রেমে পরিপূর্ণ—এবং সে চোখ বুজল।

পিয়নী যখন নিশ্চিত হল যে ডেভিড ঘুমিয়েছে তখন সে তার নাড়ী দেখল—নাড়ী এখন আগের চেয়ে সতেজ। সে এখন নির্ভাবনায় কিছুক্ষণ তাকে ফেলে রেখে ম্যাডাম এজরাকে খবর দিতে গেল। ডেভিড উঠেছিল এবং খাবার খেয়েছে, আবার সে ঘুমুচ্ছে। সে চুপি চুপি অন্য ঘরে গিয়ে ওয়াংমাকে ডাকল। এজরা তাকে সারারাত ডেভিডের ঘরে থাকতে বলেছে পিয়নীকে সাহায্য করার জন্য। ঘুমুচ্ছে দেখে পিয়নী তাকে জাগাল না, কাউকে কিছু না বলেই সে চলে গেল। রাত্রে এই বাড়ী অদ্ভুত আকার ধারণ করে, নরম অন্ধকারে মিশে থাকে। সে একা একা এক মহল থেকে অন্য মহলে গেল। প্রত্যেক দরজায় একটা কাগজের লণ্ঠন ঝুলছিল এবং সে স্তিমিত আলো অনুসরণ করে চলছিল। সে যখন তার নিজের মহল পার হচ্ছিল তখন ছোট কুকুরটা তার পেছনে পেছনে এল। অবশেষে সে ম্যাডাম এজরার মহলে এসে হাজির হল, শোবার ঘরে একটা আলো জ্বলছিল এবং পিয়নী ভেতরে গেল। ম্যাডাম এজরা বালিশে হেলান দিয়ে ঘুমুচ্ছিল। সে বোধহয় ঘুমুচ্ছিল না, বোধহয় ক্লান্তি তাকে কাবু করেছিল। তার মাথা পেছন দিকে ফেরানো, তার মুখ ঈষৎ খোলা এবং সে গভীরভাবে নিশ্বাস ফেলছিল। পিয়নী মশারী সরিয়ে তাকে জাগাতে ভয় পেল। তবু সে ডাকল, "মহাশয়, কর্ত্রী।" প্রথমে সে আস্তে আস্তে ডাকল, পরে জোরে জোরে ডাকতে লাগল। ম্যাডাম এজরা ঢোক গিলে বলল, "এ্যাঁ।" পরে সে চোখ খুলে এদিক-ওদিক তাকিয়ে পিয়নীকে দেখে ভ্রুকুটি করল। পিয়নী হাতে তালি দিয়ে বলল, "ভাল সংবাদ—আমাদের ছোট মনিব উঠেছিল, খাবার খেয়ে আবার ঘুমুচ্ছে।" ম্যাডাম এজরা এবার যেন আশ্বস্ত হল। জিজ্ঞেস করল, "সে কি আমার কথা জিজ্ঞেস করল?" ছেলে মায়ের কথা জিজ্ঞেস করেনি এ কথাটা পিয়নীর বলতে ইচ্ছে করল না। সে বলল, তার এখনও ঠিক জ্ঞান

ফিরে আসেনি, খাবার খাইয়ে আফিং-এর প্রলেপ ঠোঁটে বুলিয়ে দিতেই সে আবার ঘুমিয়ে পড়ল। সে পিয়নীর কাছ থেকে হাত ছাড়িয়ে বলল, "সে লিহর নাম বলছিল?" "হ্যাঁ সে লিহর নাম করে ডাকছিল।" পিয়নী বলল, "আমি তাকে বললাম যে সে ঘুমুচ্ছে।" ম্যাডাম এজরা বালিশে হেলান দিয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। "আমি এখন ডেভিডের কাছে ফিরে যাই," বলে সে চলে গেল। ম্যাডাম এজরা তাকে বলল, "লিহ যে মারা গেছে সেটা ডেভিডকে বল না যেন।" পিয়নী প্রতিজ্ঞা করল এবং চলে গেল। মাঝখানে নিজের ঘরের কাছে থেমে কুকুরটাকে বেঁধে রাখল, কারণ সে ডেভিডের ঘুম ভাঙাতে পারে। ডেভিড পূর্বের মতই ঘুমুচ্ছে, পিয়নী ফিরে এসে দেখল। কিন্তু নিজেকে খুব ক্লান্ত বোধ করল সে। সে ভাবতে লাগল লিহর মৃত্যু সংবাদ সে কি করে লুকিয়ে রাখবে।

পিয়নীর মনে হল, দু'একদিন লিহর মৃত্যু সংবাদ লুকিয়ে রাখাও তার পক্ষে সম্ভব নয় কারণ ডেভিডের বিবেক এত পরিষ্কার যে, নিশ্চয়ই নিজেকে সে লিহর মৃত্যুর জন্য দায়ী করবে। কিন্তু লিহ ছাড়া আর কেউ এজন্য দায়ী নয়। একমাত্র দায়ী সে, আর তার ঈশ্বরপ্রেরিত আত্মা। কিন্তু কি করে তাকে একথা বিশ্বাস করানো যাবে পিয়নী ভেবে পাচ্ছে না। সে যদি ইহা বিশ্বাস না করে তবে সারাজীবন লিহর আত্মা তার উপর ভর করে থাকবে এবং সেও তার পূর্বপুরুষদের ন্যায় আজীবন দুঃখ করে যাবে। পিয়নী প্রতিজ্ঞাবদ্ধভাবে বলে "আমি তাকে বিভ্রান্ত করব। লিহর স্মৃতি সত্ত্বেও তাকে আনন্দ দিতে এবং সুখী করতে আমি চেষ্টা করব।" এইরূপ প্রতিজ্ঞা করতে করতে সে ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু কি করে সে লিহর মৃত্যু ডেভিডের কাছ থেকে লুকোবে? সকালে যখন জেগে উঠল সে কাউকে জিজ্ঞেস করল না সে কোথায় আছে, কিন্তু তার চোখ চিন্তাক্লিষ্ট। পিয়নী তাকে নড়তে অনুভব করল, সে উঠে ডেভিডের পরিচর্য্যা করছে, ভোর হতে না হতেই এজরা এসে হাজির হল, ম্যাডাম এজরা লেপের পোষাক পরে এসে উপস্থিত। ওয়াংমা, বুড়ো ওয়াং এবং চাকর চাকরাণীরা সকলে এসে তাদের ছোট মনিবের খবরের জন্য উদগ্রীব হয়ে বাইরে অপেক্ষা করছে। কিন্তু ডেভিড কাউকে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করল না। বুড়ো ডাক্তার আবার এসে রেশমি ব্যাণ্ডেজ খুলে ফেলে আবার ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিল এবং কালো প্লাস্টারটা দেখল। দেখে শুনে তার মনে হল সব দিক থেকেই ডেভিডের উন্নতি হচ্ছে। তাই সব চেয়ে ভাল রক্তের পুডিং-এর ব্যবস্থা করে

ডাক্তার চলে গেল। সে বলল, শূকরের রক্তই সব চেয়ে ভাল। এজরা নাওমির দিকে তাকিয়ে বলল, "আমরা শূকর খাই না, দাদা।" সে বুড়ো চীনা ডাক্তারকে বলল, "কিন্তু আমার ছেলের জীবনের জন্য যদি দরকার হয় তবে নিশ্চয়ই দিতে হবে।" "সে তরুণ এবং শক্তিশালী যুবক।" যদি আপত্তি না থাকে চিকেন ব্লাডেও চলবে। সুতরাং চিকেন রক্ত লিভারের পুডিংয়ে পুরে দেওয়া হল। লাল চালের ভাত স্পিনেজ মুলের এবং কাঁচা ডিমের সঙ্গে সিদ্ধ করে দেওয়ার ব্যবস্থা করল—ইহাতে ডেভিডের কমে যাওয়া রক্তের ক্ষয় পূরণ হল। তবু ডেভিড কাউকে লিহর কথা জিজ্ঞেস করল না। কিন্তু দিনের পর দিন যতই সে শক্তিশালী হয়ে উঠেছে ততই একটা শব্দ তার কানে আসছে। চুপি চুপি একটা পায়ের শব্দ আসে, আর চলে যায়। একদিন সে পুরুতের কণ্ঠস্বর চীৎকারের ভঙ্গিতে শুনতে পেল। সন্ধ্যার দিকে সে ছুতোরের হাতুড়ীর ঘায়ের শব্দ শুনতে পেল। তার মা ও বাবা তার সঙ্গেই ছিল এবং পিয়নী কাঠ কয়লার উনানে জল গরম করছিল। ডেভিড বলল, "মা।" ম্যাডাম এজরা যে চেয়ারে বসেছিল তা থেকে উঠে ডেভিডের বিছানার কাছে গেল।

ম্যাডাম এজরা বলল, "কি বাবা।" তার স্বর এত বিষাদমিশ্রিত এবং নমনীয় যে, অত্যন্ত অদ্ভুত শোনাল।

ডেভিড পরিষ্কার করে বলল, "লিহ কোথায়?" ম্যাডাম এজরা এজরার দিকে তাকাল। সে টেবিলের কাছে তার পাশেই বসে বসে এক হাতের উপর আর হাত রাখছিল। সে বলল, "নাওমি আমাদের বলে দেওয়াই ভাল।" ডেভিড চেঁচিয়ে বলল, "তুমি কি লিহকে শাস্তি দিয়েছ মা, এটা কিন্তু খুব অন্যায় হবে।" ম্যাডাম এজরা বলল, "ঈশ্বর তাকে শাস্তি দিয়েছে বাবা।" হঠাৎ সে কাঁদতে আরম্ভ করল। এই লম্বা চওড়া শক্ত সে স্ত্রীলোকটি, যে চিরদিন নিজের ইচ্ছামত চলেছে, আজ কেন সে নিজেকে এত অসহায় মনে করে কাঁদছে—ভেবে পাওয়া খুব শক্ত। সে আর কিছু বলতে পারল না, ঘর থেকে উঠে চলে গেল এবং এজরা তার অনুসরণ করল। একমাত্র পিয়নী ঘরে থেকে গেল। এখন পিয়নীকেই সব কথা ডেভিডকে বলতে হবে। সে আস্তে আস্তে ডেভিডের কাছে গেল এবং খুব ধীরে ধীরে বলল, "আমি যখন রেশমি রুমাল দিয়ে তোমার রক্ত মুছে দিচ্ছিলাম তখন লিহ পাশের ঘরে গিয়ে তরবারি দিয়ে নিজের গলা কেটেছে এবং তাতেই সে মরে গিয়েছে।"

ডেভিড চোখ বুজল। তার মনে আছে এই ধারাল তরবারির ফলা

ক্যারাভ্যানের পুটুলির শক্ত কাপড় ভেদ করে বেরিয়ে পড়েছিল। ফলাটা লিহর মাংসের মধ্যে ঢুকে যেতেও সে দেখেছিল। হঠাৎ সে অসুস্থ হয়ে পড়ল। পিয়নী তাড়াতাড়ি চীৎকার করে তার মুখের নীচে লেপ রাখল।

পিয়নী কেঁদে বলল, "সে মরে গিয়েও তোমাকে আঘাত করে।"

ডেভিড আবার অস্থির হয়ে বালিশের উপর পড়ে গেল, টেনে টেনে শ্বাস নিতে নিতে সে বলল, "চুপ।" "তোমরা কিছুই বুঝতে পার না।"

এ কথাগুলি যেন পিয়নীর হৃদয়ে পাথরের মত আঘাত করছিল। সে কোন জবাব দিল না। বাস্তবিক সে কথা বলতে পারছিল না। কেচে দেওয়ার জন্য সে লেপটা নিয়ে গেল এবং ফিরে এসে ডেভিডের ঘরে ঢোকবার পূর্বে সে দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে জামার আস্তিন দিয়ে চোখ মুছল। পরে সে এদিকে ঘুরে যেখানে ছুতোর মিস্ত্রি তার কাজ শেষ করে রেখেছে, সেদিক দিয়ে এল। ভারী কর্পূর কাঠের শবাধার তৈরী হয়েছে এবং তার ঢাকাটা দেয়ালের সঙ্গে দাঁড় করানো রয়েছে। চাকরেরা ইতিমধ্যেই লিহর দেহটা শবাধারের মধ্যে রেখে দিয়ে নিজেদের কর্তব্য শেষ করে রেখেছে। পিয়নী কিছুই করেনি, ওয়াংমাও কিছু করেনি। নীচের ঝিরাই সব কাজ করছে, এখন একজন মাত্র ঝি বাকি আছে যে, একটি মোম জ্বালিয়ে মৃত বালিকার আত্মাকে পথ দেখাবে। "আমি তার ঘাড় ঢেকে দিয়েছি"—ঝি চুপিচুপি বলল। সে ক্ষতস্থানের উপরে একটা রেশমি কাপড়ের গুচ্ছ নিক্ষেপ করেছিল।

পিয়নী গিয়ে লিহর দিকে তাকাল। শরীরের সব রক্ত ঝরে গিয়ে লিহর মুখ এখন অস্বাভাবিক রূপ নিয়েছে—মনে হয় কোন সাদা পদার্থ দিয়ে মুখখানা তৈরী হয়েছে। তার চোখ কোটরগত এবং লম্বা কালো চোখের পাতা এখন গালের উপর ঘন ছায়া ফেলেছে। ফ্যাকাশে কপাল থেকে তার চুল এলিয়ে পড়েছিল, তার ঠোঁট এখন স্থির এবং শক্ত। দোরগোড়ায় কে যেন হুঁচোট খেল, পিয়নী তাকাল। পুরুত তার লাঠি ভর করে এসেছে। অপরিচিত মাটিতে সে হাত ছড়িয়ে চলছিল। সে অত্যন্ত দুর্বলপূর্ণ কণ্ঠে বলছিল, "কেউ আমাকে আমার সন্তানের কাছে নিয়ে যাবে কি?" তখন পিয়নী ছুটে গিয়ে তাকে ধরে এনে বসাল। মনে হচ্ছিল, সে যেন লিহর মুখ দেখতে চায়। সে বলল, "আমি আমার সন্তানের মুখ দেখতে পাচ্ছি। আমি তাকে তার মায়ের সাথে দেখতে পাচ্ছি। তার মা তাকে নরক থেকে নিয়ে যেতে এসেছে, সে তাকে জেহোভার কাছে নিয়ে যাবে এবং যতক্ষণ সে না শোনে ততক্ষণ সে চেঁচাবে।" আপন

মনে বিড় বিড় করে পুরুত বলে চলল, সে তার বুক চাপড়াবে এবং কাঁদবে। মায়ের কান্নায় জেহোভা সাড়া দেবে। লিহ, আমার মা, ঈশ্বর সব হৃদয় অনুসন্ধান করেন এবং সকল চিন্তার কল্পনা তিনি বোঝেন, তুমি যদি তাঁকে খোঁজ, তিনি নিশ্চয়ই ধরা দেবেন।"

এই বুড়ো পুরোহিত একা একা মৃতা মেয়ের সঙ্গে এমনভাবে কথা বলছিল, যে ছোট দাসীটা ভীতা হয়ে উঠে গেল, কেবল পিয়নী সেখানে বসে রইল। সে ভীতা হলেও বৃদ্ধ পিতার প্রতি অনুকম্পা দেখিয়ে বলল, "আসুন মাষ্টার মশাই, এখন এসে বিশ্রাম করুন," বলে সে পুরুতের জামার আস্তিন ধরে টানতে লাগল। তবে কণ্ঠস্বর শুনে পুরুত বড় বড় চোখ করে তার দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি কে মা ?"

পিয়নী অত্যন্ত ভীত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। এই লম্বা বুড়ো লোকটা তাকে যেন ভীতি বিহ্বল করে ফেলেছে। সে তার কণ্ঠস্বর আরও বাড়িয়ে বলল, "ঈশ্বর বুদ্ধি দিয়ে স্ত্রীলোক সৃষ্টি করলেন। কিন্তু তাকে বিবেচনা দিলেন না। যেখানে ধ্বংস সেখানেই সে আছে। বৃদ্ধ বাহু প্রসারিত করে পিয়নীকে ধরতে চেষ্টা করল, পিয়নী ভয়ে পালিয়ে গেল। পুরুত তার পলায়মান পদধ্বনি শুনতে পেল। সে শুনল এবং একপ্রকার ধূর্ত্ত হাসি তার মুখে খেলে বেড়াতে লাগল।" সে বলল, "পালিয়ে যাও, আমার কাছ থেকে পালিয়ে যাও, ওহে অসাম্যের কর্মীদল।" সে চোখ তুলল এবং বিজয়ীর আত্মপ্রসাদ লাভ করল যেন। পরে সে নিঃশ্বাস ফেলে কোনক্রমে ঘরে প্রবেশ করতে পারল। পরে অজ্ঞাতসারেই সে শবাধারের কাছে এসে উপস্থিত হল এবং শবাধার স্পর্শ করল।

সে লিহর পা, হাঁটু এবং প্রাণহীন দেহ স্পর্শ করল। মোমবাতি দেখে সে উহা মাটিতে ফেলে দিল। সে আস্তে আস্তে তার গলার ক্ষত অনুভব করল এবং তার ঠাণ্ডা পা স্পর্শ করল। লিহ নিজের গলায় নিজে তরবারি চালিয়েছিল। এজরা তাতে বলল যে সে আগে জানত না এখন সে জানতে পেরেছে। সে পাথরের মেঝের উপর অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল, কাজেই অনেক পরে তাকে সবাই দেখতে পেয়েছে, যখন স্ত্রীলোকেরা চুন দিয়ে শাবাধার পূর্ণ করতে এসেছিল এবং মিস্ত্রী শবাধারের ঢাকা আটকাতে এসেছিল তখনই সকলে তাকে দেখতে পেল। স্ত্রীলোকেরা তাকে তুলে একটা সোফায় বসিয়ে দিয়ে এজরা ও ম্যাডাম এজরাকে খবর দিতে গেল।

ম্যাডাম এজরা আদেশ করল, "এ্যাড্রনকে আনা হোক।" কিন্তু এ্যাড্রনকে

কোথাও পাওয়া গেল না। রাচেল বলল, সে গতরাত্রে বাড়ী আসেনি। অবশেষে ম্যাডাম এজ্রার আদেশেই পুরুতকে নিয়ে বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হল। ম্যাডাম এজ্রাই সর্ব প্রথম বুঝতে পারল, আবার নতুন বিপদ কি উপস্থিত হয়েছে। বুড়ো পুরুত আবার ফিরে এসেছে। সে তার ঠোঁটে এবং গলায় এমন শব্দ করছে যেন মনে হচ্ছে সে কোন অদৃশ্য শক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করছে। ওয়াংমা কতক্ষণ দেখে ছুটে গিয়ে ম্যাডাম এজ্রাকে খবর দিল। সে যখন এসে ঘরে ঢুকল, পুরুতের দৃষ্টিহীন চোখ তখন একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। ম্যাডাম এজ্রা বলল, "বাবা আমি এসেছি।" কিন্তু তার দৃষ্টিহীন চোখ শুধু তাকিয়েই রইল। ওয়াংমা ভয়ে চেঁচিয়ে উঠল, "কর্ত্রী তার আত্মা চলে গিয়েছে।" বোধহয় তাই। কয়েকদিন ধরে পুরুত কোন কথাই বলল না। সে সোফায় শুয়ে থাকে, খাবার খায়, কিন্তু নীরবে পড়ে থাকে। প্রার্থনার সময়ও সে কথা বলে না। হঠাৎ একদিন সে মুখ খুলল, বোধহয় সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারেই। তার আত্মা চিরদিনের জন্যই চলে গিয়েছিল। সে কাউকেই আর চিনতে পারে না। সে শুধু শিহর ছেলেবেলার কথা মনে করতে পারে যখন তার মা তার কাছে ছিল। এইরূপে পুরুত মারা যাওয়ার পূর্বেই স্বর্গারোহণ করলেন। এজ্রা অত্যন্ত দয়া দেখিয়ে তার চাকরদের বলেছিল, "পুরুতের জন্যও একটা স্থান নির্বাচন কর, তবে সে যতদিন বেঁচে থাকবে আমি তার যত্ন নেব।" সে নিজের সততার কথা চিন্তা না করেই ইহা বলেছিল, কিন্তু ম্যাডাম এজ্রার হৃদয় অভিভূত হয়েছিল। সে বলল, "তুমি এত ভাল এজ্রা, আমার ইচ্ছা হয় তোমার প্রতি আরও ভাল ব্যবহার করি।" সে স্বামীর কাছে নত হয়ে তার হাত ধরে নিজের হাতের মধ্যে নিল। এজ্রা স্ত্রীর হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বলল, তুমি ত খুব ভাল ব্যবহারই করছ প্রিয়ে।" "না, আমি অনেক সময় তোমার সহিত দুর্ব্যবহার করেছি।" "হ্যাঁ, অনেকবার আমি তোমাকে একথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছি।" ম্যাডাম এজ্রা বলল, "আমি আরও ভাল হব।" "খুব বেশী ভাল হতে চেষ্টা করবে না প্রিয়ে," এজ্রা কৌতুক করে বলল। "তা নাহলে আমি তোমার সমকক্ষ হব কি করে?" "তুমি ভাল—তুমি অত্যন্ত ভাল।" বলতে বলতে এজ্রা নাওমিকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। "এখন নাওমি আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমাদের ছেলে বেঁচে গেছে, আমাদের তাকে যত্ন করতে হবে, তাকে সুখী করতে হবে, তার জীবনকে সার্থক করে তুলতে হবে। এই সংসারে আবার শিশুর আগমন হবে এবং আমরা অতীত ভুলে যাব!" সে ভবিষ্যতের দিকে চোখ রেখে কথা

বলছিল। "হ্যাঁ, এজরা, তুমি ঠিকই বলেছ।" এইরূপ আত্মনিবেদনে এজরা যেন ভীত হয়ে পড়ল। তার ভয় হতে লাগল হয়ত তেজস্বিনী ম্যাডাম এজরা অসুস্থ হয়ে পড়বে। তার মনে হল যে, নাওমির সমস্ত পরিকল্পনা বানচাল হয়ে গেছে তাই সে এত মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে পড়েছে এবং হয়ত এর জন্য সে অসুস্থও হয়ে পড়তে পারে। তার মনে হল যে, ম্যাডাম এজরা সাময়িকভাবে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছে। এজরা যখন ম্যাডাম এজরাকে নিয়ে গিয়ে তার ঘরে চেয়ারে বসিয়ে দিল তখন সে দস্তুর মত কাঁপছিল। "আমাদের ছেলেকে নিয়ে কি করব—এই প্রশ্নটা বার বার ম্যাডাম এজরাকে বিব্রত করছিল যখন সে দেখল যে, লিহ মরে গিয়েছে।" এজরা অবশ্য এইসব শোক দুঃখের উর্দ্ধে উঠে দাঁড়িয়েছিল এবং জীবনে এই প্রথমই সে অনুভব করল যে, সে ম্যাডাম এজরার প্রভু। এই স্ত্রী-লোকটিকে সে যথেষ্টই ভালবাসত এবং আজ সে উপলব্ধি করল সেও তাকে কম ভালবাসে না। সে স্ত্রীর নরম হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে নানারূপে আদর করতে লাগল। সে বলল, "এখন আমরা শুধু আমাদের ছেলের সুখের কথা ও মঙ্গলের কথাই চিন্তা করব। আমরা আমাদের ছেলের বিয়ে যত শীঘ্র সম্ভব দেব।" ম্যাডাম এজরা তার আর্দ্র চোখ তুলে জিজ্ঞেস করল, "তুমি কি বলছ—তুমি কি বলতে চাইছ আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।" এজরা মাথা নাড়ল। সে বলল, "যে সুন্দরী মেয়েটিকে ডেভিড ভালবাসে আমি তার কথাই বলছি।"

আমি কুংচেনের মেয়ের কথা বলছি। আমি তার বাবার কাছে গিয়ে দিন স্থির করব এবং আমি আবার এ বাড়ীতে আনন্দ ফিরিয়ে আনব।

"কিন্তু লিহ"—ম্যাডাম এজরা আরম্ভ করল।

এজরা এত তাড়াতাড়ি বলল যেন সে সবকিছুই ঠিক করে ফেলেছে। "আগামীকাল লিহকে কবরস্থ করা হবে, আমরা একমাস শোকপালন করব এবং ইতিমধ্যে ডেভিড ভাল হয়ে উঠবে।" ম্যাডাম এজরা এর উত্তর খুঁজে পেল না। একমাস। সে মাথা নত করে হাত সরিয়ে নিল। এজরা আরও একমুহূর্ত অপেক্ষা করে জিজ্ঞেস করল "তুমি রাজী আছ ত প্রিয়ে?" ম্যাডাম এজরা মাথা নাড়ল। "হ্যাঁ, আমি রাজি।" তার স্বর ক্লান্ত, সে আর বিদ্রোহ করে না। এজরা নত হয়ে তার গালে চুম্বন করে একটা কথাও না বলে চলে গেল।

লিহকে কবরস্থ করার দিনে খুব বৃষ্টি হচ্ছিল এবং এজরা ডেভিডকে বিছানা ছেড়ে উঠতে নিষেধ করেছিল। এতে তার অত্যন্ত দুঃখ হল কারণ, ডেভিড

শপথ করেছিল যে, সে উঠে দাঁড়াবেই। মৃতা লিহ ডেভিডের চিন্তার উপর যে প্রভাব বিস্তার করেছে, জীবিতা লিহ কিন্তু তা করতে পারে নি। সে নিজের অসীম দোষ দেখতে পেল, সেদিন যদি সে আরও ধৈর্য্য ধরতে পারত তবে লিহ অবিবেচকের মত আত্মহত্যা করে বসত না। আজ তার মনে হচ্ছে যে, তার লিহর শবানুগমন করা উচিত। কিন্তু এজরা তা শুনবে না। ডেভিড তার বাবার মুখের ভাব এবং তার স্থির সঙ্কল্পের শক্তিতে বিস্ময় বোধ করল। ডেভিড ভেবেছিল যে, তার মা তার পক্ষ সমর্থন করবে কিন্তু সে যা বলল, তাতে সে আরও বিস্মিত হল। সে বলল, "বৎস, তোমার বাবার কথা মেনে চলো।" যখন এজরা এবং ম্যাডাম এজরা উভয়ে একত্রিত হয়ে ডেভিডের বিরুদ্ধে কথা বলল, তখন আর কিছু না পেয়ে সে যে ঘরে লিহর বদ্ধ করা শবাধার পড়ে আছে সে ঘরে চলে গেল। সেখানে সে একটা চাকরের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল এবং পিয়নী দাঁড়িয়ে থেকে দেখতে লাগল সে অজ্ঞান হয়ে না পড়ে। সে পরিত্যক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত পিয়নী অপেক্ষা করল। বাহকেরা শবাধার তুলল এবং শোকযাত্রীরা অনুসরণ করল। পুরুত উপস্থিত ছিল, কিন্তু এ্যাড়ন তাদের মধ্যে ছিল না। এজরা বলল, "এই সকল অশান্তির শেষ হলে আমরা এ্যাড়নকে খুঁজে ফিরিয়ে আনব।" সে ম্যাডাম এজরাকে এই কথা বলল।

ডেভিড দুঃখিত মনে শবযাত্রা নিরীক্ষণ করছিল। যতদূর দেখা যায় ডেভিড তাকিয়ে রইল, পরে সে নিজের বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল।

শহরের বাইরে পাহাড়ের উপরে ইহুদীদের জন্য নির্দিষ্ট কবরখানায় লিহকে মাটির মধ্যে প্রোথিত করা হল। তার মায়ের কবর পাশেই ছিল। পুরুত এজরা এবং ম্যাডাম এজরার মাঝখানে দাঁড়িয়েছিল। শরতের ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় সে রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে হাসছিল। কিন্তু এজরা কথা বলতেই তার হাসি থেমে গেল। এজরা পুরুতের কানের কাছে চেঁচিয়ে বলল, "বাবা, প্রার্থনা করুন।" বুড়ো পুরুত মুখ উপরের দিকে তুলল। সে বলল, "সূর্য্যালোক কি উত্তপ্ত!" একটু পরে সে প্রার্থনা আরম্ভ করল: "হে পিতঃ স্বর্গ থেকে আমাদের দিকে তাকাও, তোমার পবিত্রতার বসতি থেকে, তোমার গৌরব থেকে তুমি আমাদের প্রতি কৃপা দৃষ্টি বর্ষণ কর। অবিসংবাদী রূপে তুমি আমাদের পিতা—(যদিও আব্রাহাম ইহা জানে না এবং ইজরায়েল আমাদের স্বীকার করে না) হে পিতঃ তোমার নাম অমর, আমরা তোমার এবং তুমি আমাদেরই"……পরে পুরুত কল্পনা করে যে, সে যেন সিনাগগে রয়েছে এবং অভ্যাসবশতঃ সে তার হস্ত

প্রসারিত করে বলে, "প্রভু জেহোভা, একমাত্র প্রকৃত ঈশ্বর। তুমি আমাদের দিকে তাকাও।"

চারিদিকে পথিকের ভিড় জমে গিয়েছে, সকলে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখে, শবাধার বাহক চীনারা হতবুদ্ধি হয়ে বুড়ো পুরোহিতকে লক্ষ্য করে। পুরুত কোনরূপ চিন্তাভাবনা না করেই তার মৃত সন্তানের জন্য প্রার্থনা করছিল। এজরা দাঁড়িয়ে দেখছিল এবং ম্যাডাম এজরা অশ্রু বিসর্জ্জন করছিল। যখন কবর দেওয়া সমাপ্ত হয়ে গেল, পুরুত এজরা ও ম্যাডাম এজরাকে নিয়ে বাড়ী চলে গেল।

॥ ৯ ॥

নবম চান্দ্রমাসে যখন গরম চলে গিয়েছে কিন্তু শীত তখনও এসে পৌঁছয়নি, তখন ডেভিডের বিয়ের দিন স্থির হল। লিহর মৃত্যুর তেত্রিশতম দিন, তার কবরের উপরের ঘাসের চাপড়া তখনও সবুজ।

ডেভিড যেদিন প্রথম লিহর কবর দেখতে গেল সে সেইরূপই দেখল। ডেভিড বিয়ের কথা নীরবে শুনল, কোন কথা বলল না। সে শুনল যে, বিয়ের কথা পাকা হয়েছে এবং উপহার আদান-প্রদানও হয়ে গিয়েছে। অবশেষে এজরা জিজ্ঞেস করল "বাবা, এতে কি তুমি সুখী নও?" ডেভিড বলেছিল "হ্যাঁ বাবা, তুমি এবং মা সুখী হয়ে থাকলেই আমি সুখী।" ডেভিডের ক্ষত সেরে গিয়েছিল, কিন্তু তার কপালের উপর একটা দাগ ছিল—এটা আরও কিছুদিন থাকবে। তার মাংসে জোড়া লাগলেও উৎসাহে জোড়া লাগে নি। দিনের অধিকাংশ সময়ই সে অন্যমনস্ক থাকে এবং রাত্রেও ভাল ঘুমুতে পারে না। ভাল খাদ্যের প্রতি এখনও তার স্পৃহা জন্মে নি। এই সব কিছুই পিয়নী লক্ষ্য করে কিন্তু কিছু বলে না। সে ডেভিডের আগে যেমন পরিচর্য্যা করত এখনও সেইরূপই করে যাচ্ছে, ম্যাডাম এজরাও এখন আর কিছু বারণ করে না। এজরা উদ্বিগ্নভাবে বলে, "বল বাবা, কি করলে তুমি সুখী হবে!" সে তার গরম হাত ডেভিডের হাতের উপর রাখল, ডেভিড পিতার স্পর্শে সঙ্কুচিত হল, পিতাকে অত্যন্ত অন্তরঙ্গ এবং অত্যুৎসাহী মনে হল তার। তার শক্তি তার পিতার ভালবাসার সমতুল ছিল না। ডেভিড বলল, "আমি নিশ্চয়ই বিয়ে করব।" "তোমার বেশী......" "না আমি নিশ্চয়ই করব।" এজরা বলল, "তুমি যদি কুং-এর এই কন্যাকে ভাল না বাস, তবে বিয়ে করার প্রয়োজন নেই। ডেভিড বলল, "আমি বোধহয় এখন পর্য্যন্ত কাউকেই ভালবাসি না।" ডেভিড মৃদু হেসে বলেছিল। এজরা ইহাতে অত্যন্ত বিব্রত হল। সে আবার বসে পড়ে। "আমি ত শুনেছিলাম তুমি কুং-এর এই মেয়েকে কবিতা লিখতে।

ডেভিড বলল, "হ্যাঁ লিখেছিলাম কিন্তু লিহ আসার আগে।" এজরা বলল, "তুমি কি লিহর জন্য শোক করেছ?" অনেকক্ষণ ভেবে ডেভিড বলল, "না, শোক করিনি কারণ আমি ভাবি লিহ মারা যায় নি।" এজরার ঘরে বসে কথা হচ্ছিল। এজরা ডেভিডকে ডেকে পাঠিয়েছিল তাদের বাগদান যে পাকা

হয়েছে তা বলে দেবার জন্য। ডেভিডের কথা শুনে এজরার গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠল। সে জিজ্ঞেস করল, "তুমি কি লিহকে বিয়ে করতে ?" ডেভিড বলল, "না বাবা, সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত, কিন্তু লিহ বেঁচে থাকলে আমি হয়ত অপর এই মেয়েটিকে বেশী আনন্দের সহিত বিয়ে করতে পারতাম।" "তুমি আমার কথা বুঝতে পারছ, বাবা ?" এজরা মাথা নাড়ল, যদিও ইহা বুঝতে পারা তার শক্তির বাইরে।

ডেভিড খুব নরম সুরে বলল, "বাবা কেন আমি তোমাকে যন্ত্রণা দেব ? আমি বিয়ে করব এবং আমার ছেলে মেয়ে হবে, আমি তাদের নিয়ে সংসার করব। বিয়ের পরে আমি আবার দোকানে ফিরে যাব এবং সব আবার আগের মত চলবে, হয়ত বেশ ভালভাবেই চলবে।" সে উঠল এবং নত হয়ে পিতাকে প্রণাম করে বেরিয়ে গেল। এজরা অনেকক্ষণ বসে বসে চিন্তা করল, তারপরে উঠে দোকানে চলে গেল। সারাদিন তার খুব খারাপ লাগল, মেজাজও খুব খারাপই রইল সারাদিন।

ডেভিড অত্যন্ত চঞ্চল হল এবং সে পিয়নীর কাছে এত অসহ্য বোধ হল যে, সে ডেভিডকে শান্ত করার চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে নিজের সেলাই নিয়ে বসল। এটা এক ধরণের এমব্রয়ডারি কিন্তু আজ সে রেশমের উপর সূচিকর্ম করছিল না। সে আজ এক টুকরো সাদা লিনেনের উপর কাজ করছিল, যেটা পায়ের তলার আকারে কাটা ছিল।

ডেভিড পিয়নীর এই সূচীকর্ম লক্ষ্য করছিল। তার ছোট আঙ্গুলগুলি একবার নীচে একবার উপরে আবার ভেতরে নড়াচড়া করছিল। কতক্ষণ দেখার পরে ডেভিড জিজ্ঞেস করল, সে কি করছে ?

পিয়নী বলল, "বিছানায় শুয়ে থাকায় তোমার পা অত্যন্ত নরম হয়ে গেছে, তোমার চাকরাণীরা যে মোজা তৈরী করে তাতে তোমার পা কেটে যেতে পারে তাই তোমার জন্য নরম মোজা তৈরী করছি, যাতে তোমার পায়ের চামড়া কেটে না যায়। সে একথার জবাব না দিলেও সে তার দিকে অলসভাবে তাকিয়ে রইল। হঠাৎ সে বলে উঠল, "পিয়নী, আমার বিয়ে হচ্ছে।" সে একবার চোখ তুলে তার দিকে তাকাল, তার পরে আবার চোখ নত করে সেলাইয়ে মন দিল। বলল, "আমি জানি।" সে জিজ্ঞেস করল, "তুমি আমার উপর সন্তুষ্ট ?" "আমার পক্ষে তো সন্তুষ্ট হওয়া বা না হওয়ার কোন ব্যাপার নেই।" সে আস্তে আস্তে বলল।

সে বলল, "তুমি এখানে থাকবে যেমন বরাবর থাকতে।" পিয়নী বলল, "তোমাকে ধন্যবাদ, ছোট মনিব।" ডেভিড ইহাতে ভ্রূক্ষেপ না করে বলল, "আমার মনে হয়, একদিন তুমি বিয়ে করতে চাইবে।" পিয়নী বলল, "আমি যখন চাইব তখন তোমাকে বলব।" এই সময় তার আঙুলগুলি আরও দ্রুত চলছিল। সে জানত যে, ডেভিড তার কথা ভাবছে না, কিন্তু পরে সে কি বলবে সে জন্য পিয়নী প্রস্তুত ছিল না। সে বলল, "আমার ইচ্ছা হয় গিয়ে দেখতে কোথায় লিহকে কবরস্থ করা হয়েছে।" সে সেলাই রেখে তার দিকে তাকাল। সে বলল, "আজ কেন যেতে চাইছ? মৃত্যুকে জীবনের সহিত জড়ানো দুর্ভাগ্যজনক।" সে বলল, "আমি গিয়ে তার কবর দেখলে জানব যে, সে মরে গেছে।"

পিয়নী কারণ দেখিয়ে বলল, "কিন্তু তুমি জান যে, লিহ মৃত।" "আমি তাকে দেখতে পাচ্ছি," ডেভিড বলে।

যে ঘরে তারা বসেছিল, সেই ঘরেই লিহ মারা গেছে, পিয়নীর ইহা স্মরণ আছে, কিন্তু সে আর সেটা মনে আনতে চায় না। সে অনেকবার চিন্তা করেছে যে, ডেভিডের ঘর এই বাড়ী থেকে অন্য কোথাও সরানো দরকার। আগে সে গুরুতর অসুস্থ থাকায় তাকে সরানোর উপায় ছিল না, কিন্তু এখন সে বলছে যে, ছেলেবেলা থেকে এই ঘরে সে থাকে এবং এই ঘরকে সে এত ভালবাসে যে, ছেড়ে যেতে তাব মন সরে না। পিয়নী ভাবছে যে, ম্যাডাম এজরাকে বলে ডেভিডের বিবাহিত জীবনে তাকে অন্য ঘরে থাকতে দিয়ে এই ঘর বন্ধ করে রাখা উচিত বা আগন্তুকদের জন্য রেখে দেওয়া উচিত।

সে কাপড় ভাঁজ করে হাতির দাঁতের বাক্সে রাখল। এই বাক্সেই সে সেলাইয়ের জিনিস রাখে। সে বলল, "তুমি যদি কবর দেখতে যাও আমিও তোমার সঙ্গে যাব।"

সে জিজ্ঞেস করল, "এখন?" পিয়নী "আচ্ছা" বলে রাজি হয়ে গেল। পরে এই শান্ত শরতের দিনে ডেভিড খচ্চরের গাড়ী চড়ে কবরখানায় গেল। নদী তীর থেকে বেশী দূরে নয় অথচ এই স্থানটি বেশ মনোরম এবং সিনাগগের প্রায় খুব কাছেই। শহরের বাইরে অবস্থিত এই কবর খানায় লিহকে সমাহিত করা হয়েছে। স্থানটা ডেভিডের বিশেষ পরিচিত। তার পূর্ব পুরুষদেরও এখানেই সমাধিস্থ করা হয়েছে। কবরগুলি চীনা কবরের মতই লম্বা এবং নির্দেশক পাথরগুলি খুব ছোট। পিয়নী তাকে লিহর কবরের কাছে নিয়ে গেল, কারণ সে-ই জানত কোথায় লিহর কবর। যদিও পিয়নী কবর দেওয়ার সময় আসে নি

কারণ ডেভিডের জন্ম বাড়ীতে ছিল, তবু সে ওয়্যাংমার কাছে শুনেছে যে লিহর কবর তার মায়ের কবরের পাশে। পিয়নী ও ডেভিড লিহর কবরের কাছে গেল এবং ডেভিড একটা কোটের উপর বসল যে কোটটা পিয়নী ভাঁজ করে ঘাসের উপর পেতে দিয়েছিল। স্থানটা নির্জন, বাতাস ভিজা, ধূসর আকাশের নীচে বেশ মনোরম। তাদের চারিদিকে লম্বা লম্বা স্মৃতিসৌধগুলি দাঁড়িয়ে ছিল, কিন্তু ডেভিডের দৃষ্টি লিহর কবরের দিকে। ঘাসের চাপড়ার নীচে মাটি নরম ছিল এবং ঘাসের বেশ শিকড় গজিয়েছিল। ঘাসের উপরে দু'একটা বুনো ফুলও ফুটেছিল। ডেভিড অবশেষে বলল, "আমি অনুভব করতে পারিনা যে, লিহ ওখানে ঘুমিয়ে আছে।" পিয়নী বলল, "হ্যাঁ, সে সেখানেই আছে।"

ডেভিড পিয়নীকে জিজ্ঞেস করল, "তুমি প্রেতাত্মায় বিশ্বাস কর?" পিয়নী বলল, "আমি প্রেতাত্মার কথা ভাবি না।" সে থামল এবং ডেভিডের গালে হাত বুলিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করল, "তোমার কি শীত পাচ্ছে?" সে মাথা নাড়ল এবং বলল, "আমাকে একটু একলা থাকতে দাও।" পিয়নী বলল, "না, আমি তোমাকে একলা থাকতে দেব না। তোমার সঙ্গে থাকা আমার কর্ত্তব্য কারণ তোমার কোন অনিষ্ট হলে আমার উপর দোষ পড়বে।" সুতরাং সে তার পাশে দাঁড়িয়ে রইল, একটি ছোট সোজা আকৃতি কবরের দিকে তাকিয়ে থাকল যেন, কিন্তু তার চোখ কবর ছাড়িয়ে অনেক দূর পর্য্যন্ত প্রসারিত হল। নীচু দেওয়ালের বাইরে গ্রাম ও মাঠ, তার পরে নদী, নদীতে কত নৌকো পাল তুলে যাচ্ছে। সে জানত না, ডেভিডের মনে কি আছে কিন্তু সে ডেভিডকে লিহর প্রেতাত্মার কাছে ছেড়ে দেবে না। সে প্রেতাত্মায় বিশ্বাস করত এবং সে জানত যে মৃতের আত্মা সর্বদা জীবিতের পাশে পাশে ঘোরাঘুরি করে। সে তার সমস্ত আত্মিক সত্বা দিয়ে লিহর প্রেতাত্মাকে রুখবে। সে নীরবে বলল, "কবরের মধ্যে থাক। তুমি ডেভিডকে হারিয়েছ, কিন্তু এখন আর তুমি তার ক্ষতি করো না।" পিয়নী লিহর সকল স্মৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করল। অবশেষে ডেভিড দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল, "সে মৃত।" পিয়নী বলল, "আমি তোমায় কোট পরিয়ে দিচ্ছি। তোমার মাংস ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে।"

সে কাঁপতে কাঁপতে বলল, "আমার বড্ড শীত পাচ্ছে—চল আমরা তাড়াতাড়ি বাড়ি যাই।" পিয়নী তাড়াতাড়ি তাকে খচ্চরের গাড়ীতে তুলে দিল এবং অমসৃণ পাথরের রাস্তা দিয়ে তাদের গাড়ী দ্রুত চলে বাড়ীর গেটের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। পিয়নী তাড়াতাড়ি ডেভিডকে নামিয়ে নিয়ে তার পায়ের

তলায় একটা গরম পাথর এনে দিল এবং তাকে এক গ্লাস গরম ঝোল খেতে দিল। ডেভিডের ঘুম না আসা পর্য্যন্ত পিয়নী তার বিছানার পাশে বসে রইল। পরে পিয়নী ম্যাডাম এজরাকে সব কথা বলল এবং ডেভিডের শোবার ঘর পরিবর্ত্তনের কথাও বলল, ম্যাডাম এজরা তার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "এখন তো ডেভিড কবর দেখে এসেছে, এখন আর সে অতীত কথা ভেবে কষ্ট পাবে না। এখন সে ভবিষ্যতের কথাই চিন্তা করবে।" জীবনে এই প্রথমবার পিয়নী ম্যাডাম এজরার মুখে এইরূপ কথা শুনতে পেল। এই ভদ্রমহিলার কাছে অতীতই চিরদিন প্রিয় ছিল, আজ তার মুখে ভবিষ্যতের কথা শুনে তার উপর পিয়নীর খুব মায়া হল, সে ম্যাডাম এজরাকে বলল, "আমার প্রিয়কর্ত্রী, আমি প্রতিজ্ঞা করে বলছি যে, ভবিষ্যত আপনার খুব ভাল হবে।" ম্যাডাম এজরা মাথা নাড়ল এবং তার চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। সে বলল, "যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা হয় তবে হতে পারে।" পিয়নী নত হয়ে ম্যাডাম এজরাকে নমস্কার করল কিন্তু তার কথার কোন জবাব দিল না। কিন্তু নিজের শোবার ঘরের দিকে যেতে যেতে সে ভাবল যে, মানুষের সুখ দুঃখের ব্যাপারে দেবতাদের তেমন কিছু করণীয় নেই। ডেভিডের বিয়ের দিন ঘনিয়ে এল। প্রথম শীতের পরিষ্কার দিনে ডেভিডের বিয়ের দিন স্থির হয়েছে। কুংচেনের নির্দেশেই জ্যোতিষী দিন স্থির করেছিল ছেলে-মেয়ে উভয়েরই কুষ্টি বিচার করে। ডেভিডের স্বাস্থের দিন দিন উন্নতি হচ্ছে, তার মনেও আনন্দের ছোঁওয়া, কুংচেনের সুন্দরী কন্যা স্ত্রী হতে যাচ্ছে। পিয়নী সেদিন খুব ভোরে উঠেছে। ডেভিডও খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে তিনবার স্নান করেছে। সে নতুন পোষাক চেয়েছিল এবং এই পোষাকগুলি সব হলদে রেশমের, কিন্তু এখন ডেভিড বলছে যে, হলদে পোষাকে তাকে কালো দেখায়—হাল্কা সবুজ রঙের পোষাকে তাকে ভাল মানাবে। ইহাতে পিয়নীর ধৈর্য্য চ্যুতি হল। সে বলল, "তুমিই তো হলদে পোষাকের কথাই বলেছিলে?" সে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়ে বলল, তুমি আগে যদি আমাকে বলতে তবে আমি ব্যবস্থা করতে পারতাম, এখন আর সময় নেই। অগত্যা সে হলদে পোষাকই পরল এবং তাতেই খুশী হল। ডেভিড এ দিনে সব চীনা পোষাক পরতে চেয়েছিল। সে একটা কালো সাটিনের টুপি পরল। ডেভিড পোষাক পরে পিয়নীর সম্মুখে দাঁড়াল এবং পিয়নী তার বেশভূষা পরীক্ষা করতে লাগল। ডেভিডের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে পিয়নীর চোখে জল এল। ডেভিড জিজ্ঞেস করল, "তুমি কাঁদছ কেন,

পিয়নী?" পিয়নী ডেভিডের গালে গাল লাগিয়ে দাঁড়িয়ে রইল, পরে হেসে ডেভিডের বাহু বন্ধন থেকে সরে গিয়ে বলল, "তুমি খুব সুন্দর! তোমার কলার সোজা করে দিচ্ছি দাঁড়াও।" পিয়নী বলল, ডেভিড আমি জানি তুমি খুব সুখী হবে, আমার অন্তর তাই বলছে।" ডেভিড পাল্টা প্রশ্ন করে, "কিন্তু তুমি কি সুখী, পিয়নী?"

পিয়নী গম্ভীর হয়ে বলল, আমিও সুখী কারণ আমি জানি যে, আমি এই বাড়ীতে চিরকাল থাকব—চিরকাল, যতদিন না আমার মৃত্যু হয়। এই কথা বলে সে একটা দোয়েল পাখীর মত পালিয়ে গেল।

ডেভিড ভাবে পিয়নী কি সত্যই তাকে ভালবাসে? হয়ত সত্যিই ভালবাসে? হয়ত এত ভালবাসে যতটা ডেভিড কল্পনাও করতে পারে না। একটা জিনিস ডেভিড বরাবরই লক্ষ্য করেছে যে, পিয়নী ডেভিডের জন্য সব কিছু করতে প্রস্তুত! একটা ক্রীতদাসী যে এত ভালবাসতে পারে তা সত্যিই বিস্ময়ের বিষয়। নিজের সমস্ত স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে মনিবের জন্য আত্ম বলিদান জগতে খুব বিরল না হলেও খুব পর্যাপ্তও নয়। আবার সবক্ষেত্রে নিঃস্বার্থও নয়। কিন্তু পিয়নীর সব কিছুই যেন আলাদা—সে সব কিছুর ঊর্দ্ধে। সে ডেভিডকে প্রাণ দিয়েই ভালবাসে কিন্তু প্রতিদানে কিছু প্রত্যাশা করে না। সে নিজের ভাগ্যকে নিয়েই খুশী, নিজের অধিকারের বাইরে সে কখনো পা বাড়াতে চেষ্টাও করে না। ডেভিড মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে, সে পিয়নীর প্রতি আরও সদয় ব্যবহার করবে, সে তার সুখ সুবিধার প্রতি আরও একটু নজর দেবে।

কিছুক্ষণের মধ্যে ডেভিড দেখতে পেল যে, তার বাবা মা বিয়ের উৎসবের পোষাকে সুসজ্জিত হয়ে তার ঘরের দিকে এগিয়ে আসছে। ম্যাডাম এজরার চক্ষু কোটর গত এবং তা থেকে জল গড়িয়ে পড়ছে। এজরা কথা বলল। সে ছেলেকে জিজ্ঞেস করল, "বাবা, তুমি সন্তুষ্ট তো?" ডেভিড ধীরে ধীরে বলল, "হ্যাঁ সন্তুষ্ট।"

ম্যাডাম এজরা চেয়েছিল লিহ তার পুত্রবধূ হবে। তার এই আকাঙ্ক্ষার মূলে দু'টো কারণ ছিল—একটা লিহ ইহুদী পুরুতের মেয়ে, তার শরীরে জেহোভার পবিত্র রক্ত, দ্বিতীয় কারণ লিহর মাকে ম্যাডাম এজরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে, সে তার মেয়েকে পুত্রবধূ করবে। অবশ্য প্রতিশ্রুতি রক্ষার চেয়েও তার বেশী উৎসাহ ছিল লিহর পবিত্র রক্তের প্রতি। কিন্তু লিহ আত্মহত্যা করে ম্যাডাম এজরার সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা ধূলিসাৎ করে দিল। তার পরেও ম্যাডাম এজরা

এদিক-ওদিক খোঁজাখুঁজি করেছিল একটি ইহুদী মেয়ে পেলে তাকে অনায়াসে লিহর গ যখন পাওয়া গেল না তখন এজরা কুং ফেলল—যদিও ম্যাডাম এজরার এই পে বসাতে মোটেই ইচ্ছে ছিল না। ডেভি সকলে হলঘরে গিয়ে অপেক্ষা করতে ওয়াংমা, ঝি-চাকরেরা এবং নীচের সারির সব জানালা দরজা দিয়ে উঁকি মেরে অপেক্ষা করছিল।

ঝি-চাকরদের কেবল জল্পনা-কল্পনা— ব্যবহার করবে। তাদের অবশ্য চিন্তা এ সংশ্লিষ্ট। কারণ তাদের নতুন মনিব তাদের জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠবে। ত এই সব নানা জল্পনা কল্পনার মধ্যে সহরের সবচেয়ে সুন্দরী মেয়ে। অবশ্য নতুন কনে দেখার পূর্ব্বে তার সম্বন্ধে বিশেষ করে তার সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে।

ঠিক দুপুরবেলা কনের শিবিকা এসে লাল পর্দা দিয়ে ঘেরা, পরের অপেক্ষাকৃ পেছনে খচ্চর গাড়ী করে কণের বাড়ীর হয়েছে। কনের পাল্কিটা আঙিনা থেকে যেখানে পিয়নী ও ওয়াংমা ছিল গাড়ী থেকে নামল। পিয়নী অমু কনেকে হাত ধরে নামিয়ে নিতে এল নামতেই উপস্থিত সকলে সোল্লাসে "আঃ, যা শুনেছিলাম সবই ত সত্য। বোধহয় সকলের কথাই শুনছিল, কি এক হাত পিয়নীর হাতে অপর হাত "আস্তে আস্তে যাবে দিদিমনি।" গদিটা পরীক্ষা করে দেখল যথেষ্ট নর

ইহুদী মেয়ের জন্য—কারণ একটি য়ানাভিষিক্ত করা যেত। কিন্তু তা চনের মেয়ের সঙ্গেই বিবাহ স্থির করে াত্তলিকের মেয়েকে পুত্রবধূর আসনে ড বাবা মাকে প্রণাম করল এবং তারা লাগল। অপর একটি ঘরে পিয়নী, ঝি-চাকরেরা অপেক্ষা করছিল। তারা মেরে দেখছিল আবার ঘরে গিয়ে বসে

—এজরার পুত্রবধূ তাদের সঙ্গে কিরূপ কটাই এবং এই চিন্তাই তাদের স্বার্থ- যদি তাদের প্রতি দুর্ব্যবহার করে তবে ত রা কি করে এজরার বাড়ীতে কাটাবে? গুজব রটে গেল যে, ডেভিডের স্ত্রী নাকি এইসব গুজবের কোন মানে হয় না কারণ । অনেক কিছুই রঙচঙা গুজব শোনা যায়

। সদর দরজায় থামল। ইহা আগাগোড়া ত ক্ষুদ্র পাল্কীতে চুমা এসেছিল এবং তাদের লোকজন এবং ঝি-চাকরেরা এসে হাজির র মধ্যে বহন করে নেওয়া হল এবং সেখান সেখানে নিয়ে যাওয়া হল। চুমা আগে য় বিনয় করে কনের পাল্কির পর্দা সরিয়ে । পিয়নীর হাত ধরে কনে পাল্কি থেকে হৈচৈ করে উঠল। 'আঃ, সে কি সুন্দর!" কি বড় চোখ। কি সুন্দর ছোট পা!" কনে ন্তু কারুর কোন কথায় সাড়া দিল না। কনে চুমার হাতে দিয়ে নেমে এল। চুমা বলল, চুমা তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে কনের চেয়ারের ম আছে কিনা। তারপরে অত্যন্ত মেজাজের

সহিত বলল, "চা কোথায়? আমার দিদি
পাতা ছাড়া পছন্দ করেন না!" কিন্তু গি
কনে কিছুক্ষণ বসেই উৎসুক হয়ে উঠে পিয়নী
ঘর?" সেখানে স্ত্রীলোকেরাই শুধু রয়েছে
ওদিক ঘোরাঘুরি করতে লাগল আর এ
বলল "চুপ, চুপ, কনেদের কথা বলতে নেই
মেয়ে!" কনে বলল, "আমি কথা বলব
থাকলে কথা বলতে নেই, স্ত্রীলোকের সামনে

তার কথায় সকলে হেসে উঠল, সে
পিয়নীকে কাছে পেয়ে সে বলল, "তুমি
আনন্দিত। তুমি আমার চেয়ে বয়সে ব
"আমার বয়স আঠারো, মহাশয়া।" কনে
হাততালি দিয়ে উঠল। তারপরে সে পিয়
বল, তার মা কি অদ্ভুত?" পিয়নী ঘাড় নাড়
চাপতে ইঙ্গিত করল।

"কিন্তু তিনি ত বিদেশী?" কুয়েলিন বলল

"হ্যাঁ, কিন্তু আগে যেমন ছিলেন এখন
ম্যাডাম এজরার অনেক পরিবর্তন হয়েছে।
এবং কখনো নিজের ইচ্ছা আগে প্রকাশ করেন
তার মধ্যের অনেক কিছুই মরে গিয়েছে। অনে
ঠিক বুঝতে পারে। এখন আঙ্গিনায় পায়ের শব্দ
পেল যে, ডেভিড এসে দাঁড়িয়েছে। সকলে
ডেভিডের আসার সময় নয়। চুমা চেঁচিয়ে উ
ঘোমটা?" কিন্তু কুয়েলিন ঘোমটায় হাত
ডেভিডের দিকে তাকাল, এবং ডেভিডও তার দি
তাজ্জব বনে গেল—তারা ভাবল, এটা বোধহয়
ভাবে বলল, "আমি জানি, যা করেছি তা ভুল বলে
না করেই কুয়েলিনের দিকে তাকাল এবং অ
কোন জবাব দিল না, কিন্তু সে-ও চোখ তুলে ত
চোখ নত করা উচিত। তারা পরস্পর পরস্প
বলল, "আমার মনে হয় ইহাতে কোন দোষ হয় ন

মণি আবার বৃষ্টির আগে তোলা চায়ের
য়নী সব কিছুরই ব্যবস্থা করে রেখেছে।
কে জিজ্ঞেস করল, "এইটা কি আমার
় দেখে কনে ঘোমটা খুলে রেখে এদিক
টা সেটা জিজ্ঞেস করতে লাগল। চুমা
আমি তোমাকে কতবার বলেছি দুষ্টু
। তুমি ত বলেছ কোন পুরুষলোক
কথা বলতে দোষ নেই।"

নিজেও হেসে ফেলল। তারপরে
এই বাড়ীতে আছ বলে আমি অত্যন্ত
চ নও, তাই না?" পিয়নী বলল,
লল, "আমারও তাই।" এই বলে
নীর দিকে এগিয়ে বলল, "আমাকে
া, পরে তার মুখে হাত দিয়ে হাসি

।

আর তেমন নেই।" প্রকৃতপক্ষে
তিনি এখন কথা খুব কম বলেন
না। লিহর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে
কেই তা বোঝে না, কিন্তু পিয়নী
হল। তারা তাকিয়ে দেখতে
ই হতবুদ্ধি হয়ে গেল, কারণ এটা
ঠল, "তোমার ঘোমটা কোথায়,
দল না। তার পরিবর্তে সে
কে তাকাল। উপস্থিত সকলেই
। বিদেশী রীতি। ডেভিড শান্ত-
। ধরা হতে পারে।" সে লজ্জা
নন্দের সহিতই তাকাল। সে
কাল, যেন ভুলে গেছে যে, তার
রের দিকে তাকাল, কুয়েলিন
া।"

ডেভিড জবাব দিল, "আমারও ত
ভাল করে কুয়েলিনকে দেখে মাথা ন
চুমা কুয়েলিনকে তিরস্কার করতে লাগল, f
না, বরং চুমার ঘোমটাও খুলে দিল। সে
কিন্তু চুমা পূর্ব্বের মতই গালি দিতে থাকল।
স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করা উচিত নয়, ইহাতে বি
কেউ চুমার কথায় কান দিল না, কারণ
সারতে আরম্ভ করল।

"এস আমি তোমাদের হলঘরে নিয়ে যাই
উজ্জ্বল এমব্রয়ডারি করা শক্ত ভারী পোষাকে
কনের অপরদিকে চুমা কনের হাত ধরে চল
তাঁর স্ত্রী ও ছেলেদের নিয়ে অপেক্ষা করছে।
এজরা এবং কায়োলিন দাঁড়িয়ে আছে।
হচ্ছিল। কিন্তু আজ সকালে যখন এজরা পুরু
অসুস্থ মনে হয়েছিল যে, তাকে অতিথিদের
সাহস হল না, তাই বুড়ো এলীর উপর তা
তাছাড়া, এ্যাড়নেরও আর কোন খোঁজ
পরিবারের লোকেরা পুরুত বা তার ছেলের
তারা তাদের মেয়ের ভবিষ্যত নিয়েই ব্যস্ত-
তাদের আর কোন আপত্তির কারণ ছিল না
দয়ালু ব্যক্তি বলেই জানে এবং ম্যাডাম এজরাও
নয়। তার লম্বা চেহারা ও লম্বা নাক অবশ্য
ম্যাডাম কুংচেনেরও আর কোন আপসোস ছিল ন
বিয়ে ত ভাল ধনী চৈনিক পরিবারেই হয়েছে। এ
হলেও ভালই হয়েছে বলে সে তুষ্ট। কেবলমা
সন্দেহ ও আশঙ্কার সাথে মিশে অপূর্ব পিতৃহৃদয়ের

তৃতীয়া কন্যাকে অন্যান্য মেয়েদের মতই
অন্যদের চেয়ে অনেক শান্ত ও সুন্দর ছিল। ত
একবার মাছের পুকুরে পড়ে গিয়েছিল, কুংচেন তা
কত আদর করেছিল। কৌতুক করে কুং মেয়েকে।

ই মনে হয়।" বলে সে আর একবার
চ করে চলে গেল। ডেভিড চলে গেলে
কন্তু সে তার একটা কথাও গ্রাহ্য করল
বসে বসে দেবীর মত হাসতে লাগল।
এবং বলল যে পুরুষের এত তাড়াতাড়ি
য়েতে দুর্ভাগ্য এবং অশান্তি সৃষ্টি হয়।
পিয়নী এখন বিয়ের কাজ তাড়াতাড়ি

।" সে কনেকে বলল। ছোট্ট কনেটি
পিয়নীর হাত ধরে এগিয়ে চলল।
তে লাগল। বড় হলঘরে কুংচেন
ঘরের আড়াআড়ি এজরা, ম্যাডাম
রুতের উপস্থিতি নিয়ে কিছু কথা
তের ঘরে গেল, তখন তাকে এত
সামনে হাজির করতে তার আর
। পরিচর্য্যার ভার দেওয়া হয়েছিল।
াওয়া যায় নি। অবশ্য, কুং-এর
অনুপস্থিতিতে কিছু মনে করে নি।
-বিদেশীর সহিত সম্পর্ক স্থাপনে
কারণ এজরাকে সকলেই উদার
আর নিজের মত খাটাতে ব্যস্ত
অনেকের করুণার উদ্রেক করে।
। কারণ তার প্রথম দুই মেয়ের
ই তৃতীয়ার বিয়ে বিদেশীর সাথে
র কুংচেনের মনেই ভালবাসা,
বহিরাবরণ সৃষ্টি করেছিল।
স মানুষ করেছিল, যদিও সে
ার এখনও মনে আছে যে, সে
কে তাড়াতাড়ি তুলে ফেলে
জিজ্ঞেস করত, "তুমি কি করে

মাছের পুকুরে পড়লে ?" মেয়েটা
ও মেয়ে আবার হাসতে সুরু কর
আত্মা বেড়ালছানার ন্যায়, কিন্তু ে
দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় সে জেনেছে (
ভালবাসাই সেখানকার একমাত্র ম

উভয়ের সাধারণ বন্ধু কায়োি
বর-কনে বরের দিকের এবং কনের
এবং পূর্বপুরুষদের ফটো, লেখা
খেল এবং একটি রুটি ভেঙ্গে ফে
বিশেষভাবে চৈনিক প্রথা প্রভাবা

বিবাহের অনুষ্ঠান খুব সংক্ষি
আলাদা একটা চেয়ারে বসি
পালা। এখন সকলে এসে
করবে কিন্তু কনে কারুর সা
করবে না। ডেভিডেরও কনে
নিষেধ কিন্তু সে অবশ্য গোপে
কনের পুঁতির ঘোমটার ফাঁক
কনেকে শিরস্ত্রাণ পরে ও ভা
দেখে ডেভিডের বড়ই মায়া
সে অবশ্যই তার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে
কিনা জিজ্ঞেস করবে।

বড় বড় দরজাগুলি খুে
ভোজ খেয়ে যেতে পারে।
আসছে সেই বসে ইচ্ছে
পরিদর্শন করে যাচ্ছে—সে
কোন বাধা নেই। শূকরে
প্রকারের মাছ। মুসলম
ভোজ, সঙ্গীত চর্চা ও হা
ও কুংচেন পরস্পর পরস্প
ম্যাডাম কুং এই প্রথম
হৃষ্ট মনে হচ্ছিল।

বলত, "মাছ আমাকে টেনে নিল যে।" বাবা
ত। মেয়েটার মন ছিল প্রজাপতির মত এবং
াগা গোলগাল চেহারা বড়ই সুন্দর। আর
য়, মনে সবকিছুরই স্থান আছে কেবলমাত্র
ধিবাসী নয়।

ন বিবাহ পরিচালনা করছিল। তার আদেশে
দিকের সকল গুরুজনদের নমস্কার করল তখন
প্রভৃতি নমস্কার করে তারা মদ মিশ্রিত রুটি
ল। বিবাহের রীতি ও প্রথা মিশ্রিত হলেও
বিত।

প্ত, কাজেই তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেল। কনেকে
য়ে দেওয়া হল। এবারে সকলের কনে দেখার
কনে দেখবে এবং তার সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ
হত কথা বলবে না, বা কোন মন্তব্যে কর্ণপাত
র সঙ্গে প্রকাশ্যে কথাবার্তা বলা ভদ্রতার খাতিরে
ন কনেকে দেখেছে বা তার সহিত কথা বলেছে।
দিয়ে তার মুখ বড়ই সুন্দরও কমনীয় দেখাচ্ছিল।
য় অলঙ্কার পরে একনাগাড়ে অনেকক্ষণ বসে থাকতে
হল। সে ভাবল, যখন কনে শুতে আসবে তখন
খোঁজ খবর নেবে এবং তার মাথায় ব্যথা হচ্ছে

দেওয়া হয়েছিল এবং রাস্তার যে কোন লোক এসে
সকল আঙ্গিনায় খাবার টেবিল সাজান ছিল, যে
মত খেতে যেয়ে পারছে। এজরা এসে ঘুরে ঘুরে
বলছে যে যার ধর্মমতানুসারে ভোজন করতে পারবে,
র মাংস, গরুর মাংস, মুরগীর মাংস আর ছিল বিভিন্ন
নদের জন্য ভেড়ার মাংসেরও ব্যবস্থা ছিল। বিরাট
সি ঠাট্টার মধ্যে বিবাহোৎসব সম্পন্ন হচ্ছিল। এজরা
রের সহিত মদ্য বিনিময় করল। ম্যাডাম এজরা ও
মলিত হয়ে কথাবার্তা বলছিল—তাদের খুব সন্তুষ্ট ও

উৎসবের ভীড় কমে গেল, সকলে বর কনের কাছে বিদায় নিয়ে চলে গেল। উৎসবমুখর বাড়ী আবার নির্জ্জনতায় আশ্রয় নিল। বর কনে নিজেদের ঘরে গিয়ে ঢুকল। সর্বত্র নিস্তব্ধতা থমথম করছে। চাকরেরা এখানে সেখানে ঘুমিয়ে পড়ছে, সারাদিন যা খাটুনি গিয়েছে ওদের। ওয়াংমা তিনবার খেয়েছে—তাই তার পেটে যন্ত্রণা হচ্ছে, বুড়ো ওয়াং যত পেরেছে খেয়েছে, তার পেটে আর জায়গা নেই।

পিয়নীর ঘর নির্জ্জন। সে বাসরঘরে গিয়ে বাসর সাজাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। সে আগেই ফুলের তোড়াগুলি ফুলদানীতে সাজিয়ে রেখেছিল। সে আবার মোমবাতি সাজিয়ে দিয়ে টেবিলে গরম চা, রূপালি জলের পাইপ, সুগন্ধি জল, কেক পরিপূর্ণ ডিস এবং প্লেট-প্লেট শরতের পীচফুল রাখল। পিয়নী নানা সুগন্ধি ফুলে বিছানা সাজিয়েছিল, মশারিতে গন্ধদ্রব্য ঢেলে তাকে সুরভিত করে রেখেছিল। পাদানিতে নরম মখমলযুক্ত প্যাড লাগিয়ে রাখায় উঁচু বিছানায় ওঠার খুব সুবিধা হবে বলে মনে হচ্ছিল।

পিয়নীর কোন দুঃখ নেই। সে জানে তার ভাগ্য, সে কি জন্য জন্মেছে তাও তার অজানা নেই। বরং সে এইরূপ পরিবারে থাকতে পারছে বলে সে আনন্দিত। সে জানে, এই ঘরে সে প্রতিদিন আসতে পারবে, যদিও সেবা করার উদ্দেশ্য নিয়ে—তবু তাতেই সে খুশী, আসতে তো পারবে!

বাসর ঘরে কুয়েলিনকে বসিয়ে দিয়ে চুমা তাকে অনেক উপদেশ দিল—"উপর দিকে তাকাবে না, ভ্রু কুচকাবে না, বরের সঙ্গে আগে থেকে কথা বলবে না—ইত্যাদি ইত্যাদি।" বলতে বলতে সে একরকম কেঁদেই ফেলল। কিন্তু কুয়েলিন তাকে ধমকে দিতেই তার চোখের জল শুকিয়ে গেল, সে বলল, "তবে রে দুষ্টু মেয়ে! বরের জন্য এখনই এত দরদ জন্মে গেছে?"

ডেভিড যখন বাসরে ঢুকল তখন সব নিস্তব্ধ। বদ্ধ দরজার বাইরে হাসির শেষ রেশটুকু না মিলিয়ে যাওয়া পর্য্যন্ত ডেভিড অপেক্ষা করল। পরে সে তার ছোট বধূর দিকে তাকাল। সে বিছানার উপর বসেছিল—মাথার উপর মশারিটা গুটানো, পা পাদানির উপর জোড়া করা এবং হাত অঞ্জলিবদ্ধ অবস্থায় কোলের উপর শায়িত—তার ঘোমটা তখনও পূর্ববৎ রয়েছে। ডেভিড আস্তে আস্তে শিরস্ত্রান ও ঘোমটা খুলে টেবিলের উপর রাখল। ইতস্ততঃ করে সে তার পাশে দাঁড়াল, তখনও তার বুকের মধ্যে দুরু দুরু করছে। সে আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করে, "তোমার মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছে?" সে মুখ না তুলে বলে, "হ্যাঁ, অল্প একটু।"

ডেভিড দাঁড়িয়ে রইল এবং কুয়েলিন অপেক্ষা করতে লাগল। এখন কুয়েলিনের অত্যন্ত ভয় হতে লাগল, সে চুমার নির্দেশ পালন করতে লাগল। কিন্তু কিছু ভাববার পূর্বেই ডেভিড তার দুই হাতের মধ্যে কুয়েলিনের ছোট্ট মুখ ঢেকে ফেলল। সে বলল, "আজ আমরা কোন কথা বলব না, কারণ কথা বলার আমরা অনেক সময় পাব।" কুয়েলিন বলল, "হ্যাঁ।" ডেভিড বলল, "আমরা সুখী হব।" কুয়েলিন প্রতিধ্বনি করল, "আমরা সুখী হব।"

দুপুর রাত পর্য্যন্ত নীরবে কাটল। হঠাৎ এজরার ঘুম ভাঙল কান্নার শব্দে। এজরা এত খেয়েছিল এবং এত বেশী মদ্যপান করেছিল যে, তার চোখে অতল স্পর্শী ঘুম। কিন্তু হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে যাওয়ায় সে অস্বস্তিবোধ করল এবং তাকিয়ে দেখল যে, ম্যাডাম এজরা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। ঘুম থেকে জেগে হঠাৎ সে ঠিক করতে পারল না, সে কি শুনছে। পরে সে বুঝতে পারল যে, নাওমি কাঁদছে। নাওমিকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য সে সেরাত্রি তার পাশে শুয়ে কাটিয়ে দিল। সে জিজ্ঞেস করল, "নাওমি তোমার কি হয়েছে?" কিন্তু সে কোন জবাব না দিয়ে কেঁদেই চলল। এজরা টেবিলের উপর মোম জ্বালিয়ে নাওমির দিকে তাকাল, দুঃখে ম্রিয়মান তার মুখ দেখে কে বলবে যে, এই ভদ্রমহিলা সাহসের সহিত তার ছেলের বিয়ের যাবতীয় কাজ সমাধা করেছে?

এজরা জিজ্ঞেস করল, "নাওমি তুমি কি অসুস্থ?" সে বলল, "না, আমি ভাবছি সব তো শেষ হয়ে গেল। হায় আমি যদি মরে যেতাম!" এজরা বলল, "তোমার ইচ্ছা, আমিও যদি মরে যেতাম।" নাওমি বলল, আমি জানি তুমি সব কিছু ভুলে যেতে চাও।" "নাওমি, আমরা সুখী হতে চলেছি, ভবিষ্যতে আমাদের এই সংসারে অনেক নতুন অতিথি আসবে—আমাদের নাতী-নাতনীতে ঘর ভরে যাবে, আবার আমার সংসারে আনন্দের জোয়ার বইবে! তাদের কথা ভাব, অতীতকে ভুলে যাও, ভবিষ্যতের পানে তাকাও।" নাওমি মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, "আমি বরাবর প্রতিজ্ঞা করেছি যে, আমি মরে গেলে আমাকে আমার প্রার্থিত স্বদেশে কবরস্থ করা হবে।" "তুমি এখন সেই জন্য কান্নাকাটি করছ?" এজরা জিজ্ঞেস করে। সে আবার বলে, "আচ্ছা নাওমি, আমার প্রতিজ্ঞা শোন, তুমি মারা গেলে আমি যা করে হোক, তোমার মৃতদেহ তোমার প্রার্থিত স্বদেশে নিয়ে কবরস্থ করব।" একটু নীরব থেকে জিজ্ঞেস করল, "তুমিও কি আমার কাছে থাকবে?" এজরা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলে "আঃ নাওমি, তুমি তোমার নিজের পথে চলবে, অথচ তুমি আমাকে আমার পথে চলতে দেবে

না। আমাকে তো চলে আসতেই হবে এবং একা একা থাকতে হবে। আমি এখানে মরব এবং এখানে আমার পিতৃপুরুষদের সঙ্গে আমাকে কবরস্থ করা হবে—আমার সন্তানেরা এখানেই থাকবে।" ম্যাডাম এজরা আবার কাঁদতে কাঁদতে বলে, "কিন্তু এজরা, তুমি একজন ইহুদী।" "শুধু সেইজন্যই এখানকার মাটিও দয়ালু," এজরা জবাব দিল।

নিচ্ছিদ্র নীরবতা ছিল পিয়নীর শোবার ঘরে। কখন শুয়ে পড়েছে সে জানে, কিন্তু সে ঘুমুতে পারেনি। এই বিবাহের রাত্রে সে জেগে থাকবে। তার সত্বা অন্য ঘরে ডেভিডের উপব হাতড়াচ্ছে। কিন্তু ঘুমের জন্য সে সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে। ভাল করে স্নান করেছে, দেহকে সুরভিত করেছে, দাঁত মেজেছে, চুল আঁচড়ে নিয়েছে এবং পরিষ্কার পোষাক পরেছে। সারাদিন সে খেতে পারেনি, অত্যন্ত ব্যস্ত থাকার ভান করেছে। এখন তার মাথা সাটিনের বালিশের উপর। তার প্রতিটি খুঁটিনাটি স্মরণ আছে। তার কাজ সম্পূর্ণ নিখুঁত, এজন্য সে নিজেকে নিজে প্রশংসা করতে পারে। যখনই নববধূ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে তখনই তাকে একপাত্র ভাত মেশানো গরম ঝোল এনে সকলের অলক্ষ্যে খাইয়ে দিয়েছে। সে জানত যে, ডেভিডের স্ত্রীকে জয় করার উপরই তার সুখ নির্ভরশীল। তার নতুন মিস্ট্রেস্ তাকে ভালবাসতে শিখবে এবং তার উপর নির্ভর করবে তবেই ত তার আশা পূর্ণ হবে। হ্যাঁ, যদি আরও কিছু বেশী হয় ত তবে সে স্বামী-স্ত্রীর মাঝখানে দাঁড়িয়ে তাদের মিলন ঘটাতে চেষ্টা করবে। তার কোন কথা বা কাজের দ্বারা সে তাদের বিচ্ছেদ ঘটাবে না, তাদের সুখের উপরই তার নিজের নিরাপত্তা নির্ভরশীল এবং তাদের প্রয়োজনেই পিয়নীর অস্তিত্ব। এই জন্য পিয়নী ভবিষ্যতকে স্পষ্ট দেখতে চাইত না। সে স্ত্রীলোকের পরিধি জানত, কত উচ্চ, কত প্রসস্থ এবং কত ক্ষুদ্র। সে ডেভিডকে জানত যেমন নিজের আত্মাকে জানত। সে জানত যে, তাদের বিয়ের সুতো জড়াতে তার প্রয়োজন আছে, কিন্তু সে কখনো তাদের জানতে দেবে না যে, সে তাদের প্রয়োজন জানে।

সময়ের গতির সঙ্গে তার চিন্তা সমানে তাল রেখে এগিয়ে চলেছে। অন্য ঘরে নববধূর সঙ্গে যৌন-মিলন দ্বারা ডেভিড তার বিবাহানুষ্ঠানের পরিপূর্ণতা সম্পাদন করছে—মানস চোখে পিয়নী ইহাই দেখে চলেছে। আজ রাত্রে ডেভিড আর তার সেবাযত্নের এক্তিয়ারে নেই—হয়ত আর কোন রাত্রে সে তার এক্তিয়ারে

আসবে না—হয়ত একাঙ্ক বা বহু অঙ্ক নয়—সম্পূর্ণটাই—যে জীবনটিকে সে অত্যন্ত প্রিয় মনে করে সেই জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত সমস্ত জীবনই।

অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থেকে থেকে সে এই কথাই নিজেকে বলতে পারছিল। হঠাৎ সে মোরগের ডাক শুনতে পেল। রাত শেষ হয়েছে এবং ঊষা সমাগতপ্রায়। তার হৃদয় নেমে গেল এবং সে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। তার চোখের পাতার নীচে অশ্রু ভিড় করল, তার গলা বন্ধ হয়ে এল কিন্তু সে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল না।

সে নিজেকে নিজে বলল, কাজ শেষ হয়েছে। এখন আমি ঘুমুতে পারি।

॥ ১০ ॥

এজরার বাড়ী নতুন জীবনে জেগে উঠল। বাহ্যতঃ পুরনো ধারাই চলতে লাগল। ম্যাডাম এজরা রাত্রে কাঁদত কিন্তু দিন হলে সে যেন নিজের অস্তিত্ব ফিরে পেত। তার স্বভাবের একটু পরিবর্তন লক্ষ্য করা গিয়েছিল যে, সে যখন তখন রেগে যেত এবং আগের মত তাড়াতাড়ি কথা বলত না। পুত্রবধূর সঙ্গে তার ব্যবহার ছিল সন্দিগ্ধ, দয়ালু এবং ভদ্র। সে কখনও তার শাশুড়ীর বিরুদ্ধে কোন নালিশ করেনি। কুয়েলিনের কাছে এটা খুব আনন্দের বিষয় ছিল। কারণ, সে ম্যাডাম এজরাকে ভয় করত। সকল যুবতীদেরই তাদের শাশুড়ীদের ভয় করা উচিত। কিন্তু কুয়েলিন একটু অতিরিক্ত ভয় পোষণ করত কারণ সে ছিল অলস, আরামপ্রিয় এবং কর্ম-কুণ্ঠ। সে কোন কাজ করতে পারত না। নিজেকে শৃঙ্খলা এবং কর্তব্যের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারত না। কিন্তু ম্যাডাম এজরা কুয়েলিনের কাছে কিছুই প্রত্যাশা করত না এবং সে এমন ব্যবহার করত যেন কুয়েলিন এ বাড়ীতেই নেই। কুয়েলিনের সাথে দেখা হলে ম্যাডাম এজরা জিজ্ঞেস করত, তার কেমন লাগছে এবং সবকিছু তার মনমত কিনা? কুয়েলিন নীচের দিকে তাকিয়ে জবাব দিত যে, তাদের সবকিছুই তাদের ভাল লাগছে। যখন ম্যাডাম এজরা কোন কিছু তাকে করতে বলল না তখন তার বুক থেকে একটা পাথর যেন নেমে গেল এবং যত দিন যেতে লাগল ততই সে আরামপ্রিয় এবং অগোছাল হতে লাগল।

প্রথমে পিয়নী বিশ্বাস করতে পারেনি যে, বিয়ের পরেও এ বাড়ীর অবস্থা আগের মতই থাকবে। যত দিন যেতে লাগল ততই পিয়নী বুঝতে পারল যে, তার ধারণা ভ্রান্ত। বড়রা যা করছে, ডেভিডও তাই করে যাচ্ছে এবং সে যেন তার আগের জীবনে ফিরে গেছে। যে কথা সে বিয়ের রাত্রে বলেছে, সে বরাবরই বলে যাচ্ছে। বিয়ের অল্পদিনের মধ্যে সে প্রমাণ করল যে, এই সুন্দরী স্ত্রী তার দৈনন্দিন প্রয়োজন এবং ইচ্ছার বাইরে আর কোন কিছুতে কোন কথা বলতে পারবে না। কিন্তু সে অনেক ভাল খেলা জানত, এইসব খেলা খেলে সে দিন কাটাত। যখন সে জিতত সে শিশুর মত উত্তেজিত হত এবং

হাততালি দিয়ে ঘরময় ঘুরে বেড়াত। তার এই ছোট পা দুটি ছিল ডেভিডের কৃপার বস্তু। এত ছোট পা ডেভিড পূর্বে কখনও দেখেনি। একদিন ডেভিড কুয়েলিনের ছোট পা দুটো হাতের মুঠোর মধ্যে ধরে ফেলল। ইহাতে কুয়েলিন কাঁদতে আরম্ভ করল এবং বলল, "তুমি আমার পা দুটো পছন্দ করো না, কিন্তু বুঝি না এতে তোমার কি কষ্ট হয়?" কাঁদতে কাঁদতে কুয়েলিন স্কার্টের নীচে তার পা লুকিয়ে ফেলল যাতে ডেভিড দেখতে না পায়। ডেভিড বলল, "পা দুটোকে মুক্ত করছ না কেন? সর্বদা মোজা পরে থাকছ কেন? আমি বড় পা পছন্দ করি না।" কুয়েলিন তবু শান্ত হল না। সে পিয়নী পিয়নী বলে এত জোরে চেঁচাতে লাগল যে পিয়নী ছুটে এসে হাজির হল। কুয়েলিন কেঁদে কেঁদে তাকে বলল, "সে আমার পা দেখতে চায়।" পিয়নী তাকে সান্ত্বনা দিয়ে লেপের মধ্যে পা ঢেকে রেখে বলল, "চুপ করো সে তোমার পা দেখতে চাইছে না।" ডেভিড পিয়নীকে বলল, "ওকে বলে দাও যে, আমি এইরূপ খোঁড়া পা পছন্দ করি না।" এই বলে সে বাইরে চলে গেল। কুয়েলিনের কান্না থামলে পিয়নী তাকে বলল, "আমি ছোট মনিবকে বুঝিয়ে বলব, তুমি তাকে কোনরূপ দোষারোপ কোর না। ওদের মধ্যের মেয়েরা খালি পায়ে থাকে এবং পায়ে চটি পরে কিন্তু আমাদের চীনা মেয়েদের পা বেঁধে রাখা হয়।" কুয়েলিন আবার কাঁদতে শুরু করল। তাদের মেয়েদের চটি সোনা এবং রূপোয় তৈরী ও তাতে মণিমাণিক্য খচিত থাকে। "কেঁদো না ছোট মনিব পত্নী কেঁদো না। ডেভিড সদাশয় এবং ভাল তবে জিনিসটা তাকে বোঝান দরকার। কিন্তু এমন অনেক জিনিস আছে যা সে বোঝে না। তোমার যে জিনিসটা বোঝাতে অসুবিধে হবে আমাকে ডাকবে, আমি তোমার কথাটা তাকে বুঝিয়ে দেব।"

কুয়েলিন কান্নাকাটি করে শান্ত হলে পিয়নী তাকে বলল, "স্ত্রীর স্বামীকে খুশি করা দরকার, অন্য লোকেরা কি দেখবে, সে যদি না দেখে? আমি তোমার পা ঠিক করে দিচ্ছি। আমি একটু একটু করে তোমার পায়ের ব্যাণ্ডেজ আলগা করে দেব, তুমি টেরও পাবে না। সে দেখে ভাববে যে, তুমি তার কথার বাধ্য। তখন সেও আনন্দিত হবে এবং তুমিও সুখী হবে।" কুয়েলিনকে সন্দিগ্ধ মনে হল। সে পিয়নীকে বলল, "আমি এখন সম্পূর্ণ সুখী।" পিয়নী বলল, "তোমার স্বামীকে সুখী না করলে এই সুখ তোমার থাকবে না।" তখন কুয়েলিন বলল, "আমার পঞ্চাশ জোড়া খুব সুন্দর জুতো আছে।" পিয়নী হেসে বলল, "যদি সেটাই তোমার চিন্তা হয় তবে আমি প্রত্যেক জোড়াকে তোমার নতুন পায়ের

মাপ মত করে দেব।" পিয়নী যখন কুয়েলিনের পা খুলে ফেলল, তখন সে তার সরু পা দেখে অত্যন্ত দুঃখিত হল। সে পরীক্ষা করে দেখল যে তার পায়ের হাড় ভাঙেনি তবে বেঁকে গেছে। চুমা ঈর্ষাবশতঃ অনেক অল্প বয়সে পা শক্ত করে বেঁধে দিয়েছিল, ভাল বিয়ে যাতে না হয় তার জন্য চুমার এই কাজ।

পিয়নী কুয়েলিনের পা খুলে একটু ঢিলে করে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিল, সে তার মনিব পত্নীর সঙ্গে খেলল। তারপর সে ডেভিডের সঙ্গে দেখা করল। ডেভিড এখন তার মায়ের কথা মত লাইব্রেরী ঘরটা পছন্দ করেছে। পিয়নী এই ঘরের কথা ম্যাডাম এজরাকে ডেভিডের বিয়ের আগের দিন বলেছিল। এই লাইব্রেরী ঘরটায় তাকে তাকে বই সাজান এবং ঘরটা খুব প্রশস্ত ও ডেভিডের খুব প্রিয়। কুয়েলিন পড়তে পারে, কিন্তু পড়াশুনা তার কাছে অপ্রয়োজনীয় মন হয়। খেলা করা, গল্প করা, কুকুরকে বিরক্ত করা, সোনালী মাছ দেখা এবং এমব্রয়ডারী করা তার কাছে ভাল কাজ বলে মনে হয় এবং এতে তার খুব মনযোগ।

পিয়নী বলল, "চীনা প্রথা অনুসারে মেয়েদের পা বেঁধে দেওয়া হয়।" ডেভিড বলল, "বোকার মত প্রথা।" পিয়নী বলল, "কিন্তু কুয়েলিনের দোষ নেই, সে বড়দের কথামত তার পা বাঁধতে দিয়েছে। আমি প্রতিদিন একটু একটু করে আলগা করে তার পা ঠিক করে দেব।" ডেভিড বলল, "সবই তুমি করছ পিয়নী, সে কিছুই করছে না।" পিয়নী বলল, "সে রাজী হওয়াতেই আমি করছি।" পিয়নী ডেভিডকে বলে তাড়াতাড়ি চা আনতে গেল। কিন্তু বুড়ো ওয়াং চায়ের পাত্র নিয়ে ফিরে এল। সে বলল, "ছোট মনিব, পিয়নী আমাকে চা আনতে বলল।" ডেভিড চিন্তা করতে লাগল, পিয়নী নিজে কেন এল না? সে তার হাত ধরে ছিল বলে? কিন্তু সে তো নিজেও কতবার তাকে তার হাত ধরতে দিয়েছে। সে অনেকক্ষণ বসে থেকে উঠে শোবার ঘরে চলে গেল।

এজরার বাড়ী নতুন জীবনে গড়ে উঠল। একটি ক্ষুদ্র স্ত্রীলোক পুরুষানুক্রমের নিয়ম-কানুন পরিবর্তন করতে পারে না। তবু পরিবর্তন হয়। ম্যাডাম এজরা নিজের ছেলেরও দোষ দেখে না, ছেলের বউয়েরও দোষ দেখে না। কিন্তু ডেভিড জানত তার মা পুরনো ধারায় চলছে। ভোজের দিনগুলি সব পুরনো ধারাতেই অতিবাহিত হয়েছে। প্রাচীন পদ্ধতিতে রান্না হয়েছে এবং ভোজ চলেছে। কিন্তু সিনাগগে যাওয়া হয়নি। কোন পুরোহিত মোজেজের চেয়ারের কাছে দাঁড়িয়ে তোড়া পরে নি। লাল সাটিনের ছাতা মঞ্চের উপর চেয়ারের পাশে ভাঁজ করা পড়ে আছে। পশ্চিমের দেওয়ালে পাথরে খোদাই

করা রয়েছে দশটি আদেশ, কিন্তু কেউ তা পড়ছে না। সিনাগগের দরজাগুলি তালা দেওয়া, কেউ সেখানে যাচ্ছে না। ম্যাডাম এজরা একা যেতে পারে না। এজরা ব্যস্ত থাকে। কুংচেনের সাথে তার চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং তাদের নাম কাল ভেলভেটের উপর দরজায় আটকানো রয়েছে। দ্বিতীয় বনিক যাত্রী-দলকে কায়োলিন পশ্চিম দিকে পরিচালিত করেছিল এবং তাদের ছাড়া এজরা ভারত থেকে জাহাজের মাল কিনেছিল এবং তা স্থলপথে এনেছিল। তার পরিবর্তে কুংচেনের দোকান থেকে ভারতে চীনা রেশম পাঠিয়েছিল। সিনাগগের গেট পাহারা দেওয়ারও কেউ ছিল না। এলি দারোয়ান বুড়ো পুরোহিতের যত্ন নিত, সে আর কারুর কথা শুনত না। এলি দিনরাত সেখানে থাকত এবং পুরোহিতকে বাড়ীর ভিতরে চলা ফেরা করতে দিত না। তার ছেলের বিয়ের পরে প্রথম পাস ওভার উৎসবে সে একটা স্থান ছেলের বউয়ের জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছিল। যখন ডেভিড একলা এল তখন সে জিজ্ঞেস করল, "আমার পুত্রবধূ আসছে না?" ডেভিড বসে বলল, তার আসতে ভয় হচ্ছে: ম্যাডাম এজরা বলল, "ভীত? বোকার মত কথা।" ডেভিড বলল, "তার ভয় হচ্ছে যে, আমাদের পবিত্র শাস্ত্র হয়ত তাকে মন্ত্রমুগ্ধ করবে। আমি তাকে বাধ্য করব না, হয়ত সে ঠিকই বলছে।" ম্যাডাম এজরা আর কিছু বলল না, তার উঁচু মাথা নীচু হয়ে গেল, সে চোখ মুছল কিন্তু চেঁচিয়ে কাঁদল না।

যতদিন ডেভিডের মা বেঁচেছিল, ডেভিড বাইরে কোন অসন্তোষ প্রকাশ করত না। বিয়ের এক বছর পরে তার প্রথম ছেলের জন্ম হয়। ছেলের জন্মের সাথে সাথেই কুয়েলিন তার জন্য ভাল খাদ্যের দাবি করল, কিন্তু সে নিজে ছেলেকে প্রতিপালন করতে চাইল না। ছেলের জন্য একটা নার্স রাখতে হল। ম্যাডাম এজরা একটু চিন্তিত হল এবং এজরাকে জিজ্ঞেস করল তাদের নাতি কি চীনা দুধ খাবে? জবাবে তার স্বামী বলল, তার মায়ের দুধও চীনা দুধই হবে। ম্যাডাম এজরা তার নিজের কথাতেই নিজে জব্দ হল। পরের বছর দ্বিতীয় পুত্র জন্মালে ম্যাডাম এজরা শুধু মাথা নাড়ল, কারণ সে প্রথম নাতিকেও ভালবাসত না। এই ভদ্রমহিলাই ছিল এজরার বাড়ীর কেন্দ্রস্থ স্তম্ভ। কিন্তু এখন এই স্তম্ভ নড়বড়ে হয়ে গেছে। সে খেতে পারছে না, ঘুমুতে পারছে না। ম্যাডাম এজরা বলল, "আমি সর্বদা ঈশ্বরের আদেশ পালন করেছি, কিন্তু জীবনে কি পেলাম?" এজরা বলল, "তাঁর ইচ্ছা কি কে বলতে পারে?" পুরোহিত কলেরায় একদিনে মারা গেল। তাকে লিহর মায়ের পাশে কবরস্থ করা হল। এখন টোরা পড়ে

শোনাবার মত কেউ রইল না। তার ছেলে এ্যাড়নের আর কোন খবর পাওয়া গেল না। ডেভিড বিষণ্ণ মনে দাঁড়িয়ে রইল। শবযাত্রার পরে ম্যাডাম এজরা অত্যন্ত একাকীত্ব বোধ করল। এলি তাকে সিনাগগে যেতে নিষেধ করল। সিনাগগের অনেক জিনিসপত্র চুরি হয়ে গিয়েছিল, বাইরের দেওয়ালের বিশেষ ধরণের ইটগুলিও খুলে নেওয়া হয়েছে। জেহোভার সমস্ত সম্পত্তি চুরি হয়ে যাওয়া একটা তাজ্জব ব্যাপার বটে। এলি ম্যাডাম এজরাকে বলল যে, এ্যাড়ন চোরদের দিয়ে এইসব কাজ করাচ্ছে। ডেভিড বলল, "চোরদের একজন নেতা আছে, ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে তার নাম আছে। সেখানে সে প্রতি বছর টাকা দেয়। এই নেতার মারফতে এ্যাড়নকে খুঁজে বার করা যায়। ডেভিড বলল, "হ্যাঁ আমি এ কাজ করতে পারি যদিও কাজটা খারাপ।" সে ম্যাজিস্ট্রেটের সাথে দেখা করল এবং চোরদের নেতার সঙ্গে দেখা করতে চাইল। নির্দিষ্ট দিনে ডেভিড যথাস্থানে গেল। ডেভিড লোকটার সাথে দেখা করে বলল, "আমি আমার বাবার কথামত তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। আমাদের সিনাগগের সব জিনিস চুরি হয়ে গেছে। জিনিসগুলি ফিরে পেলে আমরা টাকা দিতেও রাজী আছি। কে এই জিনিসগুলি চুরি করেছে তার নামও আমরা জানতে চাই।" ইহাতে লোকটা হেসে বলল, "সে তো তোমাদেরই লোক আছে।" তখন ডেভিড বুঝল তার মা ঠিকই বলেছে। এ সবই এ্যাড়নের কাজ। লোকটা বলল, "যদি তাকে তোমাদের হাতে দিয়ে দিই তবে তোমরা আমাকে কত টাকা দেবে?" ডেভিড বলল, "আমরা তোমাকে অনেক টাকা দেব এবং আজ রাত্রেই তুমি টাকা পাবে।" তখন লোকটা ডেভিডকে একটা কুঁড়েঘর দেখিয়ে দিল। সেখানে ডেভিড এ্যাড়নকে দেখতে পেল। ডেভিড ভয় দেখিয়ে বলল, "তুমি যদি আবার এইরূপ করো তবে তোমাকে কারাগারে নিক্ষেপ করব।" অবশেষে এ্যাড়ন ডেভিডের বাবার দোকানের সংবাদবাহক নিযুক্ত হল। ইতিমধ্যে ম্যাডাম এজরা অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়ল। ডেভিড বলল, "আমি মাকে নিয়ে প্যালেস্টাইনে যেতে পারি যদি তাতে তার মনের এবং শরীরের কিছু উন্নতি হয়।" ডেভিড যাওয়ার সমস্ত পরিকল্পনা যখন সমাপ্ত করল তখন কারোলিন প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াল। সে বলল, "ম্যাডাম এজরা এতদুর ভ্রমণ করতে সক্ষম হবে না।" কারোলিন বলল, "যেতে যেতে যদি সে মরে যায়?" এজরা বলল, "আমার ছেলে সেখানে তাকে কবর দেবে।" অবশেষে ম্যাডাম এজরা তার পরিকল্পনা পরিত্যাগ করল। ইতিমধ্যে এজরার

পুত্রবধূ তৃতীয় ছেলের প্রত্যাশা করে তার স্বামীকে ছেড়ে দিতে ভয় পেতে লাগল। ম্যাডাম এজরা বুঝল যে তার মৃত্যু সন্নিকটে। সে তার পাঁজরা এবং ফুসফুসে অসহ্য ব্যথা অনুভব করছে, সে দিন-দিনই রোগা হয়ে যাচ্ছে। সে তার স্বপ্ন পরিত্যাগ করল, কি আর প্রয়োজন? সিনাগগ চলে গিয়েছে। একটা স্ত্রীলোকের পক্ষে আর স্বদেশে গিয়ে মৃত্যুতে কি লাভ হবে? সে বরং তার নিজের বাড়ীতে নিজের বিছানায় শুয়েই মরবে। এক বছরের মধ্যেই সে তার ভিতরের শত্রুর কাছে পরাস্ত হয়ে নিজের বিছানায় শুয়ে শুয়ে অসহ্য যন্ত্রণায় প্রাণত্যাগ করল। এজরা মস্তবড় শবযাত্রার আয়োজন করেছিল। কুংচেন অনেক ধনী ব্যবসায়ীদের নিয়ে শবযাত্রায় যোগ দিল। অনেক ইহুদী স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে শবযাত্রায় অংশ নিল। চীনারা বলতে লাগল, এই বিদেশীদের কোন দেবতার মূর্তি নেই। এরা মূর্তিতে বিশ্বাস করে না। সকলেই সে কথা বিশ্বাস করল। সিনাগগে কোন মূর্তি ছিল না। মন্দিরের পশ্চিম দিকের দেওয়াল ভেঙে পড়ে গিয়েছে। কৌতূহলী লোকেরা মন্দিরের মধ্যে বিদেশী দেবতার বেদীর দিকে বক্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করত।

বিশাল শবযাত্রা আস্তে আস্তে নগরের দরজা পেরিয়ে ইহুদীদের কবরখানায় এসে হাজির হল। কবরের পাশে ডেভিড এবং এজরা দাঁড়াল। তাদের পাশে রইল ডেভিডের স্ত্রী এবং পিয়নী। পিয়নীর কোলে ডেভিডের তৃতীয় ছেলে। ছেলেটা সমাহিত করণের সময় অনবরত কাঁদছিল। এইরূপে ম্যাডাম এজ্রাকে কবরস্থ করা হল, কিন্তু তার কবরের পাশে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা মন্ত্র উচ্চারণ করার কেউ ছিল না।

॥ ১১ ॥

পিয়নী ভেবে পাচ্ছিল না, কি করে প্রধানা গৃহস্বামিনীর অবর্তমানে এজরার এই বিশাল বাড়ীতে বাস করা সম্ভব। সে শবযাত্রা থেকে ফিরে এসে ডেভিডের ছোট ছেলেটাকে শান্ত করে তার নার্সের হাতে তুলে দিল। এখন তার প্রথম ও প্রধান চিন্তার বিষয় হল ডেভিড ও তার বাবা। কুরেলিন বলল, তার পায়ে ঘা হয়েছে এবং তার খুব ব্যথা লাগছে। সে অত্যন্ত ক্ষুধার্ত এবং অত্যন্ত দুর্বল বোধ করছে, ছোট ছেলে দু'টোও ক্ষুধায় কাতর হয়ে কান্নাকাটি করছে। পিয়নী নীচের স্তরের ঝি-দের এই কাজ করতে বলে সে এবং ওয়াংমা ডেভিড ও তার বাবার দিকে নজর দিতে গেল।

প্রত্যেকেই নিজের নিজের ঘরে চলে গিয়েছে। পিয়নী ওয়াংমাকে এজরার ঘরে পাঠিয়ে দিয়ে নিজে ডেভিডের ঘরে গেল। সে জানত না, সে তাকে কি ভাবে দেখবে। হয়ত সে গিয়ে দেখবে যে, ডেভিড বসে বসে কাঁদছে। কিন্তু ডেভিডের অত্যন্ত বিনীতভাবের জন্য সে প্রস্তুত ছিল না। পিয়নী দরজায় দাঁড়িয়ে কাশতেই ডেভিড বলল, "ভেতরে এস।" ডেভিড মাকে কবর দেওয়ার সময় যে চটের কাপড় পরেছিল, তা এখন খুলছিল, ভেতরে তার বরাবরের রেশমী পোষাক পরা ছিল। শোক প্রকাশের জন্য আজ সে গাঢ় নীল রঙের পোষাক পরেছে। তার মুখ-চোখ অত্যন্ত গম্ভীর, কিন্তু সে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েনি।

ডেভিড শান্তভাবে বলল, "এস পিয়নী, আমি তোমাকে ডেকে পাঠানোর কথাই ভাবছিলাম।" সে নিজে বসে পড়ে পিয়নীর দিকে অত্যন্ত দয়ার সহিত তাকাল এবং বলল, "আমি বললে পরে বসবে এরূপ না করে নিজে নিজেই বসে পড়বে, তুমি জান তুমি এই বাড়ীর কতখানি, তোমাকে আর নতুন করে বলার প্রয়োজন নেই।"

পিয়নী বসে অপেক্ষা করতে লাগল। ডেভিড বলল, "আমি জানি না, আমার কি করে চলবে, তুমি না থাকলে আমার কি দশা হবে, কিন্তু আমি আমার বিবেকের সহিত প্রতারণা করতে পারব না। তোমার জন্য একটি স্বামী খুঁজে বার করা আমার প্রয়োজন পিয়নী। আমরা সকলেই তোমার সঙ্গে স্বার্থপরের

মত ব্যবহার করেছি, তবে আমি সবচেয়ে বেশী স্বার্থপরতার পরিচয় দিয়েছি। কিন্তু আসল কথা হল, তুমি না থাকলে আমাদের অবস্থা হবে হালবিহীন নৌকোর মত। এখন ত আবার মাও চলে গেলেন—।" এই পর্যন্ত বলে ডেভিড পিয়নীর জবাবের আশায় চুপ করে গেল।

পিয়নী বলল, "ছোট মনিব, আমার বিয়েতে মন নেই। ডেভিড বলল, "তুমি ত সর্বদাই সে কথা বলছ, কিন্তু তাতেই ত আর আমার দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না।" পিয়নী কথাটাকে পাশ কাটিয়ে গিয়ে বলল, "তুমি আমাকে কি যেন বলবে বলেছিলে?"

ডেভিড হঠাৎ উঠে পড়ল, দরজার দিকে হেঁটে গিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল। বছরের শীত শেষ হয়ে গিয়েছে এবং বসন্ত সমাগতপ্রায়। সেই বিকেলে শান্ত হাওয়া বইছিল এবং আঙ্গিনার দিকের দরজা খোলা ছিল। সে বলল, "আমি ভ্রমণে যেতে চাই।" পিয়নী জিজ্ঞেস করল, "দেশ ভ্রমণে? কোথায়?"

"তুমি জান যে, আমি আর মা পশ্চিম দিকে আমাদের পূর্বপুরুষদের দেশে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিলাম। এখন আমার ইচ্ছে হচ্ছে, আমি একাই এখন সেই দেশ ভ্রমণ করি।" সে একটু থামল, তার পরে আবার বলল, "আমার মধ্যে কি যেন একটা অত্যন্ত অস্থির হয়ে পড়েছে।" পিয়নী বলল, "তোমার মধ্যে কি অস্থির হয়ে উঠেছে?" সে বিস্ময়ে অভিভূত হল। ডেভিড বলে চলল, "আমার মনে হচ্ছে কি যেন একটা গোপন পাপ আমার মধ্যে রয়েছে। লিহ মারা যাওয়ার পর থেকেই আমি এই পাপের কথা টের পাচ্ছি। এখন আমার মাও মরে গিয়েছে। এই ভ্রমণটা হয়ত তাদের জন্যই।" পিয়নী জিজ্ঞেস করল, "তুমি কি তোমার বাপকে ফেলে যাবে?" তার অবশ্য শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল কিন্তু সে শান্ত থাকল। ডেভিড বলল, "আমাকে তার প্রয়োজন নেই। তার অনেক বন্ধু আছে এবং তার নাতিরা আছে। আমার মনে হয় অনেক সময় সে আমার চেয়েও তাদের অনেক নিকট হয়। তুমি এখানে থাকবে পিয়নী, আর থাকবে ওয়াংমা।" পিয়নী জিজ্ঞেস করল, "কিন্তু তোমার সন্তানেরা আর তাদের মা? আমি কি করে তাদের দায়িত্ব নেব?" ডেভিড বলল, "তুমি এই দায়িত্ব নিও পিয়নী, আমি এখানে থাকি আর না থাকি এখন আর সে তার ভয়ের কথা গোপন রাখতে পারল না। সে কেঁদে বলে উঠল, "তুমি যদি পথে মারা যাও তবে কি হবে?" তার মনের মধ্যে সেই থাবাল তরবারিটার কলার কথা

রয়েছে—যে তরবারিটা বিদেশে তাদের লোকের অনেক অনিষ্ট করেছে এবং এখানে এই সংসারে অনেক অশান্তি সৃষ্টি করেছে—কিন্তু মুখে সে কথা বলতে পারছে না। ওয়াংমা সেই তরবারিটা নদীতে নিয়ে গিয়ে তার যতদূর শক্তি ততদূরে পীত নদীর ঘূর্ণির মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে।

ডেভিড শান্তভাবে বলল, "অনেক লোক মারা পড়েছে, আমারও যে সেই দশা হবে না কে বলতে পারে!"

পিয়নী আর কি বলতে পারে? তার ইচ্ছা হচ্ছিল যে কেঁদে-কেঁদে বলে অন্তত: তার জন্য তার থাকা উচিত কারণ সেই তার জীবনের সর্বস্ব, যদি সে ফিরে না আসে সেও আর বাঁচতে পারবে না। কিন্তু এত দূর অগ্রসর হতে তার সাহস হল না। সেই মুহূর্তে তার মন অনেক দূরে সরে গিয়েছিল। লিহর মৃত্যুর পর থেকে একটা অদ্ভুত ঈর্ষা তাকে পেয়ে বসেছে। সে লিহকে ভুলে গিয়েছিল অনেকদিন কিন্তু লিহ আবার তার সমস্ত সৌন্দর্য নিয়ে ফিরে এসেছে। ডেভিডের কি সেই রূপের কথা মনে আছে? সে যদি লিহকে ভাবত, লিহর সম্বন্ধে কথা বলত তবে নির্জন ঘরে লিহর হয়ত দেখা পেত। লিহর কি এমন আকর্ষণ ছিল যা মৃত্যুর পরেও ডেভিডকে আকর্ষণ করছে? লিহকে ভুলতে না না পারাই কি ডেভিডের বিবেকের তাড়না? পিয়না নিজের প্রশ্নের উত্তর নিজেই খুঁজে পায় না। সে ডেভিডকে বলল, "তোমার যেমন ইচ্ছা, ছোট মনিব, তেমন কর।" ডেভিড অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে পিয়নীর দিকে তাকাল এবং বলল, "আমাকে ওরূপ সম্বোধন কোর না পিয়নী।" সে ধৈর্যসহকারে বলল, "অন্তত: আমরা যখন একা থাকব তখন আমাকে নাম ধরেই ডাকবে। আমরা কি সারা জীবন ভাই বোনের মতই কাটিয়ে দিলাম না?"

এরচেয়ে বেশী আঘাত করতে পারে এমন কোন পিয়নীর জানা ছিল না। কিন্তু সে সেকথায় আমল দিল না। সে শুধু বলল, "আমি মনে রাখতে চেষ্টা করব। আর নেহাৎ যদি দরকার না হয় তবে বিদেশ ভ্রমণে যেয়ো না। তবু যদি তুমি যাও, তাহলে তোমার অনুপস্থিতিতে আমি আমার যথাসাধ্য করে যাব।" এই কথা বলে পিয়নী চলে গেল। কোনদিন হয়ত পিয়না তার মনের ভাব প্রকাশ করবে। যখন লিহর কথা ডেভিডের মনে থাকবে না। কাজেই আজ আর কিছুই বলল না।

পিয়নী নিজের ঘরে চলে গিয়ে বসে বসে ভাবল, এখন সে কি করবে? সে শুনতে পেল কে যেন তার নাম ধরে ডাকছে কিন্তু সে নিজের শোবার ঘরের

পর্দার আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রাখল এবং অনেকক্ষণ ধরে চিন্তা করল। সে এখন কুংচেনের কাছে যাবে, সে হয়ত পিয়নীকে সাহায্য করতে পারবে। সে হয়ত তার জামাইকে এক বছরের জন্য বিদেশে যেতে দেবে না। সে হয়ত বিদেশের অনেক বিপদের সম্ভাবনার কথা তাকে বুঝিয়ে বলতে পারবে এবং বিদেশযাত্রা বন্ধ করে দিতে পারবে। বলার সঙ্গে-সঙ্গেই সে সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

কুংচেন বাড়ীতেই ছিল। শবযাত্রা ইত্যাদিতে সে অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, কাজেই সে ঘরে বসে চা-পান করছিল আর বিশ্রাম করছিল। পিয়নীকে এবাড়ীতে সবাই চেনে কাজেই তাকে সোজা কুংচেনের ঘরে নিয়ে যাওয়া হল। পিয়নী মধুর কণ্ঠে কুংচেনকে সম্বোধন করে দাঁড়াল। কুংচেনের মনে পড়ল এই পিয়নীই সমাধির কাছে কুয়েলিনের ছোট ছেলেটাকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়েছিল তার মেয়ের পাশে। কুংচেন তাকে বলল, "আমার কাছে তোমার দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না, তুমি আমাদের পুরনো বন্ধু, তুমি অনায়াসে এসে বসবে। সেই পুলের কাছে মাছ দেখার কথা তোমার মনে আছে?" কুংচেন তার সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করল না, কিন্তু তাকে দেখে তার খুব আনন্দ হল। বহুদিন আগে পিয়নীকে সে সেই সকালে দেখেছিল, ছোট্ট মেয়েটি, সুন্দর গোলাপের মত দেখতে! আজ অবশ্য তার বয়স বেড়েছে কিন্তু তার সৌন্দর্য কোন দিক দিয়েই কমে যায়নি। তার সেই চটুল চাহনির স্থানে এখন এসেছে সুস্নিগ্ধ নম্রতা! তাকে দেখে কে বলবে যে, সে এক ক্রীতদাসী। সারা পৃথিবীতে বোধহয় এমন একটি ফুল খুঁজে পাওয়া যাবে না।

কুংচেন জিজ্ঞেস করল, "তুমি আমাকে কি বলতে চাও?" পিয়নী তাকে সব কথা বুঝিয়ে বলল এবং শেষকালে এ-ও বলল যে, তার ছোট মনিবপত্নীর জন্যই তার কাছে এসেছে। কুংচেন এই সব শুনে অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে বলল, "বাবা তীর্থে যাচ্ছে না, অথচ ছেলে কি করে তীর্থে যাবে? এটা কি গর্হিত অন্যায় হবে না? বাবা কি ভগবানের কাছে ছোট হয়ে যাবে না?"

পিয়নী বলল, "মহাশয়, আমাদের ছোটমনিব হয়েছে তার মায়ের মত কাজেই তিনি ইহুদীভাবাপন্ন, আর আমাদের বড় মনিবের মা ছিলেন চীনা কাজেই তিনি চীনাভাবাপন্ন।" কুংচেন সব বুঝতে পারল। সে জিজ্ঞেস করল, "ডেভিড কি লিহকে ভালবাসত?" পিয়নী বলল, "না, সে তাকে কোনদিন ভালবাসেনি। সে আমাদের নতুন মনিব-পত্নীকে অর্থাৎ আপনার মেয়েকেই ভালবাসত, কিন্তু

ম্যাডাম এজরা লিহকে ভালবাসত এবং তাকে তার পুত্রবধূ করতে চেয়েছিল। এই কারণে লিহর ভীষণ ঈর্ষা ছিল এবং সে সন্দেহ করত যে, ডেভিড তাকে ভালবাসছে না আপনার মেয়ের জন্যই। কিন্তু এই ঈর্ষাতেও বিশেষ কিছু হত না, লিহ মারা যাওয়াতেই ডেভিডের যেন ভাবান্তর হল এবং মনে হচ্ছে যে, লিহ এখনও ডেভিডের উপর প্রভাব বিস্তার করে রয়েছে।" কুংচেন জিজ্ঞেস করল, "সেই ইহুদী মেয়েটা কি আমার মেয়ের চেয়ে সুন্দরী ছিল?" পিয়নী বলল, "না, সে সুন্দরী ছিল না, কিন্তু তার যেন একটা গোপন প্রভাব ছিল যা দ্বারা সে ডেভিডকে বশীভূত করতে চাইত, এইরূপ প্রভাব ডেভিডের মায়েরও ছিল। ডেভিড এইরূপ প্রভাবকে ঘৃণা করত ঠিকই কিন্তু তার আওতার বাইরে যেন চেষ্টা করেও যেতে পারত না। এখন যদিও লিহ মরে গিয়েছে তবু ডেভিড যেন মনে মনে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছে। সে ভাবছে, সে যেন কি অন্যায় করে ফেলেছে। সে সর্বদাই মনের মধ্যে একটা অস্থিরতা অনুভব করছে, যার ফলে সে এই দুঃসাহসিক অনিশ্চয়তার পথে পা বাড়াতে চাইছে।

ডেভিডের মা যতদিন বেঁচেছিল, ডেভিড এই প্রভাবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করত, এবং অনেকবার তার মাকেও সে বলেছে যে, "সে লিহকে বিয়ে করতে পারবে না, কারণ তাকে সে ভালবাসে না।" কুংচেন জিজ্ঞেস করল, "কিন্তু বিদেশ ভ্রমণের সঙ্গে এই সকলের সম্পর্ক কি?" পিয়নী বলল, "ম্যাডাম এজরা বরাবর তাঁর পূর্ব পুরুষদের দেশে যেতে চাইতেন এবং মরবার পূর্বেও তিনি ডেভিডকে নিয়ে সেইদেশে যাবার পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু কায়োলিনের পরামর্শে পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হল। মা মারা যাওয়ার পরে ডেভিড আবার মায়ের সেই পরিকল্পনা মত একাই ভ্রমণ করতে মনস্থ করছে।"

কুংচেন অনেকক্ষণ ধরে চিন্তা করল। ইহুদীদের অনেক পাগলামীর খবর তার জানা আছে। তাই সে নিজের মেয়ের ভবিষ্যৎ চিন্তায় অত্যন্ত অধীর হয়ে পড়ল। সে ভাবল, যদি ডেভিড এইরূপ খামখেয়ালী করে মারা যায় তবে তো তার মেয়ের এই অল্প বয়সে কতগুলি ছেলেপুলে নিয়ে বিধবা হয়ে বাকি জীবনটা কত কষ্টে কাটাতে হবে। সে তার নিজের মেয়েকে রক্ষা করতে উদ্যোগী হল।

কুংচেন বলল, "অস্থিরতা বোধ করা স্বাভাবিক। অনেকের বিয়ের এক বছর পরে এরূপ হয়ে থাকে। সে যদি দেশ ভ্রমণে যেতে চায় ভাল কথা। তবে তার সঙ্গে তার স্ত্রী, ছেলেপুলে এবং তুমিও যাও। আমি আমার খচ্চর গাড়ী তোমাদের দিয়ে দেব, তোমাদের রান্না-বান্না করার লোক থাকবে, আমি আমাদের

গভর্নরকে বলে বিদেশে তোমাদের পাহারা দেবার জন্য বিশেষ লোক নিযুক্ত করে দেব যাতে চোর ডাকাত বা জলদস্যুরা তোমাদের কোন ক্ষতি করতে না পারে। আমি ডেভিডের বাবাকে সব বুঝিয়ে বলব এবং তাকে আরও বলব যে, আমাদের ব্যবসার স্বার্থেই এটা দরকার।" কুংচেন নিজের পরিকল্পনায় অত্যন্ত আনন্দিত হল। সে বলল, "আমি আমার বন্ধুদের বলে দেব তারা যেন আমার জামাইয়ের সম্মানে ভোজের আয়োজন করে এবং নাচ গানের ব্যবস্থা করে। প্রতিদানে আমার জামাইও অবশ্য তাদের ভোজে আপ্যায়িত করবে এবং আমি পিয়ার গার্ডেন থিয়েটারে অর্ডার দেব যেন তারা নানারূপ অভিনয়ের ব্যবস্থা করে।

উত্তর রাজধানী খুব মনোরম এবং উপভোগ্য স্থান। ইংরেজদের সঙ্গে আফিং-এর ব্যাপার নিয়ে সন্ধি হয়েছে, তাই পূর্ব রাজধানীতে ব্যবসা বাণিজ্যের আবার সুবিধা হবে। বাণিজ্য এবং আনন্দের সময় আবার ফিরে এসেছে।"

পিয়নীও কুংচেনের প্রস্তাবে অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে বাড়ী ফিরল। সে বলল, "এটা ঈশ্বরেরই বিধান যেন—এর চেয়ে ভাল আর কোন ব্যবস্থা হতে পারে না।"

পিয়নী চলে গেলে কুংচেন বসে বসে ভাবতে লাগল, তার প্রিয় তৃতীয়া কন্যা কি সুখী? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই সে সুখী; সে প্রতি বছর একটি করে পুত্র প্রসব করছে। একদিন সে ম্যাডাম কুংকে তার মেয়ের কথা জিজ্ঞেস করেছিল, কিন্তু কোন সদুত্তর পেল না। কারণ ম্যাডাম কুং কোন মেয়ের সম্বন্ধে চিন্তা করতে রাজী নয়। মেয়ের বিয়ে হয়েছে এবং পরের ঘরে চলে গিয়েছে। ব্যস ঐ পর্যন্ত। তার সম্বন্ধে আর ভাববার প্রয়োজন কি? কিন্তু কুং তো না ভেবে পারে না। তবে সে এবিষয়ে নিশ্চিত যে, পিয়নী যেখানে আছে সেখানে তার মেয়ের কোন অশান্তি বা অসুবিধা হবে না। তার মন তাই পিয়নীর প্রতি কৃতজ্ঞতায় গলে যায়।

অবশেষে বসন্তের এক সুস্নিগ্ধ দিনে ডেভিড বিদেশভ্রমণে যাত্রা করল। তার সঙ্গে ছিল তার স্ত্রী, তিন ছেলে, পিয়নী, অনেক দাস-দাসী ও রান্নার লোক —একটা মস্তবড় পালতোলা নৌকায় তারা যাত্রা করল এবং একখানা ছোট নৌকায় ছিল তাদের দেহরক্ষীর দল। বুড়ো ওয়াং এবং ওয়াংমা এজরার বাড়ী গিয়ে বাস করতে লাগল। ডেভিড বলল যে, যত শীঘ্র সম্ভব সে ফিরে আসবে এবং কুংচেনও বলল যে সে এজরার সঙ্গে রোজ আহার করবে। কাজেই তাদের যাত্রা বেশ সানন্দেই সুরু হল।

বড় নৌকাতে প্রথমটা সব কিছুই গোলমেলে ঠেকল। নৌকা ছাড়বার সময় মাঝিদের চেঁচামেচিতে শিশুরা অত্যন্ত ভীত হল। মধ্য নদীতে না আসা পর্যন্ত

মাঝিরা বাঁশের বড় বড় লগি দিয়ে খোঁচা মেরে এবং দাঁড় টেনে অগ্রসর হচ্ছিল, পরে বাতাসের সান্নিধ্য পেয়ে নৌকোয় পাল তুলে দিল। প্রত্যেক যাত্রী নিজ নিজ অধীনস্থ শিশুকে সামলাতে লাগল। পিয়নী তার নতুন গৃহস্বামিণীকে সামলাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল, তাকে গরম চা খাইয়ে, পিঠে খাইয়ে, হাওয়া দিয়ে শান্ত করতে লাগল। একটু শান্ত হলে সে জিজ্ঞেস করল, পাচকেরা দুপুরের খাবারের জন্য কি কি রান্না করবে? যখন জানল যে খুব ভাল ব্যবস্থাই হচ্ছে তখন সে আপন মনে নৌকাটাকে ভাল করে নিরীক্ষণ করতে লাগল—এমন ভাব দেখাল যেন যেখানে থাকতে হবে সে জায়গাটা দেখে শুনে নিতে হবে।

নৌকাটা খুবই বড় ছিল এবং তার গুড়ি এবং পশ্চাদ ভাগ জল থেকে অনেক উঁচুতে ছিল। নৌকোর পশ্চাদভাগে দু'টো ছোট ঘরে মাঝিরা তাদের স্ত্রী পুত্র নিয়ে বাস করত কিন্তু তাদের দরজা বন্ধই থাকে, নৌকার অন্যান্য যাত্রীদের সঙ্গে তাদের কোন যোগাযোগ নেই। প্রত্যেক শিশুর পেটের সঙ্গে একটি করে দড়ি বাঁধা—এই দড়ির অপর প্রান্তে নৌকার সঙ্গে শক্ত করে আটকানো যার ফলে শিশুটা জলে পড়ে গেলে তার মা তাকে চট করে তুলে ফেলতে পারে। পিয়নী বলল, তারও এই দড়ির প্রয়োজন। মাঝিরা তাকেও দড়ি দিল এবং সে ডেভিডের ছেলে দু'টোর কোমরে বাঁধল। তারা চেঁচাতে লাগল এবং কিছুতেই তারা দড়ি বাঁধতে দিতে চাইছে না, কিন্তু পিয়নীও ছাড়বার পাত্রী নয়, সে ঝি ও নার্সদের বলে দিয়েছে কখনো যেন দড়ি খোলা না হয়। পিয়নী ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়ে বলে যে, ভাগ্যিস ডেভিডের ছোট ছেলেটা হাঁটতে পারে না। মাঝিদের ঘরের পরেই রান্না ঘর, পাচকেরা সেখানেই রাত্রে ঘুমোয়। পাচকেরা দেখতে আকারে খুব ছোট, কিন্তু তারা তাদের কাজ খুব ভাল জানে এবং খুব ভাল রান্না করতে সক্ষম। রান্না ঘরের সম্মুখেই পরিবারের শোবার ঘর এবং বড় কেন্দ্রীয় স্যালুন—যেখানে তারা দিনের বেলা বসে। এইখানেই পিয়নী রাত্রে শোয়, কারণ ছেলেদের এবং তাদের নার্সদের একখানা শোবার ঘর লাগে এবং একখানা ডেভিড এবং তার স্ত্রীর, কাজেই পিয়নীর আর স্থান সঙ্কুলান হয় না—শোবার ঘর তো মাত্র দু'খানা। ইহাতে পিয়নীর খুব কষ্ট হয় কিন্তু সে মনকে বোঝায় যে, তার নেহাৎ নির্জনতা প্রয়োজন হলে সে স্যালুনের জানালার বাইরে বসতে পারে, সেখানটা এত সরু যে, ছেলেরা সেখানে আসতে পারে না এবং তার গৃহস্বামী সেখানে হাঁটতে সাহসই করে না। কাজেই এই স্থানটা তার নিজের হয়ে গিয়েছিল। স্যালুনের সামনে প্রসস্থ ডেক এবং মেঝেও রং করা সুন্দর কাঠের—

বৃষ্টি বা রোদ সে স্থানের সৌন্দর্য নষ্ট করতে পারে না। এই রঙ নিক্ষপো থেকে আমদানী করা হয়েছে—যেখানকার বড় পালতোলা নৌকা এবং সমুদ্রগামী-জাহাজ বিখ্যাত। দীর্ঘস্থায়ী এই ভ্রমণ এইরূপে সুরু হল। পিয়নী নিজে প্রতি দিনকে সানন্দে গ্রহণ করত। সকলের জীবন যাত্রা নির্বাহের তদারকি তাকেই করতে হত এবং এজন্য তাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হত, তবু অবসর সময়ে সে তার নির্জন স্থানে বসে স্বপ্ন দেখত যদিও মাঝে মাঝে মাঝি-মাল্লারা সেখানেও তাকে বিরক্ত করত। কিন্তু পিয়নীর সর্বদা একটাই ভয়—ডেভিড অস্থির হয়ে না পড়ে। তার বেশী জায়গা লাগে—এই অল্প স্থানে ছেলেদের চেঁচামেচির মধ্যে অসহিষ্ণু স্ত্রী নিয়ে সে যে এক মুহূর্ত্তও কাটাতে পারবে পিয়নী ভাবেনি। তাই প্রথমে ভয় পেলেও, শেষে আর তার ভয়ের কোন কারণ রইল না। কারণ ডেভিড প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যেই নিজেকে ডুবিয়ে রাখল। অনেক সময় নৌকা আস্তে আস্তে চলত এবং ডেভিড তীরে তীরে হাঁটত এবং নতুন দেশের অনেক মাইল সে হেঁটে বেড়াত। যে দেশ, যে রাজ্য সে দেখেনি এখন তার ত দেখা হয়ে গেল। সর্বত্র সে খুব সমাদর পেয়েছে। যখন মাঝি-মাল্লারা খাওয়া দাওয়ার জন্য বিশ্রাম করত, তখন সে তার খাবার নিয়ে তীরে বসে খেত এবং শহরের লোকেরা তার সঙ্গে খুব সদয় ব্যবহার করত। শুধু তারা জিজ্ঞেস করত সে কোথা থেকে এসেছে। যখন সে তার নিজের শহরের নাম বলত তখন তারা অবাক হত এবং তাকে বলত, "আমরা জানতাম না যে, ওখানে বিদেশীরা থাকে।" ডেভিড বলত, "আমি বিদেশী নই, আমি ঐ শহরেই জন্মেছি এবং আমার বাবার জন্মও ওখানেই।" তারা জিজ্ঞেস করত, তোমাদের পূর্ব পুরুষেরা কোন দেশ থেকে এসেছিল? যখন সে বলল যে তারা পর্বতের ওপার থেকে এসেছিল, তখন তারা সন্তুষ্ট হয়ে মাথা নাড়ল।

ডেভিড অনেক সময়ই পিয়নীর সঙ্গে কথা বলত না কারণ সে সুযোগ তার হত না। তারা দু'জনেই কথা না বললেও জানত যে কুয়েলিন তার স্বামীর প্রয়োজনের অধিক ক্রীতদাসীর সহিত কথা বলা বরদাস্ত করবে না। তথাপি অনেক সময় যখন পিয়নী তার গৃহস্বামিনীকে শুতে পাঠিয়ে ডেভিডকে খবর দিতে ডেকে আসত তখন আকাশে চাঁদ থাকলে ডেভিড ইচ্ছা করে কিছু সময় দেরি করত।

এইরূপ এক রাত্রে সে পিয়নীকে বলল, "আমার বাবা সর্বদাই বলতেন যে তোমাদের চীনা লোকেরা আমাদের প্রতি বড়ই দয়ালু কিন্তু এই দয়ার গভীরতা আমি নিজেই উপলব্ধি করতে পারছি। এই লোকেরা নদীতে, তীরে এবং গ্রামে

আমাকে সমাদর করছে যদিও তারা আমাকে জানে না, চেনে না। তারা আমাকে তাদের সরাইখানায় সাগ্রহে অভ্যর্থনা জানায়—আমি তাদের ভদ্রতায় অভিভূত হই। পিয়নী ঋষি বাক্য উদ্ধৃত করে বলে, "আকাশের নীচে আমরা সকলেই ভাই ভাই।" ডেভিড মাথা নাড়ল, "এই ভাল কথাগুলি সর্বত্র কিন্তু সর্বত্র ভাল কাজ তো দেখা যায় না।" সে বিশ্রাম করতে ভেতরে চলে গেল, পিয়নী সেখানেই চাঁদের আলোয় দাঁড়িয়ে রইল।

সত্যিই দেশটা খুব সুন্দর। নদীর তীরে তীরে সবুজ ধানের ক্ষেত প্রত্যেক গ্রামকেই সুন্দর করে সাজিয়েছে। গাছে গাছে পীচফুল ফুটে আছে, উহারা দিনের বেলায় গোলাপী রঙের এবং রাত্রে মুক্তার মত। দূরে আকাশের গায়ে পাহাড় শ্রেণী দিগন্তপ্রসারী, চাঁদের আলোয় জলের সোনালী সৌন্দর্য্য। সং দেশের সং অধিবাসী দেশে ডাকাত অবশ্য আছে, নদীতে জলদস্যুও আছে কিন্তু তারা জাতি, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের সম্পদই অপহরণ করে। দেহরক্ষীর অধীনে এই পরিবারটি নিরাপদেই ছিল এবং দেশের শাসনকর্তা মাঝিদের একটা পতাকা দিয়েছিল যাতে লেখা ছিল যে, "তারা সম্রাটের উপহার বহন করে নিয়ে যাচ্ছে," তাই কেউ লুঠ করতে সাহস করবে না।

সব কাজ নিবাহ করে পিয়নী শূন্য সেলুনে গিয়ে লেপ ছড়িয়ে নিয়ে নিজের ঘুমের ব্যবস্থা করে। এই লেপটা সে দিনের বেলায় সোফার নীচে লুকিয়ে রাখে। সে অবশ্য ভালোই ঘুমুতে পারল কারণ তার উপর দিয়ে নদীর হাওয়া বয়ে যাচ্ছিল।

তারা এক রাজ্য ছাড়িয়ে অন্য রাজ্যে উপস্থিত হয়। এবং অবশেষে তারা সেই বন্দরের কাছে উপস্থিত হল যেখানে নদী বড় খালের সহিত মিলিত হয়েছে। তারা সমুদ্রে পৌঁছুতে চায়নি বা তারা খালের ছোট নৌকায় বদল করতে চায়নি। কাজেই একটা জায়গায় তারা তাদের বাড়ীর মত নৌকা ছেড়ে দিল এবং খচ্চরের গাড়ী চড়ে উত্তর দিকে যাওয়া স্থির করল। পিয়নীর মাঝে মাঝে নৌকোয় যেতে ইচ্ছে করত কারণ এখন তাদের খোয়াপূর্ণ রাস্তায় ভ্রমণ করতে হচ্ছে, মাঝে মাঝে শুধু খাবার জন্য একটু বিশ্রাম করত। তারা সরাইখানায় রাত কাটাত। পিয়নী ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলত কারণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন সরাইখানা প্রায়ই পাওয়া যেত না। সরাইখানার ম্যানেজার দম্ভ করে বলত খুব ভাল সরাইখানার ব্যবস্থা করেছে কিন্তু পিয়নী দেখত যে জঞ্জালে পরিপূর্ণ সরাইখানা। তখন তাকে গরম জল করে বিছানার খাটিয়া প্রভৃতি

ধুয়ে মুছে নিতে হত। সব কিছু তাকেই করতে হত কারণ তার গৃহস্বামিনী অসহায় এবং ডেভিড নতুন দৃশ্য দেখতে ব্যস্ত। সে কোন শহরে পৌছেই পরিবার-পরিজন ফেলে রেখে শহর দেখতে চলে যেত।

অবশেষে তারা পিকিং শহরে পৌছল। শহরের দৃশ্যাবলী দেখে তারা আনন্দে শান্ত হয়ে গেল। শহরের বড় বড় ধূসর দেওয়াল, চারিদিকে বিস্তীর্ণ মাঠ সব যেন একটা স্বপ্ন রাজ্য সৃষ্টি করেছে। এই শহরের অত্যাশ্চর্য্য জিনিসের কথা অনেকেই শুনেছিল। এমন কি ডেভিডও ইহার এত বৃহদায়তন দেখার জন্য প্রস্তুত ছিল না। তারা শহরের গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল, দেওয়ালগুলি এত পুরু ছিল যে মনে হত সেখানে সন্ধ্যা অথচ দুই প্রান্তে তখনও সূর্য্যের আলো। কুংচেন তার ব্যবসায়ীদের চিঠি দিয়েছিল ডেভিডের জন্য একটা বাড়ী ঠিক করে রাখতে। সেখানে তারা বাঁধান রাস্তা ধরে গেল এবং পিয়নীও কোন দোষ দেখতে পেল না। কুংচেনের লোকেরা ডেভিড ও তার লোকজনদের অভ্যর্থনা করে নতুন বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত করল। ডেভিড সকলকে নিয়ে গেস্ট হলে রইল, পিয়নী অন্য সকলকে বাড়ীর মধ্যে নিয়ে গেল এবং অল্প সময়ের মধ্যে সব ব্যবস্থা সুষ্ঠু হয়ে গেল। ছোট শিশুরা নতুন যা দেখে তাতেই আনন্দিত হয় এবং কুয়েলিন ফুলের বাগান এবং ছোট তাল গাছ দেখে আনন্দ প্রকাশ করে। এইরূপে ছুটি উপভোগ সুরু হয়। কিন্তু এই ছুটি কি পিয়নীর জন্যও? অতিথিদের বিদায় দিয়ে ডেভিড যখন ভেতরে এল তার চোখ তখন উত্তেজনায় জ্বলছিল। পিয়নী তাকে শান্ত করল।

ডেভিড তার স্ত্রীকে বলল, "এস আমরা এখানে অনেকদিন থাকি। কি বল গিন্নী?" ডেভিডের স্ত্রী প্রত্যুত্তরে হাসল। ডেভিড তার প্রতি আরও সদয় হয়ে বলল, "তুমি আমাকে দেখে প্রথমদিন যেমন হেসেছিলে আজও সেইরূপ হাসছ।"

তাদের এইকথা শুনে পিয়নী স্থানত্যাগ করল। কারণ সে ভাবল যে, তার উপস্থিতি হয়ত তাদের প্রেমের অগ্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। জীবনের গভীর পুরানো দুঃখ তার হৃদয়ের তলদেশে পড়ে আছে এবং সে জানত যে, সে সেখানেই আছে কিন্তু তাকে সে ডুবে যেতে দিতে চায় না। হ্রদের কুশ্রী অন্ধকার প্রকোষ্ঠে জন্ম নিয়ে উপরিভাগে পদ্ম প্রস্ফুটিত হয়, সেই পদ্মকেই সে তুলবে।

পিকিং শহর যেন সে বছর বসন্তে সবচেয়ে বেশী সমারোহ করেছিল। যুদ্ধের ভয়মুক্ত লোকেরা রাজকীয় উদ্যানে আনন্দ করছিল। দুই সম্রাজ্ঞী—প্রাচ্য দেশীয়

ও বড় এবং পাশ্চাত্য দেশীয় ও ছোট—সম্রাটের প্রতিনিধি নিযুক্ত হয়েছিল কারণ সম্রাট তখনও শিশু। উভয় সম্রাজ্ঞীই সুন্দরী ছিল কিন্তু পাশ্চাত্য ভালবাসা এবং জীবন উপভোগে গর্বিতা ছিল এবং তার ক্ষমতাও বেশী ছিল, তাই লোকেরা মনে করল যে, তার রাজত্বে দেশ ও জাতি সমৃদ্ধ হবে এবং বাণিজ্যের প্রসার বাড়বে।

ডেভিড এইরূপ হাওয়া পছন্দ করত, পুরানো দুঃখ তার উবে গেল এবং তার চোখের চেহারা পালটে গেল। মনমরা বিষাদের ভাব যা তাকে আশ্রয় করেছিল তা চলে গেল এবং তার দৈনন্দিন জীবনে উৎসাহ ও উদ্দীপনা ফিরে এল। একদিন সে পিয়নীকে বলল, "আমি এই শহর ভালবাসি।" সে বলল, "লোকদের দিকে তাকাও—লোকেরা লম্বা, স্ত্রীলোকেরা সুন্দরী। পিয়নী, তুমি এখানে একটা শিশুর মত।" পিয়নী যে এই তুলনায় সুখী তা বোঝা গেল না। এটা সত্য যে অধিকাংশ স্ত্রীলোক তার চেয়ে লম্বা ছিল, তাদের চোয়ালের হাড় উঁচু এবং তাদের কাঠামো বড়। "এস আমরা অন্যকথা বলি," ডেভিড বলল। একটু থেমে ডেভিড আবার বলল, "পিয়নী, আমি বেশী জায়গা পছন্দ করি—এই চওড়া রাস্তা আমার খুব প্রিয়।" ইহা পিয়নী সমর্থন করল। সর্বত্রই খোলা জায়গা। রাস্তা চওড়া—এত চওড়া যে, পাশাপাশি দশটা গাড়ী ছুটতে পারে। উভয় পাশে মাল ভর্তি দোকান। লোকেরা সুন্দর, দয়ালু এবং তাদের সাহস মহৎ। কোথাও ক্ষুদ্রতার কোন স্থান নেই। উত্তরাঞ্চলের বৃহদাকারের অস্তিত্ব এই শহরেই বর্তমান।

এই শহরেই লোকেরা মাংসের সহিত গমের রুটি খায় ভাতের পরিবর্তে। অনেক জাতি এখানে মিলিত হয় এবং ডেভিড এখানে কুংচেনের লোকদের নিয়ে সবচেয়ে বড় রেস্তোরাঁয় ভোজ খেতে আনন্দ পায়। মুসলিম রেস্তোরাঁয় ভেড়ার ঝলসানো মাংস খেতে এবং অন্যত্র ঝলসানো হাঁসের মাংসের জন্য অর্দ্ধরাত্রি ব্যয় করে শেষে উভয়কেই ভাল বলা দৈনন্দিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। খুব সুগন্ধিযুক্ত মেষশাবক-মাংস টুকরো টুকরো করে কাঠ কয়লার উনানে টেবিলে সেঁকে সেঁকা-রুটির সঙ্গে খাওয়া ডেভিডের বড়ই রুচিকর।

সবচেয়ে ভাল খাদ্য ছিল পিকিংডাক। রাতের পর রাত ডেভিড একটা সরাইখানায় বসে কুংচেনের লোকদের সঙ্গে গল্পগুজব করে। ডেভিডের তাদের খুব ভাল লাগত। তাদের ঝানু ব্যবসায়ী বলে তার কখনও মনে হত না। তারা একটা বড় গোল টেবিলের চারদিকে বসত। প্রথমে তারা ছোট ছোট

ডিস খেত। পরে ম্যানেজার এসে তাদেরকে হাঁস বাছাই করতে বলত এবং তাদের সামনে হাঁস মারত এবং হাঁসের পালক তুলত। পরে তাদের পছন্দমত এক জোড়া হাঁস টেবিলে কাঠকয়লায় প্রথমে চর্বি দিয়ে হাঁসের চামড়া ঝলসানো হত। পরে কুচকানো হাঁসের চামড়ার ডিস তৈরী হত এবং এই ডিসের সঙ্গে থাকত সাদা ময়দার প্যান কেক এবং লাল জেলি। এই কেকগুলি ঝলসানো হাঁসের চামড়ার সহিত মুড়ে জেলির সহযোগে খাওয়া হত। এর সঙ্গে সঙ্গে চলত গরম মদ। পরে আসত অন্যান্য ডিস, ঝলসানো হাঁসের মাংসের ডিস, মিশ্রিত এবং সুগন্ধিত। সঙ্গে থাকত কচি বাঁধাকপি, ছত্রাক এবং বাঁশের মঞ্জুরী। প্রতিটি ডিসই চমৎকার এবং প্রতিটি অপরটি থেকে স্বাদে ও গন্ধে পৃথক। সর্বশেষে যে ডিস আসত তাতে থাকত হাঁসের মাথা চিবে ব্রেন বার করা।

পিকিং-এ অবশ্য নিরামিষ সরাইখানাও যথেষ্ট ছিল, যেখানে বৌদ্ধ ধর্মবলম্বীরা আহার করত। ডেভিড প্রতিদিন অনেক নতুন নতুন আশ্চর্য্য জিনিস লক্ষ্য করত এবং মুগ্ধ চিত্তে পূর্বের দেখা জিনিসের সঙ্গে তুলনা করত। সে ছেলেবেলায় যে আনন্দ উপভোগ করেছে তার সঙ্গে এর কোন তুলনাই হয় না। সে পিকিং-এ যত আনন্দ উপভোগ করল তার তুলনা বোধহয় জগতে বিরল—এইরূপই ডেভিডের মনে হল। এখানে সবচেয়ে ভাল থিয়েটার আছে, সবচেয়ে ভাল যাদু এখানে দেখতে পাওয়া যায়, এখানেই রয়েছে সবচেয়ে বড় সঙ্গীতজ্ঞ এবং বড় বড় সুধীবৃন্দ। ডেভিড প্রাণভরে পিকিং শহরের আনন্দ উপভোগ করল। সে অবশ্য স্বার্থপর ছিল না। প্রতিদিন সকালে সে তার পিতা ও কুংচেনের জন্য কাজ করত এবং প্রত্যেক ব্যবসায়ীর দোকানে গিয়ে অনেক নতুন চুক্তি সম্পাদিত করত। সে অনেক মালের অর্ডারও সংগ্রহ করল।

ডেভিড তার বাবাকে চিঠি লিখল যে, পিকিং-এ ভাল ঘড়ির বাজার পাওয়া যাবে। মাঝারি দামের ঘড়ি গিল্টি করে অক্ষর বসানো হলে এখানে খুব ভাল দাম পাওয়া যাবে। এখানে সমস্ত বিদেশী জিনিসের কদর খুব বেশী। লোকেরা খুব সৌখীন এবং খুব সূক্ষ্ম জিনিস পছন্দ করে। এখানে খুব মিহি রেশম, সাটিন, এমব্রয়ডারি এবং দামী অলঙ্কার ও আসবাবপত্রের খুব ভাল বাজার। এখানকার লোকদের নতুনত্বের প্রতি এত ঝোঁক যে বিদেশী যে কোন কৌতুকপূর্ণ জিনিস এরা বেশী দামে কিনতে রাজী। সকালের কাজ শেষ হলে ডেভিড বিকেলটা তার পরিবারের লোকের সঙ্গে কাটাত অবশ্য যদি দিনটা মেঘলা বা ঝোড়ো হাওয়া পরিপূর্ণ বা বৃষ্টি ধৌত থাকত। ছেলেদের হাত ধরে ডেভিড মন্দিরে এবং বাজারে

ঘুরে বেড়াত এবং মাঝে মাঝে লজ্জা পেলেও তার স্ত্রীও সাহস করে তার সঙ্গে শহর দেখতে বেরোত। ফকিরের দরজায়, থিয়েটারে এবং যে কোন উল্লেখ্য স্থানে ডেভিড অবশ্যই ভ্রমণ করবে। তার স্ত্রী অবশ্য অনেক সময় বলত যে, সে পায়ের কষ্টে হাঁটতে পারে না। কিন্তু সে যাক আর না যাক পিয়নী সর্বদাই ডেভিডের ছেলেদের নিয়ে সঙ্গে থাকত। পিয়নী খুব আনন্দের সহিত সমস্ত দৃশ্য উপভোগ করত এবং সে বেড়িয়ে বেড়িয়ে যেন ক্লান্ত হত না। সপ্তাহের পর সপ্তাহ সে সর্বত্র ঘুরে বেড়াত আর তার মনে হত দিনগুলি যেন কোথা দিয়ে চলে যাচ্ছে।

কুয়েলিন কয়েকজন ব্যবসায়ীর স্ত্রীর সঙ্গে বন্ধুত্ব করে ফেলেছে এবং সে তাদের সঙ্গে জুয়াখেলায় মত্ত হয়ে পড়ল। এই ভদ্রমহিলারা এক বাড়ী থেকে অন্য বাড়ী যেত এবং আজ এখানে কাল ওখানে—এইরূপ করে বেড়াতে লাগল। তারা পর্দা ঢাকা পালকিতে ঘুরে বেড়াত এবং সমস্ত বিকেল এবং সন্ধ্যা মাহ-জং খেলে কাটিয়ে দিত। ভদ্রতার খাতিরে কুয়েলিন বিদায় নেবার সময় টাকা দিয়ে আসত এবং সকল দাসীরা সেই টাকা ভাগ করে নিত। কিন্তু পিয়নী এই টাকার ভাগ নিত না, সে মনে করত যে এইসব টাকার উর্দ্ধে, কিন্তু পাছে কারুর মনে আঘাত লাগে তাই সে বলত যে, যেহেতু সে মনিবের ছেলেদের নিয়ে থাকে এবং কোন ঝি কি কাজ করল সে দেখতে পারছে না এবং সে নিজেও গৃহিণীদের কোন কাজ করতে পারছে না, তাই তার এই টাকার ভাগও নেওয়া উচিত নয়।

খুব তাড়াতাড়ি বাড়ী ফেরার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। কারণ সম্রাটের দরবারের জন্য ডেভিড যে উপহার এনেছিল তা দিতে দেরি হয়ে যাচ্ছে। এই দেরি কয়েক মাস ও হতে পারে। কারণ রাজদরবারে এখন মেরামতী কাজ চলছে কাজেই দরবার কবে বসবে এবং ডেভিড উপস্থিত হয়ে সম্রাটের কাছে করে উপহার দিতে পারবে তার কিছু ঠিক নেই।

শ্বেতকায় লোকদের সহিত যুদ্ধে রাজকোষ প্রায় শূন্য তাই পাশ্চাত্য সম্রাজ্ঞী ট্যাক্স ধার্য্য করার কথা ঘোষণা করলেন। তিনি বললেন যে গ্রীষ্মাবাস তৈরীর জন্য এবং সেখানকার হ্রদকে সুসজ্জিত করার জন্য অনেক টাকার প্রয়োজন। তাছাড়া তার পরিকল্পনা ছিল, একটা শ্বেত পাথরের নৌকা তৈরী করা যাতে বসে প্রাসাদের সমস্ত মহিলাবৃন্দ এক সঙ্গে ভোজন করতে পারবে এবং অভিনয় দেখতে পারবে—যে অভিনয়ের শিল্পী সংখ্যা শতাধিক। সম্রাজ্ঞীর মন্ত্রীরা এত খরচের পরিকল্পনায় গজর গজর করতে লাগল এবং বলল যে, ভাল সৈন্যের

অভাবে তারা যুদ্ধে হেরে গেছে। কিন্তু সম্রাজ্ঞী পাল্টা জবাবে বললেন যে, সম্রাটের গৌরব জনগণেরই গৌরব।

গ্রীষ্মের প্রথম দিকে ডেভিড রাজ দরবার থেকে সমন পেল এবং সে উপস্থিত হওয়ার জন্য প্রস্তুত হল। পিয়নী সকালে উঠে ডেভিডকে পোষাক পরতে সাহায্য করল। সে সদর পর্যন্ত ডেভিডকে এগিয়ে দিল এবং তার সঙ্গে চাকরেরাও ছিল, তারা মনিবের রাজদরবারে যাওয়াকে বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করছিল। ডেভিড সেজেগুজে সিডন চেয়ারে গিয়ে বসল। নীলরঙের রেশমী এবং কালো ভেলভেটের পোষাকের উপর টাসেল টুপি এবং হাতে জেডের আংটি তার বিশেষ শোভা বর্ধন করেছিল। যতক্ষণ সিডন চেয়ার দেখা গেল পিয়নী তাকিয়ে রইল, পরে সে গিয়ে নিজের বিছানায় শুয়ে পড়ল। সে অবশ্য ঘুমুতে পারল না। কারণ সে দু'এক ঘণ্টার মধ্যেই উঠে পড়বে এবং ছেলেদের খাওয়া দাওয়ার তদারকি করবে। ডেভিড ফিরে এলে সে অবশ্য কিছুই জানবে না, কিন্তু তার গৃহস্বামিনী সব কথা শুনবে এবং ডেভিড তাকে সানন্দে সব বলবে। পিয়নী কুয়েলিনকে অনেক রকমে তালিম দিচ্ছে যাতে সে ডেভিডের উপযুক্ত স্ত্রী হতে পারে।

পিয়নী কখনো কুয়েলিনকে চুল না আঁচড়াইয়ে এবং ময়লা বা কুঁচকানো শাড়ী পরে ডেভিডের কাছে যেতে দিত না। ইহাতে কুয়েলিন আপত্তি করে বলত, "পিয়নী আমার তো অনেকদিন বিয়ে হয়ে গিয়েছে, তিনটা ছেলের মা হয়েছি এখনও কি আমার শান্তি বা স্বস্তি নেই? তোমাদের কথামত আমি পা বাঁধা ছেড়ে দিয়েছি, নখে রঙ লাগাচ্ছি, ভ্রূ তুলে ফেলছি, তুমি আমাকে ফুলের পুতুলের মত সুগন্ধি করে রাখছ—আমাকে কি একটুও নিজের মনে থাকতে দেবে না?" পিয়নী হেসে বলত, "তুমি সেজেগুজে থাকলে আমার মনিব আনন্দ পায়, তাই না লেডি?" একদিন পিয়নীর ঐরূপ জবাবের উত্তরে কুয়েলিন বলল, "তুমি কেবল তোমার মনিবের কথাই ভাব, আমার কথা মোটেও চিন্তা কর না।" এই কথায় পিয়নীর হৃদযন্ত্র যেন থেমে গেল। পরে সে ধীরে ধীরে বলল, "আমি ভাবি যে, যাতে আমার মনিবের আনন্দ হয় তাতে তোমার আরও বেশী আনন্দ হয়, যদি আমার ভুল হয়ে থাকে লেডি, আমাকে উপদেশ দিও কি করতে হবে।" ইহাতে কুয়েলিন অত্যন্ত সমস্যায় পড়ল কারণ সে কি করে বলবে যে, সে তার স্বামীকে আনন্দ দিতে চায় না? সে চুপ করে গেল। কিন্তু সেই থেকে পিয়নী আর তার কাছে ডেভিডের নাম উল্লেখ করে না। তার আরও জ্ঞান হল এবং তার আত্মা জীবনের মতই গভীর হল।

কিছুক্ষণ পরে ডেভিড যখন ফিরে এল তাকে অত্যন্ত ক্লান্ত কিন্তু বিজয়ী মনে হল। সমস্ত বাড়ী তাকে অভ্যর্থনা করে তার খবর শোনার জন্য উদ্‌গ্রীব। তার স্ত্রী-ও ছেলেরা পরিষ্কার পোষাক পরে এবং ভৃত্যের সশ্রদ্ধ বিনয়ে অপেক্ষমান। পিয়নী গেটে তাকে জিজ্ঞেস করল যে, সে তার কথা শোনবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত। ডেভিড বলল, আগে আমাকে খেতে ও পান করতে দাও কারণ আমি অচৈতন্য হয়ে পড়ছি। আমাকে বসতে দেওয়া হয় নি। আমার হাঁটুর উপর নুয়ে পড়ে থাকতে হয়েছে যতক্ষণ না হাঁটু ব্যথায় কন্ কন্ করে। সে তার নিজের ঘরে চলে গেল। সে ভারী টুপিটা খুলে ফেলল, পরে সে ব্রোকেডের পোষাকটা খুলে ফেলল, উঁচু মখমলের জুতাও সে খুলে ফেলল। পরে সেই গ্রীষ্মের রেশমি পোষাক ও নরম সাটিনের জুতা পরল এবং খেয়ে পান করে এক ঘণ্টা ঘুমিয়ে নিল। পরে সে রাজসভার খবর বলার জন্য প্রস্তুত হল। সেই বড় হলঘরে ডেভিড সর্বোচ্চ আসনে বসে তার পরিবারের লোক ও ভৃত্যদের দিকে তাকাল। দিনটা খুব ভাল ছিল এবং গ্রীষ্মের রোদ আঙিনায় এসে পড়ছিল এবং সে আপন মনে ভাবল যে, যা সে পেয়েছে তা একটা লোককে গর্বিত করার মত যথেষ্ট। তার স্ত্রী তার বিপরীত দিকে বসেছিল, সে পরেছিল একটা সবুজ সাটিনের পোষাক এবং তার কানে ও চুলে ছিল সোনা ও জেডের অলঙ্কার। তার হাতে ও কব্জিতে জেড ও সোনা ছিল। সে এখনও সেই কুংচেনের হলঘরে দেখা মেয়েটির মতই আছে।

তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে তার দুই সুদর্শন পুত্র বড় পোষাকে খর্ব লোকের ন্যায়, তাদের চুল আঁচড়ান এবং লাল ফিতেয় বিনুনি করা। তৃতীয় ছেলেটা এখন একটু একটু হাঁটতে পারে, তার ধাত্রী তাকে একটা মোটা রেশমী ফিতে দিয়ে বেঁধে তার অনুসরণ করছে। পিয়নী গেটের কাছে বসে আছে এবং তার সুন্দর শান্ত মুখশ্রী তার পরিচিত। ভৃত্যেরা ধোপ দুরস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে আদেশের অপেক্ষায়। ডেভিড চায়ের পাত্র থেকে এক চুমুক পান করে সুরু করল। সে বলল, "তোমরা হয়ত বুঝতে পারছ যে সম্রাজ্ঞীদের সঙ্গে দেখা করা খুব সহজ ব্যাপার নয়। যাদের আজ দেখা করার কথা তাদের সঙ্গে আমাকে একটা পাশের ঘরে দু'ঘণ্টারও বেশী অপেক্ষা করতে হল। আমাদের কোন বসার জায়গা দেওয়া হয়নি বা আমাদের চা-ও দেওয়া হয়নি। প্রধান গোমস্তা বলল যে, সে আমাদের ডেকে পাঠাবে। সে এসে প্রথমে আমাদের শেখাল আমাদের কি ভাবে ব্যবহার করতে হবে। প্রাচ্য সম্রাজ্ঞী আজ অসুস্থ কাজেই পাশ্চাত্য সম্রাজ্ঞীই

আমাদের অভ্যর্থনা করবেন। যে রাজকীয় পর্দার পেছনে আমরা বসে আছি আমরা তার দিকে তাকাতে পারব না।"

এই সময় ডেভিডের বড় ছেলেটা চেঁচিয়ে বলে উঠল, "বাবা, তুমি তাকে দেখনি?" ডেভিড মাথা নাড়ল এবং বলল, "তাকে কেউ দেখতে পারে না বাবা। তিনি সম্রাজ্ঞী—তিনি একজন স্ত্রীলোক তাতে সুন্দরী এবং বিধবা। কাজেই তার ব্যবহার নির্ভুল।"

"আমরা সকলে ভেতরে গেলাম এবং আমাকে তৃতীয় স্থান দেওয়া হল।" এই সময় ডেভিডের ছেলে আবার বলল "কেন বাবা, তৃতীয় স্থান কেন?" ইহাতে ডেভিডের ধৈর্য্যচ্যুতি হল। তখন পিয়নী তাড়াতাড়ি ছেলেটাকে ধরে নিয়ে তার পাশে বসিয়ে রাখল। ডেভিড আবার বলে চলল, "যেহেতু আমার কোন সরকারী পদবী নেই তাই আমাকে তৃতীয় স্থান দেওয়া হল। যাদের সরকারী পদবী ছিল না তাদের মধ্যে আমি প্রথম ছিলাম। তার কারণ কুংচেনের আমাদের প্রদেশে বিশেষ সুবিধা আছে এবং তা আমাদের প্রাদেশিক শাসনকর্তা উল্লেখ করেছিল।"

পরে ডেভিড বলে চলল, সে কিরূপে ভিতরে গিয়ে মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে ছিল এবং কি করে সে এত সময় মাথা মেঝের সঙ্গে মিশিয়ে দাঁড়িয়েছিল যে পর্যন্ত না তার নাম ডাকা হোল এবং নাম ডাকার সঙ্গে সঙ্গে সে কি করে দাঁড়িয়ে উঠে সে তার উপহার দিল যা সে ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে তার কাছ থেকে নেওয়া হয়েছিল। ডেভিড বলল যে, এই উপহার দেশী নয় ইহা ইউরোপ থেকে আনা হয়েছিল এবং সে ভেবেছিল যে মহারাণী তা দেখে কিছু আনন্দ পাবেন। পরে সে এজরার সঙ্গে কুংচেনের চুক্তির কথা বলল। সে সম্রাজ্ঞীকে এই বলে ধন্যবাদ দিল যে, যদিও তাদের পূর্বপুরুষেরা বিদেশ থেকে এসেছিল তবু তারা এখানে শান্তিতেই বসবাস করতে পারছে। এই বলে ডেভিড থেমে গেলে তাকে সম্রাজ্ঞী জিজ্ঞেস করল। কুয়েলিন বলল, "তিনি কি জিজ্ঞেস করলেন?" তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি এখনও বিদেশী আছ?" আমি বললাম, "না।" তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার ছেলেপুলে ক'টি?" আমি তখন বললাম, "আমার তিনটি ছেলে।"

তখন তিনি আমাকে আদেশ করলেন, "তোমার ছেলেদের আমাকে দেখাবে কারণ আমি বিদেশীর ছেলেদের দেখিনি।" ডেভিড বলল, "এতে আমার পরিবারের খুব গর্ব বোধ করা উচিত কিন্তু।" কুয়েলিন জিজ্ঞেস করল, "তিনি কি তারিখ ঠিক করেছেন?" কাল বিকেল চারটায় তোমাদের সকলকে নিয়ে যাব।

আমি পাশের ঘরে অপেক্ষা করব এবং তুমি, তোমার ছেলেরাও নার্সগন রাজকীয় উদ্যানে ঢুকবে, যেখানে প্রাসাদের স্ত্রীলোকেরা ফুল তুলতে থাকবে। প্রধান গোমস্তা তোমাদের সেখানে নিয়ে যাবে, সে যতক্ষণ বলবে তোমরা থাকবে এবং পরে চলে আসবে।" কুয়েলিন বলল, "পিয়নী নিশ্চয়ই আমার সাথে থাকবে।" পিয়নী বলল, "না, না আমি কেন যাব?" ডেভিড বলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ তুমি নিশ্চয়ই থাকবে কারণ তুমি না থাকলে ছেলেদের কান্না কে থামাবে?" কাজেই স্থির হল যে, কুয়েলিন আর সেদিন মাহ-জঙ্গ খেলতে পারবে না। সে অত্যন্ত খিটখিটে ভাব দেখাল যখন পিয়নী তাকে শুতে নিয়ে গেল। কারণ তার অনেকগুলি টাকা খরচ হয়ে গেল। পিয়নী কুয়েলিনকে বলল, "তোমার মনিব ধনী এবং দয়ালু, সে তোমার খরচের জন্য তোমাকে তিরস্কার করবে না।" কিন্তু সে কিছুতেই শান্ত হল না, যতক্ষণ পিয়নী ছিল ততক্ষণই সে বকর বকর করতে থাকল।

সেদিন সম্রাজ্ঞী বিশেষ মনোযোগ সহকারে ডেভিডের কথা শুনেছিল। পিয়নী তাকে জিজ্ঞেস করল, "পাশ্চাত্য সম্রাজ্ঞীর স্বর তোমার কেমন লাগল?" "সবল এবং সতেজ কিন্তু কোন মধুরতা নেই।" সে বলল। "তার মনে কি ছিল আমি বুঝতে পারিনি পিয়নী, সে আমাকে জানত যে আমি বিদেশী, আমার ধন্যবাদ দেওয়া সে শুনেছে, তবু সে আমার ছেলেদের দেখতে চেয়েছে এতে আমি অত্যন্ত গর্বিত বোধ করছি।"

পিয়নী বলল, "সম্রাজ্ঞীর মধ্যে স্ত্রীলোকের ঔৎসুক্য।" কিন্তু কোন ঘৃণা নেই।" সে বলল। "কেন তোমাদের উপর ঘৃণা কেন থাকবে তোমরা তো সম্রাজ্ঞীর সহিত যুদ্ধ করনি বা তার সম্পত্তি হরণ করনি কাজেই তোমাদের উপর ঘৃণার কোন অবকাশ নেই। পিয়নী বলল, "তোমরা ভাল লোকই ছিলে এবং তুমিও তোমার বাবা ভাল লোক।" ডেভিড তার দিকে অদ্ভুতভাবে তাকাল। সে বলল, "আমাদের সততা আমাদের পৃথিবীর অন্য কোথাও বাঁচাতে পারেনি।" "সেই সব বিদেশীরা হয়ত অবিবেচক," পিয়নী বলল। "মাতৃদুগ্ধের সঙ্গে আমাদিগকে বিবেচনা শেখানো হয়েছে।"

সারাটাদিন কুয়েলিন চুল বেঁধে এবং প্রসাধন করে কাটাল। তার কপালের অবিন্যস্ত চুলগুলি তুলে ফেলা হল এবং নখে আবার নতুন করে রঙ লাগান হল, তার তৃতীয় আঙুলের নখটা ভেঙ্গে গিয়েছিল। কুয়েলিন পিয়নীকে জিজ্ঞেস করল, "এটা ঢাকব কি করে?" পিয়নী বলল, "তুমি রূপোর দস্তানা পরবে, কে আর জানবে যে একটা নখ ভাঙ্গা আছে কি না আছে।"

অবশেষে কুয়েলিন নিজের পা নিয়ে পড়ল। সে বলল, "আমি এই দেশের স্ত্রীলোকদের ন্যায় বড় পা দেখাতে বড়ই লজ্জা পাই।" পিয়নী বলল, "তোমার প্রভু খুব খুশী আছে।" কুয়েলিন বলল, "মাত্র দু'এক দিন সে পা দেখেছিল, এখন আর সে আমার পা দেখে না, সে আমার সব কষ্ট ভুলে গেছে। কিন্তু এখন এই পা-ই আমাকে সম্রাজ্ঞীর কাছে অপদস্থ করবে কারণ আমার মনে হয় তাদের পা খুব ছোটই হবে।"

পিয়নী বলল, সম্রাজ্ঞী "মাঞ্চু চীনা নয় তাদের পা বাঁধার নিয়ম নেই। দেখবে সম্রাজ্ঞীর কত বড় পা।"

অবশেষে কুয়েলিন সেজেগুজে একটা চেয়ারে বসে রইল পাছে তার পোষাক নষ্ট হয়ে যায়। তার চোখের উপর পিয়নী ছেলেদের পোষাকের তদারকি করতে লাগল। অবশেষে কুয়েলিন গেটের কাছে গিয়ে সিডন চেয়ারে বসল এবং পিয়নী তাকে বলল, "লেডি তুমি এই গল্প তোমার নাতিদের কাছে করতে পারবে।"

কাজেই তারা যাত্রা করল। ডেভিড আগে আগে যাচ্ছিল এবং তার পরিবারের লোকেরা তাকে অনুসরণ করল। তারা বড় চার স্কোয়ার প্রাসাদের কাছে উপস্থিত হল। গেটে তাদের দারোয়ানকে ঘুস দিতে দেরি হয়ে গেল পরে চেয়ারম্যানকে ঢুকতে দেওয়া হল। গেট আবার বন্ধ হয়ে গেল। ডেভিডের তার সুন্দরী স্ত্রী ও স্বাস্থ্যবান ছেলেদের দেখে গর্ব হল। পরে সে পিয়নীর দিকে উৎসুকভাবে তাকাল এবং বলল, তুমি ছেলেদের কাছে কাছে থাকবে, ওদের এদিক-ওদিক ছুটতে দেবে না এবং কুয়েলিনের সঙ্গে যখন কথা বলবে তখন তাকে ঠিকমত জবাব দিতে তুমি সাহায্য করবে। প্রধান গোমস্তার সঙ্গে তাদের দেখা হল কিন্তু তার চাহনি পিয়নীর মোটেই ভাল লাগল না। পিয়নী ছেলে দু'টোর হাত ধরে তার গৃহস্বামিনীর কাছে কাছে প্রধান গোমস্তাকে অনুসরণ করল। পরবর্তী গেটে প্রধান গোমস্তা আবার থামল, আবার সে পিয়নীর দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করল এবং নিষ্ঠুরের মত আদেশ দিতে লাগল। সে তাহাদিগকে বলল, মহারাণীগণ এখন জলপদ্ম দেখছেন তোমরা গেটের মধ্যে বড় পাইন গাছের কাছে অপেক্ষা কর। তারা যখন তোমাদের পাশ দিয়ে যাবেন তোমরা নত হয়ে তাদের সেলাম জানাবে এবং শিশুদেরও বাদ দেবে না। সম্রাজ্ঞীগণ কথা না বলা পর্য্যন্ত তোমরা কোন কথা বলবে না। যদি তারা কথা না বলে চলে যান আমি তোমাদের আবার নিয়ে যাব। যদি কোন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হয় আমি তোমাদের বলব এবং তোমরা আমাকে জবাব দিলে আমি তাদের জানাব। সে তাদের

ভেতরে নিয়ে গেল এবং বড় পাইন গাছটার ধারে তাদের সঙ্গে সেও অপেক্ষা করতে লাগল। দূরে ফুলের মধ্যে তারা সম্রাজ্ঞীদের দেখতে পেল, তাদের অনুসরণ করছিল কুড়ি খানেক সুন্দরী স্ত্রীলোক নানা রঙ-বেরঙের পোষাক পরে। ইহা একটি সুন্দর দৃশ্য এবং পিয়নী উহা উপভোগ করতে চাইল, কিন্তু প্রধান গোমস্তার জন্য পারল না। সে ঠিক পিয়নীর পেছনে গিয়ে দাঁড়াল। সে তার এত কাছে দাঁড়াল যে, সে তার গরম নিঃশ্বাস গ্রীবা সন্ধিতে অনুভব করল। সে বুঝতে পারল যে, লোকটা তার চুল ঘাড় ও কাঁধ নিরীক্ষণ করছে। পিয়নী সামনে এগিয়ে গেলে সেও সামনে এগিয়ে গেল। হঠাৎ সে জ্ঞান হারাতে লাগল। তার সম্মুখের রৌদ্রোজ্জ্বল ছবি কুয়াসাচ্ছন্ন হতে লাগল এবং সমস্ত উজ্জ্বল রঙ মিশে রামধনুর আকার নিল। আরও অগ্রসর হলে সে তার গৃহস্বামিনীর উপর গিয়ে পড়বে তবু ঐ লোকটার ভয় সে সহ্য করতে পারছিল না। আরও অগ্রসর হতে যাবে তখন পিয়নী অনুভব করল যে লোকটা নীচু গলায় কথা বলতে চেষ্টা করছে। "অধিকতর লম্বা সম্রাজ্ঞী পাশ্চাত্য সম্রাজ্ঞী, তিনি প্রাচ্য সম্রাজ্ঞীর সামনে কথা বলেন না।" সে যখন এইরূপ বলছিল, তখন সে লাম্পট্য বশতঃ নিজের শরীর দিয়ে পিয়নীর শরীরের উপর চাপ দিচ্ছিল। এখন সে ইহা সহ্য করতে না পেরে এক পাশে সরে গেল এবং তার জায়গায় ডেভিডের তৃতীয় ছেলের নার্সকে রাখল। কোনদিকে না তাকিয়ে পিয়নী এইরূপ করল কিন্তু গোমস্তাটা পিয়নীকে তিরস্কার করে বলল, "মেয়েরা গোলমাল করোনা, সম্রাজ্ঞীরা নিকটেই আছেন।" কুয়েলিন চেঁচিয়ে বলল, "শান্ত হও পিয়নী।" সে দাঁড়িয়ে না থেকে আর কি করবে? কিন্তু সে কিছুই অনুধাবন করতে পারছিল না। সে বুঝতেই পারল না, পরে কি হতে যাচ্ছে। তার কেবল কান্না পাচ্ছিল। পাশ্চাত্য সম্রাজ্ঞী দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন এবং তার পরে প্রাচ্য সম্রাজ্ঞী এবং অন্যান্য স্ত্রীলোকেরাও দাঁড়িয়ে পড়লেন। পাশ্চাত্য সম্রাজ্ঞী জিজ্ঞেস করলেন, "এরা কারা?" প্রধান গোমস্তা তাঁর কথার জবাব দিল। তখন পাশ্চাত্য সম্রাজ্ঞী তাদের দিকে তাকালেন। নিষেধ থাকায় পিয়নী চোখ তুলে সম্রাজ্ঞীর দিকে তাকাল না, কিন্তু সে মহারাণীর হাত দেখতে পেল, এক হাতে জেডের ফ্যান, অন্য হাত খালি। স্ত্রীলোকের পক্ষে তার হাতগুলি ছিল খুব শক্ত কিন্তু তাদের আকার খুব সুন্দর। প্রত্যেক আঙুলের নখগুলি সোনায় মোড়া এবং মনিমুক্তা বসান। বড় রাজকীয় পোষাকের নীচে পায়ে এমব্রয়ডারি করা জুতা এবং উহার নীচে ছয় ইঞ্চি পুরু করা প্যাড, যাতে মহারাণীর উচ্চতা বর্দ্ধিত হয়।

প্রাচ্য সম্রাজ্ঞী কথা বলছিলেন না, কিন্তু পাশ্চাত্য সম্রাজ্ঞী শিশুদের দিকে তাকালেন। তিনি তার স্ত্রীলোকদের বললেন, "তাদের বিদেশী দেখায়। তাদের চুল কালো, কিন্তু মসৃণ নয়। তাদের চোখ গোল, নাক উঁচু তবু তারা সুন্দর এবং তাদের স্বাস্থ্যবান দেখায়। আমার রাজকীয় ছেলে যদি এইরূপ হত!" তিনি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন এবং শিশুদের মিষ্টি বিতরণ করতে বললেন। ছেলেরা কাঁদল না বলে পিয়নী ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিল। পরে পাশ্চাত্য সম্রাজ্ঞী আর একটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন, "এই সুন্দরী মেয়েটি কে?" পিয়নী জানত যে, প্রশ্নটা তাকেই উদ্দেশ্য করে, তাই সে মুখ আরও নত করল।

কুয়েলিন প্রধান গোমস্তাকে বলল এবং সে চেঁচিয়ে বলল, "একজন ক্রীতদাসী, সম্রাজ্ঞী।" পাশ্চাত্য সম্রাজ্ঞী আস্তে আস্তে বললেন, "ক্রীতদাসীর পক্ষে বড়ই সুন্দরী।" এই সব শেষ হয়ে গেল। পাশ্চাত্য সম্রাজ্ঞীর সহিত প্রাচ্য সম্রাজ্ঞী এবং অন্যান্য স্ত্রীলোকেরা চলে গেলে প্রধান গোমস্তা ডেভিডের লোকদের বাইরে নিয়ে এল। সে শিশুদের হাত ভর্তি করে মিষ্টি দিল এবং বুক পকেটে হাত দিয়ে কিছু টাকা বার করল। প্রধান গোমস্তাটা তখন অত্যন্ত সরল হল এবং বলল, "সম্রাজ্ঞীরা অন্য কোন স্ত্রীলোকের খোঁজ নেন না, কিন্তু তোমার নিয়েছে এতে তোমার অনেক সুবিধা হবে। আমার একটি কথায় তুমি এখানে যখন তখন আসতে পারবে এবং তোমার জীবনের জন্য যা কিছু প্রয়োজন সব কিছু পাবে।" এই বলে সে তার প্রসস্ত হাতে পিয়নীকে পয়সা দিতে গেল, কিন্তু পিয়নী উহা নিল না। সে তাড়াতাড়ি ছেলেদের নিয়ে ঘাড় নেড়ে বেরিয়ে এল, কোন কথাও বলতে পারছিল না। ডেভিডকে দেখে তার যৎপরোনাস্তি আনন্দ হল, সে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে সব প্রশ্নের জবাব দিয়ে নিজেকে অত্যন্ত ব্যস্ত করে রাখল। পিয়নী বলল, "হ্যাঁ ছেলেরা শান্ত ছিল, আমাদের গৃহস্বামিনীকে সুন্দর দেখাচ্ছিল। সম্রাজ্ঞীগণ ছেলেদের স্বাস্থ্য দেখে আনন্দ প্রকাশ করলেন।"

পিয়নী সমস্ত সময় সিডন গাড়ীর পর্দার আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রাখল, কারণ প্রধান গোমস্তাটা পিয়নীর দিকে ফিরে ফিরে তাকাচ্ছিল। যখন পাল্কীটা লোকেরা কাঁধে তুলল এবং পর্দায় ঢাকা পড়ল, তখন পিয়নী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে লাগল। পিয়নীর অত্যন্ত ভয় হয়েছিল। সে আর কোনদিন বাড়ী থেকে বেরুবে না। রাজপ্রাসাদের প্রধান গোমস্তার মত একটা প্রভাবশালী লোক ত তাকে যখন তখন ধরে নিয়ে যেতে পারে। তাহলে সে কি করবে? ডেভিডকে বা সে কি করে একথা বুঝিয়ে বলবে? যতক্ষণ নিজেদের

শহরে গিয়ে না পৌছয় ততক্ষণে পিয়নীর কোনই নিরাপত্তা নেই তার মনে হল। বাড়ী যাওয়ার সমস্ত রাস্তা সে কেঁদে কাটাল। বাড়ী গিয়েও সে সারাক্ষণ মুখ ঘুরিয়ে রাখল। নানা ব্যস্ততা, ছেলেদের কান্নাকাটি ও নানা কাজের ভিড়ে কেহই ইহা লক্ষ্য করল না। তাছাড়া ডেভিড ত বাড়ী পৌছেই নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল কারণ ছেলেদের হৈ-হুল্লোড় সে কোনদিন বরদাস্ত করতে পারে না। পিয়নী নিজেও দেহে মনে অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে সকাল সকালই ঘুমিয়ে পড়েছিল।

পিয়নীর সাম্প্রতিক বিপর্য্যয়ের কথা ডেভিডই অবশ্য পরের দিন সকালে আবিষ্কার করল। পরের দিন সকালে ডেভিড সবে প্রাতঃরাশ শেষ করেছে এমন সময় প্রধান চাকর ডেভিডের একখানা চিঠি নিয়ে এসে হাজির হল। চিঠি এসেছে রাজপ্রাসাদ থেকে। পত্রবাহক বকশিষ নিয়ে চলে গেল কারণ ডেভিড বলল যে, সে প্রস্তাবটা পরীক্ষা করে দেখে জবাব দেবে। চিঠিতে নাকি লেখা হয়েছে যে, ডেভিডকে রাজদরবারে একটা বড় পদ দিতে চাওয়া হয়েছে। ইহাতে পিয়নী প্রমাদ গনল। ডেভিড যদি রাজপ্রাসাদে চাকরী করে তবে তার সঙ্গে থাকা পিয়নীর পক্ষে মোটেই নিরাপদ হবে না কারণ তখন পিয়নী আরও প্রাসাদের আওতার মধ্যে গিয়ে পড়বে। পিয়নী যখন এইসব ভেবে যাচ্ছিল ঠিক তখনই ডেভিড তাকে ডেকে পাঠাল। ডেভিড সচরাচর অবশ্য পিয়নীকে ডাকে না নেহাৎ প্রয়োজন না হলে। চাকরের কাছে খবর পেয়েই পিয়নী ফুল ফেলে দিয়ে তাড়াতাড়ি ছুটে গেল। ডেভিড পিয়নীকে জিজ্ঞেস করল, "এই সকলের অর্থ কি?" পিয়ন চিঠিখানা নিয়ে পড়ল এবং আবার ভাঁজ করে খামের মধ্যে রাখল। চিঠিতে প্রধান গোমস্তা লিখেছে যে সে পিয়নীকে রাজপ্রাসাদের কাজের জন্য কিনে নিতে চায়, ঘুরিয়ে একথাটা লেখা হলেও আসলে এটা রাজপ্রাসাদের আদেশই বটে।

ডেভিড পিয়নীকে বলল, "বস পিয়নী।" পিয়নী বসে পড়ল এবং বসে বসে জামার অস্তিন দিয়ে চোখের জল মুছতে লাগল। ডেভিড জিজ্ঞেস করল, "তুমি এর কোন কারণ জান?" পিয়নী যা জানে তা বলতে গিয়েও কান্নার জন্য বলতে পারল না। তখন ডেভিড রেগে গিয়ে বলল, "পিয়নী সাহস সঞ্চয় কর এবং বল— যদি তোমার আমার বাড়ী ছেড়ে যেতে ইচ্ছে হয়ে থাকে। ইহাতে পিয়নীর চোখের জল শুকিয়ে গেল এবং সে যাবতীয় ঘটনা বিবৃত করল। ডেভিড বলল,

"কি ফাঁপরে পড়া গেল। আমাদের আর এখানে এক মুহূর্ত থাকা উচিত নয়, তাহলে প্রধান গোমস্তা আমাদের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলবে এবং বণিকেরাও আর আমাদের সঙ্গে সহযোগীতা করতে সাহস পাবে না।" পিয়নী কাঁদতে কাঁদতে বলল, "সব কিছুই আমার জন্য, আমিই চলে যাই।" ডেভিড বলল, "তুমি কি বলছ, তোমাকে বিক্রী করব?" পিয়নী বলল, "আমি পালিয়ে যাব।" ডেভিড বলল, "তুমি হয়ত পালিয়ে গেলে, কিন্তু আমার দশা কি হবে? আমি কি নিজেকে ক্ষমা করতে পারব?" পিয়নী বলল, "পালিয়ে গেলে আমি হয়ত আবার তোমাদের কাছে ফিরে আসতে পারব।"

তারা একে অপরের দিকে তাকাতে লাগল। এই দৃষ্টি ছিল দীর্ঘস্থায়ী, কিন্তু অদ্ভুত। পিয়নী বিনীত, ভীত এবং কম্পিত। ডেভিড ভয় পেয়েছিল, পিয়নীর মুখ দেখে নয়, কি ঘটতে যাচ্ছে তাই ভেবে। সে পিয়নীকে ছেড়ে দিতে চাইছিল না—তার অন্তর পিয়নীর জন্য কেঁদে কেঁদে উঠছিল।

প্রধান গোমস্তার প্রতি অন্ধ আক্রোসে সে নিজের উপর চটে যাচ্ছিল। সে বলতে লাগল, "কেন আমি তোমাকে বাড়ীর বাইরে যেতে দিলাম?" পিয়নী নীচের দিকে তাকিয়ে রইল, কোন জবাব দিল না। ডেভিড আদেশ দিল, "সব কিছুর প্রস্তুতি কর, আমরা আজই বাড়ী রওনা হব।" পিয়নী বলল, "আমি আদেশ পালন করব।"

সেই রাত্রেই ডেভিড এবং তার পরিবার খচ্চরের গাড়ীতে শহর ত্যাগ করল। কুংচেনের দোকানের প্রধানকে সে সত্য ঘটনা বলেই ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিল। সে বলল, "যুবতীটি আমার স্ত্রীর বোনের মত, সে শুধু আমাদের ক্রীতদাসীই নয়, আমরা তাকে ছেড়ে থাকতে পারি না। সত্যি কথা বলতে কি আমরা তাকে ক্রীতদাসীর মত কখনও দেখিনা।" ব্যবসায়ী বলল, "হ্যাঁ, সেই প্রধান গোমস্তাটা ভয়ানক বদমাস, ঐ বদমাসটার জন্য এই শহরের কত পরিবার তাদের মেয়েদের হারিয়েছে। তোমার পালিয়ে যাওয়াই উচিত হবে।" ডেভিড তার স্ত্রীর কাছেও সংক্ষেপে সত্য কথা বলল। কুয়েলিন ভয়ে কাতর হয়েছিল, কিন্তু ভয়ের কাছে নতি স্বীকার করতে রাজী হল না। সে যুক্তি দেখাল যে, হয়ত রাজপ্রাসাদে গেলে পিয়নীর ভালই হত। সে এত চালাক হয়ত সে সম্রাজ্ঞীদের খাস ঝি হতে পারত এবং আমরাও প্রাসাদে একটা বন্ধু পেতাম। একথায় ডেভিড মোটেই সায় দিল না। সে বলল, "পিয়নী চিরদিন আমাদের বাড়ীতে আছে, আমরা

তাকে ক্রীতদাসীর মত বেচে দিতে পারি না। তোমার যদি প্রবৃত্তি না হয়ে থাকে পড়ে থাক, আমরা যাবই তাতে কোন বাধা হবে না।" এটা একরকম পালিয়ে যাওয়াই। নগরীর গেট বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ডেভিড গেটম্যানকে অনেক টাকা দিল তবে গেট খুলল। গেটের মধ্য দিয়ে গাড়ী বেরিয়ে এল, সকালের মধ্যে তারা খালের কাছে এসে উপস্থিত হল।

॥ ১২ ॥

বাড়ী প্রত্যাবর্তনের ভ্রমণে ডেভিড কারুর সঙ্গে তেমন বাক্যালাপ করল না। উত্তরাঞ্চলে যাওয়ার সময় সে যে উৎসাহ ও আনন্দ উপভোগ করেছে এখন আর তা নেই। দেশ আগের মতই সুন্দর বরং আরও সুন্দরতর হয়েছে কারণ এখন গাছে গাছে সব ফুলই পরিপূর্ণরূপে বিকশিত। ক্ষেতে শস্যও পাকবার মুখে, কাজেই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের অকৃপনতার কোন অভাব ছিল না। সরঘুম শস্যের গাছগুলি এত বড় হয়েছিল যে, চোর ডাকাতেরা উহার আড়ালে লুকিয়ে থাকতে পারে। এইজন্য এই সময়কে ডাকাতির ঋতু বলা হয়। ডেভিড শুনেছিল যে, ডাকাতেরা বেরিয়ে পড়েছে কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় কেউ তাদের কাছে এগিয়ে এল না। তারা খালের কাছে নিরাপদেই পৌছাল।

ইহার প্রধান কারণ যে, প্রদেশের শাসনকর্তা ভ্রমণে বেরিয়েছিল। ডাকাতেরা তা জানত না, তারা একজন ধনীলোককে ধরল। যখন সৈন্যগণ বেরিয়ে এল তখন তারা অল্পক্ষণ যুদ্ধ করে রণে ভঙ্গ দিয়ে পালিয়ে গিয়ে গুহায় আশ্রয় নিল। আর কয়েকদিনের মধ্যে তারা বেরোল না। কিন্তু শাসনকর্তা হুকুম দিয়েছিল যে, ডাকাতদের মুণ্ডু কেটে ফেলতে হবে অন্যথায় এক মাস ডাকাতি বন্ধ রাখতে হবে। সৌভাগ্যক্রমে এই মাসের মধ্যেই ডেভিড দক্ষিণাঞ্চল থেকে বড় নৌকা করে বাড়ী ফিরছিল। জলদস্যুরা অবশ্য তখনও নদীতে ছিল, কিন্তু রাজদরবারের সেই পূর্বেকার পতাকা এবারও মাঝিরা ব্যবহার করল তাই তারা নিরাপদেই বাড়ী ফিরতে সমর্থ হোল।

তাদের যাত্রা অবশ্য দীর্ঘস্থায়ী হল, কারণ হাওয়ায় তেমন জোর ছিল না, তাছাড়া তারা যখন পশ্চিমদিকে গেল জল তাদের বিপরীতমুখী হল। ডেভিডের শুধু চিন্তাই এবারের সাথী হল। সে চিন্তাকে সাথী করেই ডেকের উপর ভ্রমণ করতে লাগল। নৌকার দুই ধারে দেশের দৃশ্যাবলী তার চোখের উপর দিয়ে ধীরে ধীরে বিলীয়মান হতে লাগল। সূর্য্য অত্যন্ত উত্তপ্ত, কাজেই মাঝিরা একটা চাঁদোয়া খাটিয়ে ছায়া করে দিল। এই ছায়ার নীচে একটা সোফায় বসে ডেভিড চিন্তাজাল বুনতে লাগল। ডেভিডের দেহে শান্তি থাকলেও মনে বড়ই অশান্তি।

এ অশান্তিই তাকে স্ত্রী পুত্রের প্রতিবেশী স্নেহশীল করে তুলল। সে আগে একটুতেই চটে যেত এখন আর চটে না। কুয়েলিনের কোন আবদারই সে আর এখন অপূর্ণ রাখে না। ছেলেদের বায়নাও এখন পূর্ণ করতে তৎপর। সে তার ছেলেদের সকল প্রশ্নের জবাব শান্তভাবে দেয়, ছোট ছেলেটার কোমরের দড়ির অপর প্রান্ত ধরে থাকে যাতে জলে পড়ে না যায়। মোটের উপর ডেভিডের যেন আমূল পরিবর্তন হয়েছে।

পিয়নী সব কিছু বুঝত। ডেভিডের এই ভাবান্তরজনিত বদান্যতার সে কিছুমাত্র পিয়নীকে দেখাচ্ছে না এটাও সে ভালভাবেই বুঝতে পারল। ডেভিড যে পিয়নীকে এড়িয়ে চলত এটাও পিয়নীর নৌকার আবদ্ধ পরিবেশে বুঝতে বাকি রইল না। সে কখনও পিয়নীর সঙ্গে একলা থাকত না। বরাবরের মত পিয়নী যখন সব কাজ শেষ করে ডেকে ডেভিডকে ডাকতে আসত তখনও সে তার সঙ্গে কথা বলে দেরি করত না, যদিও আকাশে চাঁদ তখনও থাকত এবং তার জ্যোৎস্নাও অকৃপণভাবেই ছিল। দিনের পর দিন যেতে লাগল। পিয়নীর সঙ্গে ডেভিড কথা বলা একরকম ছেড়েই দিল। সে পিয়নীকে আদেশ দেওয়া ছাড়া আর কোন সময় কথা বলত না। তাও যখন তার স্ত্রী ও পুত্রদের কোন কাজ করার দরকার হত তখনই ডেভিডের কাছে পিয়নীর ডাক পড়ত। প্রথমে এই ব্যবহারে অত্যন্ত দুঃখ পেত কিন্তু পরে সে নিজেকে বোঝাল যে, ডেভিডের এই ভাবান্তর তার জন্যই। কারণ ডেভিডের পিকিং শহরে আরও থাকবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু পারল না শুধু পিয়নীর জন্যই। পিয়নী অবশেষে এই ভেবে খুশী হল যে, সে লোকের জন্য কেবল স্বার্থত্যাগই করে যাবে পরিবর্তে সে কিছু প্রত্যাশা করতে পারবে না—ইহাই তার বিধিলিপি। ভালবাসার পরিবর্তে ভালবাসা পাওয়ারও সে অধিকারিণী নয়।

ডেভিডের অবশ্য অশান্তি ও দুশ্চিন্তা হয়েছে ঠিকই। কিন্তু পিয়নীর ত চিন্তার শেষ নেই। সে কি করবে? কোথায় যাবে? যাবে সে বলেছে, কিন্তু কোথায় যাবে? অবশেষে তাকে কি এই বাড়ীতেই ইঁদুর ও গুবরে পোকার মত কাল কাটাতে হবে? পিয়নীও এখন আর তেমন কথাবার্তা বলে না, ডেভিড ইহা লক্ষ্য করে কিনা কে জানে? কিন্তু তার কোন প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায় না। দিনের পর দিন চলে যায়। গ্রীষ্মের মধ্যকাল অতিক্রান্ত প্রায়, তারাও তাদের বাড়ীর কাছাকাছি এসে গিয়েছে। ডেভিড আগে থেকেই তার বাবাকে খবর পাঠাল যে, যদি হাওয়ার গতি ভাল থাকে তবে আর সাত দিনের মধ্যেই তারা

বাড়ী পৌঁছে যাবে। গ্রীষ্মের শেষের দিকে ঝড়বৃষ্টির উদ্ভব হয় কাজেই এই ঝড়ের আগেই ডেভিড ঘরে ফেরবার জন্য উদ্যোগী হল। কারণ ঝড় আরম্ভ হলে নৌকা পোতাশ্রয়ে নিয়ে নোঙর করে রাখতে হবে, কতদিন সেখানে আটকে থাকতে হবে কিছু ঠিক নেই। কয়েক দিন হাওয়া তাদের অনুকূলে এল এবং বাকি পথ তারা গুণ টেনে চলল। সকলেই পরিচিত তীরভূমি দেখে আনন্দিত হল। এজরা, কুংচেন, তার ছেলেরা সকলেই নদীতীরে গিয়ে হাজির হল। নদী তীরে খচ্চর গাড়ী, পাল্কী এবং যানবাহনের অভাব ছিল না। এজরা ডেভিডকে জড়িয়ে ধরে আদর করতে লাগল। সে বলল, "আমি ভেবেছিলাম, তোমরা আরও ছ'মাস বাইরে থাকবে, তাই তোমাদের দেখে যে কি আনন্দ হচ্ছে তা ভাষায় ব্যক্ত করতে পারছি না।" কুংচেন ডেভিডের সঙ্গে করমর্দন করল। মেয়ে এবং নাতীদের দেখে আনন্দ প্রকাশ করল এবং পিয়নীকে অত্যন্ত স্নেহভাষণে আপ্যায়িত করল। পরে তারা পাল্কী ও গাড়ী চড়ে বাড়ী ফিরে এল। এজরার বাড়ীতে এবং নগরীর পথে বাজী পোড়ান হল। বুড়ো ওয়াং এবং ওয়াংমা বাজীর দড়ি ধরে এজরার বাড়ী আলোকিত করতে লাগল। এইরূপ আনন্দ উৎসবের মধ্যে পরিবারের পুনর্মিলন সংঘটিত হল। পিয়নীও এই বাড়ীতে ফিরে নিজেকে বিপন্মুক্ত মনে করতে লাগল। পিয়নী ওয়াংমাকে বলল, "সবই সেই আছে।" "একটি মাত্র ছোট মৃত্যু ঘটেছে নতুবা সবই পূর্ববৎ ঠিক আছে" পিয়নী বাড়ীতে ঢুকে ছোট কুকুরের ডাক শুনতে না পেয়ে ভেবেছে হয়ত কোথাও ঘুমুচ্ছে, কারণ এখন সে অত্যন্ত বুড়ো আর অলস হয়ে গেছে।

পিয়নী জিজ্ঞেস করল, "ছোট কুকুরটা নেই?"

ওয়াংমা বলল, "তোমরা চলে যাওয়ার পর থেকেই সে শুকোতে আরম্ভ করল। তার খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। আমি তার জন্য শূকরের লিভার আনলাম, আরও কত কি ব্যবস্থা করে দিলাম কিন্তু সে কিছুই খেতে পারত না।" পিয়নী দুঃখে কাঁদতে কাঁদতে বলল, "আমি যদি ওকে নিয়ে যেতাম, তাহলে হয়ত মারা যেত না।" "নিয়ে গেলেও হয়ত সে বাড়ীর জন্য শুকোত—যে কোন রকমেই হোক মারা সে যেতই।"—ওয়াংমা বলল। পিয়নী আর কিছু বলল না, কিন্তু কুকুরটার শোক তার কাছে অসহ্য বোধ হল। পিয়নী তার গৃহস্বামিনী ও ছেলেদের যথাস্থানে রেখে দিয়ে সে নিজের ঘরে চলে গেল। একাকীত্ব তার কাছে অসহ্য বোধ হল। তার মনে হল সে যেন আজ সকলের কাছ থেকেই আলাদা। কুকুরের গদিটা এখনও টেবিলের নীচে পড়ে আছে। পিয়নী আবার

এই গদিটা নিয়ে কিছুক্ষণ শোক করল। কুকুরের অভাব হয় না, একটার জায়গায় আর একটা আনলেই তার স্থান পূরণ হয়। কাজেই কুকুর মরল কি বাঁচল এ নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। কিন্তু যে কারণেই হোক সে অন্য কুকুর চায় না। যে কুকুরটা সে পুষত এবং যাকে সে জানত, তাকেই সে চায়, তার প্রাণ তার জন্যই কাঁদে। সে এখন নিজের দুর্ভাগ্যকে ধিক্কার দিতে লাগল এবং ভাবল কুকুরটা তাকে কত ভালবাসত।

পিয়নী ভাবে, "আমি কি বোকা!" পিয়নী আবার চেঁচিয়ে বলে, "আমার অন্তর অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। আমি এই সঙ্কীর্ণভাবেই ডেভিডকেও ভালবাসি। কিন্তু ডেভিডও ত আমার নয়! অন্য একটা স্ত্রীলোক এল, আর তাকে স্বামী করে নিয়ে নিল। ডেভিড তাকেই স্বীকার করে নিল, তাকেই পুত্র সন্তান দান করল এবং তাকে নিয়েই সুখী রইল। কই আমার কথা ত ডেভিড একবারও ভাবল না! আমি ত তাকে নিঃস্বার্থভাবে ভালবাসতাম। তার প্রতিদান দেওয়া দূরের কথা সে একবার ত আমার ভালবাসার স্বীকৃতিও দিল না! সে ত বেমালুম আমার অস্তিত্বকেই অস্বীকার করে গেল।"

পিয়নী ভাবল, "আমি আমার ভাগ্যের সহিত মানিয়ে চলব।" এইরূপে কিছুক্ষণ কান্নাকাটি করে পিয়নী হাতমুখ ধুল, চুল বাঁধল, পোষাক পরিবর্তন করে গৃহস্বামিনী ও তার ছেলেদের প্রতি কর্তব্য করতে চলে গেল।

ডেভিড অনেক রাত পর্য্যন্ত পিতার সহিত ছিল এবং প্রথম রাত্রে পিতাপুত্র একসঙ্গে ভোজন করল। আগামীকাল তারা কুংচেনের সঙ্গে ভোজন করবে। প্রত্যেকেরই অপরকে দেখার জন্য সংবাদ ছিল। এজরা বলল যে, সে ভাল আছে, কিন্তু তাকে রোগা দেখাচ্ছিল। ডেভিড অনেকদিন পরে পিতাকে দেখে বুঝতে পারল যে, সে বুড়ো হয়ে গিয়েছে। সে বলল যে, তার বামদিক অসাড় হয়ে গিয়েছে এবং হাঁটার সময় সে বাম পা টেনে টেনে চলে। তবু তার চোখ এখনও সাহসী ও উজ্জ্বল এবং কণ্ঠস্বর পূর্বের মতই উচ্চগ্রামে। ডেভিড জিজ্ঞেস করল, অসাড়তা কি তাড়াতাড়ি আসে, না ধীরে ধীরে আসে?

এজরা বলল, "প্রায় মাস-দুই আগে আমি হঠাৎ একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখি যে, আমার জিভে জড়তা, আমি পরিষ্কার কথা বলতে পারছিলাম না। ওয়াংমা একজন ডাক্তার ডেকে আনল। সে আমাকে একটা ঔষধ দিল। কয়েকবার খাওয়াব পরেই সব ঠিক হয়ে গেল।" ডেভিড বলল, "বাবা তোমাকে আমি আরও বেশী সাহায্য করব এবং আমাকে তুমি সাহায্য করতে দিও।" এর

উত্তরে এজরা বলল, "আমি অনেক কাজ করেছি। তুমি যখন বাইরে ছিলে তখন আমাকে অনেক কাজ করতে হয়েছে এবং এই সময়ে আমি তোমাকেই আমার ব্যবসায়ের সর্বেসর্বা করে রেখেছি। এখন তুমি এসেছ সব বুঝে নও। এখন তুমি "হ্যাঁ" বললেই "হ্যাঁ" হবে আর তুমি "না" বললেই "না" হবে। এখন থেকে সব প্ল্যানও তুমিই করবে। কুংচেনও তার বড় ছেলেকে সব ভার দিয়ে দিয়েছে। তোমরা এখন ব্যবসায়ের মালিক আর আমরা বুড়ো বাপেরা বাড়ীতে বসে থাকব। যদি দরকার মনে কর তবে তোমাদের উপদেশ দিতে পারি।

ডেভিড ইহাতে অত্যন্ত বিচলিত এবং গর্বিত বোধ করল। তবু একটা দুঃখের ছায়া যেন তার মুখের উপর পতিত হল। ইহাই তার পিতার জীবনের শেষ অধ্যায়। সে এখন সক্ষম হয়েছে, তাই তার পিতাকে ত চলে যেতেই হবে। ইহাই ত পুরুষানুক্রমিক ধারা! কেউ ইহার গতি রোধ করতে পারে না। কিন্তু আজ থেকে তার বাবা মারা না যাওয়া পর্য্যন্ত সে ভদ্রভাবেই পিতার আজ্ঞাবাহকরূপে চলবে এবং কোন ব্যাপারে তার ইচ্ছার অমর্য্যাদা করবে না।

এজরা হঠাৎ বলল, "আমি তোমার মাকে হারিয়েছি।" সে ডেভিডের দিকে তাকাল। তার চোখে জল এল, কিন্তু হাত দিয়ে জল মুছে ফেলল। দিন চলে যাচ্ছে, কিন্তু সব কিছুই আগের মতই আছে। এখনও সেই বড় মোমবাতি গ্রীষ্মের হাওয়ায় নিভু নিভু করে জ্বলে, আর আঙ্গিনার নরম আঁধারের উপর দিয়ে হাওয়া বইতে থাকে। ডেভিড বলল, মাকে হারিয়ে আমাদের বড় কষ্ট হচ্ছে। তিনি যাওয়ার পর থেকে আমাদের বাড়ীর অবস্থা যেন অন্যরকম হয়ে গিয়েছে। কারুরই আর আগের মত ভাল লাগছে না। এজরা বলল, "তোমার মায়ের কথা কি বলব? তাকে চিনতে আমার অনেকদিন কেটে গেল। তার সঙ্গে আমাকে নানারূপ কৌশল অবলম্বন করতে হত। কখনও আমি তার রাগকে রাগ দেখিয়ে জয় করতাম, কখনো আবার ভালবাসা দিয়ে—সহানুভূতি দিয়ে জয় করতে হত। তবে একটা জিনিসে তার কোন তুলনা ছিল না। তার হৃদয় মন ছিল পবিত্র, যেন ঈশ্বরে সমর্পিত। সে ঈশ্বরের সঙ্গে কপটতা করতে পারত না, সে আমার সহিত কপটতা করতে পারত না। তাকে খুব বিশ্বাস করা চলত। আমি জানতাম যে, সে বিশ্বাসের অমর্য্যাদা করতে পারে না।

ডেভিড তার পিতামাতার সহিত বেশী কথা বলত না। সে তাদের পিতামাতা বলেই জানত, সে তাদের পুরুষ আর স্ত্রী বলে কোনদিন ভাবেনি। সে পিতামাতার মধ্যে স্ত্রীপুরুষের সম্পর্ক ভাবতে যেন লজ্জা পেত। এজরা আবার

বলতে সুরু করল, "সে কখনও বোকা ছিল না, অনেক সময় আমি ভাবতাম সে আমার চেয়ে কতভাবে বেশী চালাক! আমি যখন ছোট ছিলাম তখন আমি এ জিনিসটা বুঝতে পারতাম না, কিন্তু আমি যতই বড় হতে লাগলাম ততই বুঝতে আরম্ভ করলাম যে আমি কত ভাগ্যবান! তোমরা যখন বাইরে বেড়াতে চলে গেলে এবং কায়োলিন ক্যারাভ্যানের সঙ্গে পশ্চিম দিকে চলে গেল তখন তোমার মায়ের অভাব আমি বেশী করে অনুভব করলাম। আমার মনে হল সে চলে গেল আর আমার অনেক আরামও সে সঙ্গে করে নিয়ে গেল। আমি যদিও তার খুব ভক্ত ছিলাম না, কিন্তু আমার মনে হত যে, সে সংসারে যতদিন আছে ততদিন আমার সব ঠিক আছে। সে যেন ছিল আমার বিবেক, যদিও আমি সেই বিবেককে মাঝে মাঝে অবজ্ঞা করতাম কিন্তু আমি সর্বদা তার মূল্য বুঝতাম। এখন আমি নিঃস্ব, ঈশ্বর আমার থেকে অনেক দূরে, অবশ্য কোথাও কোন ঈশ্বর যদি থেকে থাকে।"

ডেভিডকে নীরব দেখে এজরা আবার বলতে আরম্ভ করল, "এ প্রশ্নের জবাব আমরা দিতে পারি না। আমরা আর ইহুদী নই। যদি লিহ বেঁচে থাকত তাহলে হয়ত আমার সংসারের অবস্থা অন্যরূপ হত। তোমার মা তাকে তালিম দিয়ে তাকে তার নিজের প্রতিরূপ করে গড়ে তুলতে চেয়েছিল। হয়ত গড়ে তুলতে পারতও, কিন্তু লিহ বেঁচে রইল না, সেই থেকেই তোমার মা ভেঙ্গে পড়ল। এখন আমি এসব কথা বুঝতে পারছি।"

এজরা ভাবল, "তাহলে আমরা কি ধ্বংস হয়ে যাব?" ডেভিড কোন জবাব দিল না। এজরা বলল, মানুষ যখন একে অন্যকে ভালবাসে তখন তাদের মধ্যে কোন দেওয়াল থাকতে পারে না, তারা মিলে মিশে এক হয়ে যায়। তারা শুধু মানুষ বলেই পরিচিতি লাভ করে। যখন কোন সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা কমে যায় তখন আর তারা তাদের স্বকীয়তা বজায় রাখতে পারে না। তারা অবশ্যই বৃহত্তর মানবগোষ্ঠীর সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে যাবে যেমন সমুদ্র জলে একবিন্দু জল দেওয়া বা বালুকাতটে কয়েক মুঠো বালু নিক্ষেপ করা। "আমরা যদিও ইহা ভাবতে দুঃখ পাচ্ছি কিন্তু করার তো কিছু নেই। যা অবশ্যম্ভাবী তা তো হবেই। এখন আমাকে তোমার ভ্রমণের কথা বল, বাবা।" তখন ডেভিড তার ভ্রমণের আদ্যোপান্ত সকল বর্ণনা দিল। উত্তরাঞ্চলের রাজধানীর অপূর্ব সৌন্দর্যের কথা, সেখানকার লোকদের সভ্যতার কথা, সে তাদের কাছে কিরূপ সদ্ব্যবহার পেয়েছে, গ্রামের লোকেরা তাকে কিরূপ সমাদর করেছে, সে কি খেয়েছে, কি পান করেছে

এবং কিরূপ উৎসবে যোগ দিয়েছে। রাজপ্রাসাদে সে কিরূপ ব্যবহার পেয়েছে? সর্বশেষে পিয়নীর জন্য সে কেন তাড়াতাড়ি শহর ছেড়ে রাত্রে পালিয়ে এসেছে—এই সব কথাই সে বাবাকে বলল। এজরার সব কথাতেই উৎসাহ প্রকাশ করল, তার ব্যবসার কথাও সে মন দিয়ে শুনল কিন্তু পিয়নীর কথা প্রসঙ্গে এজরা অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়ল। বলল, "কি দুর্ভাগ্য! কিন্তু প্রধান গোমস্তার হাত তো যে কোন স্থানে পৌঁছাতে পারে। আমরা কাল কুংচেনকে এই কথা বলব।"

ডেভিড বলল, "বাবা আমি অনুরূপ কিছু করতে পারলাম না।" এজরা বলল "না, না, সে যদি অন্য স্ত্রীলোকের মত হত এবং সে যদি প্রাসাদের চাকরী গ্রহণ করত তাহলে আমরা সর্বোচ্চস্তরে একটা বন্ধু পেতাম, কিন্তু পিয়নী ত সে ধরণের মেয়ে নয়। তবু আমাদের সবরকম ব্যবস্থা নিতে হবে, যাতে কোন বিপদ আমাদের উপর এসে না পড়ে। একটা সামান্য স্ত্রীলোকের জন্য যদি আমাদের ব্যবসার প্রতি প্রাসাদের কুনজর পড়ে তবে ত খুবই ভয়ের কথা! তোমার মা সর্বদা বলত যে, আমরা পিয়নীকে একটু বেশী আবদার দিচ্ছি।" ইহাতে ডেভিড একটু উত্তেজিত হল এবং নিজের স্বপক্ষে আস্তে আস্তে বলল, "আচ্ছা বাবা, আমি যদি অন্যায় করে থাকি আমি অন্যভাবে তার প্রতিকার করব। পিয়নী আমার বোনের মত, তাকে আমি লম্পট গোমস্তার মুঠোর মধ্যে কোন মূল্যেই দিতে পারি না। আমি এই পর্যন্তই জানি বাবা।" এজরা বলল, "যতক্ষণ সে তোমার বোনের মত থাকবে, ততক্ষণ আমার কিছু বলার নেই।" এই কথা এত সরল অথচ ইহাতে ডেভিডকে ভাবিয়ে তুলল। ইহাতে যেন কোন প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত রয়েছে, যা সে জানতে উদগ্রীব। সে কোন জবাব দিল না। ডেভিড মোমবাতির দিকে তাকাল এবং সেগুলি পুড়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে দেখে সে ওঠার উদ্যোগ করল। সে বলল, "বাবা অনেক রাত হয়ে গিয়েছে, কাল আমি সকাল সকাল দোকানে যাব, তাই এখন উঠি।" ওয়াংমা বাইরে অপেক্ষা করছিল, সে এই কথা শুনে চা এবং ভাতের ঝোল নিয়ে এগিয়ে এল। এজরা ঘুমোবার আগে উহা পান করেন।

কিন্তু ডেভিড ঘুমুতে পারল না। সে তার স্ত্রীর কাছে গেল না। এখানেই সে পিয়নীর অনেক চিন্তা খুঁজে পেল। এখানে পিয়নীর অনেক চিহ্ন ছিল। বিছানার লেপ ভাঁজ করা, মশারি তোলা, মোমবাতি সাজান, কিন্তু সে নিজে এখানে নেই। সে বিছানা ঠিক করে মশারি গুটিয়ে শুয়ে পড়ল, কিন্তু তবু সে ঘুমুতে পারল না। ভ্রমণের এই কয় সপ্তাহে তার মনের মধ্যে যে কথাটা ঘোরা-

ফেরা করছিল পিতার কথায় সেটা নড়ে উঠল। তার মা, লিহ্‌, পিয়নী, কুয়েলিন—এই চারজন স্ত্রীলোক তার জীবন গঠন করেছিল এবং এখনও করছে। সে সকলের কাছ থেকে মুক্ত হতে চাইছে, যদিও সে জানত যে কোন লোক স্ত্রীলোক থেকে মুক্ত হতে পারে না। কারণ সেই স্ত্রীলোকই তাকে বর্তমান অবস্থায় নিয়ে এসেছে। সে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ইচ্ছা করত যদি সে সেই দিনগুলি ফিরে পেত যখন সে দোকানে যেতে পারত এবং সেখানের লোকদের তার হৃদয় ও আত্মার সঙ্গে কোন সম্পর্ক ছিল না।

সে রাত্রে পিয়নীও অত্যন্ত চঞ্চল ছিল। ডেভিড অনেকক্ষণ তার পিতার সহিত ছিল, ওয়াংমা তাকে বলেছিল। ওয়াংমা পিয়নীকে বলল যে, পিতাপুত্র অনেকক্ষণ ধরে গভীরভাবে কি আলোচনা করছিল, রাত দুপুর হয়ে গেলেও সে ঘরে ঢুকতে সাহস পাচ্ছিল না। যদিও পিয়নী বাধ্যতঃ ওয়াংমার সঙ্গে থাকতে চাইছিল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তার ডেভিডের মুখের ভাব দেখার ইচ্ছা ছিল কিন্তু সে সাহস করে যেতে পারেনি। সে অন্ধকারে আঙিনায় বসে সব কথা শুনছিল এবং সে তাদের এত কাছে ছিল যে, ইচ্ছা করলে সে ডেভিডের হাত স্পর্শ করতে পারত, কিন্তু সে হাত বাড়ায়নি। নিঃসন্দেহে পিতাকে বলছে যে সে কেন তাড়াতাড়ি পিকিং ত্যাগ করেছে এবং বোধহয় এজরা ডেভিডকে এজন্য নিশ্চয়ই তিরস্কার করেছে। সে ভালই জানত যে, প্রধান গোমস্তার ভয় এখনও কেটে যায়নি এবং সে ভয় এখানেও আছে এবং সে ইহার কারণ থেকে সঙ্কুচিত। ডেভিড যখন চলে গেল তখন সেও শুতে গেল। চাঁদহীন গ্রীষ্মের রাত্রে পিয়নী একা একা শুয়ে শুয়ে নিজের অবস্থার কথা চিন্তা করছিল।

ধনী লোকেরা দয়ালু হতে পারে, যেমন এজরা পরিবার বরাবর তার প্রতি দয়ালু ছিল। সে মনে করতে পারছিল, কিরূপে সে ভাবত যে, ডেভিড তাকে ভালবাসে এবং সে অনেক সময় তার চোখের ভাব লক্ষ্য করত। এই কয় সপ্তাহ সে কিরূপ উদাসীন ছিল, তাও তার মনে পড়ল। সে নিজেকে বলল, সে তাকে যে কাজ করতে বাধ্য করেছে তার জন্য সে দুঃখিত।

অহঙ্কার আবার তাহার সাহায্যার্থে এল। সে স্থির করল যে, প্রথম মুহূর্তেই সে ডেভিডকে গিয়ে বলবে যে, সে বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনীদের মঠে যোগ দেবে—যেটা এই নগরীর গেটের মধ্যেই আছে। সেখানে সে যে-কোন লোকের আওতা থেকে নিরাপদ। সে প্রধান গোমস্তাকে কোনরূপে জানিয়ে দেবে যে, অনেকদিন আগে থেকেই সে উৎসর্গীকৃত, শুধু উত্তরাঞ্চলের ভ্রমণ শেষ করে সন্ন্যাসিনী হওয়ার

অপেক্ষায় ছিল। সেই শান্ত আশ্রয়ে কেবল স্ত্রীলোকেরাই থাকে, সে স্থান তার কাছে নিরাপদ এবং তার কাছে পছন্দমত। যতই সে এই সম্বন্ধে চিন্তা করতে লাগল, ততই তার ভাল লাগল এবং ডেভিডের প্রথম কাজের ধাক্কা শেষ হলেই তাকে বলবে বলে সে ঠিক করল। তবু সে চুপ করে থাকতে পারল না, কারণ প্রাসাদের নরম হাত প্রসারিত হয়ে আবার গোলমাল সৃষ্টি করতে পারে। পঞ্চম দিনে সে দেখল যে, ডেভিড দুপুরের খাবার খেয়ে উঠে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তার দোকানে ফেরার কোন তাড়া নেই। এজরা বাঁশঝাড়ের নীচে সোফায় ঘুমুতে গেছে—যেমন গ্রীষ্মকালের দুপুরে সে করে থাকে এবং ওয়াংমা মাছি তাড়াতে নিযুক্ত আছে। ছেলেরা ঘুমিয়ে পড়েছে, চাকরেরা ঘুমুচ্ছে এবং তার গৃহস্বামিনীও ঘুমুচ্ছে। আজকার দুপুরের খাবার পরিদর্শনের ভার পিয়নীর উপর। নীচস্থ চাকরেরা খাবার ডিসগুলি নিয়ে গেল এবং পিয়নী খড়কে নিয়ে ডেভিডের কাছে গিয়ে বলল, "তুমি একটু ঘুমুবে না? হাওয়া ভারি হয়ে এসেছে, দক্ষিণ দিকে বজ্রমেঘ উঠেছে।" "আমার নিজের মহলে আমি এক ঘণ্টা ঘুমুবো," ডেভিড বলল। এধারে পিয়নী একটা পাইন গাছের নীচে বাঁশের সোফা পেতে দিতে গেল এবং যখন সে সোফার উপরে একটা নরম মাদুর বিছিয়ে দিতে গেল, ডেভিড ভিতরে এল। সে তার পোষাক খুলে ফেলে ভেতরের পোষাক পরছিল। ইহা ছিল হাল্কা সবুজ রেশমের।

পিয়নী বলল, "সব প্রস্তুত," এবং সে তাদের ছেড়ে যেতে প্রস্তুত হচ্ছিল। দিনটা এত গরম ছিল যে, তার গাল বেয়ে ঘাম পড়ছিল, সে ঘাম মুছল এবং হাসল, "আমি গলে যাচ্ছি।" ডেভিডের সঙ্গে তার দৃষ্টি বিনিময় হল এবং সঙ্গে সঙ্গে তার হাসি মিলিয়ে গেল। তাকে পিয়নী কোনদিন তার দিকে এরূপভাবে তাকাতে দেখেনি। তার দৃষ্টি তার উপর পড়েছিল গভীর উত্তপ্ত ও কামুকভাবে। তার গাল হঠাৎ লাল হয়ে উঠল এবং তার হাঁটু কাঁপতে লাগল। তার জিভ অনর্গল বকতে সুরু করল অন্যমনস্কভাবে, কিন্তু মনে যা আছে তা সে বলে যাচ্ছিল। সে সুরু করল, "আমি সেই মুহূর্তের অপেক্ষা করছিলাম কিছু বলবার জন্য।" ডেভিড বলল, "এই মুহূর্তে?" পিয়নী বলল, "হ্যাঁ।" সে তার সম্মুখে হাত জোড় করে বলল, "আমি অনেক কেঁদেছি।" সে জিজ্ঞেস করল, "কেন?" "রাজধানীতে যা ঘটেছে তার জন্য।" পিয়নীর কথা যেন ছুটে বেরিয়ে আসছিল। সে বলল, "আমি তোমাদের কোন অসুবিধা সৃষ্টি করব না, তোমাদের ক্ষতি করবার পূর্বে আমি মরব। আমি পারি তো বৌদ্ধ মঠে যাব। সেখানে

আমি নিরাপদ এবং তোমরা প্রধান গোমস্তাকে বলতে পারবে যে, "আমি সন্ন্যাসিনী হয়েছি।" ডেভিড আস্তে আস্তে বলল, "তুমি সন্ন্যাসিনী হবে?" সে নীরবে হাসতে লাগল যেন আর কেউ জানতে না পারে। তবু সেখানে শোনবার মত কে ছিল? সমস্ত বাড়ী ঘুমন্ত এবং তাদের চতুর্দিকে বিকেলের সূর্য্য কিরণ দিচ্ছিল। দেওয়ালের বাইরে থেকে একটা শব্দও আসছিল না। শহর ঘুমুচ্ছিল, একটা পতঙ্গও নীরব ছিল। পিয়নী ডেভিডের সম্মুখে যেন শক্তভাবে জাপে জড়িয়ে দাঁড়িয়েছিল। সে আর কথা বলতে চেষ্টা করল না। সে প্রকৃতপক্ষে কথা বলতে পারছিল না। সে চিন্তা করতে পারেনি এই মুহূর্তে তার জন্য কি নিয়ে এসেছে। সে বিস্মিত এবং ভীত। ভালবাসা তার শিরা উত্তপ্ত করেছিল এবং তার হৃদয়ে টিপ টিপ শব্দ করছিল। যাকে সে এই কয় সপ্তাহ উদাসীন ভেবেছিল, তাকে হঠাৎ তার গনগনে আগুন বলে মনে হল।

সে আদেশ দিল, "পিয়নী আমাকে অনুসরণ কর।" সে ঘুরে গিয়ে বসার ঘরে বসল। সে টেবিলে হেলান দিয়ে তার দিকে তাকাল, "আমি তোমাকে এখন যা বলছি তা আমাদের জীবনভোর থাকবে। আমি যদি তোমাকে বলি, তুমি কি মনে রাখবে? পিয়নী আস্তে আস্তে বলল, "হ্যাঁ," এবং সে তার দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিল না। ডেভিড বলল, "আমি এত বছর নিজেকে ঠকিয়েছি এই কথা বলে যে, তুমি আমার বোনের মত।" সে বলল, "আমি মস্ত নির্বোধ ছিলাম, তুমি কখনও আমার বোনের মত ছিলে না—আমরা যখন শিশু ছিলাম তখনও আমি তোমাকে যেরূপ ভালবাসতাম একজন বোনকে সেরূপ ভালবাসা যায় না। আর তোমাকে এখন যেরূপ ভালবাসি তাও বোনকে ভালবাসার মত নয়।" ডেভিড একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে রইল, পিয়নীও দৃষ্টি বিনিময় করল। ইহাই তার জীবনের উপহার। এই মুহূর্তে যখন ডেভিড কথাগুলি বলছিল, তখন অন্য সব ভুলে গিয়ে দু'হাত বাড়িয়ে তার উপহার গ্রহণ করা সহজ ছিল। কিন্তু পিয়নীর কাছে ইহা সম্ভব হল না। অনেক বছর সে ডেভিডের যত্ন নিয়েছে, তাকে বর্মাচ্ছাদিত করেছে, তাকে শক্তি দিয়েছে, তার জন্য পরিকল্পনা করেছে এবং তাকে ভালবেসেছে। সে এখন নিজের কথা ভাবতে পারল না। সে হাসতে চেষ্টা করল, "আমার পক্ষে সন্ন্যাসিনী হওয়ার আরও বিশেষ কারণ ঘটল, আমার মনে হয়। পিয়নী ভাল করে মনের আনন্দ ঢাকতে চাইল।" ডেভিড দৃঢ়ভাবে তাকে বলল, "হাসি দিয়ে আমাকে এড়িয়ে যেয়ো না।" আমি জানি এবং তুমিও ভালই জান—আমি এইমাত্র যা বলেছি তার অর্থ আমার কাছে কি। তবু

আমাকে ইহা বলতে হচ্ছে এই জন্য যে, কেন আমি তোমাকে প্রাসাদে ছেড়ে আসতে পারিনি। আমি যতদিন বেঁচে থাকব তুমি আমার বাড়ীতেই থাকবে পিয়নী, কারণ তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচতে পারব না। অবশেষে আমি ইহাই জেনেছি।"

পিয়নী জিজ্ঞেস করল, "এইজন্যই কি ভ্রমণের কয় সপ্তাহ আমার প্রতি উদাসীন ছিলে?" সে বলল, "আমি উদাসীন ছিলাম না, আমি দিন-রাত তোমার কথাই চিন্তা করছিলাম।"

সে আর এখন হাসির ভান করতে পারল না। সে অত্যন্ত দুঃখিত এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হল এইজন্য যে, তার প্রতি ডেভিডের ভালবাসা আবার তার দুঃখের কারণ না হয়। পিয়নী বলল, "তোমার অন্তরের কথা আমাকে বলার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ।" তার কণ্ঠস্বর স্পষ্ট এবং গম্ভীর। সে বলল, "তোমার কথা চিরকাল আমার হৃদয়ে থাকবে। উহা আমার সান্ত্বনা এবং উহাই আমার বাড়ী।" সে হাতজোড় করে তাকে নত হয়ে নমস্কার করল এবং চলে যাওয়ার জন্য ফিরল।

দরজার কাছে ডেভিডের কণ্ঠস্বর আবার তাকে বাধা দিল। সে বলল, "এর বাইরে আমি আর ভাবিনি। তবু আমাদের কি উপায় হবে?" দরজার গোবরাটের উপর পিয়নী তার পা এবং সর্দলের উপর হাত রেখে ধীরে ধীরে বলল, "সময় আমাদের দেখাবে।" পাছে ডেভিড এগিয়ে এসে তার হাত ধরে বা কাঁধ স্পর্শ করে এবং নিজের মনের প্রেমের দুর্বলতায় সে ধরা দিয়ে ফেলে, এই ভয়ে সে তাড়াতাড়ি পালিয়ে গেল।

সে রাত্রে ঘুমানো অসম্ভব হল। পিয়নী দেখে আনন্দিত হল যে, যে চাঁদ তাদের ভ্রমণের সময় আকাশে ছিল এখন আর সে নেই। সে অন্ধকারের মধ্য দিয়ে পীচ ফুলের বাগানের দিকে উঁকি মারল এবং সেখানে গাছের নীচে একা বসে রইল। মেঘে তারাগুলি ঢাকা ছিল এবং সমাগত বর্ষার জন্য হাওয়া আর্দ্র ছিল। তবু সে অনেকক্ষণ বসে থাকতে পারল না, কারণ মশারা তার চতুর্দিকে গান শুরু করেছিল। পাখা নাড়ার মত সে জামার আস্তিন দিয়ে মশা তাড়াতে লাগল, পরে সে উঠে এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করতে আরম্ভ করল।

লিহ এইরূপ ঘোরাঘুরি করত ঘণ্টার পর ঘণ্টা এবং যখন সে এই কথা চিন্তা করল তখন হঠাৎ যেন লিহর আবির্ভাব হল, সে আর তার উপস্থিতির চিন্তা ঠেকিয়ে রাখতে পারল না। কিন্তু সে আর লিহকে কেন ভয় করবে? তার

ভূতকে চিরতরে তাড়িয়ে দেওয়ার অস্ত্র তো সে পেয়েছে! তার ইচ্ছা হলে এখনই সে ডেভিডের কাছে যেতে পারে এবং তার শরীরে তার ভালবাসার ছাপ রাখতে পারে। লিহ তার কি করতে পারে? তার মাংস ত ধুলোয় পরিণত হয়েছে? সে অন্ধকার আকাশের দিকে তাকাল এবং সানন্দে তার হৃদয় পূর্ণ হল। যদি সে এই ঘুমন্ত পুরীতে চুপি চুপি গিয়ে ডেভিডেব প্রেমের সুযোগ গ্রহণ করে, তবে কেমন হয়? জয় তারই হবে।

সে একা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রইল। তার আঙ্গুল তার ঠোঁটের উপর, সে আপন মনে হাসছে। এই বাড়ীতে সে তার গোপন জীবনে আসবে, সে আর এখন একা নয়। সে মাথা নাড়ল, তাব হাত পড়ে গেল এবং তার হাসি মিলিয়ে গেল। তার হৃদযন্ত্র জোরে জোরে চলতে লাগল। ইহা গোপন হবে কেন? মানুষের বিরুদ্ধে এমন কোন আইন নেই, যা দ্বারা তাকে তার ভালবাসার স্ত্রীলোককে গ্রহণ করা থেকে নিরস্ত করা যায়। সারা শহরের লোক ইহাই করেছে, এমন কি কুংচেনও তার সুন্দরী গায়িকাকে গ্রহণ করেছিল, যে পরে তার সঙ্গে প্রতারণা করেছিল। কেহই ডেভিডের বিরুদ্ধে কোন কথা বলবে না। প্রকৃতপক্ষে ইহা তার পক্ষে ভালই হবে, কারণ ইহাতে সে তার বন্ধুদের নিকটস্থই হবে। কোন অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হবে না। সে নিজের হৃদয়ের কাছে পরাজয় স্বীকার করবে এবং ডেভিডের কাছে এখন যাবে। সকালে ওয়াংমাকে বলবে এবং শীঘ্রই সকলে জানবে। তার গৃহস্বামিনী ইহা গ্রহণ করবে এবং তাকে দ্বিতীয় স্থান দেবে অথবা সে হয়ত জানতে চাইবে না এবং সবকিছু আগের মতই চলবে। এইরূপে পিয়নীর কোমল হৃদয় যুক্তিজাল বিস্তার করছিল। তার যে মন এতক্ষণ নিঃসঙ্গ ছিল, তা এখন কঠিন এবং স্পষ্ট হল। ডেভিড কি অন্য লোকের মত? সুতরাং তার মন হৃদয়ে অনুসন্ধান করতে লাগল। ঠিক এই মুহূর্তে হঠাৎ একটা চীৎকারে তার চমক ভেঙ্গে গেল। শোনবার জন্য সে মাথা তুলল এবং তার চিন্তা থেমে গেল। আর দ্বিতীয় কোন শব্দ হল না, কিন্তু এই পরিবারের প্রতি নিজের দায়িত্ব বোধ থাকায় সে তৎক্ষণাৎ অন্ধকারে বাগানের মধ্য দিয়ে আবছা আলোকিত বড় হলঘরে এসে উপস্থিত হল এবং কান পেতে শুনতে লাগল। এজ্রার ঘর পূর্বদিকে খোলা ছিল এবং বাগানের মধ্যে তার জানালা ছিল। সে বন্ধ দরজায় কান খাড়া করে রাখল। সে শুনতে পেল তার ঘর থেকে গোঙানির মত শ্বাসের শব্দ আসছে, অত্যন্ত ভারী কিন্তু মন্থর। সে আস্তে আস্তে দরজা খুলল। সে ধীরে ধীরে বলল, "আমি পিয়নী, আপনি কি অসুস্থ বড় মনিব?" সে কোন

জবাব দিল না, কিন্তু তার নিঃশ্বাস যেন বুকের মধ্য থেকে আর্তনাদ করে বেরোচ্ছে। সে তাড়াতাড়ি কাগজ দিয়ে তেলের প্রদীপটা জ্বালালো। এক হাতে আলো নিয়ে অন্য হাতে সে মশারিটা তুলে দিল, এজরা তার মধ্যে শুয়ে আছে, তার বালিশ একধারে সরানো, তার মাথা পেছনে ফেরানো এবং তার দাড়ি খাড়া হয়ে আছে। তার চোখ খোলা এবং জ্বলজ্বল করছিল, তার সমস্ত মুখখানা ফ্যাকাশে, তার পিঠ বাঁকানো এবং শক্ত। সে তাকে দেখতে পাচ্ছিল না, বা তার কথাও শুনছিল না কারণ তার সমস্ত মনোযোগে এখন নিঃশ্বাস লওয়া এবং ছেড়ে দেওয়ার মধ্যে নিহিত ছিল। পিয়নী চেঁচিয়ে উঠল, "হায় ভগবান!" সে মশারীটা ফেলে দিয়ে ডেভিডের ঘরে ছুটে গেল। ডেভিডের দরজার উপর সে আঘাত করতে লাগল, পরে সে দরজা খুলতে চেষ্টা করল। কিন্তু দরজায় তালা দেওয়া। তার এই ভয়ের মধ্যেই সে থেমে গেল। সে কেন দরজায় তালা দিয়েছে? পিয়নীকে রোখবার জন্য না নিজেকে আটকাবার জন্য? ডেভিড এখন পিয়নীর কথা শুনল এবং জিজ্ঞেস করল, "কি হয়েছে?" "আমি পিয়নী," বলে সে কেঁদে ফেলল। বলল, "তোমার বাবা অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।"

সে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এল, তার লম্বা হাল্কা রাত্রির পোষাক এবং কোমরে বেশমি কোমরবন্ধ জড়িয়ে নিয়ে পিয়নীর সঙ্গে চলল।

পিয়নী বলল, "আমি তোমার বাবার চীৎকার শুনতে পেয়েছিলাম—পীচফুলের বাগানে ছিলাম তাই শুনতে পেয়েছিলাম এবং ভেতরে গেলাম—" সে কেঁপে কেঁপে এই কথা বলতে বলতে উভয়ে এজরার ঘরে ঢুকল।

এখন শ্বাসের কোন শব্দ ছিল না। ডেভিড যখন মশারী তুলল এবং পিয়নী তার কাঁধের ফাঁক দিয়ে তাকাল সে দেখল, যে এজরা হাত পা ছড়িয়ে পড়ে আছে এবং যেন মরণের সঙ্গে তখনও যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সে মারা গিয়েছে। সে মৃত। তার দাড়ি তার বুকের উপর শায়িত এবং তার চোখ তাকানো কিন্তু অসাড়। পিয়নী ঐরূপ চোখ দেখে আঙুল দিয়ে চোখের পাতা বুজিয়ে দিল। সে তার বাহু নিকটে টেনে দিল এবং একখানা পায়ের কাছে অপরখানা এনে দিয়ে গায়ের উপর একখানা চাদর দিয়ে ঢাকা দিল। পিয়নী বিড় বিড় করে বলল, "ইহাতে মনে হবে যে, ঘুমিয়ে আছেন।"

এই সমস্ত সময় ডেভিড সেখানে দাঁড়িয়েছিল। এখন সে হাঁটুর উপর পড়ে এজরার একখানা হাত ধরল। মরণের আর কোন সন্দেহ ছিল না। যে মুহূর্তে সে তার বাবাকে দেখল তখনই তার এইরূপ মনে হয়েছিল।

সে এখন সমস্ত বাড়ীকে জাগাবে, কুৎচেনকে খবর দেবে এবং সমস্ত শহরে মৃত্যু সংবাদ ছড়িয়ে দেবে। সব কিছুই করতে হবে, কিন্তু অবিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে সে দেরি করছিল।

সে বলল, "আমরা কয়েক ঘণ্টা আগেও কথা বলছিলাম।" পিয়নী আস্তে আস্তে বলল, "এইভাবে মারা যাওয়া ভাল।" কিন্তু হঠাৎ সে ভীত হয়ে পড়ল। এজরার সঙ্গে সঙ্গেই কি এবাড়ী থেকে দয়ার হৃদয় চলে যাবে না? কেন? কেন ডেভিড ঘরে তালা দিয়ে তাকে রুখতে চেয়েছিল? সে হাঁটু গেড়ে বসে মাথা বিছানার উপর নুইয়ে কাঁদতে আরম্ভ করল। পিয়নী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলতে লাগল, "তিনি এত ভাল ছিলেন! তিনি আমার কাছে এত ভাল ছিলেন! আমার প্রতি তাঁর এত দয়া ছিল।" সে এই ভেবে অপেক্ষা করছিল, হয়ত ডেভিড তার কাঁধে হাত রেখে তাকে সান্ত্বনা দেবে। কিন্তু সে তা করল না। তার পরিবর্তে সে তার বাবার হাতের উপর আস্তে আস্তে আঘাত করতে লাগল, যেন এজরা এখনও বেঁচে আছেন।

॥ ১৩ ॥

সুতরাং এজরা বেন ইজরায়েল মারা গেলেন এবং তাঁকে তাঁর পিতার পরবর্তী স্থানে সমাহিত করা হল। যেখানে ম্যাডাম এজরার নশ্বর দেহ চীনা মাটিতে মিশে গিয়েছে তারই একটু উপরে এজরার সমাধি।

পিতার খোলা কবরের কাছে দাঁড়িয়ে ডেভিডের এই কথাই মনে হয়েছিল। সে তার মায়ের কথা ভাবল, সে এত শক্ত ছিল যেন মনে হয় এখনও বেঁচে আছে।

নিজেকে এবং নিজের পরিবারকে পৃথক করে রাখার চেষ্টায় সে আজীবন যে যুদ্ধ করে গিয়েছে, আজ তা সমাপ্ত হয়েছে। মৃত্যুই তাকে পরাস্ত করেছে। পাহাড়ের ধারেব সন্ধ্যার বাতাস বড়ই মিষ্টি। ডেভিডের আশে পাশে তখন অগনিত মানুষের ভিড়, তার বাবাকে কবর দেওয়া দেখতে এসেছে—ডেভিড তাদের প্রতি অমনোযোগী নয়। ডেভিডের মা যে বেঁচে নেই এতে সে এক প্রকার সুখীই, কারণ বেঁচে থাকলে সে ত দেখতে পেত যে, এজরার সদাশয়তায় তার অসংখ্য বন্ধু জুটেছে, তারা তার সমাধি স্থলে এত ভিড় জমিয়েছিল যে, চীনা রাজকর্মচারীর শবযাত্রাকেও ম্লান করে দিয়েছিল—এটা ডেভিডের মায়ের নিশ্চয়ই পছন্দ হত না, কারণ সমবেত সকলেই প্রায় চীনা—ম্যাডাম এজরার মতে অবিশ্বাসী। একমাত্র ডেভিডের হৃদয়েই তার নিজের জাতি সম্বন্ধে জ্ঞান ছিল। জীবনে এই প্রথমই সে উপলব্ধি করতে পারল, কেন তার মা নিজেদের মাতৃভূমিতে ফিরে যেতে চাইত এবং সেখানে সমাহিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করত। সে নিঃসংশয়ে জানত যে, এখানে মারা গেলে তার দেহ বিদেশের মাটিতেই মিশে যাবে। পাঁচ স্তর মাটির নীচে তাদের জাতির মৃতদেহ প্রোথিত করা হয়, এদেশেও পুরুষানুক্রমে তারা এই ধারা বজায় রেখে এসেছে, প্রাচীন মৃতদেহের নীচে আর কোন কবর খোঁড়া সম্ভব নয়। কিন্তু তার বাবা-মাকে সাধারণ মানুষের স্তরেই প্রোথিত করা হয়েছে—তারা আর পৃথক জাতিতে নেই।

হঠাৎ বৌদ্ধ পুরুতের মন্ত্রোচ্চারণে ডেভিডের চমক ভাঙল। গোল্ডেন টেম্পলের মঠাধ্যক্ষ যখন মৃতের প্রতি সম্মান দেখাতে এসেছিল তখন ডেভিডের আন্তরিকভাবে

অসম্মত প্রকাশ করার ইচ্ছা ছিল এবং সে সাহস করে বলেছিল যে, বৌদ্ধধর্ম তার বাবার ধর্ম ছিল না। অত্যন্ত ভদ্রতার সহিতই সে বুড়ো পুরুতকে বলেছিল যে, বৌদ্ধসঙ্গীত সমাহিত-করণে উপযুক্ত হবে না। মঠাধ্যক্ষ অতি সম্ভ্রমের সহিত বলেছিল, "তোমার পিতা বিদেশী হলেও এত উদারচেতা ছিলেন যে, তাঁর কাছে মানুষে মানুষে কোন ভেদ ছিল না। আমাদের যা কিছু আছে তা দিয়েই আমরা তাঁকে সম্মান দেখাতে চাই এবং আমাদের ধর্ম ছাড়া আর কিছুই নেই?" মন্ত্রের মৃদু কান্নার মত সুর পাহাড়-প্রান্তে আছড়ে পড়ে আকাশে উঠে যাচ্ছিল এবং ডেভিড শুনতে শুনতে তন্ময় হয়ে যাচ্ছিল। তার মাথা নত এবং হাত জোড় করা। তার উভয় দিকে তার ছেলেরা দাঁড়িয়েছিল, তারাও তার মতই সাদা চটের পোষাক পরেছিল। এমনকি ছোট ছেলেটাও অনুরূপ পোষাকে সজ্জিত ছিল। তার পেছনে তার স্ত্রী চীৎকার করে কাঁদছিল পিয়নীর উপর ভর করে।

পিয়নী। তার শৈশবের প্রিয় সব কিছুর মধ্যে একমাত্র পিয়নীই অবশিষ্ট ছিল। তিনদিন আগে ডেভিড পিয়নীকে বলেছিল যে, সে তাকে ভালবাসে—ডেভিডের সেই কথা মনে পড়ল। যে কথাটা সে তাকে সাহস করে বলতে পারল না, তা হল তাকে সম্পূর্ণ করে পাবার উদগ্র আকাঙ্ক্ষা। যখনই তার এই ইচ্ছার কথা মনে পড়ে তখনই সে অসুখী হয়, অস্বস্তি বোধ করে। যখন তার বাবা বলত যে, সে এক উপপত্নীর ছেলে ছিল তখন তার মা কি ভীষণ রেগে যেত। সে জানত যে, তার বন্ধুদের কোন আপত্তি হবে না, বা যারা তাকে সমর্থন করে তাদের কেউ তার বিরুদ্ধে একটি কথাও বলবে না যদি সে পিয়নীকে উপপত্নী করে। বরং তারা তাকে অভিনন্দন জানিয়ে নিজেদের একজন বলে ভাববে এবং পিয়নীর রূপের প্রশংসা করবে। এমন কি তার স্ত্রীও কোন কথা বলবে না কারণ পিয়নী কোন কারণেই তাকে আঘাত করবে না বা তার প্রতি তার ব্যবহারের পরিবর্তন ঘটাবে না।

তবুও সেই রাত্রে যখন তার সমস্ত হৃদয় ও দেহ পিয়নীর জন্য উন্মাদ হয়ে উঠেছিল তখন সে পিয়নীকে না ডেকে নিজের শোবার ঘরের তালা বন্ধ করে দিল। নিজের হৃদয় মনের উদগ্র আকাঙ্ক্ষাকে সে যেন গলা টিপে হত্যা করল। সে জোর করে একখানা বই নিল এবং অজ্ঞাতসারে টোরার উপরেই তার হাত পড়ে গেল। সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে টোরা পড়ছিল, পিয়নীর চীৎকারে তার চমক ভাঙল।

তার মন সেই সব দিনে উড়ে গেল যখন লিহ বেঁচে ছিল এবং তার হৃদয় আনন্দ ও ভয়ের মধ্যে দোল খাচ্ছিল। যদি পরে তাদের মিলন হত, যৌবনের

প্রথম উদ্দামে মায়ের প্রতি অবাধ্যতার ঝোঁক কেটে গেল। যদি তাদের বিয়ে হত, হয়ত সে লিহকে ভালবাসত। এখনও সে গভীর দুঃখানুভূতির সহিত তাকে স্মরণ করে, তার সৌন্দর্য্য, তার সরলতা এবং তার আভিজাত্যপূর্ণ সাহসের কথা তার মনে পড়ে। তার দুঃসাহসিক মৃত্যু অবশ্য ডেভিডের জন্যই, তাকে এমন স্বকীয়তা দিয়েছে যা ডেভিডের অস্বীকার করার উপায় নেই। লিহর কিছুটা এখনও তার মধ্যে বেঁচে আছে যদিও তা অলীক স্বপ্ন ছাড়া কিছুই নয়।

তবু কুয়েলিনকে বাদ দিয়ে শুধু লিহ আর পিয়নীকে নিয়ে তার জীবন-কল্পনা করা অসম্ভব। কিন্তু লিহ কখনও পিয়নীকে সহ্য করত না! কুয়েলিনের অনেক দয়া ছিল এবং ডেভিড তা পছন্দ করত। সে জানত যে তার মা যদি এই মুহূর্তে জীবিত থাকত সে কখনও স্ত্রীর প্রতি অনাসক্তির জন্য ডেভিডকে ক্ষমা করতে পারত না। সে কুয়েলিনকে বিয়ে করেছিল। তার সুন্দর মুখ, মাখনের মত মাংস, কালো চোখ, ছোট হাত, শিশুর মত মুক্ত হৃদয় এবং ঈশ্বরের ভয়ে ভীত মনোবৃত্তির জন্য। সে যদি অন্যভাবে অনুপযুক্ত হত—ডেভিড হঠাৎ মাথা তুলল এবং ঘাড় সোজা করল। যা সত্য তা সে স্বীকার করবে।

পিয়নী সর্বদা তার বাড়ীতে থাকত। তার মধ্যে কোন খুঁত সে খুঁজে পায় নি। সে ছিল পুরোপুরি তার মনের মত। তার সঙ্গে সে ছেলেদের বিষয়, ব্যবসার বিষয় এবং যাবতীয় সমস্যার আলোচনা করত। পিয়নী তাকে আনন্দ দিত, তার গৃহস্থালীয় যাবতীয় কাজ নির্বাহ করত, ছোটখাটো সমস্যা থেকে তাকে আড়াল করে রাখত এবং সর্ব বিষয়ে সে যেন ডেভিডকে বর্ম দিয়ে ঢেকে রাখত। তার জীবনকে সেই সুন্দর ও শ্রীমণ্ডিত করে গড়ে তুলেছিল।

মন্ত্রোচ্চারণ শেষ হল, ডেভিড শুনতে পেল যে, প্রথম মাটির তাল তার পিতার শবাধারের উপর পড়েছে। এই শবাধারটি ম্যাজিষ্ট্রেট উপহার দিয়েছে। ইহা সরলবর্গীয় বৃক্ষের বড় কাঠ থেকে তৈরী, কারুকার্য্য করা এবং মূল্যবান পাথর-খচিত করা। কুংচেন কবরের আড়াআড়ি দাঁড়িয়ে; দ্বিতীয় স্তরের শোকজ্ঞাপক কালো-বেগুনে পোষাক পরে চোখ মুছছিল। নিম্নস্তরের শোকপ্রকাশের ন্যায় সে শব্দ করে কাঁদছিল না। এখনও সে নীরবেই দাঁড়িয়ে আছে এবং তার গাল বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। সে এজরাকে খুব ভালবাসত, যদিও সে এজরাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করত না কিন্তু তার জন্য তাকে কম ভালবাসত না। কোন লোকই দোষশূন্য নয়, সে কৌতুকের সঙ্গে আবিষ্কার করেছিল যে, দুই পরিবারের সম্পর্কযুক্ত মিলনের ফলেও এজরার টাকার প্রতি মোহ বিন্দুমাত্র কমে নি। তবু অন্যদিক

দিয়ে সে ছিল উদারচেতা। সে নিজে হয়ত কুংচেনকে ঠকাতে প্রলুব্ধ হতে পারে, কিন্তু অন্য কাউকে সে কিছুতেই কুংচেনকে ঠকাতে দেবে না। এমন বন্ধুকে হারিয়ে সে অত্যন্ত মর্মবেদনা অনুভব করল। কুংচেন অনুভব করল, কে যেন তার দিকে তাকিয়ে আছে এবং চোখ তুলে দেখল যে, ডেভিড একমনে তার দিকে চেয়ে আছে।

ডেভিড আবার নীচের দিকে তাকাল। সে ভাবল, পিতার পরে কুংচেনই তার নিকটতম—পিতার ন্যায়। সে সৎ চীনা ব্যবসায়ীকে ভালবাসত, তবু নতুন নৈকট্যের জ্ঞান তাকে সচকিত করল।

তার মায়ের পরিবারের সঙ্গে সংযোগের শেষ সূত্রটি ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। সে এখন অখণ্ড, অপরিবর্তনীয়। পুরানো বিবেকের স্মৃতি মনের মধ্যে বিশ্চিকের ন্যায় দংশন করতে থাকে।

অবশেষে কবর দেওয়া শেষ হল। ডেভিড আবার বিবেকের দংশন নিয়ে বাড়ী ফিরে গেল। তার কাছে একটা জিনিস স্পষ্ট হয়ে উঠল, হয় পুরানো জিনিসের চিহ্ন রাখা, নয় তাকে মরে যেতে দেওয়া।

পিয়নী আগেই বাড়ী পৌঁছেছিল। কাজেই ডেভিড বাড়ীর গেটে ঢুকে প্রথমেই পিয়নীর মুখ দেখল। পিয়নীকে দেখে যে সে ভরসা পায়, তা পিয়নী বোঝে।

ডেভিড বলল, "আঃ পিয়নী, ঘর-সংসার দেখ, আমি কিছুক্ষণ একলা থাকব।" সে ধীরে ধীরে বলল, "সব আমার উপর ছেড়ে দাও।"

ডেভিড মৃদু হেসে তাকে ধন্যবাদ দিয়ে নিজের ঘরে চলে গেল। পিয়নীর অনেক কিছু করার ছিল। ছোট ছেলেটা কান্না সুরু করে দিয়েছিল। সে তাকে কোলে নিল এবং তার নার্সকে বলল, "তোমার পোষাক বদল করে এস, তোমার স্বাভাবিক পোষাক দেখলে ছেলেটা আর কাঁদবে না।" ছেলেটাকে কোলে নিয়ে নানারূপে আদর করে তাকে ভোলাতে লাগল। এইরূপেই সে ডেভিডের অন্য ছেলেদেরও ভোলায়। ডেভিডের ছেলেগুলিই পিয়নীর সন্তানের মত। ছেলেরাও পিয়নীকেই ভালবাসত, তারা তাকে মায়ের মত না ভাবলেও মায়ের পরেই তাদের বিশেষ আপন কেউ হবে বলেই মনে করে। কোন কোন ব্যাপারে তারা পিয়নীকে মায়ের চেয়েও বেশী শক্তিশালিনী মনে করে এবং মায়ের অবর্তমানে পিয়নীই তাদের সব কিছু। তাদের মা, কুয়েলিন তাদের যথেচ্ছ আদর আব্দার দেয় আবার মারেও খুব এবং যখন তখন চেঁচিয়ে গালাগালি দিতেও

ছাড়ে না। কিন্তু পিয়নী কখনও মাত্রা ছাড়িয়ে যায় না—সে অতিরিক্ত আদরও করে না আবার ঔদাসীন্যও দেখায় না। সে কোন ছেলেকে গালি দেয় না, প্রহার করা ত দূরের কথা। পিয়নীর ব্যবহারে এমন একটা মাতৃত্ব-সুলভ মধুরতা বর্তমান যাতে সকল শিশুরাই তার বশবর্তী হয়। পিয়নী ছিল ডেভিডের ছেলেদের জীবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্বরূপ। পিয়নীর আদরে ছেলেটা শান্ত হল। সে তার ভিজা জামা বদল করে শুকনো জামা পরিয়ে দিল এবং তাকে একটু চা খাইয়ে দিল। তার নার্স যখন ফিরে এল তখন ছেলেটা সম্পূর্ণ প্রফুল্ল। এইরূপে পিয়নী একটিকে শান্ত করে অপর ছেলেটির কাছে যায় এবং তাকে অল্প যত্ন ও খেলা দিয়ে শান্ত করে। পিয়নী সর্বদা খেলনার একটা গোপন ভাণ্ডার রাখে। রাস্তায় বেরিয়ে এটা সেটা কিনে এনে সে ঘরে রেখে দেয় এবং ছেলেরা ক্ষেপে গেলে ঐ সব বার করে তাদের খেলতে দেয়। জিনিসগুলি সর্বদাই তাদের নতুন মনে হয় এবং তারা অনায়াসে খেলনা নিয়ে কান্না ভুলে যায়। বড় ছেলেটা পিয়নীকে জিজ্ঞেস করে, "আমরা আর কোনদিন ঠাকুরদাদাকে দেখতে পাব না?" পিয়নী বলল, "তার আত্মা সর্বদা এখানেই আছে।" শিশুটি আবার জিজ্ঞেস করে, "তার আত্মা কি আমরা দেখতে পাব?" পিয়নী বলল, "চোখে দেখতে পাবে না। কিন্তু রাত্রে যদি কখনো তার কথা ভাব, তিনি দেখতে কেমন ছিলেন কল্পনা করো তবে তোমার মনে হবে যে, তিনি তোমার কাছেই আছেন। এই দেখ, একখানা নতুন বই—আমি তোমার জন্য রেখেছি, দেখ দেখি পড়তে পার কিনা!"

পিয়নী শিশুদের শিক্ষিকা ছিল। এখন সে বসে পড়ল এবং বড় ছেলে দু'টো তার হাঁটুর উপর কনুইয়ে ভর করে বই খুলে পড়তে চেষ্টা করল। সে তাদের দ্রুততায় গর্ব করে তাদের প্রশংসা করতে লাগল এবং তারা বাড়ীর দুঃখ ভুলে গেল। এই বইটা পিয়নী ম্যাডাম এজরার তাকে পেয়েছে। অনেক আগে পিয়নী বই গুছাতে গিয়ে কতকগুলি লাইব্রেরীতে রেখেছে এবং কতকগুলি ম্যাডাম এজরার নিজস্ব সংগ্রহের মধ্যে শাল, রুমাল এবং পবিত্র চিহ্নের মধ্যে রেখেছে যা এখন আর কারুর কাজে লাগবে না। কিন্তু পিয়নী নিজের জন্য একখানা বই রেখেছিল যাতে চীনা ভাষায় ম্যাডাম এজরার লোকেদের কথা লেখা আছে। কিরূপে তারা একসময়ে মিশরে ক্রীতদাস ছিল এবং কিরূপে রাণীর প্রিয় পাত্র তাদের মুক্ত করে দিয়েছিল, যার শিরায় কিছু ঐ অদ্ভুত রক্ত ছিল। গল্পটা ডেভিডের ছেলেরা বিস্ময়ের সঙ্গে পড়ত।

একটা ছেলে জিজ্ঞেস করল, "এই মিশর কোথায় ? এই লোকেরা ক্রীতদাস হয়েছিল কেন ?" বড় ছেলেটা আবার জিজ্ঞেস করল। "এই মোজেস কে, যে তাদের মুক্ত করেছিল ?" যখন গল্পটা শেষ হয়ে গেল তখন তাকে অখুসী মনে হল। "সে দেবতা কি আমার মত প্রত্যেক বড় ছেলেকে মেরে ফেলত ? ভাগ্যিস সে দেবতা এখানে নেই !" পিয়নীর কোন প্রশ্নের জবাব দেওয়ার শক্তি ছিল না। সুতরাং সে বলল, "এটা একটা গল্প এবং অনেক আগে শেষ হয়ে গিয়েছে।" সে বইটাকে রেখে দিয়ে ছেলেদের খাবার ব্যবস্থা করে দিল। তারা খেয়ে খেলা করতে শুরু করলে পিয়নী নিজের মনে প্রশ্নগুলির কথা ভাবতে লাগল। নিশ্চয়ই বাড়ীর কেউ ইহার উত্তর জানে, তা না হলে ছেলেরা বড় হয়ে তাদের পূর্বপুরুষদের সম্বন্ধে কিছুই জানবে না এবং এটা খুব খারাপ জিনিস হবে। যে কোন বাড়ীতে পূর্বপুরুষেরাই মূল এবং শিশুরাই ফুল এবং দুইটির কোনটিকে কেটে ফেলা উচিত নয়। সে স্থির করল যে, সময় মত সে ম্যাডাম এজরার বই ঘেঁটে ছেলেদের প্রশ্নের জবাব খুঁজে বার করবে। এখন সে তার গৃহস্বামিনীর কাছে যাবে এবং খোঁজ নিয়ে জানবে সে সুস্থ এবং ভাল মেজাজে আছে কিনা। গোধূলি হয়ে এল, আঙ্গিনা পার হয়ে গিয়ে সে অনুভব করল যে, বাতাস স্থির এবং মধুর। বাড়ী নীরব। সে অনুভব করল, গৃহস্বামী ও গৃহস্বামিনীর অভাবে বাড়ীটা ফাঁকা ফাঁকা লাগছে, কোথায় গেলেন তাঁরা ? তবু বংশানুক্রমিক ধারা বজায় থাকে, এখন ডেভিডই গৃহস্বামী। সে-ই জীবিত পুরুষদের মধ্যে বর্ষীয়ান। হঠাৎ তার বন্ধ দরজার কথা মনে পড়ল। সে এক মুহূর্তের জন্যও সে কথা ভোলেনি। সে তার দরজা পিয়নীর জন্যই জীবনে প্রথমবার বন্ধ করেছিল। যদি ইহা তার বিরুদ্ধেও হয়ে থাকে তাতে তার কি ? সে আর কখনও তার কাছে যাবে না। দরজা চিরকালের জন্যই বন্ধ হয়ে গেছে ---যদি ডেভিড নিজে ইচ্ছে করে না খোলে।

হ্যাঁ, সে অপরিবর্তনীয়ই। সে তার জন্য অনেক কিছু করবে, আরও অনেক বেশী। আরাম এবং আমোদ-প্রমোদ আর যথেষ্ট নয়। সে পড়াশুনা করবে— যাতে তার মর্য্যাদা ও শক্তি বাড়বে। তার জীবনের যথার্থ মূল্য সে বিধান করবে, যাতে সে জীবনে শক্তি ও শান্তি পেতে পারে। সে আকাশের দিকে মুখ তুলল মাত্র এক মুহূর্তের জন্য। সে জীবনে কোন প্রার্থনা করেনি, সে কোন দেবতা জানত না, কিন্তু তার হৃদয় স্বর্গ খুঁজত এবং সে তার জাতির দেবতার প্রতি আস্থাশীলা ছিল, তার নাম সে জানত জেহোভা।

অপরিচিতের কণ্ঠস্বর শোনার জন্য সে মনে মনে প্রার্থনা করত। "আমাকে শক্তি দাও, যা দ্বারা আমি যে মানুষকে ভালবাসি তার যেন সেবা করতে পারি।" —সে এই প্রার্থনাই করত। এক মুহূর্ত সে নীরবে অপেক্ষা করল, কিন্তু কোন চিহ্ন দেখা গেল না। বাঁশের ঝাড় হাওয়ায় আন্দোলিত হতে লাগল এবং দূরে শহরের কোন মৃত পুত্রের মা তার মৃত ছেলের আত্মাকে অনবরত ডেকে চলেছে……

বাড়ীর ভিতরে কুয়েলিন জাঁকজমকের সহিত বসে আছে। সেই এখন বাড়ীর গৃহস্বামিনী এবং মালিকপক্ষের সবচেয়ে বর্ষীয়সী মহিলা। সমাধি স্থলে যাতায়াতে তার কষ্ট হয়েছে, তাই সে এখন আয়াস করে মিষ্টি খাচ্ছে এবং চা পান করছে। এখন আর তার চোখ কান্নায় লাল নেই। পিয়নীকে দেখে সে মিষ্টির বাক্সটা নীচে নামিয়ে রেখে বলল, "গৃহস্বামীর জন্য আমার বড়ই কষ্ট হচ্ছে।" আমাদের সকলেরই কষ্ট হচ্ছে লেডি, পিয়নী আস্তে আস্তে বলল। যখন সে দেখল যে, তার গৃহস্বামিনী তার সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছুক তখন সে হাতজোড় করে বসে পড়ল। কুয়েলিন শোক করে বলল, আমার স্বামীর চেয়েও তিনি আমার প্রতি দয়ালু ছিলেন।" কুয়েলিন শোক করে বলল, "আমি তাঁর মধ্যে রূঢ়তা কখনও দেখিনি।" পিয়নী স্বীকার করে বলল, "কোন রূঢ়তা তার মধ্যে ছিলই না।" কুয়েলিনের চোখে জল এল যখন সে বলল, "আমার স্বামীর চেয়েও তিনি আমার প্রতি অধিকতর দয়ালু ছিলেন।" পিয়নী আস্তে আস্তে বলল, "তোমার স্বামী বড়ই দয়ালু লেডি।" কুয়েলিনের চোখের জল হঠাৎ শুকিয়ে গেল। সে বলল, "তার হৃদয়ের তলদেশে কিছুটা কঠিনত্ব আছে। আমি তা অনুভব করতে পারি এবং তুমি যদি তাকে সম্পূর্ণ নির্দোষ না ভাবতে তবে তুমিও বুঝতে পারতে। তাছাড়া, আমার সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে, তোমার তো হয়নি, আমি বলছি তার হৃদয়ে কঠিনত্ব বেশ কিছুটা আছে, অনেক সময় সে যখন আমার দিকে তাকায় তখন আমি তা বুঝতে পারি।" পিয়নী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলে, "আমি তোমাকে অনেকদিন বলেছি যে, তোমার স্বামী সর্বদা তোমার সেজে-গুজে থাকা পছন্দ করে। কিন্তু তুমি অনেক সময় আমাকে সাজাতে দাও না বা চুল বাঁধতে দাও না। অনেক রাত্রে তুমি ক্লান্ত হয়ে শুতে যাও। আমাকে শুতে যাওয়ার পূর্বে তোমাকে স্নান করিয়ে দিতে দাও না। ধর না কেন লেডি, তুমি জান যে, তোমার স্বামী কখনও শূকরের চর্বির গন্ধ পছন্দ করে না এবং এগুলি চর্বি দেওয়া। তুমি এগুলি খাও কেন? বছরের পর বছর ধরে পিয়নী সাধুভাবে

এই সুন্দরীর সহিত কথা বলতে শিখেছে। এই সুন্দরী এখন ভ্রূ কুঁচকে বসে আছে, কিন্তু সে সুন্দরী। সে এখনও সুন্দরী, যদিও তার হাড়ের উপর নরম মেদের স্তর পড়তে সুরু হয়েছে। সে এখনও গজ গজ করে বলে যে, যেদিন থেকে পিয়নী তার পায়ের ব্যাণ্ডেজ খুলে দিয়েছে সেইদিন থেকে সে পায়ে ব্যথা অনুভব করছে খুব প্রয়োজন না হলে সে কখনো নড়ে বসত না এবং সে মিষ্টি ও সুস্বাদু খাবার পছন্দ করত। এখন তার ভ্রূকুটিতে পিয়নী হেসে ফেলে বলল, "আমাকে ঘৃণা করো না লেডি, কারণ আমি তোমাকে অত্যন্ত ভালবাসি।" কুয়েলিন তেমান ভাবেই রইল যতক্ষণ পারল, অবশ্য যখন নিজের হাসি পেল তখনই তার ভ্রূকুটি চলে গেল। সে বলল, "তুমি আমাকে বেশী তিরস্কার কর, পিয়নী। আমি তোমাকে বলছি এসব ছেড়ে দাও। আমি এখন গৃহস্বামিনী, তুমি আমার আদেশ পালন করবে। আমার কি করতে হবে তা আমাকে বলে দেওয়ার তোমার কোন অধিকার নেই।"

এই ক্ষুদ্র প্রাণীটি পিয়নীর উপর এমন আস্ফালন করল যাতে পিয়নীর বড় কালো চোখে হাসি ছাড়াও অন্য কিছু ফুটে উঠল।

পিয়নী ইহা আশ্চর্য্য ও বিস্ময়ের সহিত লক্ষ্য করল. অবশ্য খামখেয়ালী তার বরাবরই ছিল, কিন্তু তাকে তোসামোদ করে বা বিরক্ত করে হাসানো যেত। কিন্তু এখন যদি সে বেশী অহঙ্কারী হয় তবে ডেভিড ধৈর্য্য হারাবে। তাদের মধ্যেকার বন্ধন শুধু দেহাকর্ষণের, যা ভাঙতে বেশী সময় লাগে না। ডেভিড কামুক লোক নয়। যৌন লালসা তারও ছিল, কিন্তু ইহা হৃদয় ও মনের সঙ্গে জড়ানো, যার কোনটাকে সে আলাদা করতে পারত না। সব কিছু মিলিয়ে সে পূর্ণাঙ্গ মানুষ ছিল। যতদিন তার স্ত্রী, সুন্দরী, প্রেমপূর্ণা, ভালমেজাজী এবং ডেভিডের ঘৃণা উদ্রেককারী কোন কিছু করবে না, ততদিনই সে তাকে ধরে রাখতে পারবে, কিন্তু এর কোন কিছুতে ত্রুটি হলেই তার রাশ আলগা হয়ে যাবে। সে তাকে হস্তগত করতে পারে নি।

এই জিনিসগুলি পিয়নী জানত। তার জীবনের অনেক সময়ই সে লোকের মন যুগিয়ে চলেছে এবং চিরদিন এই বাড়ীতে থাকায় বাড়ীর সকলের মেজাজ ও খেয়াল খুশির সহিত সে সুপরিচিত। সে বেশী ভাবত ডেভিড সম্বন্ধে এবং তার খেয়াল খুশিই তার বেশী নখদর্পণে। সে নিজেকে বলল যে, সে এখন ঈর্ষা ও আশার বাইরে চলে গেছে এবং সে এখন শুধু দেখত কিসে ডেভিডের স্বাস্থ্য ও সুখ হবে।

তার গৃহস্বামিনীর নতুন অহঙ্কার দেখে পিয়নী অত্যন্ত বিস্মিত হল। সে বলল, "তুমি ভালই জান যে, তুমি যা কিছু করছ সবই তোমার স্বামীর স্বার্থে এবং ইচ্ছে করেই ত করছ লেডি।" পরে সে শোবার ঘরে গিয়ে দেখল যে, উহা প্রস্তুত হয়েছে কিনা। ইহা তার গৃহস্বামিনীর শোবার ঘর, কিন্তু সে জানত কখন এখানে ডেভিড আসে। তার আসার অনেক চিহ্ন সে সকালবেলা দেখতে পেত। তার পাইপ, তার চটি, তার সাদা রেশমি রুমাল এবং একখানা বই যা সে বেছে নিয়ে আসত। এই বইগুলি পিয়নী পরীক্ষা করে দেখত, প্রথমে সে কবিতার বই আনত, এখন আনে ইতিহাস বা দর্শনের বই। বইগুলি তার মায়ের লাইব্রেরীর, প্রথমে সেইগুলিই সে পড়তে আরম্ভ করে। কেন, পিয়নী জানে না, তবে সে লক্ষ্য করল যে, ডেভিডের মধ্যে পরিবর্তন এসেছে। গত কয়েকদিনে সে তার পূর্বপুরুষদের স্মরণ করতে শুরু করছে। যখন সে আলোটা দেখে টেবিল পরিষ্কার করত এবং লেপ ভাঁজ করে প্রস্তুত করে রাখত এবং ভারী সাটিনের মশারি তার রূপোর পেরেক থেকে আলগা করে রাখত, মথ এবং মশা আটকাতে জানালা বন্ধ করে দিত এবং একটা মশা তাড়াবার ধূপ জেলে হাওয়া সুগন্ধিযুক্ত করত, তখন সে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে যেত, কিন্তু তার গৃহস্বামিনী এখনও টেবিলের কাছে অলসের মত বসে থাকত। পিয়নী জিজ্ঞেস করল, "আমি তোমাকে পোষাক বদল করতে সাহায্য করব?" কুয়েলিন মাথা নাড়ল এবং বলল, "এখনও ঘুমুতে অনেক দেরি আছে। আমাকে একটু একলা থাকতে দাও।" পিয়নী আদেশ পালন করল এবং চলে গেল। এটা নিশ্চয়ই অন্য প্রকারের বাড়ী হবে যদি তার গৃহস্বামিনী দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় হস্তক্ষেপ করতে যায়। সে তৃতীয় মহলে গিয়ে চিন্তা করল তার কি ডেভিডের কাছে যাওয়া উচিত? যদি সে না যায় তবে সে অদ্ভুত ভাববে। আর যদি তাকে তার প্রয়োজন না থাকে তবে তার যাওয়া উচিত নয়। বন্ধ-দরজার স্মৃতি এখনও তার রয়েছে। তার পরিবর্তে সে পাশের মহলে ওয়াংমার খোঁজে গেল এবং তাকে তার বিছানায় বসা দেখতে পেল। বুড়ো ওয়াং তার পাশে একটা বাঁশের টুলে বসে আছে। উভয়েই কাঁদছিল। তারা তাদের কর্তব্য ভুলে যাচ্ছিল, কারণ বছরের পর বছর তারা এই বাড়ীতে চাকরী করেছে। তারা পুরুষানুক্রমে এখানে কাজ করে এখন মনিবকে হারিয়েছে। পিয়নী তাদের সান্ত্বনা দিতে পারল না। সে নিজের জামার আস্তিন দিয়ে নিজের চোখ মুছলো। ওয়াংমা কাঁদতে কাঁদতে বলল, "বোন তোমাকে আমি

একটা অনুরোধ করব।" পিয়নী বলল, "বলো দিদি।" উত্তরে ওয়াংমা বলল, "আমাদের আর এ বাড়ীতে থাকতে ইচ্ছা নেই। আমি এবং আমার বুড়ো গ্রামে গিয়ে আমাদের বড় ছেলের কাছে থাকব। তুমি আমাদের নতুন মনিবকে একটু বলে দিও।" তারা এত ভেঙ্গে পড়েছিল যে, পিয়নীর আর সাহস হল না বলতে যে, তোমরা গিয়ে ডেভিডকে বল। সে বলল, "আমি তাকে বলব, তার শোক একটু কমে গেলে, তোমরা নিশ্চিন্ত থাকতে পার সে তোমাদের কখনও না বলবে না। কিন্তু আমি কি করে সব ব্যবস্থা করব। আমি সর্বদা তোমাদের উপরেই তো নির্ভরশীল।" ওয়াংমা বলল, "এ বাড়ীতে থাকতে আমার আর ইচ্ছা হয় না।" এই বলে সে আবার কাঁদতে লাগল। পিয়নী তাদের ফেলে রেখে তার ছোট মনিবের কাছে চলে গেল তার কোন খাদ্য বা অন্য কিছুর প্রয়োজন আছে কিনা জানতে। সে নিজেও খুব ক্লান্ত হয়েছিল এবং তার চোখে ভবিষ্যত খুব সরল ছিল না।

এজরা কুংচেনকে বলে যেতে সময় পায়নি। কেন ডেভিড তাড়াতাড়ি উত্তরের রাজধানী থেকে চলে এসেছিল এবং ডেভিডও পিতার মৃত্যুতে কথাটা ভুলে গিয়েছিল। যদিও শোকের জন্যই নয়, ভারত থেকে জাহাজে করে যে মাল আসছিল তা বন্দরে এসে পড়ে আছে এবং স্থলপথে তা বয়ে আনা হচ্ছে। তবু সর্বত্র লোকেরা গরীব থাকায় দস্যু-তস্করের সংখ্যা অনেক বেড়ে গিয়েছে এবং ডেভিডকে সৈন্য এবং পাহারার সাহায্যে মাল আনতে হচ্ছে। তার পিতার জন্য শোক করারও সময় নেই। এক্ষুণি তাকে ব্যবসায়ে মন দিতে হবে। এই সকল উদ্বেগের মধ্যে সে বলতে ভুলে গিয়েছিল যে, পিয়নীকে নিয়ে কি ঘটেছিল। সে ভেতরে-বাহিরে বড়ই উদ্বিগ্ন ছিল, কারণ সে দেখল যে পিয়নী নিজেকে তার কাছ থেকে আলাদা করে নিয়েছে। সে ভেবেছিল মালপত্র গুদামে আনা হয়ে গেলে এবং পিতার পারলৌকিক কাজ মিটে গেলে, সে পিয়নী সম্বন্ধে চিন্তা করবে। কিন্তু ইতিমধ্যেই কুংচেন একদিন সকালবেলা হন্ত-দন্ত হয়ে এসে উপস্থিত হল। ডেভিড তখন নিজের দোকানে বসে মালের দৈনিক আমদানীর হিসাব করছিল এবং ভারতে তৈরী কাপড়ের নমুনা পরীক্ষা করছিল। তার সঙ্গে তার পার্টনার কুংচেনের বড় ছেলে বসেছিল। তারা উভয়েই কাজে খুব ব্যস্ত ছিল, এমন সময় কুংচেনকে দেখে তারা খুব বিস্মিত হল। সে ডেভিড এবং তার বড় ছেলেকে ডেকে নিয়ে একটি ছোট-ঘরে গেল এবং সেখানে দরজা বন্ধ করে দিল। ভয়ে কুংচেনের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল। সে খুব আস্তে-আস্তে বলল, "উত্তরের

রাজধানী থেকে একজন সংবাদ-বাহক এসেছে। সে বলছে, রাজপ্রাসাদে ডেভিডের বিরুদ্ধে অসন্তোষ জমেছে। প্রধান গোমস্তা নাকি রটিয়ে দিয়েছে যে, ডেভিডের এক ক্রীতদাসী পাশ্চাত্য-সম্রাজ্ঞীর সহিত দুর্ব্যবহার করেছে। "এ সকলের অর্থ কি ডেভিড?" ডেভিডের অন্তর ব্যথিত হল, এক মুহূর্তে তার কাছে সব স্পষ্ট হয়ে উঠল। সে আদ্যপান্ত তাদের বুঝিয়ে বলল। কুংচেন বলল, "প্রধান গোমস্তা হয় ত পিয়নীকে শাস্তি দেবার জন্য প্রাসাদে নিয়ে যেতে চাইবে। যদি তুমি না দাও তবে উত্তর রাজধানীতে আমাদের ব্যবসা মার খাবে। সম্রাটের প্রিয়পাত্রের বাহু সুদূরপ্রসারী।" ডেভিড বলল, "আমি একা রাজধানীতে যাব এবং সম্রাজ্ঞীর সঙ্গে দেখা করে সত্যিকথা বলব।" ইহাতে কুংচেন এবং তার ছেলে দুজনেই চেঁচিয়ে উঠে বলল, "মহা বোকামি হবে! তুমি প্রধান গোমস্তাকে এড়িয়ে সম্রাজ্ঞীকে কিছু বিশ্বাস করাতে পারবে না। প্রধান গোমস্তা তাদের বিশ্বাসের পাত্র। তার বিরুদ্ধে গেলে তোমার জীবনই নষ্ট হবে। তার চেয়ে বরং পিয়নীকে দিয়ে দেওয়াই ভাল।" ডেভিড বলল, "তা আমি পারি না। উভয় চীনা অত্যন্ত বিস্মিত হল। তারা পরস্পর-পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগল। কুংচেন দু-একবার তার ছেলেকে বলেছিল যে, পিয়নীর মত সুন্দরী, চতুর এবং বিদুষী ক্রীতদাসী যে কোন লোককে ভোলাতে পারে। ইহাতে ডেভিড অত্যন্ত দুঃখিত হল এবং বলল, "তোমরা যা ভাবছ আমার পক্ষে তা করা সম্ভব নয়। আমাদের ইহুদীদের মধ্যে একজনের বেশী স্ত্রী থাকতে নেই। আমি পিয়নীর কাছে কৃতজ্ঞ। সে বাবার কাছে তার মেয়ের মতই প্রতিপালিত হয়েছে, আমি তাকে একটা লম্পটের হাতে তুলে দিতে পারি না।" কুংচেন বলল, "সে যদি নিজে থেকে যেতে চায়?" ডেভিড বলল, "তা আমি জানি না, সে নিজে থেকে যেতে চাইবে কিনা সেটা তার নিজের ব্যাপার।" কিন্তু ডেভিড কিছুতেই আর নিজের কাজে মন দিতে পারল না। সে ভাবল, যদি কুংচেন পিয়নীকে বুঝিয়ে বলে যে, সে চলে না গেলে ব্যবসার খুব ক্ষতি হবে, তখন হয়ত পিয়নী নিজে থেকেই যেতে চাইবে। এই চিন্তায় ডেভিড অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল। সে বলল, "আমি অত্যন্ত অসুস্থ বোধ করছি, আমি বাড়ী যাচ্ছি, কাল আবার আসব।" কুংচেনের বড় ছেলেকে বলে সে চলে গেল। তার পাটনার তার দিকে তাকিয়ে রইল, একটা কথাও বলতে পারল না। ডেভিড বাড়ী ঢুকেই পিয়নীকে ডেকে পাঠাল। পিয়নী রান্নাঘর থেকে ছুটে এল, ডেভিড তার দিকে তাকিয়ে রইল। সে দেখল, এই তার গৃহস্থালীর সুন্দরী স্তম্ভ। তাকে

ছাড়া সে বাঁচতে পারে না। সে বলল, "পিয়নী বোস।" পিয়নী ডেভিডের চেহারায় এবং কণ্ঠস্বরে ভীত হয়ে জিজ্ঞেস করল, "তোমার কি হয়েছে?" ডেভিড তাকে সব বলল। পিয়নী বলল, "আমি বৌদ্ধ মঠের সন্ন্যাসিনী হব, তা না হলে আমি তোমাকে বাঁচাতে পারব না।" ডেভিড বলল, "তোমার এখানে থাকার আরও একটা পন্থা আছে।" পিয়নী জিজ্ঞেস করল, "সেটা কি?" ডেভিড চুপিচুপি বলল, "তুমি তা জান।" পিয়নী বলল, "তুমি বলতে চাইছ যে, আমি তোমার উপপত্নী হয়ে এখানে থাকি?" ডেভিড পিয়নীর দিকে না তাকিয়ে বলল, "হ্যাঁ তাই।" তার চোখে কোন আনন্দ ছিল না, তার হাত থেকে এ্যাপ্রন্ পড়ে গেল। সে বলল, "আমার বিরুদ্ধে তুমি তোমার দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলে কেন?" সে বলল, "আমি কি করে জানব?" পিয়নী বলল, "তুমি ভালই জান, তুমি এখন যা করতে বলছ, তা করতে তুমি ভীত ছিলে। তুমি নিজেই নিজেকে ভয় পাচ্ছিলে এবং চিরকাল এইরূপ ভয় পাবে। এটা তোমার জন্মগত ভয়। একে তুমি অস্বীকার করতে পারবে না।" ডেভিড মাথা নীচু করে রইল, কোন জবাব দিল না। ডেভিড যেন লিহর কণ্ঠস্বর শুনতে পেল। সে তার মায়ের কণ্ঠস্বর এবং সকল স্ত্রী-জাতির কণ্ঠস্বর শুনতে পেল। সে জেহোভার কণ্ঠস্বর শুনতে পেল। পিয়নী বলল, "আমি যদি তোমার কাছে আত্মসমর্পণ করি, তোমার বিবেক আমাকে আর ভালবাসবে না। আমি নিজে ইচ্ছা করেই চলে যাচ্ছি। কিন্তু রাজপ্রাসাদে নয়।" পিয়নী ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল এবং ডেভিড তাকে অনুসরণ করতে পারল না। পিয়নী যা বলেছে, তা সত্যি। ম্যাডাম এজরা ডেভিডের অন্তরে যে বীজ-বপন করেছে তা আজ বিরাট মহীরূহের মত তার অন্তরে জেগে আছে। সে তার হাত থেকে মুক্ত হতে পারবে না। ডেভিড হাতজোড় করে জেহোভাকে বলল, "হে একমাত্র সত্য ঈশ্বর, আমার কথা শোন, আমাকে ক্ষমা করো।"

পিয়নী খালি পায়ে, খালি হাতে মাথা নীচু করে রাজপথে বেরিয়ে পড়ল। সন্ন্যাসিনী-মঠের দরজা খোলা ছিল। পিয়নী ভেতরে ঢুকে পড়ল। আঙিনা নিস্তব্ধ ছিল, পিয়নী কান্নায় ভেঙে পড়ে মঠাধ্যক্ষাকে বলল, "মা, আমি এসেছি।" ধূসর পোষাক পরিহিতা এক বৃদ্ধা বেরিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে পিয়নীকে নিল। সে বলল, "এসো মা।" পিয়নী হাঁপাতে-হাঁপাতে বলল, "আমি বিপদাপন্ন।" মঠাধ্যক্ষা বলল, "এখানে দেবতারা আমাদের সকল লোক থেকে রক্ষা করেন।" পিয়নী বলল, "দরজা বন্ধ করে দাও।" পিয়নী বৃদ্ধার হাত জড়িয়ে ধরে বলল,

"যদি আমি তোমাকে বলি, "আমাকে বাইরে যেতে দাও তুমি কখনও তা দিও না।" "আমি দেব না" বলে মঠাধ্যক্ষা প্রতিজ্ঞা করল এবং লোহার দরজা বন্ধ করে দিল।

ডেভিড কি করে বিশ্বাস করবে যে পিয়নী আর ফিরে আসবে না? কয়েক ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর ডেভিড অত্যন্ত অস্থির হয়ে পড়ল এবং ওয়াংমাকে বলল, সন্ন্যাসিনীর মঠ থেকে খবর আনতে যে সেখানে পিয়নী গেছে কিনা। ডেভিডের মুখের ভাব দেখে ওয়াংমার আর দ্বিতীয় প্রশ্ন করার সাহস হল না। সে নীরবে বেরিয়ে গেল। ডেভিডের ভয় হয়েছিল যে, পিয়নী হয়ত নদীতে ঝাঁপ দিয়ে ডুবে মরবে। কিন্তু ঘণ্টাখানেক পরে ওয়াংমা এসে খবর দিল যে, পিয়নী মঠে চলে গিয়েছে! ডেভিড নীরবে সব শুনল এবং কুয়েলিনকে ডেকে সব বলল। পিয়নী চলে যাওয়ায় ডেভিড অত্যন্ত ব্যথিত হল। পিয়নী ছেলেবেলা থেকে ডেভিডকে ভালবাসত। কিন্তু সে বুঝতে পারেনি কখন তাদের শিশুসুলভ ভালবাসা গভীরতর কিছুতে রূপান্তরিত হয়েছে। ডেভিড এই ভালবাসার কথা স্বীকার করতে সাহস পেত না। কিন্তু এখন সে পিয়নীকে দোষ দিতে লাগল এবং বলতে লাগল, তাকে এইরূপ ফেলে রেখে পিয়নীর চলে যাওয়া উচিত হয়নি। কুয়েলিনের মেজাজটা সেইদিন খুব ভালই ছিল। সে এখন গৃহস্বামিনী এবং তার স্বামী গৃহস্বামী। বাড়ীতে তাদের উপর আর কেউ নেই এবং বিদেশীরাও সব চলে গিয়েছে। কুয়েলিন এখন চাকরদের উপর এবং তার ছেলেদের উপর ধৈর্যশীলা। পিয়নী ডেভিডের ছেলেদের পড়াতে আসছে না, কাজেই তারা ছুটি উপভোগ করছে এবং খেলাধূলায় মেতে আছে। দেওয়ালের পাশে চন্দ্রমল্লিকা ফুটেছে এবং সূর্য্যের শেষ রশ্মি ফুলের উপর এবং ক্রীড়ারত ছেলেদের উপর পড়েছে। ডেভিডের মনে হল কুয়েলিন কী সুন্দরী! তার মাখনের মত চামড়া, লাল ঠোঁট, পিয়নীর বেঁধে দেওয়া চুল খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল। ডেভিড ভাবল, সে কেন সুখী হবে না? সে সদর দরজায় দাঁড়াল। কুয়েলিনও উঠল। ছেলেরা তাদের বাবার কাছে ছুটে গেল। কুয়েলিন তার স্বামীকে ভালবাসত, সে তার পাশে বসে পড়ল এবং তার চোখ আনন্দে জ্বলে উঠল। ডেভিড ছোট ছেলেটাকে কোলে নিয়ে বলল, সে কত বড় হয়ে গেছে। কুয়েলিন জিজ্ঞেস করল, এ সময় তুমি বাড়ীতে কেন? ডেভিড বলল, "প্রধান গোমস্তা পিয়নীকে চেয়েছিল তাই সব গোলমাল হয়ে গেল।" সে বলল, "পিয়নী সন্ন্যাসিনীদের মঠে চলে গেছে।" কুয়েলিন বলল,

"সেখানে সে থাকবে?" "তা ছাড়া সে কি করে রেহাই পাবে?" ছেলেরা এখন প্রশ্ন করতে লাগল। বড় ছেলেটা জিজ্ঞেস করল, "পিয়নী আর আসবে না?" কুয়েলিন বলল, "সে যদি সন্ন্যাসিনী হয় তবে তো সে মঠে থাকবে।" ছোট ছেলেটা কাঁদতে লাগল, "আমি পিয়নীকে আবার দেখব।" তার মা বলল, "শান্ত হও, সে প্রকৃত সন্ন্যাসিনী হলে আমাদের সাথে আবার দেখা করবে।" কুয়েলিন ভাবল, পিয়নীর এখানে না থাকাই ভাল। তার ঈর্ষা ছিল যে, পিয়নী সব ব্যাপারে কর্তৃত্ব করে। অনেক সময় মনে হত যে, পিয়নীই যেন গৃহস্বামিনী। পিয়নী সুন্দরী এবং বই পড়তে পারত। ডেভিডও তার সঙ্গে কথা বলে আনন্দ পেত। কুয়েলিন হঠাৎ ঘোষণা করল যে, পিয়নীর সন্ন্যাসিনী হওয়ায় ভালই হয়েছে। সে বিয়ে করবে না, তবে আর কি করবে? কুয়েলিন অত্যন্ত ঈর্ষা-বোধ করল। সে বলল, "সে যদি আমাদের ভালবাসত তবে রাজপ্রাসাদে তার যাওয়া উচিত ছিল। সে যদি প্রাসাদে থাকত তবে আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের অনেক সুবিধে হত। ডেভিড বলল, "সে বুদ্ধিমতীর মতই কাজ করেছে।" তার মনে হল যে তার জীবনের কতক অংশ যেন শেষ হয়ে গেছে। জীবনের বাকী অধ্যায়গুলির জন্য তার যুদ্ধ করতে বাকী আছে। সে যেমন এখন গৃহস্বামী তেমনি হৃদয়ের উপরও সে আধিপত্য বিস্তার করতে পেরেছে।

ওয়াংমা যখন পিয়নীর সঙ্গে মঠে দেখা করতে গেল, গেটের সন্ন্যাসিনী তাকে ভিতরে ঢুকতে দিল না। সে মঠাধ্যক্ষার অনুমতি চাইল। এই নতুন সুন্দরী সন্ন্যাসিনীর আগমনে সকলেই সচকিত। সকলেই জানত যে, তাদের বুড়ো এজরা কিছুদিন আগে মারা গিয়েছে। তার বিরাট শোকযাত্রার কথা শহরে কে না জানে? পিয়নী সেই এজরার বাড়ী থেকেই এসেছে। মঠাধ্যক্ষাও এই কথা শুনেছিল কিন্তু কোন প্রশ্ন করেনি। সে আদেশ করেছিল যে, পিয়নীকে একখানা সুন্দর বড় ঘর দেওয়া হোক। তার দরজা থাকবে বাঁশ-ঝাড়ের দিকে। শিক্ষানবীশেরা পিয়নীর জন্য গরম জল দিয়ে যাবে এবং তার জন্য নরম ঘাসের পোষাক রাখা হবে। যখন শিক্ষানবীশেরা বলল, যে পিয়নী পোষাক পরিবর্তন করেছে তখন সে আদেশ দিল যে, তার পুরানো পোষাক যেন একটা আলমারীতে তালা বন্ধ করে রেখে দেওয়া হয় এবং তাকে যেন নিরামিষ খাদ্য এবং চা দেওয়া হয়। যখন মঠাধ্যক্ষা শুনল যে, গেটে এক বৃদ্ধা মহিলা অপেক্ষা করছে, তখন নিজেই সে পিয়নীর কাছে গেল। পিয়নী তখন জানালার কাছে হাত জোড় করে বসেছিল। ধূসর পোষাকে তাকে এত সুন্দর দেখাচ্ছিল:

যে, মঠাধ্যক্ষার মনও কেঁদে উঠল। বহুদিন পূর্বে তার যুবক স্বামী যখন বিয়ের একমাসের মধ্যে মারা যায় তখন সে এইখানে এসেছিল। যখন পরীক্ষা করে দেখা হল যে, তার পেটে কোন সন্তান নেই তখন তাকে এখানে থাকতে দেওয়া হল। সে মুখ দেখেই বলতে পারে যে, স্ত্রীলোক একা থাকে কিনা। মঠাধ্যক্ষা বলল, "এক বৃদ্ধা নাম বলল ওয়াংমা, সে তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায় মা। তাকে কি ভেতরে আসতে দেব?" পিয়নী বলল, "সে ভেতরে এলেই ভাল হয়।" ওয়াংমা পিয়নীর ধূসর পোষাকে হতবাক হয়ে গেল। তার কুঁচকানো গাল বেয়ে অশ্রু গড়াতে লাগল। তারা দুজনে ক্রন্দন করতে লাগল এবং মঠাধ্যক্ষা নতমস্তকে অপেক্ষা করতে লাগল। ওয়াংমা চোখ মুছে উঠে দাঁড়াল। পিয়নীর চোখে তখনও জল। ওয়াংমা জিজ্ঞেস করল, "তোমার সে কি করেছে?" পিয়নী মাথা নেড়ে বলল, "কিছুই না।" পিয়নী বলল, "সেই গোমস্তাটা আমাকে আবার খুঁজতে পাঠিয়েছিল।" ওয়াংমা বলল, "তুমি স্ত্রীও ছিলে না, উপপত্নীও ছিলে না, তাই তোমাকে কে রক্ষা করবে?" পিয়নী বলল, "আমাকে রক্ষা করার কেউ নেই।"

ওয়াংমা জিজ্ঞেস করল, "কেন এ জীবন বেছে নিলে?"

পিয়নী বলল, "ওখানে দুঃখ ছাড়া আমার আর কি ছিল?" ওয়াংমা বলল, "আমি যেমন করেছি তুমি যদি তা করতে তবে অনেক ভাল হত। আমি ত সংসারের সঙ্গেই থাকতাম এবং আমি আমার প্রভুর সেবা শেষ পর্য্যন্ত করে গেছি। এখন আমার বুড়োও আমার কাছে আরাম ও সান্ত্বনার বিষয়।

কি করে পিয়নী তাকে বোঝাবে যে, ডেভিড তার বাবা থেকে আলাদা ছিল এবং সেও ওয়াংমা ছিল না? সে শুধু হাসল যদিও তার চোখ জলে ভরে গিয়েছিল। সে বলল, "তোমার কি মনে আছে যে, তুমি একদিন বলেছিলে যে, জীবন দুঃখপূর্ণ?" এটা সে এত আস্তে বলেছিল যে, দূর থেকে ওয়াংমা কিছুই শুনতে পেল না। সে দু'একবার গোঙানি দিল, তার পর মঠাধ্যক্ষার দিকে তাকাল। সে মঠাধ্যক্ষাকে বলল, "তোমরা কি ওর মাথা কামাবে?" মঠাধ্যক্ষা কোন জবাব দেবার পূর্বেই পিয়নী বলল, আমি আইন মেনে চলব।" ওয়াংমা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে উঠল, "তোমার হৃদয় যদি ভগবানে সমর্পিত হয়ে থাকে, তবে আর আমার অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই। তুমি আমাদের প্রভুকে কি কিছু বলবে?"

মঠাধ্যক্ষা বসে বসে দেখলেন যে তাদের কথা সাধারণ স্তরের। একটি সুন্দর

মনোরম গোলাপ ফুল যেন পিয়নীর ঘাড়ে এবং মুখে ছড়িয়ে পড়েছে। তার লাল ঠোঁট কাঁপতে লাগল এবং অশ্রু তার চোখের পাতা ভারি করে দিল। সে বলল, "আমার হয়ত তার সঙ্গে আর দেখা হবে না।"

এই কথায় মঠাধ্যক্ষার পিয়নীর উপর মায়া হল। অনেকদিন পূর্বে সে সারারাত কেঁদে কাটাত এই ভেবে যে, সে হয়ত তার মন থেকে ভালবাসা এবং ভোগ লিপ্সা তাড়াতে পারবে না। তবু কোনরূপে হৃদয়ে সান্ত্বনা পেল এবং দুশ্চিন্তা পালিয়ে গেল। এখন তার মনে হয়, অবশ্য যদি সে মনে করতে চেষ্টা করে, তার স্বামী যখন বেঁচেছিল সেইদিনের মধুর স্মৃতির কথা এবং তাকে হারানোর দুঃখ এখন ম্লান হয়ে গেছে। সে পিয়নীকে বলল, "এখন সে কথা বলার প্রয়োজন নেই, আমরা চেষ্টা করব যাতে হৃদয়ের ক্ষত সেরে যায়।" এই কথায় ওয়াংমা মাথা নেড়ে চলে গেল।

ওয়াংমা চলে গেলেও মঠাধ্যক্ষা বসে রইলেন এবং পিয়নী তার কাছে দাঁড়িয়ে রইল। মঠাধ্যক্ষার এই কথাগুলি খুব আস্তে আস্তে বলা হয়েছিল কিন্তু পিয়নীর হৃদয়ের মধ্যে ঘণ্টাধ্বনির মত মনে হল। সে তাকিয়ে বলল, "মা তুমি কি আমাকে তাকে ভালবাসতে নিষেধ করছ?"

মঠাধ্যক্ষা হেসে বলল, "ভালবাসা বদলায়, আগুনের শিখা নিভে গেলেও রেশ থাকে, কিন্তু ইহা আর একজন মানুষকে আশ্রয় করে থাকে না, ইহা সমস্ত আত্মাকে উত্তপ্ত করে এবং আত্মা সমস্ত মানবগোষ্ঠির উপর ভালবাসা সমভাবে ছড়িয়ে দেয়।"

পিয়নী একমনে শুনতে লাগল এবং নীরব হয়ে রইল। সে সেখানে দাঁড়িয়ে রইল, তার গায়ের পোষাক হাওয়ায় উড়তে লাগল এবং মঠাধ্যক্ষার সমস্ত করুণা যেন এই নতুন মেয়েটিকে ঘিরে অবস্থান করতে লাগল। পিয়নী একটু পরে বলল, "আমি তোমাকে বলব কেন আমি এখানে এসেছি?" মঠাধ্যক্ষা বলল, "যদি বলতে তোমার ভাল লাগে তবে বল।" পিয়নী বলল, "আমি কেন পালিয়ে এসেছি তা বলতে অবশ্য আইনতঃ আমি বাধ্য নই।" মঠাধ্যক্ষা বলল, "নিশ্চয়ই না। আমরা সকলেই এখানে কোন না কোন দুঃখের জন্য এসেছি। জীবন অতিষ্ঠ এবং অত্যন্ত দুঃখবহ হলেই মানুষ আশ্রয়ের জন্য ছোটে। মাত্র একটা জিনিসই আমার প্রয়োজন যে, তোমার কোন স্বামী ছিল কিনা এবং থাকলে তার অধিকার তোমার উপর আছে কিনা?" পিয়নী বলল, "আমি ত সত্যই বলেছি যে, আমার স্বামী নেই।" মঠাধ্যক্ষা বলল, "তাহলে এখানে

শান্তিতে বাস কর, আমাদের মাথার উপরে আকাশ এবং পায়ের তলায় পৃথিবী।" এই বলে সে উঠে চলে গেল। পিয়নী আরও অনেক সময় সেখানে অপেক্ষ করল, তার কোন দুঃখ বা ক্লান্তিবোধ হল না। একটা গভীর প্রশান্তি যেন তার মধ্যে প্রবেশ করেছে।

পিয়নী তিন বছর মঠের মধ্যে অবস্থান করল। এই তিন বছর তার লাগল অগ্নিশিখার লাল উত্তাপে পরিণত হতে। এই লাল উত্তাপের কথাই মঠাধ্যক্ষা এই সময়ের মধ্যে সে ডেভিডকে দেখেনি। কোন পুরুষকে ভেতরে ঢুকতে দেওয়া হত না এবং সেও বাইরে যেত না। ওয়াংমার সঙ্গে তার দেখা হওয়ার পরে থেকে সে মঠের জীবন গ্রহণ করল। সে তখন পবিত্র ধর্মগ্রন্থ পড়ত, প্রার্থনার মন্ত্র শিখত, ঈশ্বরের জন্য কাজ করত, বাগান তৈরী করত, রান্না করত। তখন বয়স্কা সন্ন্যাসিনীরা তার লম্বা চুল কেটে তার মাথা কামিয়ে দিল, সে তার শিক্ষানবীশের জীবন শেষ করল। সে প্রতিজ্ঞা করে ব্রত নিল এবং সন্ন্যাসিনী হল। তার হৃদয়ের গোপন জীবনের অবসান হল। মঠাধ্যক্ষা তাকে একটা নতুন নাম দিয়েছিল—চিঙ্গ এ্যান বা 'বিশুদ্ধ শান্তি'।

কিন্তু এই তিন বছরের মধ্যে কুয়েলিন মাঝে মাঝে তার সঙ্গে দেখা করতে আসত; প্রথম বছরে সে মাত্র দু'বার এসেছিল। পিয়নী প্রায় নীরবে বসে থাকত এবং কুয়েলিন আপন মনে বকবক করে যেত, তার বাড়ীর সমস্ত গল্প শোনাত। তার কাছেই পিয়নী জেনেছিল যে, ওয়াংমা এবং বুড়ো ওয়াং গ্রামে চলে গিয়ে তাদের ছেলের সঙ্গে বাস করছে। পিয়নী আরও জানল যে, পিতা মারা যাওয়ার পরে এ্যাড়ন কুপথে চলে গিয়েছিল। তখন ডেভিড রেগে তাকে কায়োলিনের হাতে তুলে দিল। সে কিছুদিন তার সঙ্গে কাজ করল, পরে কায়োলিন তাকে পর্বতের পশ্চিমদিকের একটা দেশে রেখে এসেছে। সেখানে অনেক ইহুদী আছে, তারা এ্যাড়নের মতিগতির পরিবর্তন ঘটাতে পারবে। তারপর থেকে তার আর কোন খবর কেউ জানে না।

প্রথম বছরের পরে কুয়েলিন প্রায়ই আসত। সে আর একটি ছেলে প্রসব করেছে, তাদের চতুর্থ ছেলে এবং যখন তার বয়স একমাস সে তাকে নিয়ে এসেছিল পিয়নীকে দেখাতে। কুয়েলিন গর্ব করত যে, তার চারটা ছেলে, কিন্তু সন্ন্যাসিনীরা চলে গেলে সে এই ছেলেটার জন্য অসন্তোষ প্রকাশ করত।

ছেলেটাকে দেখিয়ে সে বলত, "দেখ পিয়নী, এইটা কি আমার ছেলে?" সে তাকে তার পুরানো নাম ছাড়া ডাকতে পারত না। পিয়নী বলত, "তুমিই ত

তাকে প্রসব করেছ?" ঈশ্বর তাকে এখন কুয়েলিনের সমকক্ষ করেছে, তাই সে আর তাকে গৃহস্বামিনী বলে সম্বোধন করে না। কুয়েলিন বলল, "তাকে তার বিদেশী ঠাকুরমার মত দেখায়।"

পিয়নী না হেসে পারল না। বাস্তবিকই ছোট ছেলেটাকে অদ্ভুতভাবে ম্যাডাম এক্সরার মত দেখাচ্ছিল। তার বলিষ্ঠ মুখশ্রী—তার ছোট মুখের বড়ই বেমানান ছিল। সে নার্সকে ছেলেটাকে দিতে বলল। সে যখন তার কোলে তখন সে তার হাত পায়ের দিকে নজর দিল। সেগুলিও বড়ই ছিল। সে বলল, "সে একটা লম্বা লোক হবে। তার কান কি বড়—তার অর্থ সাহস এবং জ্ঞান। ছেলেটা ভাগ্যবান হবে।"

এই বলে পিয়নী কুয়েলিনকে প্রবোধ দিল। কুয়েলিন উৎসাহিত হয়ে বলল, "চল না, একদিন বাড়ীতে বেড়িয়ে আসবে। চাকরাণীরা আমার কথা শোনে না, যেমন তোমার কথা শুনতে চাইত না। আমার বড় ছেলেটা পড়তে চায় না, এইজন্য তার বাবা মারে। আমি কিছু বললে সে আমার উপরও রেগে গিয়ে বলে, "যদি তুমি আস, তবে আমি কিছু জানি না, ছেলেরা তোমার কথাই শুনুক।" তুমি যদি আস তোমার কথা সবাই শুনবে, যেমন আগে শুনত।" পিয়নী হেসে মাথা নাড়াল এবং ছেলেটাকে নার্সের কাছে ফিরিয়ে দিল।

কুয়েলিন বলল, "তুমি সেই পিয়নীই আছ, যদিও তোমার মাথা কামান হয়েছে।"

পিয়নী চমকে উঠল। এই কথায় কি তার অন্তর অনাবৃত হল? এখন সে মাথা কামিয়েছে এবং সন্ন্যাসিনী হয়েছে বলে কি আর চায়না যে, ডেভিড তাকে দেখুক? সে অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে গেল এবং তার নীরবতায় কুয়েলিন ভাবল যে, তার জয় হয়েছে। সেদিন সে যখন বাড়ী ফিরল তখন ডেভিডকে সে বলল যে, সে পিয়নীকে একদিন তাদের বাড়ীতে এসে বেড়িয়ে যেতে বলেছে। এই কথায় ডেভিডও অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে গেল, কোন কথা বলল না।

নিজের ঘরে গিয়ে পিয়নী আর একবার তার হৃদয় পরীক্ষা করে দেখল। সে ভাবল, সে সত্যই ডেভিডের দৃষ্টিকে ভয় করে।

সন্ন্যাসিনীদের ঘরে কোন আয়না ছিল না। কিন্তু তাদের বেসিনে জলপূর্ণ থাকত এবং তাতেই সূর্য্যের আলোতে তারা নিজেদের মুখ দেখত। প্রথমবার সে যখন বেসিনে নিজের ছায়া দেখল, তখন তার চুল কামান হয়েছে। নিজেকে তার খুব কুৎসিত মনে হল। সে বেশী কিছুই দেখতে পেত না। তার কালো

চোখ, মুখের লালিত্য, লাল ঠোঁট এসব কিছুই দেখা যেত না। তার মনে হতে লাগল যে, তার সমস্ত সৌন্দর্য্যই ছিল চুলে। সে কানের উপর ফুল গুঁজে দিত এবং অনেকক্ষণ নিজের দিকে তাকিয়ে থাকত। তারপরে বেসিনের জল নিয়ে দেওয়ালের পাশে একটা পদ্মের স্তপব ছড়িয়ে দিত। সে ভাবল, "ডেভিডের এখন আমাকে দেখা আমারই শাস্তি।"

তবু পুরো দু-বছর সে বাড়ীতে যায়নি। ডেভিডের পঞ্চম সন্তান একটা মেয়ে হল। ষষ্ঠবার কুয়েলিন গর্ভবতী হল তখন হঠাৎ একদিন একটা চাকর এসে মঠে খবর দিল যে, পিয়নীকে একবার বাড়ী যেতে বলেছে কারণ, ডেভিডের বড় ছেলেটা মারা যাচ্ছে। ডেভিড একটু চিঠি লিখে দিয়েছে তাতে সে লিখেছে, "আমার ছেলেটার জন্য একবার অন্ততঃ এসো।" পিয়নী তাড়াতাড়ি মঠাধ্যক্ষার কাছে গেল তার অনুমতি নিতে। মঠাধ্যক্ষা অত্যন্ত বৃদ্ধা হয়েছে এবং অশক্ত হয়ে পড়েছে। পিয়নীকে সে নিজের মেয়ের চেয়েও বেশী ভালবাসত। সে তার হাত দু'খানা চেপে ধরে বলল, "আমার মনে হয় তোমার মধ্যের আগুন নিভে গিয়েছে।" পিয়নী জবাব দিল, "হ্যাঁ মা!" মঠাধ্যক্ষা বলল, "তাহলে তুমি যাও এবং আমি ছেলেটার জীবনের জন্য প্রার্থনা করি।"

সুতরাং পিয়নী সেদিন বাড়ীতে গেল। সন্ন্যাসিনীর বেশে যেতে যেতে সে প্রার্থনা করছে। সে তার পরিচিত সদর দরজায় ঢুকেই ডেভিডকে দেখতে পেল। সে তার জন্যই অপেক্ষা করছিল। ডেভিডকে দেখে তার অন্তরে ঝড় বইতে লাগল, কিন্তু ইচ্ছা শক্তির জোরে সে নিজেকে শান্ত করল। সে ডেভিডের দিকে নির্ভয়ে তাকাল, যেন বলছিল যে বন্ধুত্ব ছাড়া তাদের মধ্যে আর কোন সম্পর্ক নেই। "পিয়নী!" বলে ডেভিড চেঁচিয়ে উঠল। সে তার মধ্যে পরিবর্তন লক্ষ্য করল। পিয়নী হেসে বলল, "আমার নাম বিশুদ্ধ-শান্তি।" ডেভিড বলল, "আমি তোমাকে বরাবর পিয়নীই ভাবছি।" একথার কোন জবাব না দিয়ে পিয়নী জিজ্ঞেস করল, "তোমার ছেলে কোথায়?" তারা পাশাপাশি হেঁটে চলল, পিয়নীর হাতে জপমালা। সে ভুলে গেল ডেভিড কত লম্বা এবং কত শক্তিশালী। তারও যৌবন অতিক্রান্ত, এখন সে একজন বয়স্ক-পুরুষ, শক্তিশালী এবং গম্ভীর। পিয়নী ডেভিডের দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমার বিশেষ পরিবর্তন হয়নি।" ডেভিড বলল, "তোমার তো শুধু চুলটাই গেছে আর কিছু তো পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি না।" পিয়নী হাসিমুখে বলল, "আমার অনেক পরিবর্তন হয়েছে, এখন তোমার ছেলের কাছে নিয়ে চলো।" সাত বছর বয়স হওয়া থেকেই ছেলেরা

তার বাবার মহলে থাকে। ডেভিড পিয়নীকে নিয়ে তার ছেলের কাছে গেল। ছেলেটা অতিকষ্টে শ্বাস নিচ্ছিল। পিয়নী তার হাত দেখল। কিন্তু নাড়ী এত দ্রুত চলছিল যে, গণনা করা যায় না। সে তাড়াতাড়ি বলল, "আর দেরী করার সময় নেই, গলায় বিষাক্ত জীবাণু বাসা বেঁধেছে।" সে তৎক্ষণাৎ একটা চাকরকে মোটা সলতে দিয়ে একটা ল্যাম্প জ্বালিয়ে আনতে এবং একটা নতুন বাঁশের নরম টুকরো কেটে আনতে বলল। ইতিমধ্যেই পিয়নী গরম জলে একটা কাপড় ভিজিয়ে গলার চারধারে বেঁধে দিল। তারপরে সে ডেভিডকে বলল, ছেলেটাকে শক্ত করে ধরে রাখতে এবং একটা চাকরকে পা ধরে রাখতে। তারপর বাঁশের টিউব গলার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে গলা থেকে কফযুক্ত রোগের জীবাণু চুষে টেনে আনতে লাগল। ছেলেটার গলা পরিষ্কার হলে পিয়নী বলল, "এই কফযুক্ত বাঁশের টিউবটা পুড়িয়ে ফেল এর মধ্যে বিষ রয়েছে।" পরে সে ছেলেটাকে একটু মদ খাইয়ে দিল। ছেলেটা সুস্থ হল। ডেভিড আনন্দে চীৎকার করে উঠল। "সে অনেক ভাল হয়েছে!" বাঁচবে তো? পিয়নী বলল, "হ্যাঁ বাঁচবে।" তারপর থেকে পিয়নী রোজ একবার করে এসে ছেলেটাকে দেখে যেত যতদিন না সে সুস্থ হল। সেই সময় থেকে ডেভিডের বিশ্বাস হল যে, প্রয়োজনে পিয়নী নিশ্চয়ই আসবে। কিন্তু ডেভিড বাড়ীতে এত নাজেহাল হচ্ছিল যে, পিয়নী যদি সর্বদা তার বাড়ীতে থাকত তো ভাল হত। চাকরগুলো কথা শোনে না, গৃহস্থালীর সর্বত্র বিশৃঙ্খলা, ছেলেগুলো সব সময় উৎপাত করে, কুয়েলিন কিছুই সামলাতে পারে না। আর ডেভিডকে তো ব্যবসার তাগিদে সর্বদা বাইরে বাইরে কাটাতে হয়। ডেভিড কুয়েলিনকে ভালবাসে বটে কিন্তু তাদের ভালবাসা এখন বিলাসিতা এবং দৈহিক লালসায় পর্যবসিত। তাদের বাড়ীর আগের সেই পরিমার্জিত চেহারা এখন আর নেই। সর্বত্র অগোছালো অবস্থা। কোথাও কোন শৃঙ্খলার আভাস মাত্র নেই। টাকা জলের মত খরচা হলেও অনুরূপ স্বাচ্ছন্দ্য মেলে না। পিয়নী দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করল, সে হলঘরে যেসব কবিতা ও ছড়া লিখে টাঙিয়ে রেখেছিল তার আর কিছুই নেই। কে তা ফেলে দিল তা কেউ জানে না।

সেই থেকে পিয়নী মাঝে মাঝে আসত। সন্ন্যাসিনী হয়ে সে ডেভিড ও কুয়েলিনের সমকক্ষ হয়েছিল। এখন সে তাদের থেকে অনেক ওপরে উঠে গিয়েছে। এখন সে সকলেরই শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের পাত্রী। এখন ডেভিড ও কুয়েলিন তার কাছে আসে সংসারের ব্যাপারে তার কাছে উপদেশ নিতে এবং

সেও তাদের উপদেশ দিয়ে উপকৃত করে। পিয়্নী মঠে দশ বছর কাটানোর পর মঠাধ্যক্ষা মারা গেল। পিয়্নী নিজের গুণে মঠে এমন শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের পাত্রী হয়ে উঠেছিল যে, সন্ন্যাসিনীরা সকলেই একবাক্যে তাকে মঠাধ্যক্ষা বা আশ্রমের মা বলত, এখন তার সময় খুব কম। ডেভিডের বাড়ী যাওয়ার তার আর সময় নেই। সকল সন্ন্যাসিনীদের সহিত সে এমন সুন্দর ব্যবহার করে যে, এমন কি রাঁধুনী-সন্ন্যাসিনীও বুঝতে পারে না যে, 'বিশুদ্ধ শান্তি' মঠাধ্যক্ষা না সে নিজেই মঠাধ্যক্ষা।

এইভাবে দিন যেতে লাগল। ডেভিডের সঙ্গে তার আর ভুল বোঝাবুঝির কোন কারণ নেই। 'বিশুদ্ধ-শান্তি' এখন মঠাধ্যক্ষা। সে যেকোন জায়গায় যখন খুশি যেতে পারে, তাছাড়া, সে এখন আর যুবতীও নয়। ইতিমধ্যে ডেভিডের সংসারেও নানা পরিবর্তন হয়েছে। তার বড় মেয়েটার বিয়ে হয়েছে, ছেলে দুটোর বিয়ে হয়েছে। সব সম্পর্কই চীনাদের সঙ্গে হয়েছে। কিন্তু ডেভিডের চতুর্থ ছেলেটা বাড়ীতে অনেক গোলমাল সৃষ্টি করছে, অথচ একেই পিয়্নী বেশী ভালবাসত। সে একদিন ডেভিডকে বলল, "ওকে আমাকে দিয়ে দাও, আমি ওর ব্যবস্থা করব, ওকে তোমরা ঠিক চিনতে পারছ না।"

এইভাবে পিয়্নী ডেভিড এবং কুয়েলিন তিনজনেই বার্ধক্যে পৌছল। ডেভিড এখন শহরের একজন প্রধান গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং পিয়্নী সারা শহরের শ্রদ্ধেয়া মঠাধ্যক্ষা।

শহর সিনাগগ এখন ধূলি-জঞ্জালের স্তূপ। তার ইটগুলিও আর খুঁজে পাওয়া যায় না। একজন খ্রীস্টান বিদেশী দুটো পাথর কিনে নিল। ইহাতে শহরে খুব গোলমালের সৃষ্টি হল। ডেভিডের চতুর্থ পুত্র চাও সিনাগগের পাথরগুলি বিক্রী করেছিল। এতে শহরের শাসনকর্তা চটে গিয়ে বলল, "এ কী রকম ব্যাপার! এ তোমাদের পূর্বপুরুষদের ধর্ম মন্দিরের পাথর বিক্রী করে ফেলেছে, হয় সে সেগুলো ফেরৎ দেবে নয়ত সে শাস্তি ভোগ করবে।" শাসনকর্তা তার প্রহরীদের বলল, "চাওকে জেলে পাঠাও।" কিন্তু চাও-এর মধ্যে ম্যাডাম এজরার রক্ত ছিল। সে বলল, "যদিও তোমরা আমাকে দায়ী করছ, কিন্তু আমি কিছুতেই খ্রীস্টানকে ওগুলো ফেরৎ দিতে বলব না। সেগুলো আমাদের ধর্মের জিনিস যা এদেশে এসে শেষ হয়েছে। কিন্তু আসলে এই ধর্ম মন্দির আমাদের দ্বারাই তৈরী হয়েছিল। ওকে ডেভিডের সকল আত্মীয় স্বজনেরা সমর্থন করল এবং গভর্নরকে বোঝাল যে, এ নষ্ট হয়ে যাওয়া পাথরের জন্য কোন নালিশ আসতে পারে না। কিন্তু এ ব্যাপারে কোন মীমাংসা হল

না। অবশেষে গভর্নর জানতে পারল যে, মঠাধ্যক্ষ এই পরিবারকে জানে। কাজেই গভর্নর তার কাছে দূত পাঠাল তার মতামত জানার জন্য। সে উপদেশ দিল, "এই ছেলেটা অত্যন্ত ডানপিটে এবং সে জেলে যেতেও ভীত নয়। আমি তার বাবাকে এবং ঠাকুরদাদাকে জানি। এ সমস্যার একমাত্র সমাধান বিদেশী যে পাথরগুলো কিনেছে সেগুলো সে এই শহর থেকে নিয়ে যাবে না, বা যেতে পারে না। সেগুলো সে নিজের মন্দিরের কাছে একটা তাঁবু বানিয়ে যুগ যুগ ধরে রেখে দেবে।" পত্রবাহকেরা মঠাধ্যক্ষার জ্ঞানের গভীরতা দেখে আনন্দিত হয়ে চলে গেল। পিয়নী যেমন বলেছিল, ঠিক তেমনিই করা হল। আজও নতুন মন্দিরে তাঁবুর মধ্যে সেই পাথরগুলো রয়েছে। সেই পাথরের উপর লেখা রয়েছে "সত্য এবং পবিত্রতার মন্দির।" তার নীচে রয়েছে ইহুদী ধর্মের ইতিহাস। সেখানে শুধু স্বর্গের রূপরেখার ইঙ্গিত রয়েছে। পিয়নী নিজের ঘরে ফিরে অনেকক্ষণ চিন্তা করল, এজরার বাড়ীর সব কথা তার মনে পড়ল। সে এখন বিশ্বাস করে যে, এজরার বাড়ীতে তার জীবন গঠিত হয়েছে এবং সেখানে যা কিছু ঘটেছে সবই ঈশ্বরের ইচ্ছায় ঘটেছে। ডেভিডও হয়ত একদিন মরে যাবে যেমন সিনাগগ আজ চলে গিয়েছে। কিন্তু সে যে ডেভিডকে, লিহুকে এড়িয়ে কুর্য়েলিনকে বিয়ে করতে উৎসাহিত করেছিল এতে কি তার পাপ হয়েছে?

সে অনেকদিন এই কথাটা ভেবেছে। বৃদ্ধ বয়সে সে তার প্রশ্নের জবাব পেল। সে কোন অন্যায় করেনি কারণ কিছুই হারিয়ে যায় না। সে আবার বলল, "কিছুই হারিয়ে যায় না। তিনি বারে বারে আসেন এবং বেঁচে থাকেন আমাদের লোকের মধ্যেই।" সে বলল, "যেখানে বড় ভ্রূ, আয়ত চোখ, সেখানে তিনি আছেন, যেখানে স্বর খুব স্পষ্ট সেখানে তিনি আছেন, যেখানে একটা রেখা দিয়ে সুন্দর ছবি আঁকা যায়, অঙ্কন দৃঢ় হয় সেখানে তিনি আছেন, যেখানে একজন নেতা খুব সম্মানিত হয় বা একজন বিচারক ন্যায় বিচার করেন সেখানে তিনি আছেন, একজন বিদ্বান ব্যক্তির মধ্যে তিনি আছেন, জ্ঞান ও সৌন্দর্যযুক্তা স্ত্রীলোকের মধ্যে তিনি আছেন। তাঁর রক্ত সর্বদা জীবন্ত, যে কোন আধারেই বহুক না কেন। আধার যখন নষ্ট হয়ে যায়, ইহা দয়ালু মাটিকে আরও সমৃদ্ধ করে। তাঁর আত্মা পুরুষানুক্রমে নব নব রূপে জন্মলাভ করে। তিনি ফুরিয়ে যান, তবু চিরকাল বেঁচে থাকেন।"

সমাপ্ত